৵০ অকারাদি বর্ণ ক্রমে তত্ত্ববোধিনী পত্রিকার তৃতীয় কল্পের প্রথম ভাগের নির্ঘণ্ট পত্র

	সংখ্যা	পৃষ্ঠ
অনবস্থাতত্ত্ব	৯৫	৪৬
অনশ্বরত্ব	৯৫	৪৭
অন্তর্গ্রাহ ও বহির্গ্রাহ	৯৮	৯৪
অবিচার	৯৭	৭১
আকর্ষণ	৯৭	৭৮
আকালি	১০২	১৩৬
আকৃতি	৯৫	৪৬
আত্মতত্ত্ব বিদ্যা ৪ অধ্যায় ...	৯৪	৩৩
ঐ ৫ অধ্যায় ..	১০০	১১৫
উদাসি	১০২	১৩৫
উপাসনার প্রকরণ	১০৩	১৫৫
ঋগ্বেদ সংহিতা	৯৩	১
ঐ	৯৪	২১
”	৯৫	৪১
”	৯৬	৫৩
”	৯৭	৬৫
”	৯৮	৮৫
”	৯৯	৯৭
”	১০০	১০৫
”	১০১	১২১
”	১০২	১৩৩
কলিকাতা ব্রাহ্ম সমাজের বক্তৃতা ...	৯৩	৬
ঐ	৯৪	২৯
কৈশিক আকর্ষণ	৯৮	৯৩
গঞ্জ বখ্‌সি	১০২	১৩৬
চৌম্বকাকর্ষণ	১০২	১৩৭
তাড়িতাকর্ষণ	”	১৩৮
তেজ	”	১৩৯
দীক্ষা পরকরণ (নানকপন্থি সম্প্রদায়ের)	১০৩	১৫৫
দেবালয় ”	”	”
নাগা	১০২	১৩৬
নানকপন্থি	৯৫	৪৮
ঐ	৯৯	৯৯
”	১০৩	১৫৪
নির্ম্মল	১০২	১৩৫
পদার্থবিদ্যা	৯৫	৪৪
ঐ	৯৭	৭৬
”	৯৮	৯১
”	১০২	১৩৭
”	১০৪	১৬৫
পরিচালকতা	১০২	১৪০
প্রশ্নের উত্তর	১০৪	১৭১
ব্রহ্মস্তোত্র	১০৩	১৪৫
ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রথমখণ্ড ২ অধ্যায় ...	৯৩	১৭
ঐ ঐ ৩ ঐ ...	৯৪	৩৬
” ” ৪ ” ...	৯৭	৮২
ব্রাহ্ম ” ” ৫ ”	৯৯	১০২
” ” ৬ ” ..	১০০	১১৬
ঐ ঐ ৭ ঐ ...	১০১	১২৯
” ” ৮ ” ...	১০৩	১৫৬
” ” ৯ ” ...	১০৪	১৬৮
ব্রাহ্মধর্ম্ম গ্রহণ	৯৯	১০২
মজহবি	১০২	১৩৬
মসন্দি	১০২	১৩৭
মহাভারত--আদিপর্ব্ব ৪১ অধ্যায়	৯৩	১৮
ঐ ঐ ৪২ ” ...	৯৪	৩৭
” ” ৪৪ ” ...	১০০	১১৭
” ” ৪৯ ”	১০৩	১৫৭
” ” ৫১ ” ..	১০৪	১৬৯
মাধ্যাকর্ষণ	৯৭	৭৯
যোগাকর্ষণ	৯৮	৯১
রঙ্গরেখা	১০২	১৩৬
রবাবি দীওয়ানা ইত্যাদি ..	”	১৩৭
রামরায়ি	”	১৩৫
রাসায়নিক আকর্ষণ	৯৮	৯৫
বন্দাপন্থি	১০২	১৩৬
বর্দ্ধমানের রাজবাটীর ব্রাহ্মসমাজ ...	৯৭	৮২
বাহ্যবস্তুর সহিত মানব প্রকৃতির সম্বন্ধ বিচার--ধর্ম্ম বিষয়ক নিয়ম লঙ্ঘন করিলে মনুষ্যের যেপ্রকার দুঃখ হয় তাহার বিচার	৯৩	১২
ঐ প্রাকৃতিক নিয়মানুযায়ি দণ্ড বিধানের বিবরণ	৯৪	২৫
ঐ ঐ	৯৬	৫৭
” ” দণ্ড বিধান	৯৭	৬৭
” নানা প্রকার প্রাকৃতিক নিয়মের সমবেত কার্য্য	৯৮	৮৭
ঐ প্রাকৃতিক নিয়ম প্রত্যেক ব্যক্তির সুখজনক কি না তাহার বিচার	১০০	১০৭
ঐ বিদ্যা ও ধর্ম্মের পরস্পর সম্বন্ধ বিচার	১০১	১২৩
ঐ উপসংহার ...	১০৩	১৫০
বিকিরণ	১০২	১৪১
বিয়োজন	১০২	১৪৩
বিস্তৃতি	৯৫	৪৬
সচ্চীদারী	১০২	১৩৬
সায়ৎসরিক ব্রাহ্মসমাজের প্রথম বক্তৃতা	১০৩	১৪৬
ঐ দ্বিতীয় বক্তৃতা	১০৪	১৬১
সুখ্রেশাহি	১০২	১৩৬
স্বপ্নদর্শন	৯৩	৭

এই তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা কলিকাতা মহানগরে যোড়াসাঁকোস্থিত তত্ত্ববোধিনী সভার কার্য্যালয় হইতে প্রতিমাসে প্রকাশিত হয়।—ইহার মূল্য এক টাকা।

১ চৈত্র শনিবার সম্বৎ ১৯০৮। কলিগতাব্দঃ ৪৯৫২।

বেশ মাস হইতে তত্ত্ববোধিনী সভার প্রতি সভ্য প্রতি মাসে এই পত্রিকার এক খণ্ড বিনা মূল্যে প্রাপ্ত হয়েন

শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ দত্ত।
৫৬ নং মসজিদবাড়ী ষ্ট্রীট, কলিকাতা।



দ্বিতীয় ভাগ
১০৫ সংখ্যা
বৈশাখ ১৭৭৪ শক

তত্ত্ববোধিনীপত্রিকা

অপরা ঋগ্বেদোযজুর্ব্বেদঃ সামবেদোথর্ব্ববেদঃ শিক্ষা কল্পোব্যাকরণং নিরুক্তং ছন্দোজ্যোতিষমিতি। অথ পরা যযা তদক্ষরমধিগম্যতে॥

তস্মিন্ প্রীতিস্তস্য প্রিয়কার্য্যসাধনঞ্চ তদুপাসনমেব।

ব্রহ্ম স্বরূপ

ইহা হইতে নিশ্চয় সত্য আর কি আছে, যে যিনি এই বিশ্বের সৃষ্টি কর্ত্তা এবং রচনা কর্ত্তা, তিনি সামান্যরূপে ও বিশেষ রূপে এই জগৎ সংসারের তাবৎ বস্তু জানিতেছেন। যিনি এই সমুদায় বস্তু জানিতেছেন, তাঁহাকে জ্ঞান স্বরূপ ভিন্ন আর কি শব্দে বলা যাইতে পারে? কিন্তু তাঁহাকে জ্ঞানস্বরূপ বলাতে কেহ এমত মনে করিবেন না, যে তিনি আমারদিগের মনের মত কোন পদার্থ। যিনি "মনের মন" যিনি মনকে সৃষ্টি করিয়াছেন, তিনি কদাপি মনের মত কোন পদার্থ নহেন; তিনি জড় কি মন তাবৎ হইতে ভিন্ন পদার্থ, তিনি তাবৎ হইতে শ্রেষ্ঠ পদার্থ। সেই পদার্থকে আমরা জ্ঞানস্বরূপ বলিয়া লক্ষ্য করি। জড়ের যে সকল গুণ আছে, তাহা তাঁহাতে নাই; মনের যে সকল বৃত্তি আছে, তাহা তাঁহাতে নাই; তাঁহা হইতে এই গুণ সকল—এই বৃত্তি সকল সৃষ্ট হইয়াছে। তাঁহার যে প্রকার আশ্চর্য্য স্বভাব, তাঁহার যে সকল আশ্চর্য্য গুণ, তাহা আমরা কি প্রকারে লক্ষ্য করিব; যাঁহা হইতে প্রীতি বৃত্তির সৃষ্টি হইয়াছে তাঁহার প্রীতির ভাব আমরা কি প্রকারে গ্রহণ করিব? যিনি পিতা মাতার মনে অপূর্ব্ব স্নেহের সৃষ্টি করিয়াছেন, তাঁহার স্নেহ আমরা কি প্রকারে অনুধাবন করিব?

যেমন আমরা নিশ্চিত জানি যে তিনি আমারদিগকে জানিতেছেন; তেমনই আমরা নিশ্চিত জানি যে তিনি আমারদিগকে প্রীতির সহিত জানিতেছেন এবং তাহার সঙ্গে সঙ্গে ইহাও জানি যে তাঁহার যে সেই অনুপম উদার প্রীতি তাহা আমারদিগের এই মানসিক প্রীতি বৃত্তির ন্যায় নহে। যাঁহা হইতে মনের সৃষ্টি হইয়াছে, তাঁহার কি আশ্চর্য্য জ্ঞান, যাঁহা হইতে প্রীতি বৃত্তির সৃষ্টি হইয়াছে, তাঁহার কি আশ্চর্য্য প্রীতি এবং তাঁহার কি অচিন্তনীয় অনির্ব্বচনীয় মঙ্গল-স্বরূপ।

হা! আমি কি করিতেছি। সেই অনির্ব্বচনীয় স্বরূপকে বচনের অধীন করিতেছি, সেই অচিন্তনীয় পদার্থকে চিন্তার বিষয় করিতেছি। ইহা হইতে আর অসাধ্য ব্যাপার কি আছে?

"যতোবাচোনিবর্ত্তন্তে অপ্রাপ্য মনসা সহ। আনন্দং ব্রহ্মণোবিদ্বান্ ন বিভেতি কদাচন।"

"মনের সহিত বাক্য যাঁহাকে না পাইয়া যাঁহা হইতে নিবৃত্ত হয়, সেই পরব্রহ্মের আনন্দ স্বরূপকে যিনি জানিয়াছেন তিনি আর কদাপি ভয় প্রাপ্ত হয়েন না।"

——

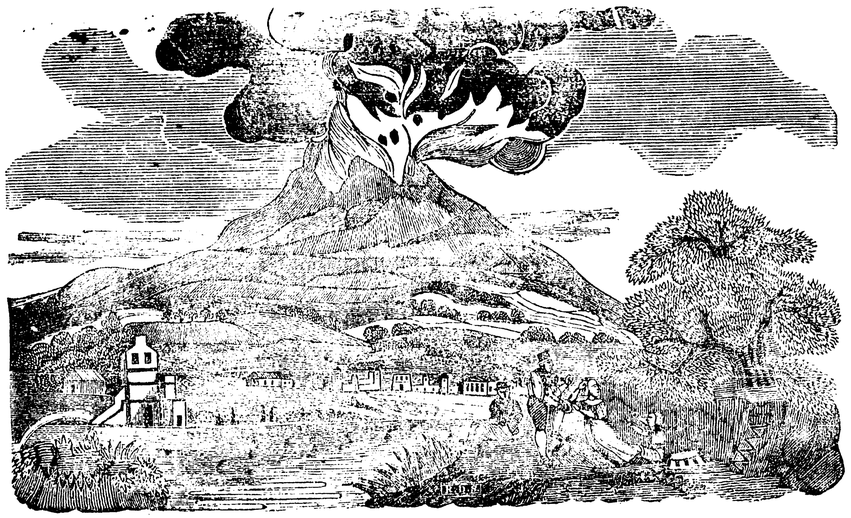

বিসুবিয়স্ নামক আগ্নেয়গিরি

কোন কোন পর্ব্বতের শিখরদেশে অতি গভীর গহ্বর থাকে, তদ্দ্বারা মধ্যে মধ্যে ধূম, ভস্ম, অগ্নিশিখা, প্রস্তর, কর্দ্দম, উষ্ণ জল ও ধাতুনিস্রব মহাবেগে নির্গত হয়; এই সকল পর্ব্বতের নাম আগ্নেয় পর্ব্বত। এই সমুদায় নির্গত হইবার সময়ে যে প্রকার ভয়ানক ব্যাপার হয়, তাহা দর্শন করিলে চমৎকৃত ও হতবুদ্ধি হইতে হয়। এই সমস্ত বস্তু প্রচণ্ড বেগে নিঃসৃত হইয়া কত কত গ্রাম ও নগর একেবারে নষ্ট হইয়া গিয়াছে।

ভূমণ্ডলে ন্যূনাধিক দুইশত আগ্নেয় গিরি আছে; তন্মধ্যে আসিয়া খণ্ডে ৬৬, ইউরোপ খণ্ডে ১৩, এবং আমেরিকা খণ্ডে ১১৬ টা।

আগ্নেয় গিরি হইতে ধূম, ভস্ম, অগ্নিশিখাদি নির্গত হওয়াকে তাহার অগ্ন্যুৎপাত বলে। নিয়তই যে অগ্নুৎপাত হয় এমত নহে। কত কত আগ্নেয় পর্ব্বত শত শত বৎসর পর্য্যন্ত নির্ব্বাণ থাকে, কোন কোন টা অল্পকাল নির্ব্বাণ থাকিয়াই পুনর্ব্বার অগ্নি উদ্গিরণ করে, আর কতক গুলি একেবারেই নির্ব্বাণ হইয়া গিয়াছে বোধ হয়। সকল আগ্নেয় পর্ব্বত হইতেই যে পূর্ব্বোক্ত সমুদয় দ্রব্য নির্গত হয় তাহাও নয়। যে সকল পর্ব্বত হইতে অত্যুষ্ণ ধাতুনিস্রব নিঃসৃত হয়, তাহাদের সংখ্যা অধিক নহে; ভস্ম, প্রস্তর, উষ্ণজল, কর্দ্দম এই সমুদায় বস্তুই অনেক আগ্নেয় পর্ব্বত হইতে উৎক্ষিপ্ত হইয়া থাকে। যত ঊর্দ্ধে বরফ থাকিতে পারে, তত ঊর্দ্ধে যে সকল আগ্নেয় গিরির গহ্বর থাকে, তাহা হইতে ভূরি প্রমাণ জল নিঃসৃত হয়। ইহাতে পণ্ডিতেরা বিবেচনা করেন, অগ্ন্যাদি নির্গমন কালে বরফ দ্রব হইয়া জলের ভাগ বৃদ্ধি হয়। দক্ষিণ আমেরিকাতে কোটাপাক্সি নামে এক অত্যুচ্চ আগ্নেয় গিরি আছে, এক এক সময়ে তাহার গহ্বর-স্থিত ও তৎ পার্শ্ববর্ত্তি বরফ সমুদায় দ্রব হইয়া এ প্রকার প্রবল বেগে প্রবাহিত হয়, যে তদ্দ্বারা কত কত নিকটবর্ত্তি নগর ও গ্রাম প্লাবিত ও ভগ্ন হইয়া যায়। একবার তথা হইতে প্রায় ৪৫ ক্রোশ দূরে একখান গ্রাম এই উৎপাতে সম্পূর্ণ জলাকীর্ণ হইয়াছিল।

পদার্থবিদ্যা-বিশারদ পণ্ডিতেরা এই পর্ব্বতাগ্নি উৎপত্তির যে সকল কারণ দর্শাইয়া থাকেন, তাহা সংগত বটে। পৃথিবীর গর্ভে নানা প্রকার ধাতু এবং গন্ধক প্রভৃতি দাহ্য পদার্থ নিহিত আছে, কোন স্থান হইতে জল আসিয়া তাহার উপর পড়িলেই অগ্নি উৎপন্ন হয়। এই পর্ব্বতাগ্নি উৎপাদনার্থে যে জলের অপেক্ষা রাখে ইহা অত্যন্ত সম্ভাবিত; কেন না আগ্নেয় গিরির গহ্বর হইতে অগ্ন্যাদি নির্গত হইবার সময়ে বিস্তর জল ও জলীয় বাষ্প নিঃসৃত হয়। এই প্রকারে অগ্নি উৎপন্ন হইয়া পূর্ব্বোক্ত ভূমি-গর্ভস্থ বস্তু সমস্ত বিস্তারিত, পরস্পর ঘর্ষিত ও বিলোড়িত হইতে থাকে। ইহাতে পৃথিবীর অভ্যন্তর বিচলিত এবং তাহার উপরিভাগ কম্পিত হইয়া ভূমি কম্প উপস্থিত হয় এবং অগ্নি দ্বারা ঐ সকল দাহ্য দ্রব্যের আয়তন এত বৃদ্ধি হয়, যে তথায় যথেষ্ট স্থান না পাইয়া ভূমি ভেদ করিয়া উঠে। ঐ সমুদায় দাহ্য দ্রব্যের উপরিভাগে যত পদার্থ থাকে, তাহা অগ্নির তেজে উৎক্ষিপ্ত হইয়া পৃথিবী পৃষ্ঠে আসিয়া পর্ব্বতাকার হয়; এবং পূর্ব্বোক্ত দাহ্য পদার্থ সমুদায় সেই পর্ব্বত নির্ভেদ করিয়া উত্থিত হয়। এই রূপে আগ্নেয় গিরির উৎপত্তি হইয়া থাকে। ১৫৩৮ খ্রীষ্টাব্দে ইটালির অন্তঃপাতি নেপল্‌স নগরের নিকটে এইরূপে এক অভিনব আগ্নেয় গিরি উৎপন্ন হয়; তাহার নাম নবগিরি। পূর্ব্বে তৎপ্রদেশে মধ্যে মধ্যে ভূমি কম্প হইত; পরে উক্ত বৎসর ২৭ সে ও ২৮ সে সেপ্‌টেম্বরে ২০ ঘণ্টার মধ্যে অন্যূন ২০ বার ভূমিকম্প হয়। পরদিবস সূর্য্যাস্তের দুই ঘণ্টা পরে এক বৃহদ্‌গহ্বর উৎপন্ন হইয়া প্রস্তর, ধাতুনিস্রব, জল সম্বলিত ভস্ম ও অগ্নিশিখা নির্গত হইতে লাগিল। নেপল্‌স নগরে রাশি রাশি ভস্ম আসিয়া পতিত হইল, এবং পিউজোলি নামে যে এক নগর নিকটে ছিল, তন্নিবাসিরা তাহা পরিত্যাগ করিয়া পলায়ন করিল। ঐ প্রদেশ সমুদ্রের সন্নিকট, একারণ তাহার তট উচ্চ হইয়া উঠিল, এবং তট হইতে কিয়দ্দূর পর্য্যন্ত সমুদ্রের জলও শুষ্ক হইল। এই পর্ব্বত ২৯৩ হাত উচ্চ এবং ইহার শিখর দেশস্থ গহ্বর ২৮০ হাত গভীর।

অনেকানেক আগ্নেয় পর্ব্বত সমুদ্রের অতি নিকটে, কতক গুলি অতি দূরে, এবং কোন কোন টা সমুদ্রের গর্ভেতেই আছে। যখন কোন আগ্নেয় পর্ব্বত সমুদ্র ভেদ করিয়া উত্থিত হয়, তখন পূর্ব্বোক্ত প্রকারে উৎক্ষিপ্ত বস্তু সমুদায় জলের উপর পর্য্যন্ত উঠে; তদ্দ্বারা কত কত দ্বীপ ও সমুদ্রস্থিত পর্ব্বতের উৎপত্তি হয়। চীন রাজ্যের কিছু পূর্ব্বে জাপান সাগরে গন্ধকদ্বীপ নামে যে এক দ্বীপ আছে, তাহা এই প্রকারে উৎপন্ন হইয়াছে। এতদ্দেশীয় লোকেরা যে কহিয়া থাকেন, সমুদ্রের মধ্যে বাড়বাগ্নি নামে এক বিশেষ অগ্নি আছে, তাহা সমুদ্রস্থিত কোন আগ্নেয় গিরির অগ্নি দৃষ্টে কল্পিত হইয়া থাকিবে।

ইউরোপ খণ্ডের অন্তঃপাতি ইটালি দেশস্থ বিসুবিয়স্, সিসিলি দ্বীপস্থ এট্‌না, আইস্‌লণ্ড দ্বীপস্থ হেক্লা, আমেরিকার অন্তঃপাতি কোটাপাক্সি ইত্যাদি কতিপয় আগ্নেয় পর্ব্বত সর্ব্বপ্রধান ও অতি প্রসিদ্ধ।

বিসুবিয়স্ পর্ব্বত বহুকাল নির্ব্বাণ ছিল, পরে ৭৯ খ্রীষ্টাব্দে তাহার ভয়ঙ্কর অগ্নুৎপাত দ্বারা হর্কুলেনিয়ম ও পম্পিয়াই নামক দুই বহু-জনাকীর্ণ প্রধান নগর নষ্ট হইয়া যায়। তৎকালে যে অপরিমেয় ভস্মরাশি নিঃসৃত হয়, তাহাতে ঐ দুই নগর একেবারে প্রোথিত হইয়া গিয়াছিল। ১৬৩১ খ্রীষ্টাব্দে এই আগ্নেয় গিরির যে অগ্ন্যুৎপাত হয়, তাহাতে উপর্য্যুপরি সাত বার ধাতুনিস্রব নির্গত হইয়া নিকটস্থ অনেকানেক গ্রাম প্লাবিত হয় এবং তথায় রেশিনা* নামে এক নগর ছিল, তাহাও দগ্ধ হইয়া যায়।

এট্‌না নামক আগ্নেয় গিরিও অতিশয় ভয়ানক। ১৬৬৯ খ্রীষ্টাব্দে তাহা হইতে ভূরি ভূরি ধাতুনিস্রব ভয়ানক বেগে নিঃসৃত হইয়া দীর্ঘে ৭ ক্রোশ ও প্রস্থে ২ ক্রোশ পর্য্যন্ত একেবারে প্লাবিত করিয়াছিল। তাহাতে ৫০০০ উত্তমোত্তম উদ্যানস্থ গৃহ এবং তদ্ভিন্ন অন্যান্য প্রকার আবাস ও কেটেনিয়া নামক নগরের কিয়দংশ একেবারে পরিপূর্ণ হইয়া যায়। পূর্ব্বোক্ত বিসুবিয়স্ গিরি হইতে যে সকল ধাতুনিস্রব নির্গত হয়,

* এই নগরের কিয়দংশ হর্কুলেনিয়ম নগরের উপরে নির্ম্মিত হইয়াছিল।

তাহার প্রবাহ ৩।। ক্রোশের অধিক দীর্ঘ হয় না, কিন্তু এট্‌না গিরির ধাতুনিস্রব ৭, কখন কখন ১০ এবং কোন কোন বার ১৫ ক্রোশ দীর্ঘ হইতে দেখা গিয়াছে।

হেক্লা নামক আগ্নেয় গিরির উৎপাতে তাহার পার্শ্ববর্ত্তি গ্রাম সমুদায় একেবারে উচ্ছিন্ন হইয়া গিয়াছে। ১৭৯৩ খ্রীষ্টাব্দে তাহার যে প্রচণ্ড অগ্ন্যুৎপাত হয়, তদ্দ্বারা তৎ প্রদেশের অসম্ভব অপচয় হইয়াছিল। তাহা হইতে প্রভূত ভস্মরাশি বিনির্গত হইয়া চতুর্দ্দিকে ৫০ ক্রোশের অধিক দূর পর্য্যন্ত পতিত হইয়াছিল।

আগ্নেয় গিরির অগ্ন্যুৎপাত যে কিরূপ অত্যাশ্চার্য্য ভয়ঙ্কর ব্যাপার, তাহা না দেখিলে অনুভব করা যায় না। প্রভূত ধূম ও ভস্মরাশি নিঃসৃত হইয়া আকাশমণ্ডল ঘোরতর আচ্ছন্ন ও তিমিরাবৃত করে, প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড অগ্নিময় প্রস্তরখণ্ড প্রচণ্ড বেগে যুগপৎ উৎক্ষিপ্ত হইয়া ২।৩ সহস্র হস্ত ঊর্দ্ধে উত্থিত হয়, ১০।১৫ ক্রোশ দীর্ঘ দ্রবময় ধাতুপ্রবাহ প্রবাহিত হইয়া চতুঃপার্শ্ববর্ত্তি গ্রাম, নগর, বন, উপবন, ও শস্যক্ষেত্র সকল, মনুষ্য, পশু, পতঙ্গ প্রভৃতি সমুদায় জীব সম্বলিত একেবারে প্রোথিত করিয়া ফেলে, এবং বজ্রতুল্য ঘোরতর গভীরনাদ শত শত ক্রোশ হইতে মুহুর্মুহু শ্রুত হইতে থাকে। এক ব্যক্তি পূর্ব্বোক্ত বিসুবিয়স্ পর্ব্বতের অগ্ন্যুৎপাত দেখিয়া আসিয়া এই রূপ বর্ণনা করিয়াছিলেন, যে "একেবারে ৫০০০০০ পাঁচ লক্ষ হাউই ২।৩ সহস্র হস্ত ঊর্দ্ধে উঠিয়া রক্তবর্ণ গোলা ও বৃহৎ বৃহৎ অগ্নিময় প্রস্তরের ন্যায় পতিত হইলে যেমন দেখায়, ঘণ্টায় ১২০০ বার করিয়া এই প্রকার ভয়ঙ্কর কাণ্ড ঘটিতে লাগিল।" আর তিনি ধাতু নিস্রব ও তদানুষঙ্গিক ব্যাপার দেখিয়া এই রূপ লিখিয়াছেন, যে "এই সমুদায় অগ্নিময়ী নদী, স্থানে স্থানে ঘোরতর অন্ধকার, কোন কোন স্থানে অত্যল্প আলোক দ্বারা নানা বিধ কাল্পনিক আকার প্রকার প্রকাশ, অতিশয় ভীষণ শব্দ ও প্রচণ্ডবেগে বস্তু বিনির্গমন এই সমস্ত ব্যাপার আমি কখনও বিস্মৃত হইব না। এ সকল ভয়ঙ্কর কাণ্ড আমার যে প্রকার হৃদয়ঙ্গম হইয়াছিল, তাহা চিত্তক্ষেত্র হইতে কোনক্রমে অপনীত হইবার নহে।"

এতদ্দেশীয় লোকে কোন জল-কুণ্ডের জল কিঞ্চিৎ উষ্ণ দেখিয়া তাহা দেবস্থান জ্ঞান করেন. ইহাতে এরূপ কোন আগ্নেয় গিরি নিকটে থাকিলে তাহাকে যে কি বোধ করিতেন, তাহা অনুভব করা যায় না। বাস্তবিক, সামান্য ও অসামান্য সমস্ত বস্তু ও সমস্ত স্বাভাবিক ব্যাপারই একমাত্র অদ্বিতীয় জগদীশ্বরের কীর্ত্তি। তাহা প্রত্যক্ষ হইলে কেবল তাঁহারই অনির্ব্বচনীয় স্বরূপ স্মরণ হয়, এবং তিনি যে আমারদের বুদ্ধির অগোচর অত্যাশ্চর্য্য পদার্থ, ইহাই দৃঢ়রূপে হৃদয়ঙ্গম হয়।

পদার্থবিদ্যা

জড় ও জড়ের গুণ

জড় বস্তুর সাধারণ গুণের বিষয় সবিশেষ লিখিত হইয়াছে। তদ্ভিন্ন তাহার ঘনত্ব, কাঠিন্য প্রভৃতি আর কয়েক টি গুণ আছে। সে সকল গুণ জড়ের স্বভাব-সিদ্ধ সাধারণ গুণ নহে, আকর্ষণ, বিয়োজনাদি দ্বারা উৎপন্ন হইয়া থাকে; একারণ তাহারদিগকে নৈমিত্তিক গুণ বলে।

ঘনত্ব

সকল বস্তু সমান ঘন নহে। জড় দ্রব্য যখন কঠিন থাকে, তখন সর্ব্বাপেক্ষা অধিক ঘন, দ্রব হইলে তদপেক্ষা অল্প ঘন হয়, এবং বায়ুবৎ অর্থাৎ বাষ্প হইলে সর্ব্বাপেক্ষা অল্প ঘন হইয়া থাকে। অতএব, কোন বস্তুর পরমাণু সমুদায় পরস্পর যত নিকটবর্ত্তি হয়, তাহার তত ঘনত্ব বৃদ্ধি হইতে থাকে।

নানা প্রকারে ঘনত্বের হ্রাস বৃদ্ধি করিতে পারা যায়। স্বর্ণ, লৌহ প্রভৃতি ধাতুকে পিটিলে তাহার ছিদ্র সকল ক্ষুদ্র হইয়া অণু সকল পরস্পর নিকটবর্ত্তি হয়, সুতরাং তাহার ঘনত্ব বৃদ্ধি হয়। তেজ দ্বারা বস্তুর অণু সকল পরস্পর দূরবর্ত্তি হইয়া তাহার ঘনত্ব হ্রাস হয়, এবং শীত দ্বারা বস্তুর অণু সকল পরস্পর নিকটবর্ত্তি হইয়া তাহার ঘনত্ব বৃদ্ধি হয়। এই রূপ অনেকানেক বস্তু উত্তপ্ত ও

শীতল করিয়া তাহার ঘনত্ব হ্রাস ও বৃদ্ধি করিতে পারা যায়। দীর্ঘ প্রস্থ ঊর্দ্ধ এক বুরুল স্থানে গ্রীষ্ম কালে যে প্রমাণ ব্রাণ্ডি নামক সুরা ধরে, শীত কালে তদপেক্ষা অধিক ধরে; কারণ তখন শীত দ্বারা তাহার পরমাণু সমুদায় পরস্পর নিকটবর্ত্তি হইয়া ঘন হয়। যদি কোন ব্যক্তি শীত কালে পাত্র দ্বারা পরিমাণ করিয়া ব্রাণ্ডি ও তাদৃশ অন্যান্য সুরা ক্রয় করে এবং গ্রীষ্মকালে উক্ত প্রকার পরিমাণে বিক্রয় করে, তবে ক্রয় বিক্রয়ের মূল্য সমান হইলেও তাহার লাভ হইতে পারে। তেজ দ্বারা যে বস্তুর পরমাণু সকল পরস্পর দূরবর্ত্তি হয়, পূর্ব্বে তাহার বিস্তর উদাহরণ প্রদর্শন করা গিয়াছে; অতএব এস্থলে আর সে বিষয়ের বিবরণ করিবার প্রয়োজন নাই।

বেত্রের দুই প্রান্ত ধরিয়া কুঞ্চিত করিলে তাহার ভিতরের দিকের পরমাণু সকল সঙ্কুচিত হইয়া ঘন হয়, এবং বহির্দ্দিকের পরমাণু সকল পরস্পর দূরবর্ত্তি হয়।

কার্পাস-রাশির উপরে মণ প্রমাণ ভার চাপিয়া দিলে, তাহা পূর্ব্বাপেক্ষা ঘন হয়। জল ও জলবৎ দ্রব্য নিপীড়িত করিয়া ঘন করা সুকঠিন বটে, কিন্তু তাহারা যে নিপীড়িত হইলে ঘন হয়, তাহার যথেষ্ট প্রমাণ প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছে। উপরকার জলের ভার দ্বারা নীচেকার জল সঙ্কুচিত হইয়া থাকে, একারণ সমুদ্রের উপরকার জল অপেক্ষায় নীচের জল অধিক ঘন।

এক সের জল ও এক সের লবণ পৃথক্ পৃথক্ থাকিলে উভয়ে যত স্থান ব্যাপিয়া থাকে, একত্রিত ও মিলিত হইলে তাহার অপেক্ষায় অল্প স্থান অধিকার করিয়া স্থিতি করে। চিনি ও জল মিশ্রিত হইলেও এই রূপ ঘটে।

দীর্ঘ প্রস্থ ঊর্দ্ধ এক বুরুলকে এক ঘন-বুরুল বলে; দীর্ঘ প্রস্থ ঊর্দ্ধ এক হস্তকে এক ঘন-হস্ত বলে; দীর্ঘ প্রস্থ ঊর্দ্ধ এক ক্রোশকে এক ঘন-ক্রোশ বলে ইত্যাদি। এই রূপ এক ঘন-বুরুল প্রমাণ জল উত্তপ্ত হইয়া ১৭২৮ ঘন-বুরুল প্রমাণ বাষ্প হয়, এবং ১৭২৮ ঘন-বুরুল প্রমাণ বাষ্প শীতল হইয়া এক ঘন-বুরুল প্রমাণ জল হয়। অতএব, বাষ্প শীতল হইয়া জল হইবার সময়ে তাহার আয়তন এত হ্রাস হয়, যে ১৭২৮ ভাগের এক ভাগ মাত্র থাকে। এই রূপ, শত ঘন-হস্ত প্রমাণ বায়ুকে সঙ্কুচিত করিয়া এক ঘন-হস্ত প্রমাণ স্থানে ধরান যায়। এক প্রকার বন্দুক আছে, তাহাতে বারুদ না পূরিয়া বায়ু পূরিতে হয়, এবং সেই বায়ুকে এই প্রকার সঙ্কুচিত করিতে হয়। বারুদ-পূর্ণ বন্দুক দ্বারা যেরূপ শব্দ নির্গত ও গুলি নিক্ষিপ্ত হয়, ইহার দ্বারাও সেই রূপ হইয়া থাকে। ইহার নাম বাতবন্দুক। যে দ্রব্যের যত ঘনত্ব, তাহা তত ভারী। জলের অপেক্ষায় পারদ প্রায় ১৪ গুণ ভারী, স্বর্ণ প্রায় ১৯ গুণ ভারী, সীসক প্রায় ১১ গুণ ভারী ইত্যাদি। এপর্য্যন্ত যত প্রকার জড় পদার্থ জ্ঞাত হওয়া গিয়াছে, তন্মধ্যে ইরিডিয়ম্ নামক ধাতু সর্ব্বাপেক্ষা ভারী, তাহার নীচে প্লাটিনম্ ধাতু। কোন্ বস্তু অপেক্ষায় কোন্ বস্তু কত ভারী, তাহা অনায়াসে অবগত করিবার নিমিত্তে, পণ্ডিতেরা এক সুন্দর নিয়ম নিরূপণ করিয়াছেন। তাঁহারা ৬০ তাপাংশ প্রমাণ নির্ম্মল জলকে ১০০০ অঙ্ক দ্বারা নির্দ্দেশ করেন, যে বস্তু তাহার দ্বিগুণ ভারী তাহাকে ২০০০ অঙ্ক দ্বারা নির্দ্দেশ করেন, যে দ্রব্য তাহার তিন গুণ ভারী তাহাকে ৩০০০ অঙ্ক দ্বারা নির্দ্দেশ করেন ইত্যাদি। বস্তুর এইরূপ গুরুত্বকে তাহার আপেক্ষিক গুরুত্ব বলে।

পশ্চাল্লিখিত দ্রব্য সকল ৬০ তাপাংশ প্রমাণ উষ্ণ হইলে যেরূপ ভারি হয়, তাহাই লিখিত হইল। নির্ম্মল জলকে ১০০০ অঙ্ক দ্বারা নির্দ্দেশ করিয়া অন্যান্য দ্রব্যকে তাহারদের গুরুত্ব ও লঘুত্বের ন্যূনাধিক্য অনুসারে তদনুরূপ অন্যান্য অঙ্ক দ্বারা নির্দ্দেশ করা গিয়াছে।

জল তৈল প্রভৃতি			
৬০ তাপাংশ প্রমাণ নির্ম্মল জল			১০০০
১০০ ঐ	ঐ	.....	৯৯৪
২১২ ঐ	ঐ	.....	৯৫৬$\frac{1}{2}$
সমুদ্রের জল	.....	.....	১০২৬
বিয়ার নামক সুরা	.....	.....	১০২৩

পোর্ট সুরা	৯৯৭
মেদেরা সুরা	১০৩৮
টার্পিন্ তৈল	৮৭০
বাদামের তৈল	৯১৭
তিমি মৎস্যের তৈল	৯২৩
পোস্তের তৈল	৯২৪
লবঙ্গের তৈল	১০৩৬
দারুচিনির তৈল	১০৪৪
নির্ম্মল দ্রাবক	১৮৪৮$\frac{৫}{১০}$
যে দ্রাবকের ১০০ ভাগের ১০ ভাগ জল	১৮১১$\frac{৫}{১০}$
যে দ্রাবকের ১০০ ভাগের ২০ ভাগ জল	১৭১২
যে দ্রাবকের ১০০ ভাগের ৩০ ভাগ জল	১৪৮৬
যে দ্রাবকের ১০০ ভাগের ৫০ ভাগ জল	১৩৮৮$\frac{৪}{১০}$

গঁধ, রস, ও মেদ রক্ত প্রভৃতি শারীরিক বস্তু

নীল	৭৬৯
মাখন	৯৪২
মেদ	৯৪২
মধুচ্ছিষ্ট—পীতবর্ণ	৯৬৫
ঐ—শ্বেতবর্ণ	৯৬৯
কর্পূর	৯৮৯
মূত্র	১০১১
রক্ত	১০৫৪
স্ত্রীলোকের স্তন্য দুগ্ধ	১০২০$\frac{৩}{১০}$
গো দুগ্ধ	১০৩২$\frac{৪}{১০}$
ছাগ দুগ্ধ	১০৩৪$\frac{১}{১০}$
ঘোটকীর দুগ্ধ	১০৩৪$\frac{৬}{১০}$
গর্দ্দভীর দুগ্ধ	১০৩৫$\frac{৫}{১০}$
মেষীর দুগ্ধ	১০৪০$\frac{২}{১০}$
হিঙ্গু	১৩২৮
অহিফেণ	১৩৩৬
বোল	১৩৬০
মধু	১৪৫০
আরবী গঁধ	১৪৫২
শ্বেত শর্ক্করা	১৬০৬
বৃষের অস্থি	১৬৫৬
গজদন্ত	১৮২৬

কাষ্ঠ

দেবদারু কাষ্ঠ—স্কট্‌লণ্ড দেশীয়	৬৯৬
কমলালেবুর কাষ্ঠ	৭০৫
মেহগনি কাষ্ঠ .... ৬৩৭ অবধি ১০৬৩ পর্য্যন্ত।	
আবলুস কাষ্ঠ	১২০৯
দাড়িম্ব কাষ্ঠ	১৩৫৪

মৃত্তিকা, প্রস্তর প্রভৃতি

বারুদ	৮৩৬
তৈলস্ফটিক—পীতবর্ণ ও স্বচ্ছ	১০২৮
ঐ—অস্বচ্ছ	১০৮৫
ঐ—হরিৎবর্ণ	১০৮৩
শোরা	১৯০০
ইষ্টক	২০০০
গন্ধক	২০৩৩
গন্ধক—দ্রব করা	১৯৯০
চক্‌মকির পাতর—কৃষ্ণবর্ণ	২৫৮২
স্ফটিক—ইউরোপীয়	২৬৩৭
ঐ—ব্রেজিল প্রদেশীয় ২৬৫৩	
ঐ—পীত বর্ণ ২৬৫৪	
কাচ—হরিৎবর্ণ ২৬৪২	
ঐ—শ্বেত বর্ণ ২৮৯২	
বোতলের কাচ	২৭৩৩
মরকত মণি—পেরু প্রদেশীয়	২৭৭৫
চা খড়ি—ব্রিটেনীয় ২৬৫৭ অবধি ২৭৮৪ প	
ঐ—স্পেইন প্রদেশীয় ২৭৯০	
বৈদূর্য্য মণি ..... ২৭৬৭ অবধি ৩০৫৪ প	
হীরক—ব্রেজিল দেশীয় ৩৪৪৪	
ঐ—পীত বর্ণ ৩৫১৯	
ঐ—ভারতবর্ষ প্রভৃতি পূর্ব্ব প্রদেশীয় শ্বেতবর্ণ	৩৫২১
ঐ—হরিৎ বর্ণ ৩৫২৪	
ঐ—নীল বর্ণ	৩৫২৫
গোমেদক—শ্বেত বর্ণ	৩৫৫৪
ঐ—ভারতবর্ষ প্রভৃতি পূর্ব্ব প্রদেশীয়	৪০১১
পদ্মরাগ মণি—ব্রেজিল প্রদেশীয়	৩৫৩১
ঐ—ভারতবর্ষ প্রভৃতি পূর্ব্ব প্রদেশীয়	৪২৮৩

ধাতু

চুম্বক	৪৮০০
দন্তা	৬৮৬২

সঙ্কুচিত দস্তা	৭১৯১
ঢালা লৌহ	৭২৪৮
টিন	৭২৯১
ঐ—কঠিন করা	৭২৯৯
তাম্র .....৭৬০০ অবধি ৭৮০০ প	
তাম্রের তার	৮৮৭৮
ইশ্‌পাত—কঠিন করা	৭৮১৮
ঢালা পিত্তল	৮৩৯৬
ঢালা পিত্তলের তার	৮৫৪৪
সামান্য রৌপ্য	১০,০০০
বিশুদ্ধ পেটা রৌপ্য	১০,৫১১
সীসক ১১,৩৫২	
তরল পারদ ১৩,৫৬৮	
শীত দ্বারা কঠিন করা পারদ ১৫,৬৩২	
উত্তম পেটা স্বর্ণ	১৯,৩৬২
বিশুদ্ধ প্লাটিনম্ ধাতু	১৯,৫০০
পেটা প্লাটিনম্ ধাতু ২০,৩৩৬	
প্লাটিনম্ ধাতুর তার ২১,০৪১	
সঙ্কুচিত করা প্লাটিনম্ ২২,০৬৯	
ইরিডিয়ম্ নামক ধাতু	২৬০০০

যে বস্তুর আপেক্ষিক গুরুত্ব জলের অপেক্ষায় অধিক, তাহা জলে মগ্ন হয়, এবং যাহার আপেক্ষিক গুরুত্ব তদপেক্ষায় অল্প, তাহা ভাসিতে থাকে। কখন কখন এপ্রকারও ঘটিয়া থাকে, যে কাষ্ঠ অথবা অন্য কোন দ্রব্য কিয়ৎকাল জলে ভাসিয়া পরে মগ্ন হইয়া যায়, তাহার কারণ, তন্মধ্যে জল প্রবিষ্ট হওয়াতে তাহার আপেক্ষিক গুরুত্ব পূর্ব্বাপেক্ষায় অধিক হয়।

যদি এক খান কাষ্ঠ গভীর সমুদ্রে মগ্ন হইয়া থাকে, তবে উপরিস্থিত জল-রাশির ভার দ্বারা সঙ্কুচিত ও জল-পূর্ণ হইয়া এরূপ ঘন হয়, যে প্রায় প্রস্তরের ন্যায় ভারী হইয়া উঠে। কতক গুলি লোকে এক নৌকায় আরোহণ করিয়া তিমি মৎস্য ধরিতেছিল, তাহাতে এক টী অত্যন্ত বলবান্ তিমি সেই নৌকা আকর্ষণ করিয়া সমুদ্র গর্ভে মগ্ন করিলেক। পরে যখন সেই নৌকা উদ্ধার করা যায়, তখন বোধ হইল, যেন এক বৃহৎ পর্ব্বতখণ্ড তাহার সঙ্গে আসিতেছে।

নানকপন্থি

শিখ্-শাস্ত্র

১১৩ সংখ্যক পত্রিকার ১৫৬ পৃষ্ঠার পর।

পূর্ব্বেই উল্লেখ করা গিয়াছে, শিখেরা দুই খানি গ্রন্থকে ধর্ম্মশাস্ত্র বলিয়া স্বীকার করে; "আদিগ্রন্থ" ও "দশম্‌পাদশাকা গ্রন্থ"। এই দুই গ্রন্থ কাহার রচিত ও কি কি প্রস্তাবে পূর্ণ, তাহা সংক্ষেপে লিখিত হইতেছে।

আদিগ্রন্থ

এ গ্রন্থ পরমেশ্বরের প্রসঙ্গ, তাঁহার উপাসনা, মুক্তি লাভের উপায় এই সকল প্রস্তাবে পরিপূর্ণ। ইহা লিখিত হইবার সময়ে ভারতবর্ষের অন্তঃপাতি নানাস্থানে, বিশেষতঃ পঞ্জাবে কিরূপ আচার ব্যবহার ও ধর্ম্ম প্রচলিত ছিল, তাহার অনেক নিদর্শন প্রাপ্ত হওয়া যায়।

এই আদি গ্রন্থ গুরু নানক এবং তাঁহার উত্তর-কাল-বর্ত্তি অন্যান্য গুরু-প্রণীত বলিয়া প্রসিদ্ধ আছে। ভগৎ অর্থাৎ ভক্ত ও কতিপয় ভাটের বচনও ইহাতে সমাবেশিত হইয়াছে। ভগতের সংখ্যা সকল গ্রন্থে সমান নহে, অতএব বোধ হয়, সংগ্রহকারকেরা অথবা প্রতিলিপি কারকেরা স্ব স্ব অভিপ্রায় অনুসারে তাহারদিগের নাম নির্ব্বচন করিয়া লইয়াছেন। সচরাচর ষোল জন ভগৎ এবং তৎ সহকারে দুই গায়ক ও এক রবাবির নাম লিখিত থাকে।

যদিও পঞ্চম গুরু অর্জ্জুন প্রথমে এই গ্রন্থ সংগ্রহ করেন, কিন্তু তাঁহার উত্ত-রকাল-বর্ত্তি গুরুরা তাহাতে কিছু কিছু যোগ করিয়া দিয়াছেন।

সমগ্র গ্রন্থই পদ্য; পঞ্জাবী ও অন্যান্য প্রকার হিন্দী ভাষায় নানা প্রকার ছন্দে রচিত। কোন কোন অংশ বিশেষতঃ শেষ ভাগের কিয়দংশ সংস্কৃত। যে অক্ষরে লিখিত, তাহার নাম গুরুমুখী। পঞ্জাব দেশে এই অক্ষর প্রচলিত আছে, শিখ্ গুরুরা ইহা ব্যবহার করিয়াছেন বলিয়া ইহার নাম গুরুমুখী হইয়াছে।

এই গ্রন্থ প্রায় তত্ত্ববোধিনী পত্রিকার আকারের ন্যায় ১২৩২ পৃষ্ঠায় লিখিত হইয়া থাকে। তাহার প্রত্যেক পৃষ্ঠায় প্রায় ২৪ পংক্তি এবং প্রত্যেক পংক্তিতে প্রায় ৩৫ টা অক্ষর থাকে। মূল গ্রন্থের অতিরিক্ত পরিশিষ্ট স্বরূপ এক ভাগ আছে, তৎসমেত প্রায় ১২৪০ পৃষ্ঠা হইবেক।

আদি গ্রন্থের বিবরণ

প্রথম ভাগের নাম 'জপ'। ইহাকে 'জপজী' এবং 'গুরুমন্ত্র'ও বলিয়া থাকে। ইহা গুরু নানক-প্রণীত এবং পৌরী নামক ছন্দে ৪০ টা শ্লোকে সম্পূর্ণ। শিখ্‌দিগের এই প্রকার বিশ্বাস আছে, যে তিনি ইহা প্রতিদিন প্রাতঃকালে পাঠ করিতে অনুমতি করিয়া গিয়াছেন। তদনুসারে প্রধান প্রধান ধর্ম্ম-পরায়ণ শিখেরা প্রত্যহ প্রাতে ইহা পাঠ করিয়া থাকেন। এ ভাগ পূর্ব্বোক্ত প্রকার প্রায় সাত পৃষ্ঠা হইবেক।

দ্বিতীয় ভাগের নাম 'সোদর রয়রস্'। শিখেরা সায়ংকালে ইহা পাঠ করিয়া পরমেশ্বরের ভজনা করিয়া থাকে। এ অংশও নানক-প্রণীত; পরে রামদাস ও অর্জ্জুন তাহাতে কতক গুলি স্বরচিত বচন যোগ করিয়া দিয়াছেন, এবং এ প্রকার প্রবাদ আছে, যে গুরু গোবিন্দও তাহাতে স্বপ্রণীত কতিপয় বচন প্রবেশিত করিয়াছেন। এ ভাগ পূর্ব্বোক্ত প্রকার ৩১। পৃষ্ঠা হইবেক।

তৃতীয় ভাগের নাম 'কীরিৎসোহিলা'। শিখেরা শয়ন করিবার সময়ে ইহা পাঠ করিয়া থাকে। ইহাও নানক-প্রণীত; পরে রামদাস ও অর্জ্জুন কতিপয় শ্লোক রচনা করিয়া তাহাতে সমাবেশিত করিয়া দিয়াছেন, এবং তাহার এক শ্লোক গুরুগোবিন্দ-প্রণীত বলিয়া খ্যাত আছে। ইহা এক পৃষ্ঠা আর দুই এক পংক্তি হইবেক।

চতুর্থ ভাগ ৩১ পরিচ্ছেদে বিভক্ত। কতক গুলি রাগরাগিণীর নামানুসারে সেই সকল পরিচ্ছেদের নামকরণ হইয়াছে। তাহার প্রত্যেক পরিচ্ছেদ এক বা অনেক গুরু, অথবা এক বা অনেক ভগৎ, কিয়া গুরু ও ভগৎ উভয় দ্বারা রচিত। এ ভাগ প্রায় ১১৫৪ পৃষ্ঠা হইবেক।

পঞ্চম অর্থাৎ চরম ভাগের নাম ভোগ। ইহাতে নানক, কবীর, শেখ ফরীদ, এবং অন্যান্য ভক্ত ও নয় জন ভাটের রচনা আছে। এ ভাগ প্রায় ৬৬ পৃষ্ঠা হইবেক, ইহার কিয়দংশ সংস্কৃত ভাষায় লিখিত। এই কয় জন ভাটের নাম মনুঃকল্পিত বোধ হয়।

যে সকল গুরু আদিগ্রন্থ রচনা করিয়াছেন তাঁহারদিগের নাম।

১ নানক
২ অঙ্গদ
৩ অমর দাস
৪ রায়দাস
৫ অর্জ্জুন
৯ তেগ্ বাহাদুর
১০ গুরু গোবিন্দও ইহাতে হস্তক্ষেপ করিয়া থাকিবেন।

আদি গ্রন্থে যে সকল ভগৎ ও অন্যান্য ব্যক্তির রচনা আছে, তাঁহারদের নাম।

১ কবীর
২ ত্রিলোচন—ব্রাহ্মণ
৩ বেণী
৪ রামদাস,
৫ নামদেব,
৬ ধন্না—জাট
৭ সেখ ফরীদ—মোসলমান পীর
৮ জয়দেব,
৯ ভীকন্
১০ সেন—নাপিত
১১ পীপা
১২ সধ্‌ন
১৩ রামানন্দ
১৪ পরমানন্দ
১৫ সুরদাস
১৬ মীরন্‌বাই—ভগবদ্ভক্ত স্ত্রী
১৭ বলবন্ত } এই দুই গায়ক গুরু অর্জ্জুনের নিকট গান করিয়াছিল
১৮ সত্ত }
১৯ সুন্দরদাস—রবাবী

আদি গ্রন্থের পরিশিষ্ট

ইহার নাম 'ভোগকা বাণী'। ইহার প্রথম কয়েক শ্লোকের নাম 'শ্লোকমহ্‌ল পহ্‌লা' অর্থাৎ প্রথম স্ত্রীর শ্লোক। তৎপরে মহ্‌লার রাজার প্রতি নানকের উপদেশ

তৎপরে নানক-প্রণীত রত্তন্‌মালা*, ইহাতে সাধুদিগের যেরূপ ব্যবহার কর্ত্তব্য তাহার বিধান আছে। ইহার চতুর্থ অধ্যায়ের নাম হকীকৎ; ইহাতে সিংহলদ্বীপের শিবনাভ নামক রাজার বিবরণ আছে। এ প্রকার প্রবাদ আছে, যে গুরু গোবিন্দের সময়ে ভাই ভন্নু নামে এক ব্যক্তি এই শেষোক্ত অধ্যায় রচনা করেন। শিখেরা কহে রত্তন্‌মালা প্রথমে তুর্কি ভাষায় লিখিত হইয়াছিল।

এই পরিশিষ্ট প্রায় সাত পৃষ্ঠা হইবেক।

'দশম্ পাদ্‌শাকী গ্রন্থ'

আদি গ্রন্থের ন্যায় ইহারও সমুদায় পদ্য, এবং নানাবিধ ছন্দে রচিত। ইহার অধিক ভাগই হিন্দী ভাষায় ও গুরুমুখী অক্ষরে লিখিত, কেবল শেষ ভাগ পারসীক।

যদিও এ গ্রন্থে পরমেশ্বরের অদ্বিতীয় স্বরূপ, অপার করুণা ও অসীম মহিমার প্রসঙ্গ আছে, কিন্তু ইহার অধিক ভাগ সাংসারিক ব্যাপার ও হিন্দুশাস্ত্র-সিদ্ধ দেব দেবীর বিবরণে পূর্ণ।

শিখেরা কহে, ইহার পাঁচ ভাগ ও ষষ্ঠ ভাগের প্রারম্ভ মাত্র গুরু গোবিন্দের লিখিত। তাঁহার কর্ম্মচারি স্বরূপ চারি ব্যক্তি অবশিষ্ট সমুদায় ভাগ প্রস্তুত করে, তন্মধ্যে দুই জনের নাম রাম ও শ্যাম। বাস্তবিক, ঐ সকল ভাগ কাহার প্রণীত তাহা নিরূপণ করা সুকঠিন।

এই গ্রন্থ সচরাচর তত্ত্ববোধিনী পত্রিকার আকারের ন্যায় প্রায় ১০৬৬ পৃষ্ঠায় লিখিত হয়; তাহার প্রত্যেক পৃষ্ঠায় ২৩ পংক্তি ও প্রত্যেক পংক্তিতে ৩৮ অবধি ৪১ টা অক্ষর পর্য্যন্ত থাকে।

প্রথম ভাগের নাম "জপজী;" ইহাকে জপও বলে। ইহা প্রাতঃকালে পাঠ করিবার আদেশ আছে, তদনুসারে ধর্ম্মপরায়ণ শিখেরা প্রাতে ইহা পাঠ করিয়া থাকেন। জপজী পূর্ব্বোক্ত প্রকার প্রায় সাত পৃষ্ঠা হইবে, তাহার সমুদায়ই গুরু গোবিন্দ-প্রণীত বলিয়া প্রসিদ্ধ আছে।

দ্বিতীয় ভাগের নাম "অকাল স্তুৎ" অর্থাৎ পরমেশ্বরের স্তুতি; ইহাও সচরাচর প্রাতঃকালে পঠিত হইয়া থাকে। ইহা প্রায় ২৩ পৃষ্ঠা হইবেক। তন্মধ্যে প্রথম শ্লোক মাত্র গুরু গোবিন্দের রচিত।

তৃতীয় ভাগের নাম বিচিত্র নাটক। ইহা গুরু গোবিন্দ-প্রণীত, এবং তাহারই বংশপরিচয়, জন্ম বৃত্তান্ত ও যুদ্ধবিগ্রহাদি বর্ণনায় পরিপূর্ণ। ইহা প্রায় ২৪ পৃষ্ঠা হইবেক।

চতুর্থ ভাগের নাম চণ্ডী চরিত্র। ইহাতে চণ্ডী দেবী কর্ত্তৃক মধুকৈটভ, মহিষাসুর, ধূম্রলোচন, চণ্ড, মুণ্ড, রক্তবীজ, নিশুম্ভ, শুম্ভ এই অষ্ট দৈত্য হত হইবার বৃত্তান্ত আছে। ইহা প্রায় ২০ পৃষ্ঠা হইবেক, তৎ সমুদায় সংস্কৃত হইতে অনুবাদিত বোধ হয়। কেহ কেহ কহে, গোবিন্দ সিংহ স্বয়ং অনুবাদ করিয়াছেন।

পঞ্চম ভাগের নামও চণ্ডী চরিত্র। ইহাও পূর্ব্বোক্ত দৈত্যদিগের বধ-বৃত্তান্ত, কেবল তদপেক্ষায় সংক্ষেপে লিখিত। ইহা প্রায় ১৪ পৃষ্ঠা হইবেক।

ষষ্ঠ ভাগের নাম "চণ্ডী-কী-বীর"। ইহাও চণ্ডী বিষয়ক, ৬ পৃষ্ঠা হইবেক।

সপ্তম ভাগে পরমেশ্বরের মহিমা বর্ণন এবং মধ্যে মধ্যে মহাভারতোক্ত প্রাচীন রাজাদিগের প্রসঙ্গ আছে। ইহা প্রায় ২১ পৃষ্ঠা হইবেক।

অষ্টম ভাগে চতুর্ব্বিংশতি অবতারের বর্ণনা আছে। ইহা প্রায় ৩৪৮ পৃষ্ঠা হইবেক, এবং পূর্ব্বোক্ত শ্যাম নামক ব্যক্তির রচিত বলিয়া প্রসিদ্ধ আছে। যে সকল অবতারের বিবরণ আছে, পশ্চাৎ তাহার নামোল্লেখ করা যাইতেছে।

মৎস্য, কচ্ছপ, নর, নারায়ণ, মোহিনী, বরাহ, নরসিংহ, বামন, পরশুরাম, ব্রহ্মা, রুদ্র, জলন্ধর, বিষ্ণু, বিষ্ণ্বতার বিশেষ—ইহাঁর নামোল্লেখ নাই, অর্হন্তদেব—জৈন সম্প্রদায় বিশেষের প্রবর্ত্তক, মনু* রাজ, ধন্বন্তরি, সূর্য্য, চন্দ্র, রাম, কৃষ্ণ, নর—অর্থাৎ অর্জ্জুন, বুদ্ধ, কল্কি।

নবম ভাগ অষ্টম ভাগেরই পরিশিষ্ট বিশেষ। ইহা সম্পূর্ণ এক পৃষ্ঠাও নয়।

* অর্থাৎ রত্নমালা

* মনু।

দশম ভাগে ব্রহ্মার, সপ্ত অবতার ও পূর্ব্ব-কালিকআট জন হিন্দু রাজার বৃত্তান্ত আছে। ইহা প্রায় ১৮ পৃষ্ঠা হইবেক।

ব্রহ্মার সপ্ত অবতারের নাম, যথা

বাল্মীকি, কশ্যপ, শক্র, বাচস্*, ব্যাস, ছয় ঋষি, কলদাস।

আটজন রাজার নাম, যথা

মনু, পৃথু, সগর, বেণ, মান্ধাতা, দিলীপ, রঘু, অজ।

একাদশ ভাগ ৫৬ পৃষ্ঠা হইবেক; ইহাতে শিবাবতারের বৃত্তান্ত আছে।

দ্বাদশ ভাগের নাম "শস্ত্রনামমালা"। ইহাতে নানাপ্রকার অস্ত্রের নাম ও গুণ বর্ণনা আছে; এবং এপ্রকার লিখিত আছে যে গোবিন্দ সিংহ তৎ সমুদায়কে স্বীয় গুরু বলিয়া স্বীকার করিয়াছেন। ইহা প্রায় ৬৮ পৃষ্ঠা হইবেক। ত্রয়োদশ ভাগে বেদ, পুরাণ, ও কোরাণের দোষ বর্ণন আছে। ইহা প্রায় ৩।। পৃষ্ঠা।

চতুর্দ্দশ ভাগের নাম "হজারে শব্দ" অর্থাৎ শব্দ নামক ছন্দে সহস্র শ্লোক। কিন্তু ইহাতে দশ টি বই শ্লোক নাই, এ নিমিত্ত শিখেরা কহে, এস্থলে 'হজার' শব্দ 'উত্তম' বা 'অমূল্য' অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে। তৎ সমুদায় সৃষ্টি-কর্ত্তা ও সৃষ্টি-ক্রিয়ার প্রশংসা-সূচক এবং অন্যান্য দেবাদি পূজার নিন্দাবোধক। ইহা গুরু গোবিন্দের প্রণীত বলিয়া প্রসিদ্ধ আছে। এ ভাগ প্রায় দুই পৃষ্ঠা।

পঞ্চদশ ভাগের নাম স্ত্রী চরিত্র। ইহা ৪৪৬ পৃষ্ঠা, এবং কেবল স্ত্রীদিগের কুচরিত্র-সূচক উপাখ্যানে পরিপূরিত।

ষোড়শ ভাগের নাম "হিকায়ৎ"। ইহাতে পারসীক ভাষায় গুরুমুখী অক্ষরে দ্বাদশ টা গল্প লিখিত আছে। গুরু গোবিন্দ আরঙ্গজেব বাদশাহের প্রবোধার্থ তৎ সমুদায় রচনা করিয়া দিয়াসিংহ প্রভৃতি পাঁচ জন শিখ্ দ্বারা তাঁহার নিকট প্রেরণ করিয়াছিলেন। এ ভাগ প্রায় ৩০ পৃষ্ঠা।

---

* বাচস্পতি।

ব্রাহ্মধর্ম্মঃ

প্রথমখণ্ডং

দশমাধ্যায়ঃ

ওমিতি ব্রহ্ম সর্ব্বেঽস্মৈ দেবাবলিমাহরন্তি॥

যিনি ওঙ্কারের প্রতিপাদ্য তিনি ব্রহ্ম। সকল দেবতারা ইঁহার পূজা আহরণ করিতেছেন।

মধ্যে বামনমাসীনং বিশ্বে দেবাউপাসতে॥

জগতের মধ্যস্থিত পূজনীয় পরমাত্মাকে সমুদায় দেবতারা নিয়ত উপাসনা করিতেছেন।

ওমিত্যেবং ধ্যায়থ আত্মানং স্বস্তি বঃ পারায় তমসঃ পরস্তাৎ। ওঙ্কারেণৈবায়তনেনান্বেতি বিদ্বান্ যত্তচ্ছান্তমজরমমৃতমভয়ং পরঞ্চ।

ওঙ্কার প্রতিপাদ্য পরব্রহ্মকে ধ্যান কর এবং নির্ব্বিঘ্নে তোমরা অজ্ঞান তিমির হইতে উত্তীর্ণ হও। জ্ঞানী ব্যক্তি ওঙ্কার সাধনা দ্বারা সেই শান্ত, অজর, অমর, অভয় নিরতিশয় ব্রহ্ম প্রাপ্ত হয়েন।

তৎ সবিতুর্বরেণ্যং ভর্গোদেবস্য ধীমহি ধিয়োযোনঃ প্রচোদয়াৎ॥

সেই জগৎ প্রসবিতা পরম দেবতার বরণীয় জ্ঞান ও শক্তি ধ্যান করি, যিনি আমারদিগকে বুদ্ধি বৃত্তি সকল প্রেরণ করিতেছেন।

মাহং ব্রহ্ম নিরাকুর্য্যাং মা মা ব্রহ্ম নিরাকরোদনিরাকরণমস্ত্ব॥

ব্রহ্ম আমাকে পরিত্যাগ করেন নাই আমি যেন তাঁহাকে পরিত্যাগ না করি। তিনি আমাকর্ত্তৃক সর্ব্বদা অপরিত্যক্ত থাকুন।

তং বেদ্যং পুরুষং বেদ যথা মাবোমৃত্যুঃ পরিব্যথাঃ॥

তোমারদের মৃত্যু পীড়া না হউক, এপ্রযুক্ত সেই বেদ্য পুরুষকে জান।

যোদেবোঽগ্নৌ যোঽপ্সু যোবিশ্বং ভুবনমাবিবেশ। য ওষধীষু যোবনস্পতিষু তস্মৈ দেবায় নমোনমঃ॥

যে প্রকাশবান্ পুরুষ অগ্নিতে, যিনি জলেতে, যিনি বিশ্বসংসারে প্রবিষ্ট হইয়া আছেন; যিনি ওষধিতে যিনি বনস্পতিতে স্থিতি করিতেছেন; সেই দেবতাকে বার বার নমস্কার করি।

ইতি প্রথমখণ্ডে দশমোধ্যায়ঃ।

মহাভারত

আদিপর্ব্ব

চতুঃপঞ্চাশ অধ্যায়—আস্তীকপর্ব্ব

১০৪ সংখ্যক পত্রিকার ১৭১ পৃষ্ঠার পর।

উগ্রশ্রবাঃ কহিলেন, তদনন্তর নাগ-ভগিনী জরৎকারু স্বীয় সহোদরের বচনানুসারে আপন পুত্রকে আহ্বান করিয়া কহিলেন—বৎস! আমার ভ্রাতা কোন প্রয়োজন সাধনোদ্দেশে আমাকে তোমার পিতাকে দান করিয়াছিলেন। এক্ষণে সেই প্রয়োজনের সময় উপস্থিত,তাহা সম্পন্ন কর।

আস্তীক কহিলেন, জননি! মাতুল মহাশয় কি প্রয়োজন সাধনের নিমিত্ত তোমাকে আমার পিতাকে দান করিয়াছিলেন, তুমি আমাকে তাহার সবিশেষ কহ, শুনিয়া আমি তাহা সম্পন্ন করিব। বন্ধুকুল-হিতৈষিণী নাগরাজ-ভগিনী জরৎকারু পুত্রকে সবিশেষ বৃত্তান্ত কহিতে লাগিলেন।

বৎস! শ্রবণ কর। সমস্ত নাগকুলের জননী কদ্রু রোষবশা হইয়া আপন পুত্রদিগকে এই শাপ দিয়াছিলেন, যে আমি বিনতার সহিত দাসত্ব পণ করিয়া শুক্লবর্ণ উচ্চৈঃশ্রবাকে কৃষ্ণবর্ণ করিবার নিমিত্ত কহিয়াছিলাম, কিন্তু তোমরা আমার সে কথা রক্ষা করিলে না। অতএব রাজা জনমেজয়ের যজ্ঞে অগ্নি তোমারদিগকে দগ্ধ করিবেন। তাহাতে পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হইয়া তোমরা প্রেত লোকে গমন করিবে। সর্ব্বলোকপিতামহ ব্রহ্মা নাগ-জননীর শাপদান শ্রবণ করিয়া তথাস্তু বলিলেন এবং অনুমোদন করিলেন। বাসুকি এইরূপ পিতামহ বাক্য শ্রবণ করিয়া অমৃত মন্থন কালে দেবতাদিগের শরণাগত হইলেন। দেবতারা অমৃত পাইয়া কৃতকার্য্য হইয়া আমার ভ্রাতাকে সমভিব্যাহারে করিয়া পিতামহ সমীপে উপস্থিত হইলেন এবং স্তুতি ও প্রণতি দ্বারা তাঁহাকে প্রসন্ন করিয়া শাপ নিবারণের উপায় প্রার্থনা করিলেন; কহিলেন, ভগবন্! নাগরাজ বাসুকি জ্ঞাতি-কুলক্ষয় সম্ভাবনা দর্শনে যৎপরোনাস্তি কাতর হইয়াছেন, আপনি কৃপা করিয়া শাপ মোচনের উপায় বিধান করুন। ব্রহ্মা কহিলেন, জরৎকারু জরৎকারু নাম্নী যে ভার্য্যা পরিগ্রহ করিবেন তাহার গর্ভজাত ব্রাহ্মণ সর্পকুলকে সেই শাপ হইতে মুক্ত করিবেক। পন্নগশ্রেষ্ঠ বাসুকি সেই বাক্য শ্রবণ করিয়া আমাকে তোমার পিতাকে দান করিয়াছিলেন। তুমিও প্রয়োজন সাধনের সময় উপস্থিত হইবার পূর্ব্বেই আমার গর্ভে জন্মগ্রহণ করিয়াছ। এক্ষণে সেই সময় উপস্থিত, উপস্থিত ভয় হইতে নাগকুলের পরিত্রাণ কর, আমার ভ্রাতাকে সেই বিষম হুতাশন হইতে রক্ষা কর। ভ্রাতা আমার যে অভিপ্রায়ে আমাকে তোমার পিতাকে দান করিয়াছিলেন, সে তাহা বিফল হয় না। এ বিষয়ে তোমার মত কি?

আস্তীক মাতৃবাক্য শ্রবণ করিয়া অঙ্গীকার করিলেন এবং শোকসন্তপ্ত বাসুকিকে আশ্বাস প্রদান করিয়া কহিলেন, মাতুল! আমি সত্য প্রতিজ্ঞা করিতেছি, আপনাকে সেই শাপ হইতে মুক্ত করিব। আপনি সুস্থচিত্ত হউন, আপনকার কোন ভয় নাই, যাহাতে আপনারদিগের মঙ্গল হয়, আমি তদ্বিষয়ে বিশিষ্টরূপ যত্নবান্ হইব। অন্য কথা দূরে থাকুক, পরিহাস কালেও আমি কখন মিথ্যা কহি নাই। অদ্য আমি সর্পসত্র-দীক্ষিত রাজা জনমেজয়ের নিকটে গিয়া মাঙ্গলিক বাক্য দ্বারা তাঁহাকে প্রসন্ন করিয়া যাহাতে সেই যজ্ঞ নিবারণ হয় তাহা করিব, আপনি নিশ্চিন্ত হউন, আমি সমুদায় সম্পন্ন করিব, আপনি আমার বিষয়ে কোন ক্রমেই সন্দিহান হইবেন না। বাসুকি কহিলেন, বৎস! আমি ব্রহ্মদণ্ডে নিগৃহীত হইয়া ঘূর্ণিত হইতেছি, আমার হৃদয় বিদীর্ণ হইতেছে, দিগ্ ভ্রম জন্মিতেছে। আস্তীক কহিলেন, মহাশয়! আপনকার আর পরিতাপ করিবার আবশ্যকতা নাই। সর্পসত্রের প্রদীপ্ত হুতাশন হইতে মহাশয়ের যে ভয় জন্মিয়াছে, আমি তাহা দূর করিব, প্রলয় কালীন অনল তুল্য মহাঘোর ব্রহ্মদণ্ডে নিরাকরণ করিব, আপনি কদাচ ভীত হইবেন না।

এইরূপ আশ্বাস প্রদান দ্বারা বাসুকির অতি বিষম শোকানল শান্তি করিয়া দ্বিজ-

শ্রেষ্ঠ আস্তীক, ভুজগ কুলের পরিত্রাণের নিমিত্ত সত্বর গমনে রাজা জনমেজয়ের সেই সর্ব্বগুণ-সম্পন্ন সর্পসত্রে উপস্থিত হইলেন, এবং উপস্থিত হইয়া দেখিলেন, সূর্য্য ও বহ্নি-সম-তেজস্বী সদস্যগণ উৎকৃষ্ট যজ্ঞায়তনে উপবিষ্ট আছেন। প্রবেশকালে প্রথমতঃ দ্বারবানেরা নিবারণ করিল। তখন সেই অদ্বিতীয় পুণ্যশীল দ্বিজশ্রেষ্ঠ প্রবেশ লাভের নিমিত্ত সর্পসত্রের ভূয়সী প্রসংসা করিলেন। অনন্তর যজ্ঞক্ষেত্রে উপস্থিত হইয়া রাজার, ঋত্বিক্‌গণের, সদস্যবর্গের এবং যজ্ঞীয় অগ্নির প্রশংসা করিতে আরম্ভ করিলেন।

পঞ্চ পঞ্চাশ অধ্যায়।

আস্তীক কহিলেন, পূর্ব্বকালে প্রয়াগে সোম ও বরুণ ও প্রজাপতি যেরূপ যজ্ঞ করিয়াছিলেন, হে ভরতকুলপ্রদীপ জনমেজয়! তোমার এই যজ্ঞ সেইরূপ, প্রার্থনা করি আমাদিগের হিতৈষিগণের মঙ্গল হউক। দেবরাজ ইন্দ্র যেরূপ শতসংখ্যক যজ্ঞ করিয়াছিলেন, হে ভরতকুলপ্রদীপ জনমেজয়! তোমার এই যজ্ঞ সেইরূপ,প্রার্থনা করি আমারদিগের হিতৈষিগণের মঙ্গল হউক। গয়, শশবিন্দু,বৈশ্রবণ, এই তিন সুবিখ্যাত নৃপতি যেরূপ যজ্ঞ করিয়াছিলেন,হে ভরতকুলপ্রদীপ জনমেজয়! তোমার এই যজ্ঞ সেইরূপ, প্রার্থনা করি আমারদিগের হিতৈষিগণের মঙ্গল হউক। নৃগ ও অজমীঢ় এবং দশরথ তনয় রাজা রামচন্দ্র যেরূপ যজ্ঞ করিয়াছিলেন, হে ভরত কুলপ্রদীপ জনমেজয়! তোমার এই যজ্ঞ সেই রূপ, প্রার্থনা করি, আমাদিগের হিতৈষিগণের মঙ্গল হউক। রাজা দিবিদেব সূনুর, যুধিষ্ঠিরের এবং অজমীঢ়ের যেরূপ যজ্ঞ বিখ্যাত আছে, হে ভরতকুলপ্রদীপ জনমেজয়! তোমার এই যজ্ঞ সেইরূপ, প্রার্থনা করি, আমাদিগের হিতৈষিগণের মঙ্গল হউক। সত্যবতী-তনয় কৃষ্ণদ্বৈপায়নের যজ্ঞ যেরূপ, এবং সেই ভগবান্ স্বয়ং যে যজ্ঞের সমুদায় কর্ম্ম করিয়াছিলেন, হে ভরতকুলপ্রদীপ জনমেজয়! তোমার এই যজ্ঞ সেইরূপ, প্রার্থনা করি, আমারদিগের হিতৈষিগণের মঙ্গল হউক।

তোমার এই দেবরাজকৃত যজ্ঞতুল্য যজ্ঞে সূর্য্যসম তেজস্বী ঋত্বিক্‌গণ অধিষ্ঠান করিতেছেন। ইহাঁদের জ্ঞানের ইয়ত্তা করা যায় না। ইহাঁদিগকে দান করিলে কদাপি বিফল হয় না। আমার এই স্থির সিদ্ধান্ত আছে ত্রিভুবনে দ্বৈপায়নের তুল্য ঋত্বিক্ নাই। ইহাঁর শিষ্যেরা সমস্ত ভূমণ্ডল ব্যাপিয়াছেন। তাঁহাদের তুল্য সর্ব্ব কর্ম্মদক্ষ ঋত্বিক্ আর নাই। ভগবান্ অগ্নি দেবতাগণের তৃপ্তি নিমিত্ত প্রদীপ্ত ও দক্ষিণাবর্ত্ত-শিখা-বিশিষ্ট হইয়া তোমার এই যজ্ঞে হব্য গ্রহণ করিতেছেন। জগতে তোমার তুল্য প্রজা-পালন-পরায়ণ নৃপতি দ্বিতীয় নাই। তোমার ধৈর্য্যগুণ দর্শনে আমি সদা প্রীত আছি। তুমি, বরুণ ও ধর্ম্মরাজ যমের তুল্য। বজ্রপাণি দেবরাজ ইন্দ্র যেমন প্রজাদিগের রক্ষাকর্ত্তা, হে পুরুষশ্রেষ্ঠ! আমারদিগের মতে তুমি প্রজাদিগের সেইরূপ রক্ষাকর্ত্তা। কোন কালে কোন রাজা তোমার তুল্য যজ্ঞ করিতে পারেন নাই। হে সুব্রত! তুমি রাজা খট্বাঙ্গের, নাভাগের, ও দিলীপের তুল্য, তোমার প্রভাব যযাতির ও মান্ধাতার তুল্য, তোমার তেজঃ সূর্য্যের তেজের সমান, তুমি শান্তনুতনয় ভীষ্ম দেবের ন্যায় বিরাজমান হইতেছ। তোমার বীর্য্য বাল্মীকি মুনির বীর্য্যের ন্যায় অপ্রকাশিত, তোমার কোপ মহর্ষি বশিষ্ঠের কোপের ন্যায় বসীকৃত, তোমার প্রভুত্ব ইন্দ্রত্ব তুল্য, তোমার প্রভাব নারায়ণের প্রভাব তুল্য শোভা পাইতেছে। তুমি যমের ন্যায় ধর্ম্মনির্ণয় করিতে যান, কৃষ্ণের ন্যায় সর্ব্বগুণোপপন্ন; তুমি সকল সম্পত্তির নিবাস স্বরূপ,এবং সকল যজ্ঞের একাধার স্বরূপ। তুমি দম্ভপুত্র বল নামক অসুরের তুল্য পরাক্রমী, রামের তুল্য শাস্ত্রবেত্তা ও শস্ত্রবেত্তা, ঔর্ব্ব ও ত্রিতের তুল্য তেজস্বী,ভগীরথের তুল্য দুষ্প্রেক্ষণীয়।

এইরূপ স্তব শ্রবণ করিয়া রাজা, সদস্যবর্গ, ঋত্বিক্‌গণ ও অগ্নি সকলেই প্রসন্ন হইলেন। অনন্তর রাজা জনমেজয় তাঁহারদের অভিপ্রায় বুঝিতে পারিয়া কহিতে আরম্ভ করিলেন।

এই তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা কলিকাতা মহানগরে যোড়াসাঁকোস্থিত তত্ত্ববোধিনী সভার কার্য্যালয় হইতে প্রতিমাসে প্রকাশিত হয়।—ইহার মূল্য এক টাকা। ১ বৈশাখ সোমবার সম্বৎ ১৯০৯। কলিগতাব্দঃ ৪৯৫৩।

শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ দত্ত।
৫৮ নং মসজিদ্‌বাড়ী ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

একমেবাদ্বিতীয়ং

দ্বিতীয় ভাগ
১০৬ সংখ্যা
জ্যৈষ্ঠ ১৭৭৪ শক

তৃতীয় কল্প তৃতীয় কল্প

তত্ত্ববোধিনীপত্রিকা

অপরা ঋগ্বেদোযজুর্ব্বেদঃ সামবেদোথর্ব্ববেদঃ শিক্ষা কল্পোব্যাকরণং নিরুক্তং ছন্দোজ্যোতিষমিতি।
অথ পরা যযা তদক্ষরমধিগম্যতে॥

তস্মিন্ প্রীতিস্তস্য প্রিয়কার্য্যসাধনঞ্চ তদুপাসনমেব।

বিজ্ঞাপন

যাঁহারা ব্রাহ্মসমাজে গত ১৭৭৩ শকের সাম্বৎসরিক দান অদ্যাপি না দিয়াছেন, তাঁহারদিগকে স্মরণ করিয়া দিতেছি, যে তাঁহারা অত্রায় ব্রাহ্মসমাজে তাহা প্রেরণ করেন।

শ্রীআনন্দচন্দ্র শর্ম্মা
শ্রীরাণেশ্বর শর্ম্মা
} উপাচার্য্য

উপাসক-সম্প্রদায়

বাবালালি

বাবালাল নামে এক ক্ষত্রিয় এই সম্প্রদায় সংস্থাপন করেন, একারণ ইহার নাম বাবালালি। বাবালালিরা সচরাচর বৈষ্ণবের মধ্যে গণিত হইয়া থাকে; ফলতঃও তাহারা বৈষ্ণবদিগের ন্যায় গোপীচন্দনের তিলক করে, এবং রামচন্দ্রকে বিষ্ণু অবতার স্বরূপ স্বীকার করিয়া বিশিষ্টরূপ ভক্তি শ্রদ্ধা করিয়া থাকে। কিন্তু বাস্তবিক তাহারা একমাত্র অদ্বিতীয় পরমেশ্বরেরই আরাধনা করে, এবং অন্যান্য প্রকার পূজার পদ্ধতি পরিত্যাগ করিয়া হিন্দু বৈদান্তিক ও মোসলমান সুফিদিগের মতানুসারে উপাসনা করিয়া থাকে। তাহারা জীব ব্রহ্মের অভেদ স্বীকার করিয়া কহে, যেমন গঙ্গার জল পাত্রে রাখিলেও তাহাকে গঙ্গা কহিতে হয়, সেই রূপ জীবাত্মা শরীরের মধ্যে থাকিলেও পরমাত্মার সহিত তাহার অভেদ মানিতে হয়। যেমন এক বিন্দু জল সমুদ্রে পতিত হইলে সমুদ্রের সহিত মিলিত হইয়া যায়,সেইরূপ জীবাত্মা শরীর পঞ্জর পরিত্যাগ করিয়া পরমাত্মাতে লীন হইয়া যায়।

বাবালাল জাঁহাগির বাদশাহের রাজত্ব কালে মালব দেশে জন্ম গ্রহণ করেন, এবং অল্প বয়সেই চেতন স্বামির সন্নিধানে উপদেশ গ্রহণ করিয়া ধর্ম্মপথে প্রবৃত্ত হয়েন। চেতন স্বামির ঐশী শক্তি প্রকাশ বিষয়ে পশ্চাল্লিখিত জনশ্রুতি প্রচলিত আছে। এক দিবস তিনি বাবালালের সমীপে উপস্থিত হইয়া ভিক্ষা স্বরূপ কিঞ্চিৎ শস্য ও কাষ্ঠ প্রাপ্ত হইলেন। পরে রন্ধনার্থে সেই কাষ্ঠ প্রজ্বলিত করিয়া উভয় পদের মধ্যস্থলে স্থাপন করিলেন, এবং সেই উভয় পদের উপরিভাগে পাক-পাত্র রক্ষা করিয়া জ্বাল দিতে লাগিলেন। বাবালাল এই অসামান্য অলৌকিক ব্যাপার দৃষ্টি করিয়া তাঁহাকে গুরু স্বরূপ স্বীকার করিলেন, এবং অত্যন্ত শ্রদ্ধাবিশিষ্ট হইয়া তাঁহার সমক্ষে দণ্ডবৎ পতিত হইলেন। পরে স্বামির পাক করা একটি শস্য ভক্ষণ করাতে দিব্য জ্ঞান প্রাপ্ত হইয়া আব্রহ্ম স্তম্ব পর্য্যন্ত সমুদায় ব্রহ্মাণ্ডের শাসন প্রণালী অবগত হইতে পারিলেন, এবং পরে কৃত করিলেন। যাহার নগরে গমন এই অসাধারণ জন্তুকে তুঙ্গীয় আদেশানুসারে যে খণ্ডে মস্তক থাকে, তাহা হইতে গোতন পুচ্ছ নির্গত হয়, এই, চেতন স্বামী তাঁহার

অসাধারণ শক্তি দৃষ্টি করিয়া তাঁহাকে ধর্ম্ম প্রচার করিতে আদেশ দিলেন।

অতএব, তিনি গুরু সন্নিধানে বিদায় লইয়া সর্হিন্দের সন্নিহিত দেহান পুরে আসিয়া অবস্থিতি করিলেন, এবং তথায় এক মঠ প্রতিষ্ঠা করিয়া ক্রমে ক্রমে কতকগুলি লোককে স্বীয় মতে আনয়ন করিলেন।

শাজাহান্ বাদশাহের পুত্র দারাশেকো বাবালালের ধর্ম্ম বিষয়ক খ্যাতি শ্রবণ করিয়া তাঁহাকে আহ্বান পূর্ব্বক ধর্ম্মাধর্ম্ম বিষয়ে অনেক কথা জিজ্ঞাসা করিলেন। এইরূপে, শাজাহানের রাজ্যাভিষেকের বিংশতি বৎসর পরে জাফর খাঁর উদ্যানে বাবালাল ও দারাশেকো উভয়ের বারম্বার কথোপকথন হইয়াছিল। যদুদাস নামে এক ক্ষত্রিয় ও রাইচাঁদ নামে এক ব্রাহ্মণ এই দুই রাজ-কর্ম্মচারি তাঁহারদের সাত বারের কথোপকথন লিখিয়া রাখেন। এই গ্রন্থ পারসীক ভাষায় লিখিত হয়; ইহার নাম নাদির্ উন্নিকাৎ। এই স্থলে তাহার কতিপয় বচন অনুবাদ করিয়া প্রকাশ করা যাইতেছে, তাহা পাঠ করিলে বাবালালের মত ও অভিপ্রায় অনেক অবগত হওয়া যাইতে পারে। এই সকল বচন মুল গ্রন্থের প্রণালী ক্রমে প্রশ্নোত্তর স্বরূপে লিখিত হইল; দারাশেকো প্রশ্নকারক এবং বাবালাল উত্তর-কারক।

প্রশ্ন—ফকিরের পরম প্রার্থনীয় কি?

উত্তর—পরমাত্ম-জ্ঞান।

প্র—উদাসীনের শক্তি কি?

উ—পুরুষত্ব-শক্তি-বিনাশ।

প্র—জ্ঞান কি পদার্থ?

উ—যিনি হৃদয়ের ঈশ্বর তাঁহাকে হৃদয় সমর্পণ।

প্র—ফকিরের হস্ত কোন্ কার্য্যে নিযুক্ত থাকে?

উ—কর্ণ দ্বয় আবরণার্থে।

প্র—কোন্ কর্ম্ম তাঁহার অতিশয় উপযুক্ত?

উ—দিবা রাত্র সতর্কতা।

প্র—তাঁহার কোন্ কর্ম্মে অকর্ম্মঠ হওয়া উচিত?

উ—অতি ভোজ

প্র—তাঁহার ত্তব্য?

উ—লোক-স নিভৃত
স্থানে এক রতঃ
বিশ্রাম করা ২

প্র—তাঁহার আবাস কি?

উ—জগদীশ্বরের জীব সমুদায়।

প্র—তাঁহার রাজ্য কি?

উ—জগদীশ্বর।

প্র—তাঁহার নিকেতনের দীপ কি কি?

উ—সূর্য্য এবং চন্দ্র।

প্র—তাঁহার পর্য্যঙ্ক কি?

উ—ভূতল।

প্র—কোন্ কার্য্য তাঁহার অবশ্য কর্ত্তব্য?

উ—যিনি সকলের প্রতিপালক এবং যাঁহার কিছুরই অভাব নাই, তাঁহার স্তুতি ও মহিমা কীর্ত্তন।

প্র—কোন্ পদার্থ ফকিরের উপযুক্ত?

উ—কেবল ঈশ্বর, আর কিছুই নহে।

প্র—কি প্রকারে ফকিরের জীবন যাপন হইয়া থাকে?

উ—ধন বিনা, অধীনতা বিনা, ও আকাঙ্ক্ষা বিনা।

প্র—ফকিরের কর্ত্তব্য কি?

উ—শ্রদ্ধান্বিত ও বিষয় বর্জ্জিত হওয়া।

প্র—কোন্ ধর্ম্ম সর্ব্বোত্তম?

উ—প্রেমিকের ধর্ম্ম অন্যান্য সকল ধর্ম্ম হইতে পৃথক্। যাহারা পরমেশ্বরকে প্রীতি করে, পরমেশ্বরই তাহারদের শ্রদ্ধাস্পদ ও ধর্ম্ম-স্থল। কিন্তু শুভকর্ম্ম করা সকল ধর্ম্মাবলম্বি লোকের পক্ষেই উত্তম। আর হাফেজ কহিয়াছেন; "সকল ধর্ম্মেরই এক উদ্দেশ্য, সকলেই আপন আপন প্রিয়তমের অনুসন্ধান করে। বিজ্ঞে আর অবিজ্ঞে বিশেষ কি? সমস্ত সংসারই প্রেমের আবাস। তবে গির্জ্জে ও মস্জিদের কথা কেন কও।"

প্র—কাহার সহিত ফকিরের মিত্রতা করা কর্ত্তব্য?

উ—যিনি সৌন্দর্য্যের সম্রাট্।

প্র—কাহার নিকট যাঁহার অপরিচিত থাকা উচিত?

উ—ক্রোধ, লোভ, দ্বেষ, ঈর্ষ্যা, মিথ্যা এই সকলের নিকট।

প্র—তাঁহার বস্ত্র পরিধান করা কি পরিত্যাগ করা কর্ত্তব্য?

উ—যাহারদের বুদ্ধির স্থিরতা আছে, তাহারদের কটিদেশ আবরণ করা উচিত। যাহারা বাতুল, তাহারা উলঙ্গ থাকিলেও ক্ষমার পাত্র। পরমেশ্বরকে প্রীতি করা টুপি ও আঙ্গ্রাখার উপর নির্ভর করে না।

প্র—ফকিরের কিরূপ আচরণ করা উচিত?

উ—অঙ্গীকার প্রতিপালন করা, এবং যাহা তাঁহার পালন করিবার সামর্থ্য নাই, তাহা অঙ্গীকার না করাই কর্ত্তব্য।

প্র—অনিষ্টকারির অনিষ্ট করা কর্ত্তব্য কি না?

উ—কাহারও অনিষ্ট করা ফকিরের পক্ষে উচিত নহে। তাঁহাকে ভাল মন্দ সমান জ্ঞান করিতে হয়। হাফেজ কহিয়াছেন "উভয় লোকের শান্তি এই দুই নিয়মের উপর নির্ভর করে; মিত্রের প্রতি প্রফুল্ল ভাব এবং শত্রুর প্রতি শান্ত ভাব।

প্র—সংসারাশ্রম পরিত্যাগ করা ফকিরের পক্ষে আবশ্যক কি না?

উ—ইহা সাবধানতার কার্য্য, কিন্তু আবশ্যক কার্য্য নহে। যিনি সংসারাশ্রমে অবস্থিতি করিয়াও পরমেশ্বরে চিত্ত সমর্পণ করেন, তিনিই ফকির; আর যিনি ফকির হইয়াও বিষয় ব্যাপারে লিপ্ত থাকেন, তিনিই সংসারী। মৌলানা রুম কহিয়া গিয়াছেন, "সংসার কি? অর্থ, বস্ত্র, স্ত্রী, সন্তান এ সমস্ত বিস্মৃত হওয়া সংসার নহে; পরমেশ্বরকে বিস্মৃত হওয়াই সংসার।

প্র—যে ফকিরের পূর্ণাবস্থা সম্পন্ন হইয়াছে, তাহার মনের ভাব কি প্রকার?

উ—তাহা কেহ কখনও বর্ণনা করে নাই, এবং কেহ কদাপি বর্ণনা করিতে সমর্থ হইবে না। এক ব্যক্তি কহিয়াছেন, যে "কোন লোক আমাকে জিজ্ঞাসিলেক, প্রেমিকের মনের ভাব কি প্রকার? আমি উত্তর দিলাম, যখন তুমি প্রেমিক হইবে, তখনই জানিতে পারিবে।"

—

পুরুভুজ

অণুবীক্ষণ যন্ত্র দ্বারা দেখিলে পুরুভুজকে যেরূপ দেখায় তাহার প্রতিরূপ।

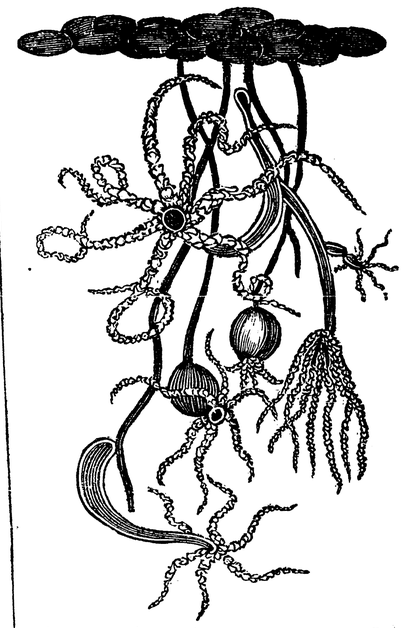

এস্থলে যে সকল প্রাণির প্রতিরূপ প্রকাশিত হইল, তাহার নাম পুরুভুজ। এই কীটের এপ্রকার আশ্চর্য্য স্বভাব, যে ইহাকে কর্ত্তন করিয়া যত খণ্ড করা যায়, তাহার এক এক খণ্ড বৃদ্ধি হইয়া এক এক টি নূতন পুরুভুজ হয়। বৃক্ষলতাদির কলম করিয়া রোপণ করিলে যে তাহা জীবিত থাকে ও বর্দ্ধিত হয়, ইহা বহু কালাবধি সর্ব্বত্র প্রসিদ্ধ আছে। কিন্তু প্রাণি বিশেষকে খণ্ড খণ্ড করিলে যে তাহার এক এক খণ্ড এক এক টি প্রাণী হয়, ইহা কস্মিন্ কালে কাহারও বিদিত ছিল না। পরে ১৭৪০ খ্রীষ্টাব্দে ট্রেম্বলি নামে এক সাহেব পুরুভুজের এই গুণ নিরূপণ করিয়া লোকদিগকে চমৎকৃত করিলেন।

এই অসাধারণ জন্তুকে দুই খণ্ড করিলে, যে খণ্ডে মস্তক থাকে, তাহা হইতে এক নূতন পুচ্ছ নির্গত হয়, এবং যে খণ্ডে পুচ্ছ

TORN PAGE(S).

থাকে, তাহা হইতে এক নূতন মস্তক উৎপন্ন হয়। এইরূপে, প্রত্যেক খণ্ডের সমুদায় অঙ্গ প্রত্যঙ্গ উৎপন্ন হইয়া এক এক টি জন্তু হইয়া উঠে। অন্যান্য জন্তুর সন্তানোৎপাদনের রীতি যেপ্রকার, পুরুভুজের সেপ্রকার নহে। তাহার সন্তানেরা প্রথমে তাহার গাত্র হইতে ত্রণের ন্যায় প্রকাশিত হইয়া ক্রমে ক্রমে বর্দ্ধিত হয়, এবং ন্যূনাধিক দুই দিবসে সম্পূর্ণ সমুদায় অবয়ব প্রাপ্ত হইয়া তাহার গাত্র হইতে পতিত হয়। কিন্তু কি আশ্চর্য্য! এই দ্বিতীয় পুরুভুজ এই প্রকারে পতিত হইবার পূর্ব্বেই তাহার শরীরের উপর আর এক টা তৃতীয় পুরুভুজ, এবং কখন কখন, সেই তৃতীয় পুরুভুজের গাত্রে আর এক টা চতুর্থ পুরুভুজ উৎপন্ন হইতে দেখা যায়। এইরূপে, চারি পুরুষ পরস্পর একত্র সংযুক্ত হইয়া থাকে।

এই সকল কীট কত বড় তাহা নিরূপণ করা সহজ নহে, কারণ ইহারা আপন শরীর এরূপ সঙ্কোচ ও শিথিল করিতে পারে, যে কখন কখন এক বুরুল প্রমাণ দীর্ঘ ও শূকরের লোমের ন্যায় সূক্ষ্ম হয়, এবং কখন কখন বুরুলের দ্বাদশ ভাগের এক ভাগ মাত্র দীর্ঘ ও পূর্ব্বাপেক্ষা স্থূল হয়। ইহারদের শরীর প্রায় গোলাকৃতি। তাহার এক দিকে মস্তক, আর এক দিকে পুচ্ছ। মস্তকের চতুর্দ্দিকে ছয়, আট, দশ, বা তদপেক্ষায় অধিক বাহু থাকে। বাহু দ্বারা খাদ্য দ্রব্য গ্রহণ করিয়া উদরস্থ করে, এবং যখন যে স্থানে থাকিতে ইচ্ছা হয়, তখন সেই স্থানে পুচ্ছ বদ্ধ করিয়া অবস্থিতি করে।

যত প্রকার পুরুভুজ আছে, সমুদায়ই প্রবাহ-বিশিষ্ট নির্ম্মল জল মধ্যে প্রস্তর, জলজ উদ্ভিজ্জ, অথবা কোন প্রকার দণ্ডে লগ্ন হইয়া থাকে। ইহারা পতঙ্গ ধরিয়া আহার করে; এবং যদি জল-পূর্ণ কাচ-পাত্রে রাখিয়া বারম্বার তাহার জল পরিবর্ত্তন পূর্ব্বক ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পতঙ্গাদি আহার করিতে দেওয়া যায়, তবে তাহার মধ্যে অনেক দিন পর্য্যন্ত জীবিত থাকিতে পারে। ইহারা অত্যন্ত লোলুপ ও ব্যগ্র হইয়া এরূপ সত্বরে ভোজ্য বস্তু গ্রাস করে, যে ভক্ষিত পতঙ্গাদি সজীব থাকিতেই উদরস্থ হয়, এবং কখন কখন উদরস্থ হইয়াও পুনর্ব্বার পলায়ন করিয়া বাহিরে আইসে। কিন্তু একেবারে পলায়ন করিতে পারে না, পুনর্ব্বার ধৃত হইয়া মুখ মধ্যে প্রবেশিত হয়। পুরুভুজের ভুক্ত বস্তু পাকস্থলীতে জীর্ণ হইলে পরে, তন্মধ্যে যাহা অসার থাকে, তাহা মুখ দ্বারাই নির্গত হয়।

এ সকল কীট নদী প্রভৃতিতে থাকে। তদ্ভিন্ন আর কয় প্রকার পুরুভুজ আছে, তাহারা সমুদ্রে অবস্থিতি করে, একারণ তাহাদিগকে সামুদ্রিক পুরুভুজ বলে। তাহারদিগকেও খণ্ড খণ্ড করিয়া ছেদন করিলে, এক এক খণ্ড এক এক টি জন্তু হয়। পলা, স্পঞ্জ প্রভৃতি এইশ্রেণিতে গণিত হইতে পারে।

আমরা সচরাচর যে পলা ব্যবহার করিয়া থাকি, তাহা পলা নামক জন্তুর পঞ্জর। এই জন্তু সমুদ্রে উৎপন্ন হইয়া এক এক স্থানে রাশীকৃত হইয়া থাকে।

এইরূপ, কলিকাতায় যে স্পঞ্জ নামক দ্রব্য বিক্রীত হয়, এবং ইংরেজেরা যাহা ব্যবহার করিয়া থাকে, তাহাও স্পঞ্জ নামক প্রাণির পঞ্জর। যদিও ইহাকে জন্তু বলিয়া উল্লেখ করা গেল, কিন্তু বাস্তবিক, ইহা জন্তু কি উদ্ভিজ্জ তাহা নিরূপণ করা সুকঠিন। স্পঞ্জ সমুদায় উদ্ভিজ্জের ন্যায় চিরকাল এক স্থানে স্থিতি করে। ইহারা জন্তুর ন্যায় যে স্বেচ্ছানুসারে চলিতে পারে এমন কোন নিদর্শন প্রাপ্ত হওয়া যায় না, এবং জন্তুর অঙ্গ ভগ্ন ও ছিন্ন করিলে যেরূপ ক্লেশ বোধ হইয়া থাকে, স্পঞ্জের সেরূপ ক্লেশানুভব হইবারও কোন চিহ্ন দৃষ্ট হয় না। এসকল বিষয়ে ইহাকে বৃক্ষাদির সমান বোধ হয়। কিন্তু ইহার শরীরের গঠন জন্তুর শরীরের ন্যায়। অতএব, ইহা জীব কি উদ্ভিজ্জ তাহা স্থির করিয়া উঠা দুষ্কর। কিন্তু ইহাকে জন্তু মধ্যে গণনা করা এক্ষণকার অনেকানেক বিচক্ষণ পণ্ডিতের মত।

যে অনির্ব্বচনীয় অচিন্ত্য পুরুষ জন্তু ও উদ্ভিজ্জের স্বভাব মিলিত করিয়া এই সমস্ত ক্ষুদ্র জীবের সৃষ্টি করিয়াছেন, ইহার দ্বারা

তাঁহার কি আশ্চর্য্য শক্তি ও অপরিসীম জ্ঞান প্রকাশ পাইতেছে! তিনি জন্তুকে উদ্ভিজ্জের গুণ ও উদ্ভিজ্জকে জন্তুর গুণ প্রদান করিতে পারেন। তাঁহার অসাধ্য ব্যাপার কি আছে!

ধর্ম্মনীতি

পরমেশ্বর মনুষ্যকে যে সকল উৎকৃষ্ট গুণে ভূষিত করিয়াছেন, ধর্ম্ম সর্ব্বাপেক্ষায় প্রধান। তিনি ভূমণ্ডলস্থ সমস্ত প্রাণিকে ইন্দ্রিয়-সুখ সম্ভোগে সমর্থ করিয়াছেন, কিন্তু মনুষ্যকে জ্ঞান ও ধর্ম্ম লাভে অধিকারি করিয়া সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ করিয়াছেন। এই ক্ষমতা থাকাতে মনুষ্য নামের এত গৌরব হইয়াছে, এবং এই বিষয়ে চরিতার্থ হইলেই মনুষ্যের যথার্থ মহত্ত্ব রক্ষা পায়। সুখ যে এমন অনির্ব্বচনীয় পরম প্রার্থনীয় পদার্থ, ধর্ম্ম স্বরূপ রত্ন-জ্যোতি তদপেক্ষাও শত গুণ উৎকৃষ্ট। যদিও সকল লোকে প্রায় সুখোদ্দেশেই সমস্ত কর্ম্ম করিয়া থাকে, কিন্তু যেস্থলে ধর্ম্মানুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হইলে আপাততঃ সুখ হানির সম্ভাবনা থাকে, সে স্থলে যিনি ধর্ম্মার্থে সুখ বিসর্জ্জন ও ক্লেশ স্বীকার করেন, আমরা স্বভাবতঃ তাঁহারই শ্রেষ্ঠত্ব ও মহত্ত্ব অঙ্গীকার করি, এবং তাঁহাকে মনের সহিত প্রীতি ও ধন্যবাদ করি। আর যিনি তুচ্ছ সুখানুরোধে ধর্ম্মানুষ্ঠানে বিরত হন, তাঁহার প্রতি অশ্রদ্ধা প্রকাশ করিয়া থাকি। যেরূপ পুষ্পের সহিত সুগন্ধের সম্বন্ধ, সেইরূপ ধর্ম্মের সহিত সুখের সম্বন্ধ বটে, কিন্তু ধর্ম্মানুষ্ঠান কালে স্বকীয় সুখোদ্দেশে কার্য্য করা ধর্ম্মপ্রবৃত্তির স্বভাব-সিদ্ধ নহে। যখন কোন মহাত্মা কোন মনুষ্যকে গৃহদাহে দগ্ধ হইতে দেখিয়া, তৎক্ষণাৎ অগ্নির উত্তাপ সহ্য করিয়াও তাহাকে রক্ষা করিতে ধাবমান হন, তখন তিনি ঐহিক বা পারত্রিক সুখলাভের বিষয় আলোচনা করেন না, সুতরাং সুখ কামনায় এই দুরূহ ধর্ম্ম সাধনে প্রবৃত্ত হন না। মুমূর্ষু ব্যক্তির উপস্থিত দুঃখ ও আসন্ন বিপদ্ দেখিয়া তাঁহার দয়াসিন্ধু উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠে, এবং তিনি স্বকীয় কারুণ্য স্বভাব বশতঃ দুঃসহ ক্লেশ স্বীকার করিয়াও পরের ক্লেশ মোচন করিতে চেষ্টিত হন। যদিও কোন সামান্য ব্যক্তি কোন ভোগাসক্ত ধনাঢ্যের শোভাকর অট্টালিকা, উত্তম বেশভূষা, বহু-মূল্য যান, ও আমোদ প্রমোদ প্রত্যক্ষ করিয়া তদনুরূপ ঐশ্বর্য্য অভিলাষ করিতে পারে, কিন্তু সেই ব্যক্তিই, যে মহাত্মা যথার্থ ধর্ম্ম প্রচারার্থে কঠিন নিগ্রহ স্বীকার ও অশেষ যাতনা ভোগ করিয়াছেন, অথবা প্রাণ পর্য্যন্ত পণ করিয়া স্বদেশের স্বাধীনত্ব রক্ষা করিয়াছেন, তাঁহার চরিত্র পাঠ ও কীর্ত্তি শ্রবণ করিলে মনের সহিত প্রীতি ও সাধুবাদ করিবে, তাহার সন্দেহ নাই। অতএব, মনুষ্যের পক্ষে ধর্ম্ম রূপ মহারত্ন সর্ব্বোৎকৃষ্ট। এই ধর্ম্ম রূপ পরম পদার্থের স্বরূপ কি, এবং কোন্ কোন্ কর্ম্মই বা যথার্থ ধর্ম্ম তাহা বিবেচনা করা অবশ্য কর্ত্তব্য। এই বিষয় নিরূপণ ও বিবরণ করা ধর্ম্মনীতি বিদ্যার উদ্দেশ্য।

অপর সাধারণ সকলেই কতকগুলি কর্ম্মকে সৎকর্ম্ম, আর কতকগুলিকে অসৎ কর্ম্ম বলিয়া জানেন। ক্ষুধাতুরকে অন্নদান, অজ্ঞানকে জ্ঞান প্রদান, বিপন্ন ব্যক্তির বিপদুদ্ধার, উপকারির প্রত্যুপকার এ সমুদায়ই সৎকর্ম্ম। সেইরূপ, অর্থাপহরণ, পরপীড়ন, প্রতারণা, নরহত্যা এ সমুদায়ই অসৎ কর্ম্ম। কিন্তু আমরা কিনিমিত্ত পূর্ব্বোক্ত সমস্ত কর্ম্মকে সৎকর্ম্ম এবং শেষোক্ত সমুদায় কর্ম্মকে অসৎ কর্ম্ম বলিয়া থাকি, তাহা অনুসন্ধান করা কর্ত্তব্য। এই বিষয় অনুসন্ধান ও নিরূপণ করা ধর্ম্মনীতির প্রথম উদ্দেশ্য।

আমারদের কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য নিরূপণ করিতে হইলে, পরমেশ্বর আমারদিগকে কি রূপ মানসিক প্রকৃতি প্রদান করিয়াছেন, তাহা নিরূপণ করিতে হয়। আমারদের মানসিক প্রকৃতি নিরূপিত হইলেই, আমারদের কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য নিরূপিত হইবে।

পরম পিতা পরমেশ্বর মনুষ্যকে কিরূপ মানসিক প্রকৃতি প্রদান করিয়াছেন, এবং কোন্ প্রয়োজন সাধনার্থ কোন্ মনোবৃত্তি সৃষ্টি করিয়াছেন, তাহা পূর্ব্বে বাহ্যবস্তুর স-

হিত মানব প্রকৃতির সম্বন্ধ বিচার বিষয়ক প্রস্তাবে প্রদর্শিত হইয়াছে। মনুষ্যের মনোবৃত্তি তিন প্রকার; নিকৃষ্ট প্রবৃত্তি, বুদ্ধি বৃত্তি ও ধর্ম্মপ্রবৃত্তি। কাম, অপত্যস্নেহ, অর্জনস্পৃহা, জিঘাংসা, প্রতিবিধিৎসা প্রভৃতির নাম নিকৃষ্ট প্রবৃত্তি; চক্ষু শ্রোত্রাদি জ্ঞানেন্দ্রিয়, কালানুভাবকতা, স্বরানুভাবকতা, উপমিতি, অনুমিতি প্রভৃতি যে সমস্ত বৃত্তি দ্বারা পদার্থ জ্ঞান ও বিচার-শক্তি জন্মে, তাহার নাম বুদ্ধিবৃত্তি; আর উপচিকীর্ষা, ভক্তি, ন্যায়পরতা এই তিন প্রধান প্রবৃত্তির নাম ধর্ম্মপ্রবৃত্তি। যদিও পূর্ব্বে প্রায় সমুদায় বৃত্তির সংক্ষেপ বিবরণ করা গিয়াছে; কিন্তু ধর্ম্মাধর্ম্ম অবধারণ ও তাহারদের স্বরূপ নিরূপণ ধর্ম্মপ্রবৃত্তি বিষয়ক জ্ঞানের উপর অধিক নির্ভর করে, একারণ এ স্থলে ধর্ম্মপ্রবৃত্তির স্বরূপ ও কার্য্যাকার্য্য নির্দ্দেশ করা সর্ব্বতোভাবে কর্ত্তব্য।

উপচিকীর্ষা।—পরের দুঃখ মোচন ও সুখ বর্দ্ধন করা পরম পবিত্র উপচিকীর্ষা বৃত্তির উদ্দেশ্য। কেবল অর্থ দান করিলেই দয়া প্রকাশ হয়, অন্য প্রকারে হয় না, এমত নহে। প্রত্যুত, সহস্র প্রকারে আত্মীয় স্বজন, বন্ধু বান্ধব, এবং জন সমাজের শুভ সম্পাদন করিয়া উপচিকীর্ষা প্রবৃত্তিকে চরিতার্থ করা যায়। পরিবারস্থ সমস্ত ব্যক্তির যত দূর সুখ স্বচ্ছন্দতা বৃদ্ধি করিতে পারা যায় তাহার উপায় করা, জ্ঞানোপদেশ, ধর্ম্মোপদেশ, সদালাপ, সৎপরামর্শ প্রদান প্রভৃতি শুভকর ব্যাপার দ্বারা সকলকে সুখি করিবার চেষ্টা করা, কর্কশ কথা ও কঠোর ব্যবহার দ্বারা অন্য লোককে নিরর্থক দুঃখিত করিতে না হয় একারণ ক্রোধ নিবারণ এবং বিনয় ও শিষ্টাচার অভ্যাস করা, লোকের যথার্থ দোষ উল্লেখ করিবার সময়েও রসনা হইতে নীরস শব্দ নিঃসারণ না করিয়া দয়া ও বাৎসল্য ভাব প্রকাশ করা, পীড়িত লোকের নিকেতনে ও দরিদ্রদিগের কুটীরে উপস্থিত হইয়া তাহারদের যন্ত্রণা রূপ অগ্নি-শিখায় বারি সেচন করা, চতুর্দ্দিকে জ্ঞান ও ধর্ম্ম-জ্যোতি বিকীর্ণ করিবার নিমিত্তে প্রাণপণে চেষ্টা করা, সমুদায় সংসারকে সুখামৃত-রসে অভিষিক্ত করিবার উদ্দেশে সকল কার্য্য সাধন করা এই পরম পবিত্র উপচিকীর্ষাবৃত্তির উদ্দেশ্য। আপন সন্তানেরই হউক, মিত্রেরই হউক, অপর ব্যক্তিরই বা হউক, লোকের কল্যাণ প্রার্থনা ও সুখ চেষ্টা মাত্রই এই উপচিকীর্ষার কার্য্য। কোন বিষয়ে স্বার্থ চেষ্টা করা এ প্রবৃত্তির অভিসন্ধি নহে।

ভক্তি।—"মহৎও উত্তম গুণ মনে হইলেই ভক্তির উদয় হয়।" পাত্র বিশেষে ভক্তি, মর্য্যাদা, ও আদর অবেক্ষা করা এই প্রধান প্রবৃত্তির কার্য্য। যে সকল ব্যক্তি গুণ, মান, বিদ্যা, ধর্ম্ম ও বয়সে শ্রেষ্ঠ, তাঁহারদিগকে যে ভক্তি ও শ্রদ্ধা করা যায়; যাঁহারদিগের প্রভুত্ব ও কর্তৃত্ব আছে, তাঁহারদিগকে যে সমাদর ও সম্ভ্রম করা যায়; পূর্ব্ব পুরুষদিগের নাম শ্রবণ মাত্রে যে ভক্তি রস প্রকটিত হইয়া তাঁহারদিগকে পরম শ্রদ্ধাস্পদ জ্ঞান হয়; পুরাতন ভঙ্গুর দেবালয় ও অন্যান্য প্রাচীন অট্টালিকা দৃষ্টি করিলে যে শ্রদ্ধানুভব হয়, এ সমুদায়ই এই ভক্তি বৃত্তির কার্য্য। যাঁহার যত উৎকৃষ্ট গুণ দর্শন ও শ্রবণ করা যায়, তাঁহার প্রতি তত প্রগাঢ় ভক্তির উদয় হয়। কিন্তু জগদীশ্বর যেমন ভক্তি-ভাজন, এমন আর দ্বিতীয় পদার্থ নাই। তাঁহার অচিন্ত্য, অনির্ব্বচনীয়, পরমাশ্চর্য্য, পরাৎপর স্বরূপ চিন্তা করিলে, কাহার অন্তঃকরণ প্রগাঢ় ভক্তি রসে আর্দ্র না হইয়া ক্ষান্ত থাকিতে পারে? বুদ্ধিবৃত্তি মার্জিত হইলে, পরম মঙ্গলাকর পরমেশ্বরের নিরাকার, নির্ব্বিকার, পরিশুদ্ধ স্বরূপ প্রতীত হইয়া তাঁহার প্রতি ভক্তি ভাবের উদয় হয়, নতুবা সৃষ্ট ও মনঃকল্পিত দেব, দেবী, নদী, বৃক্ষাদির পূজা ও ধ্যান ধারণায় প্রবৃত্তি হইয়া থাকে।

ন্যায়পরতা।—কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য অবধারণ বিষয়ে এই প্রবৃত্তি সর্ব্বাপেক্ষা উপকারি। পরের হিতাভিলাষ এবং পাত্র বিশেষে ভক্তি শ্রদ্ধা প্রকাশ মাত্র উপচিকীর্ষা ও ভক্তি বৃত্তির কার্য্য। কিন্তু ইতি কর্ত্তব্যতা জ্ঞান, অর্থাৎ অমুক কর্ম্ম আমার কর্ত্তব্য, না করিলে প্রত্যবায় আছে, এপ্রকার জ্ঞান করা এ দুই বৃত্তির কার্য্য নহে, ইহা কেবল ন্যায়-

পরতার কার্য্য। যখন উপচিকীর্ষাবৃত্তি কোন যোগ্য পাত্রকে অর্থদান করিতে প্রবৃত্তি দেয় এবং ভক্তি বৃত্তি কোন শ্রদ্ধাস্পদের প্রতি শ্রদ্ধা প্রকাশ করে, তখন তাহারদের আদেশানুসারে দান ও শ্রদ্ধা প্রকাশ করা যে কর্ত্তব্য কর্ম্ম এ প্রকার জ্ঞান হওয়া ন্যায়পরতাবৃত্তির কার্য্য।

ন্যায় অন্যায় প্রতীতি করাও এই প্রবৃত্তির কার্য্য। ফলতঃ, বিচারাগারে যত বিচার-ক্রিয়া সম্পন্ন হয়, তাহা কেবল ন্যায়পরতা ও বুদ্ধিবৃত্তি দ্বারা সম্পাদিত হইয়া থাকে। বুদ্ধিবৃত্তি দোষির দোষ নিরূপণ, অভিসন্ধি অবধারণ এবং তাহার ফলাফল বিবেচনা করিয়া থাকে; কিন্তু সেই কর্ম্মটি ন্যায় কি অন্যায় তাহা কদাপি প্রতীতি করিতে পারে না। কোন বিষয়ের বিচার উপস্থিত হইলে, বুদ্ধিবৃত্তি তৎসম্পর্কীয় সমুদায় ব্যাপার তন্ন তন্ন করিয়া সূক্ষ্মানুসূক্ষ্ম বিবেচনা করিয়া থাকে, পরে ন্যায়পরতাবৃত্তি অগ্রসর হইয়া তাহা গর্হিত বা অগর্হিত বলিয়া সিদ্ধান্ত করে। কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য ও ন্যায্যান্যায্য জ্ঞান করা কেবল ন্যায়পরতা বৃত্তিরই কার্য্য।

অপরাপর বৃত্তিকে শাসন ও সংযম করা ন্যায়পরতার কার্য্য। যখন জিঘাংসা ও প্রতিবিধিৎসা বলবতী হইয়া উঠে, তখন ন্যায়পরতা তাহারদের সীমা নির্দ্দেশ করিয়া দেয়। যখন তাহারা অত্যন্ত প্রবল হইয়া পরের উপর আক্রমণ করিতে প্রবৃত্ত হয়, তখন ন্যায়পরতা এই প্রকার উপদেশ প্রদান করিতে থাকে, যে আত্ম রক্ষা ও আততায়ি নিবারণার্থে চেষ্টা করা বর্ত্তব্য বটে, কিন্তু আততায়ী হইয়া অন্যের উপর আক্রমণ করা উচিত নহে। যখন অর্জনস্পৃহা বলবতী হইয়া কাহারও অর্থাপহরণ করিতে উদ্যত হয়, তখন ন্যায়পরতা উপস্থিত হইয়া এইরূপ আদেশ করে, যে পরিবার প্রতি পালন ও পরোপকার সাধনার্থ যথা নিয়মে অর্থোপার্জ্জন করা কর্ত্তব্য বটে, কিন্তু তদর্থে পরধন হরণ করা কোন মতে উচিত নহে। যখন উপচিকীর্ষাবৃত্তি অত্যন্ত প্রবল হইয়া পাত্রাপাত্র ও ন্যায্যান্যায্য বিবেচনা-বিবর্জিত হইয়া যথা সর্ব্বস্ব ব্যয় করিতে প্রবৃত্তি দেয়, তখন ন্যায়পরতা উত্থিত হইয়া এইরূপ উপদেশ করিতে থাকে, দান ধর্ম্ম প্রধান ধর্ম্ম বটে, কিন্তু অপাত্রে ও অন্যায় স্থলে দান করা উচিত নহে। কৃপণতা দোষ বটে, কিন্তু অতিব্যয়শীলতাও সামান্য দোষ নহে। প্রগাঢ় ভক্তি থাকাতে পরম্পরাগত প্রাচীন আচার ব্যবহারের প্রতি শ্রদ্ধানুভব হয়, পূর্ব্ব পুরুষদিগের পুণ্য ও কীর্ত্তি সমুদায় অধিক করিয়া বর্ণনা করিতে প্রবৃত্তি হয়; প্রাচীন শাস্ত্রকার ও গ্রন্থকারদিগকে অতিমাত্র শ্রদ্ধাস্পদ ও তাঁহারদের বাক্য অবশ্য-গ্রহণীয় বলিয়া জ্ঞান হয় এবং অত্যন্ত অনভিজ্ঞ দীক্ষাগুরুকেও দেবতুল্য এবং তাঁহার উপদেশ পরম পবিত্র ও অবশ্য-প্রতিপাল্য বলিয়া প্রতীতি হয়। কিন্তু মহীয়সী ন্যায়পরতাবৃত্তি মার্জিত বুদ্ধিকে সহায় করিয়া এই প্রকার সৎপরামর্শ প্রদান করিতে থাকে, যে কাহারও মিথ্যা গুণানুবাদ ও কল্পিত কথায় বিশ্বাস করা উচিত নহে। পরম্পরা-প্রচলিত বলিয়া কোন যুক্তি বিরুদ্ধ আচার ব্যবহার অবলম্বন করা কর্ত্তব্য নহে, এবং জগদ্বিখ্যাত প্রাচীন শাস্ত্রকারেরাও যদি অপ্রামাণিক কাল্পনিক ধর্ম্ম উপদেশ করেন, তথাপি তাহা কোন ক্রমে গ্রাহ্য নহে। আর যদি অদ্য কোন অজ্ঞাত-কুল-শীল সামান্য ব্যক্তি কোন যুক্তি-সিদ্ধ প্রামাণিক মত নূতন প্রচার করেন, তবে তাহা যত্ন পূর্ব্বক গ্রহণ করা সর্ব্বতোভাবে বিধেয়। ন্যায়পরতাবৃত্তি এইরূপ সমুদায় বৃত্তিকে সংযত করিয়া রাখে, এবং তদ্দ্বারা যে বিষয়ে যে বৃত্তি যত দূর চালনা করা উচিত, তাহা নির্দ্দেশ করিয়া দেয়।

ন্যায়পরতাবৃত্তি কেবল অন্যান্য বৃত্তির শাসন করিয়া নিরস্ত থাকে না, স্থল বিশেষে তাহারদের প্রতিনিধি স্বরূপ হইয়া কার্য্য করে। অন্যান্য বৃত্তি কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য বিবেচনা না করিয়া স্ব স্ব স্বভাবানুসারে আপনা হইতে যে সমস্ত বিহিত কার্য্য করিতে প্রবৃত্তি দেয়, ন্যায়পরতা তাহারদের সহকৃত না হইয়াও তাহার বিধি দিয়া থাকে। যাহার অর্জ্জনস্পৃহা বৃত্তির অত্যন্ত দুর্ব্বলতা বশতঃ অর্থোপার্জ্জন করিতে প্রবৃত্তি হয় না, ন্যায়-

পরতা তাহাকে পরিবার প্রতিপালনাদির নিমিত্ত যত্ন ও পরিশ্রম করা অবশ্য কর্ত্তব্য বলিয়া উচ্চৈঃস্বরে উপদেশ প্রদান করে। যদি উপচিকীর্ষা বৃত্তির তাদৃশ তেজ না থাকাতে দীনের প্রতি দয়ার সঞ্চার না হয়, তবে ন্যায়পরতা দরিদ্রের দুঃখ বিমোচন অবশ্য কর্ত্তব্য বলিয়া অনুমতি প্রদান করে। অতএব, এই অত্যুৎকৃষ্ট পরম পবিত্র প্রবৃত্তি মনুষ্যের মহোপকারী এবং ধর্ম্মের প্রধান মূল।

যাঁহার ন্যায়পরতা বৃত্তি অতিশয় তেজস্বিনী, তিনি কেবল অন্যের শরীর ও সম্পত্তি বিষয়ক অনিষ্ট সাধন পরিত্যাগ করিয়া নিরস্ত থাকেন না; বিশিষ্ট কারণ ব্যতিরেকে অন্যের সুখ্যাতি লোপ, প্রণয় হানি, ধর্ম্ম নাশ ও অভিপ্রায়ের প্রতি দোষারোপ করাও বিষম বিগর্হিত বলিয়া জানেন। কিন্তু আপনারই হউক, আর পরেরই হউক, যথার্থ দোষ দেখিলে তৎক্ষণাৎ স্বীকার করিয়া থাকেন। সহসা ঋণ-বদ্ধ ও বচন-বদ্ধ হইতে চাহেন না, কিন্তু ঋণ পরিশোধে ও প্রতিশ্রুত প্রতিপালনে সর্ব্বদা সত্বর থাকেন।

সত্যের প্রতি প্রীতি হওয়াও ন্যায়পরতার গুণ। এই পরম শুভকরী বৃত্তি প্রবল থাকিলে, সকল বিষয়ের যথার্থ তত্ত্ব নিরূপণ করিতে অনুরাগ হয়, কোন তত্ত্ব নিরূপিত হইলে তাহা আশু পরিজ্ঞান ও অঙ্গীকার করিতে সামর্থ্য ও উৎসাহ জন্মে, এবং সত্যকে সর্ব্ব-প্রধান জানিয়া তাহাই বিশ্বাস ও তাহারই উপর নির্ভর করিতে প্রবৃত্তি হয়। যে মহাত্মার প্রবল ন্যায়পরতা আছে, তিনি সত্যের নিমিত্তে অকুতোভয়ে অম্লান বদনে লোক-নিন্দা সহ্য করিতে পারেন, স্থল বিশেষে প্রাণ পর্য্যন্ত সমর্পণ করিতে প্রস্তুত থাকেন। আর যাঁহার ন্যায়পরতা বৃত্তি অতি দুর্ব্বল, কোন প্রস্তাবের প্রামাণ্য বিষয়ে তাঁহার তাদৃশ নিষ্ঠা ও প্রগাঢ় প্রযত্ন থাকে না। তিনি বিশিষ্টরূপ প্রমাণ প্রাপ্ত না হইয়াও মত বিশেষ বা অভিপ্রায় বিশেষের অনুবর্ত্তী হইয়া চলেন। তিনি চতুঃপার্শ্ববর্ত্তি সমস্ত লোককে যেরূপ ব্যবহার করিতে দেখেন, সেইরূপ করিয়া থাকেন। তৎসমুদায় প্রামাণিক কি অপ্রামাণিক তাহা বিশেষ বিবেচনা করেন না।

এইরূপ, ন্যায়পরতা প্রবৃত্তি অপরাপর সমুদায় বৃত্তির প্রধান হইয়া তাহারদিগকে যথা নিয়মে শাসন ও স্ব স্ব বিষয়ে চালনা করে, এবং এই বৃত্তি যে অন্যান্য সমস্ত বৃত্তির অধিপতি স্বরূপ, তাহা মনে মনে অনুভূত হইয়াও থাকে। এই প্রকার বোধ থাকাতেই, প্রবল ন্যায়পরতা-বিশিষ্ট মহানুভাব মনুষ্যেরা সত্য পালন ও সত্য জ্ঞান প্রচারার্থে ধন, মান, খ্যাতি, প্রভুত্ব সমুদায় বিসর্জন দিতে পারেন। যদিও ন্যায়পরতা এই প্রকার অশেষ উপকারিণী, কিন্তু কার্য্যকালে অন্যান্য ধর্ম্ম প্রবৃত্তির সহিত মিলিত হওয়াও আবশ্যক। যাহার এই বৃত্তি অতিমাত্র প্রবল, কিন্তু উপচিকীর্ষা বৃত্তি অত্যন্ত দুর্ব্বল, তাহার ক্ষমা, শিষ্টতাদি গুণের ব্যতিক্রম ঘটিতে পারে। যদি তাঁহার ভৃত্য ভ্রমক্রমে এক স্থানের দ্রব্য অন্য স্থানে রাখে, তবে তিনি ইহাকে বিষম বিগর্হিত দণ্ডার্হ কার্য্য জ্ঞান করিয়া তিরস্কার করিতে থাকেন।

সৎকর্ম্ম করিলে যে অন্তঃকরণ প্রসন্ন ও প্রফুল্ল থাকে, আর তাহার বিরুদ্ধাচরণ করিলে মনের গ্লানি ও অনুশোচনা উপস্থিত হয়, ইহাও ন্যায়পরতার কার্য্য। যিনি এরূপ কহিতে পারেন, যে আমি নিরপরাধ ও নিষ্কলঙ্ক থাকিয়া পরম পিতা পরমেশ্বরের নিয়ম সমুদায় প্রতিপালন করিতেছি—যথাসাধ্য পরোপকার ব্রত পালন করিতেছি—সকলের সহিত অন্যায়াচরণ পরিত্যাগ করিয়া নিরবচ্ছিন্ন ন্যায়যুক্ত ব্যবহারে প্রবৃত্ত রহিয়াছি,—প্রগাঢ় ভক্তি ও সাতিশয় শ্রদ্ধা সহকারে পরমেশ্বরকে অন্তঃকরণ সমর্পণ করিয়া রাখিয়াছি, তিনি অতি অপ্রাকৃত মনুষ্য, তাঁহার প্রশস্ত চিত্ত অতি অপূর্ব্ব অনির্ব্বচনীয় বিশুদ্ধ সুখের নিকেতন। তিনি আপনার নির্ম্মল-জল-তুল্য পবিত্র চরিত্র পুনঃ পুনঃ পর্য্যালোচনা করিয়া পরম পরিতোষ প্রাপ্ত হয়েন। যদিও তাঁহার সাধু ব্যবহার সংসারস্থ সমস্ত মনুষ্যের অগোচর থাকে, সুতরাং একবার মাত্রও লোক-মুখে স্বীয় সুখ্যাতি শ্রবণ করিবার সম্ভাবনা না থাকে, তথাপি তিনি আপনাকে ধর্ম্মরূপ ব্রত পালনে কৃতকার্য্য জ্ঞান করিয়া

অত্যাশ্চর্য্য অনুপম সুখ সম্ভোগ করেন। জ্ঞানান্ধকে জ্ঞানোপদেশ, দুঃখির দুঃখ মোচন, বিপন্নের বিপদুদ্ধার ইত্যাদি কোন স্বানুষ্ঠিত একটি সৎক্রিয়া এক বার মাত্র স্মরণ করিয়া যে অনির্ব্বচনীয় আনন্দ অনুভূত হয়, অখণ্ড ভূমণ্ডলের আধিপত্য রূপ প্রচুর মূল্য প্রাপ্ত হইলেও তাহা বিক্রয় করা যায় না। সকলের শুভ সাধন করাই দীনদয়ালু ধর্ম্মশীল ব্যক্তির সঙ্কল্প, অতএব তিনি সকলেরই প্রিয় হইতে পারেন। আর যদি অজ্ঞানাচ্ছন্ন মূঢ় লোকে তাঁহার কর্ম্মের মর্ম্ম বোধে অসমর্থ হইয়া দ্বেষ প্রকাশ ও অনিষ্ট চেষ্টা করে, তথাপি তাঁহার কি করিতে পারে? তাঁহার সর্ব্বস্বান্ত হউক না কেন, কিন্তু তিনি হৃদয় রূপ ভাণ্ডারে যে অমূল্য সম্পত্তি সঞ্চয় করিয়া রাখিয়াছেন, তাহা কাহারও স্পর্শ করিবার সামর্থ্য নাই।

আত্মপ্রসাদ যেমন পুণ্যের অবশ্যম্ভাবী পুরস্কার, আত্মগ্লানি ও গতানুশোচনা সেইরূপ পাপানুষ্ঠানের গুরুতর প্রতিফল। যখন কোন দুর্দ্দান্ত নিকৃষ্ট প্রবৃত্তি প্রবল হইয়া ধর্ম্ম প্রবৃত্তি সমুদায়ের অবাধ্য হইয়া উঠে, তখন আমরা তাহাকে চরিতার্থ করিয়া পাপ পঞ্জরে বদ্ধ হই। তৎকালে ধর্ম্মপ্রবৃত্তি সমুদায় উচ্চৈঃস্বর নিঃসারণ পূর্ব্বক নিবারণ করিলেও আমরা তাহাতে শ্রুতি পাত করি না। কিন্তু রিপু সকল চরিতার্থ হইয়া অবিলম্বে নিরস্ত হয়, এবং তখন গতানুশোচনা রূপ অন্তর্দাহ আরম্ভ হইতে থাকে। তখন ন্যায়পরতা বৃত্তি বলবতী হইয়া গুরুতর রূপ তিরস্কার করিতে থাকে। মনুষ্য আপনার কুব্যবহার দ্বারা যাহার সুখ রত্ন হরণ করিয়াছেন, অথবা বলে ও কৌশলে যাহার ধর্ম্ম রূপ বিশুদ্ধ ভূষণ ভ্রষ্ট করিয়াছেন, চিত্ত ভূমিতে তাহার মলিন মূর্ত্তি স্পষ্টরূপে প্রকাশিত হইয়া তাঁহাকে ব্যাকুল করিতে থাকে। আমার দ্বারা অমুকের সর্ব্বস্বান্ত হইয়াছে, বা অমুকের পরিবার দুরপনেয় কলঙ্কে কলঙ্কিত হইয়াছে, অথবা সংসারের দুঃখ-স্রোত এত দূর বৃদ্ধি হইয়াছে, আমি জন্ম গ্রহণ না করিলে ভূমণ্ডলে পাপ-প্রবাহ এক্ষণকার অপেক্ষায় অবশ্য কিছু না কিছু মন্দীভূত থাকিত; এ রূপ স্মরণ ও চিন্তা করা দুঃসহ যাতনার বিষয়। যেব্যক্তি এরূপ আলোচনা করিয়াও অন্তঃকরণ স্থির রাখিতে পারে, তাহার হৃদয় পাষাণময় তাহার সন্দেহ নাই। যিনি কোন দারুণ দুর্ব্বিপাক বশতঃ স্বকীয় নিষ্কলঙ্ক সুচারু চরিত্রকে কলঙ্কিত করিয়া প্রতারণা ও বিশ্বাসঘাতকতা পূর্ব্বক কোন নির্ধন সামান্য ব্যক্তিকে অত্যন্ত দুর্দ্দশাপন্ন করিয়াছেন, তাঁহার আন্তরিক গ্লানি ও অনুতাপ-জনিত বিষম যন্ত্রণা চিন্তা করিলে, সেই কুটীর-বাসী পর্ণশয্যা-শায়ী প্রতারিত ব্যক্তিরও অন্তঃকরণ দয়ার্দ্র হয়। নিদ্রা যেমন পরিশ্রান্ত ক্লান্ত ব্যক্তির অবসন্ন শরীরে ক্রমে ক্রমে আবির্ভূত হইয়া তাহার অজ্ঞাতসারে অল্পে অল্পে নেত্র দ্বার ভারাক্রান্ত ও নিমীলিত করে; সেই প্রকার, পাপ রূপ পিশাচ নিঃশব্দে পদ নিক্ষেপ করত অল্পে অল্পে অন্তঃকরণ আকর্ষণ করিয়া অবশেষে সম্পূর্ণরূপ অধিকার করে। আমোদ প্রমোদ যে সমস্ত পাপের প্রত্যক্ষ ফল রূপে প্রতীয়মান হয়, তাহারও সঙ্গে স[illegible] হইয়া থাকে। যিনি শ্রদ্ধা ও [illegible]রাজ তক্ষক[illegible]রে কিয়ৎকাল অবাধে কোন ধর্ম্ম ব্রত আস্থ[illegible]লন করিয়া পরিশেষে রিপু বিশেষের বশীভূত হইয়া পাপ পথে পদ চালনা করেন, তিনিই জানেন, অধর্ম্মানুষ্ঠান করিলে কিরূপ যন্ত্রণা ভোগ করিতে হয়। ন্যায়পরতা বৃত্তি আমারদিগকে অধর্ম্ম পথে নিবৃত্ত করিবার অভিপ্রায়ে এই প্রকার তিরস্কার করিতে থাকে, কিন্তু আমরা সে উপদেশ অবহেলন পূর্ব্বক যত অত্যাচার করি, ততই আমারদের পাপাচরণ অভ্যাস পায়, এবং অভ্যাস পাইলে ক্রমে ক্রমে গ্লানি ও অনুতাপ-জনিত যাতনার হ্রাস হইয়া আইসে; কারণ, যেমন প্রস্তরের উপর পুনঃ পুনঃ খড়্গাঘাত করিলে খড়্গের ধার ক্রমে ক্রমে মন্দীভূত হয়, সেইরূপ পুনঃ পুনঃ পাপাচারণ দ্বারা নিকৃষ্ট প্রবৃত্তি সকল প্রবল হইয়া ন্যায়পরতা দুর্ব্বল হয়, সুতরাং তাহার তিরস্কার করণের শক্তি ন্যূন হইয়া মনুষ্যকে কেবল নিকৃষ্ট প্রবৃত্তির অধীন করিয়া ফেলে। মনুষ্য হইয়া কেবল রিপু-পরতন্ত্র ও রিপু সেবায় অনুরক্ত এবং পুণ্য-জনিত পবিত্র সুখে

বঞ্চিত হওয়া অপেক্ষায় দুর্ভাগ্যের বিষয় আর কি আছে?

কিন্তু, পাপ করিলে সকলের মনে সমান গ্লানি ও সমান অনুশোচনা হয় এমত নহে। যাহার ন্যায়পরতা বৃত্তি অত্যন্ত তেজস্বিনী, কোন দুষ্কর্ম্ম করিলে তাহার যেরূপ মনস্তাপ হয়, ইতর ব্যক্তির সেরূপ কখনই হয় না। যাহার ধর্ম্মপ্রবৃত্তি স্বভাবতঃ ক্ষীণ, সে পাপ পঙ্কে প্রবিষ্ট হইয়া ধর্ম্ম-মূলক পরম পবিত্র বিশুদ্ধ সুখ সম্ভোগে বঞ্চিত হয়, এবং পুনঃ পুনঃ পাপাচরণ করাতে অবিলম্বে রাজ-দণ্ডে দণ্ডিত ও অন্যান্য প্রকারে নিগৃহীত হইয়া স্বেচ্ছানুযায়ি উপদ্রব করিতে অসমর্থ হয়।

ব্রাহ্মধর্ম্মঃ

প্রথমখণ্ডং

একাদশোধ্যায়ঃ

অশব্দমস্পর্শমরূপ[illegible] যগন্ধবচ্চ
যৎ। অনাদ্যনন্তং মহৎ [illegible]নচায্য তৎ
মৃত্যুমুখাৎ প্রমুচ্যতে॥

যাঁহাতে শব্দ নাই, স্পর্শ নাই, রূপ নাই, রস নাই, গন্ধ নাই; যাঁহার কোন ক্ষয় নাই; যিনি অনাদি, অনন্ত, ও সকল প্রকার মহৎ পদার্থ হইতে মহৎ এবং নিত্য ও নির্ব্বিকার; তাঁহাকে জানিয়া জীব মৃত্যু মুখ হইতে প্রমুক্ত হয়।

এষসর্ব্বেষু ভূতেষু গূঢ়োত্মা ন প্রকাশতে। দৃশ্যতে অগ্র্যয়া বুদ্ধ্যা সূক্ষ্ময়া সূক্ষ্মদর্শিভিঃ॥

এই পরমাত্মা সর্ব্বভূতেতে প্রচ্ছন্ন রহিয়াছেন, এ প্রযুক্ত তিনি প্রকাশ পায়েন না। সূক্ষ্মদর্শী পণ্ডিতেরা একনিষ্ঠ সূক্ষ্ম বুদ্ধি দ্বারা তাঁহাকে দৃষ্টি করেন।

নায়মাত্মা প্রবচনেন লভ্যোন মেধয়া ন বহুনা শ্রুতেন। যমেবৈষবৃণুতে তেন লভ্যস্তস্যৈষআত্মা বৃণুতে তনূং স্বাং॥

অনেক উত্তম বচন দ্বারা, বা মেধা দ্বারা অথবা বহুশ্রবণ দ্বারা তাঁহাকে জানা যায় না; যে সাধক তাঁহাকে প্রার্থনা করে, সেই তাঁহাকে পায়; পরমাত্মা এরূপ সাধকের সন্নিধানে আত্মস্বরূপ প্রকাশ করেন।

উত্তিষ্ঠত জাগ্রত প্রাপ্য বরান্ নিবোধত। ক্ষুরস্য ধারা নিশিতা দুরত্যয়া দুর্গং পথস্তৎ কবয়োবদন্তি॥

হে জীব সকল! উত্থান কর, অজ্ঞান নিদ্রা হইতে জাগ্রত হও, এবং উৎকৃষ্ট আচার্য্যের নিকট যাইয়া জ্ঞান লাভ কর। পণ্ডিতেরা জ্ঞান পথকে শানিত ক্ষুরধারের ন্যায় দুর্গম করিয়া বলিয়াছেন।

তদেতৎ ব্রহ্মাপূর্ব্বং এতদমৃতমন্তযৎ শান্তউপাসীত॥

সেই যে এই ব্রহ্ম, ইহাঁর আর কোন পূর্ব্ব কারণ নাই, ইনি অমৃত ও অভয়। শান্তচিত্ত হইয়া ইহাঁর উপসনা করিবেক।

ইতি প্রথমখণ্ডে একাদশোধ্যায়ঃ।

মহাভারত

আদিপর্ব্ব

ষট্‌পঞ্চাশ অধ্যায়—আস্তীকপর্ব্ব

১০৫ সংখ্যক পত্রিকার ১২ পৃষ্ঠার পর।

জনমেজয় কহিলেন, এই ব্রাহ্মণ কুমার বয়সে বালক হইয়াও বুদ্ধি ও জ্ঞানে বৃদ্ধবৎ প্রতীয়মান হইতেছেন। আমার মতে ইনি বালক নহেন, বৃদ্ধ। আমি ইহাঁকে বর প্রদান করিতে ইচ্ছা করি! হে সদস্যগণ! আপনারা এবিষয়ে যথাবিহিত আদেশ করুন।

সদস্যগণ কহিলেন, ব্রাহ্মণ বালক হইলেও রাজাদিগের মহামান্য; বিশেষতঃ যে ব্যক্তি বিদ্বান্ হন, তিনি বিশেষ মান্য। ইনি মহারাজের সর্ব্বপ্রকার বরদান পাত্র। কিন্তু যাহাতে নাগরাজ তক্ষক মন্ত্রবলে আকৃষ্ট হইয়া ত্বরায় আমারদের বশে আইসেন তাহাও চিন্তা করা কর্ত্তব্য।

অনন্তর রাজা বরদানে উদ্যত হইয়া তুমি অভিপ্রেত বর প্রার্থনা কর, আস্তীককে ইহা কহিতে উপক্রম করিবামাত্র, হোতা অতি হৃষ্টচিত্তে রাজাকে কহিলেন, মহারাজ! তক্ষক এখনও আইসে নাই।

জনমেজয় কহিলেন, যাহাতে আমার এই কর্ম্ম সমাপন হয় এবং যাহাতে তক্ষক শীঘ্র আইসে আপনারা সকলে তদ্বিষয়ে বিশিষ্টরূপ যত্নবান্ হউন; তক্ষক আমার

পরম শত্রু। ঋত্বিক্‌গণ কহিলেন, মহারাজ! শাস্ত্রে যেরূপ কহিতেছে এবং যজ্ঞীয় হুতাশন যেরূপ ব্যক্ত করিতেছেন, তদ্দ্বারা বোধ হইতেছে, তক্ষক প্রাণভয়ে কাতর হইয়া ইন্দ্রের ভবনে অবস্থিতি করিতেছে।

লোহিত নয়ন, পুরাণবেত্তা, মহাত্মা সূত পূর্ব্বে যজ্ঞায়তন নির্ম্মাণ কালে বিঘ্ন সম্ভাবনা কহিয়াছিলেন, এক্ষণেও নরপতি কর্ত্তৃক জিজ্ঞাসিত হইয়া কহিলেন, মহারাজ! বিপ্রগণ যাহা কহিতেছেন, তাহা যথার্থ বটে। পুরাণ শাস্ত্রে যেরূপ নির্দ্দিষ্ট আছে, তদনুসারে নিবেদন করিতেছি, দেবরাজ ইন্দ্র তক্ষককে এই বর দিয়াছেন, তুমি আমার নিকটে থাক, অগ্নি তোমাকে দগ্ধ করিতে পারিবেন না।

সর্পমন্ত্র দীক্ষিত রাজা শুনিয়া সাতিশয় ক্ষুব্ধ হইলেন এবং হোতাকে কর্ম্ম সমাপন বিষয়ে সত্বর হইবার নিমিত্ত বারম্বার কহিতে লাগিলেন। হোতাও মন্ত্রোচ্চারণ পূর্ব্বক তক্ষককে আহ্বান করিতে লাগিলেন। অনন্তর মহানুভব দেবরাজ বিমানারোহণ পূর্ব্বক নভোমণ্ডলে উপস্থিত হইলেন; জলধরগণ, বিদ্যাধরগণ এবং অপ্সরোগণ তাঁহার সমভিব্যাহারে আসিল; দেবগণ তাঁহার চতুর্দ্দিকে দণ্ডায়মান হইয়া স্তব করিতে লাগিলেন। নাগরাজ তক্ষক তাঁহার উত্তরীয় বস্ত্রে বদ্ধ ছিল, সে ভয়ে উদ্বিগ্ন হইয়া অত্যন্ত অসুখে কাল হরণ করিতে লাগিল।

রাজা তক্ষকের প্রাণদণ্ড করিবার নিমিত্ত একান্ত অধ্যবসায়ারূঢ় হইয়াছিলেন, অতএব ক্রোধাবিষ্ট হইয়া পুনর্ব্বার ঋত্বিক্‌দিগকে কহিলেন, হে বিপ্রগণ! যদি তক্ষক ইন্দ্রের ভবনে থাকে তবে তাহাকে ইন্দ্র সহিত হুতাশনে পতিত করুন। হোতা রাজা জনমেজয়ের এইরূপ আদেশ পাইয়া ইন্দ্র সহিত তক্ষককে উদ্দেশ করিয়া আহুতি প্রদান করিলেন।

হোতা এইরূপে আহুতি প্রদান করিলে দৃষ্ট হইল, ইন্দ্র ও তক্ষক ব্যাকুল হইয়া আকাশমণ্ডলে ভ্রমণ করিতেছেন। তথা হইতে যজ্ঞ দর্শন করিয়া ইন্দ্র যৎপরোনাস্তি ভীত হইলেন এবং তক্ষককে পরিত্যাগ করিয়া আপন আলয়ে পলায়ন করিলেন।

এইরূপে দেবরাজ ইন্দ্র পলায়ন করিলে পর, তক্ষক ভয়ে অচেতন হইয়া মন্ত্র-প্রভাবে যজ্ঞীয় অগ্নি সন্নিধানে উপস্থিত হইল। তখন ঋত্বিক্‌গণ কহিলেন, মহারাজ! তোমার কর্ম্ম বিধি পূর্ব্বক সম্পন্ন হইল, এখন আপনি এই ব্রাহ্মণ-শ্রেষ্ঠকে বরদান করিতে পারেন।

অনন্তর জনমেজয় আস্তীককে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, হে অপ্রমেয় ব্রহ্মবীর্য্য সম্পন্ন ব্রাহ্মণকুমার! আমি তোমাকে অনুরূপ বর প্রদান করিতেছি, তুমি অভিপ্রেত বর প্রার্থনা কর; যদি তাহা অদেয়ও হয় তথাপি দান করিব।

ঋত্বিক্‌গণ কহিলেন, মহারাজ! ঐ দেখ, তক্ষক তোমার বশে আসিতেছে; তাহার কি ভয়ঙ্কর গর্জ্জন শুনা যাইতেছে। নিশ্চিত বোধ হইতেছে ইন্দ্র তাহাকে পরিত্যাগ করিয়াছেন। তাহাতেই মন্ত্রবলে বিবশ, অচেতন ও ঘূর্ণমান হইয়া, দীর্ঘ নিশ্বাস পরিত্যাগ করিতে করিতে আসিতেছে।

নাগরাজ তক্ষক হুতাশনে পতিত হয়, এমত সময়ে আস্তীক অবসর বুঝিয়া কহিলেন, রাজন্ জনমেজয়! যদি আমাকে বর দাও তাহা হইলে আমি এই প্রার্থনা করি, তোমার এই যজ্ঞ রহিত হউক এবং সর্পগণ যেন আর এই যজ্ঞীয় হুতাশনে পতিত না হয়।

রাজা এইরূপে প্রার্থিত হইয়া অনতি হৃষ্টমনে আস্তীককে কহিলেন, হে ব্রহ্মন্! স্বর্ণ, রজত, গো অথবা আর যাহা কিছু প্রার্থনা কর, তাহা তোমাকে দিতেছি; আমার যজ্ঞ রহিত করিও না। আস্তীক কহিলেন, রাজন্! আমি তোমার নিকট স্বর্ণ, রজত অথবা গোধন প্রার্থনা করি না; আমার এই মাত্র প্রার্থনা তোমার যজ্ঞ রহিত হউক; তাহা হইলে আমার মাতৃকুলের মঙ্গল হয়।

জনমেজয় আস্তীক কর্ত্তৃক এইরূপ নিবেদিত হইয়া তাঁহাকে পুনঃ পুনঃ ইহা কহিতে লাগিলেন, হে দ্বিজকুলশ্রেষ্ঠ! তুমি অন্য বর প্রার্থনা কর, কিন্তু তিনি কোন মতেই অন্য বর প্রার্থনা করিলেন না। তখন

বেদজ্ঞ সদস্য বর্গ সকলে মিলিয়া রাজাকে কহিলেন, মহারাজ! ব্রাহ্মণকে প্রার্থিত বর প্রদান কর।

বিজ্ঞাপন

অধ্যক্ষদিগের অনুমতি অনুসারে অবগত করিতেছি যে দুই জন অধ্যক্ষ, এক জন কর্ম্মাধ্যক্ষ ও এক জন গ্রন্থাধ্যক্ষের পদ শূন্য হইয়াছে; অতএব তৎপদে অন্য লোক নিযুক্ত করিবার নিমিত্তে আগামী ১৩ জ্যৈষ্ঠ মঙ্গলবার অপরাহ্ণ ৬ ঘণ্টার সময়ে ব্রাহ্ম সমাজের দ্বিতীয়তল গৃহে বিশেষ সভা হইবেক, সভ্য মহাশয়েরা তৎকালে সভাস্থ হইবেন।

শ্রীনৃপেন্দ্রনাথ ঠাকুর।
সম্পাদক।

বিজ্ঞাপন

দ্বাদশ জন সভ্যের অনুমতি অনুসারে অবগত করিতেছি যে নিম্ন লিখিত প্রস্তাব আগামি ১৩ জ্যৈষ্ঠ দিবসীয় বিশেষ সভাতে বিচারিত হইবেক।

শ্রীনৃপেন্দ্রনাথ ঠাকুর।
সম্পাদক।

প্রস্তাব

শ্রীযুক্ত তত্ত্ববোধিনী সভার সম্পাদক
মহাশয়েষু

সবিনয় নিবেদন মিদং

আমারদিগের এই প্রস্তাব আগামী বিশেষ সভাতে উপস্থিত করিবেন। তত্ত্ববোধিনী সভার নিয়ম সংশোধন করা আবশ্যক হইয়াছে, অতএব তাহার বিবেচনা জন্য শ্রীযুক্ত রাজেন্দ্রলাল মিত্র শ্রীযুক্ত দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর শ্রীযুক্ত রামলাল গঙ্গোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত বেণীমাধব দে এবং শ্রীযুক্ত অক্ষয়কুমার দত্তের প্রতি ভার অর্পণ করা যায়। তাঁহারা নিয়ম সংশোধন পূর্ব্বক তদ্বিষয়ে অধ্যক্ষদিগের অভিপ্রায় লইয়া কোন বিশেষ সভাতে সভ্যদিগের গ্রাহ্য জন্য উপস্থিত করিবেন ইতি। ২৮ বৈশাখ ১৭৭৪

শ্রীবাণেশ্বর শর্ম্মা	শ্রীবৈকুণ্ঠনাথ সেন
শ্রীদেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর	শ্রীনবীনকৃষ্ণ বন্দ্যোপাধ্যায়
শ্রীবৈকুণ্ঠনাথ দত্ত	শ্রীপ্যারিমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়
শ্রীঈশ্বরচন্দ্র নন্দী	শ্রীরাজারাম মুখোপাধ্যায়
শ্রীদুর্গাচরণ গুপ্ত	শ্রীপ্যারিমোহন বসু
শ্রীচন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়	শ্রীকালীকৃষ্ণ দত্ত

কলিকাতা ব্রাহ্মসমাজের ১৭৭৩ শকের চৈত্র মাসের আয় ব্যয় বিবরণ

আয়

দানপ্রাপ্ত	৪৪।/১৫
ব্রাহ্মধর্ম্ম পুস্তক বিক্রয়	১॥০
গত মাসের স্থিত	৪৪০ ৵১৫
	৪৮৬ (১০

ব্যয়

কর্ম্মচারিগণের বেতন	৫৭।০
বিবিধ ব্যয়	২১।৵১৫
	৭৮॥৵১৫

স্থিত

নগদ	৪০৭।/১৫
তদতিরিক্ত কম্পানির কাগজ	৫০০

দানপ্রাপ্তির বিবরণ

শ্রীযুক্ত রাজনারায়ণ বসু	৩
শ্রীযুক্ত মধুসূদন ঘোষ	১৬
শ্রীযুক্ত দয়ালচন্দ্র ভট্টাচার্য্য	১
শ্রীযুক্ত হরচন্দ্র দত্ত	১২
শ্রীযুক্ত বেণীমাধব দে	৩
দানাধারে প্রাপ্ত	৯।/১৫
	৪৪।/১৫

বিজ্ঞাপন

আগামী ৪ জ্যৈষ্ঠ রবিবার প্রাতে মাসিক ব্রাহ্মসমাজ হইবেক।

☞ এই তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা কলিকাতা মহানগরে যোড়াসাঁকোস্থিত তত্ত্ববোধিনী সভার কার্য্যালয় হইতে প্রতিমাসে প্রকাশিত হয়।—ইহার মূল্য এক টাকা।
১ জ্যৈষ্ঠ বৃহস্পতিবার সম্বৎ ১৯০৯। কলিগতাব্দঃ ৪৯৫৩।

সভা প্রবেশ মাস হইতে তত্ত্ববোধিনী সভার প্রতি সভ্য প্রতি মাসে এই পত্রিকার এক খণ্ড বিনা মূল্যে প্রাপ্ত হয়েন

605
শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ দত্ত
নং মসজিদবাড়ী ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

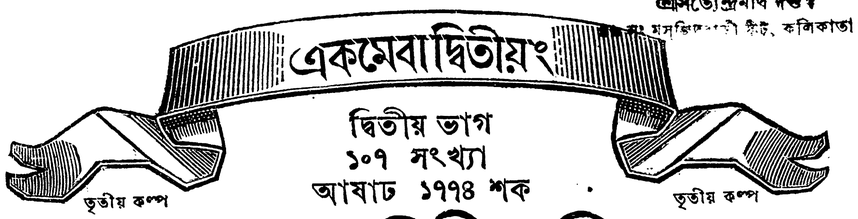
একমেবাদ্বিতীয়ং
দ্বিতীয় ভাগ
১০৭ সংখ্যা
আষাঢ় ১৭৭৪ শক

তত্ত্ববোধিনীপত্রিকা

অপরা ঋগ্বেদোযজুর্ব্বেদঃ সামবেদোথর্ব্ববেদঃ শিক্ষা কল্পোব্যাকরণং নিরুক্তং ছন্দোজ্যোতিষমিতি।
অথ পরা যযা তদক্ষরমধিগম্যতে ॥

তস্মিন্ প্রীতিস্তস্য প্রিয়কার্য্যসাধনঞ্চ তদুপাসনমেব।

স্বপ্নদর্শন

আহা কি দেখিলাম! এমত অদ্ভুত স্বপ্ন কখনও দেখি নাই। এমত কলরব-পরিপূর্ণ লোকাকীর্ণ স্থানও কোথাও দৃষ্টি করি নাই। এই অসীম ভূমি খণ্ডের মধ্য স্থলে এক পরম শোভাকর অপূর্ব্ব পর্ব্বত [illegible] করিলাম। সে পর্ব্বত এত উচ্চ, যে তাহার শিখর নভোমণ্ডলস্থ মেঘ সমুদায় ভেদ করিয়া উঠিয়াছে। তাহার পার্শ্বদেশ অত্যন্ত বন্ধুর ও দুরারোহ; মনুষ্য ব্যতিরেকে আর কোন জন্তুর তথায় আরোহণ করিবার সামর্থ্য নাই। আমি অতিশয় কৌতূহলাক্রান্ত হইয়া কখনও ঊর্দ্ধ্বনেত্রে পর্ব্বতের প্রতি একদৃষ্টে দৃষ্টিপাত করিতেছিলাম, কখনও বা লোক-সমারোহ এবং তাহারদের নানা প্রকার যত্ন, চেষ্টা, ঔৎসুক্যাদি নিরীক্ষণ ও পর্য্যালোচনা করত ইতস্ততঃ পদচারণা করিতেছিলাম।

এই অত্যাশ্চর্য্য অদ্ভুত ব্যাপারের আদ্যন্ত কিছুই অনুভব করিতে না পারিয়া ম্রিয়মাণ হইতেছিলাম, এমত কালে এক পরম সুন্দরী বিদ্যাধরী আমার ললাটদেশ বিদীর্ণ করিয়া বহির্গত হইলেন, এবং তৎক্ষণাৎ আমার সমক্ষে দণ্ডায়মান হইয়া কহিতে লাগিলেন, "তুমি কি চিন্তা করিতেছ, এই প্রশস্ত ক্ষেত্রের নাম কর্ম্ম-ক্ষেত্র, ঐ মহাশৈলের নাম কীর্ত্তিশৈল, উহার শিখর দেশে কীর্ত্তিদেবী অধিষ্ঠিত আছেন; যাবতীয় কীর্ত্তিসেবকেরা তাঁহার সেবার্থে তৎসন্নিধানে গমন করিতেছে।" বিদ্যাধরী সমীপে এই শুভ সংবাদ শ্রবণ করিয়া আমি অপার আনন্দ অনুভব করিলাম, এবং কহিলাম; "দেবি! তোমার অসম্ভাবিত অনুগ্রহ লাভ করিয়া আমি কৃতার্থ হইলাম, এক্ষণে যদি অভয় প্রদান কর, তবে একটি কথা জিজ্ঞাসা করি, তুমি কে, আমাকে বিশেষ করিয়া বল।" তিনি কহিলেন, "আমি বিদ্যাধরী, আমার নাম প্রজ্ঞা; তোমাকে অত্যন্ত চিন্তাকুল দেখিয়া এখানে আবির্ভূত হইয়াছি। যদি কীর্ত্তিদেবীর মূর্ত্তি ও কীর্ত্তিসেবকদিগের কৌতুক দর্শন করিবার বাসনা থাকে, আমার সমভিব্যাহারে আগমন কর, সমস্ত দর্শন করাইব।" আমি তাঁহার এই আশ্বাস-বাক্যে বিশ্বাস করিয়া পরম পুলকিত চিত্তে তাঁহার অনুবর্ত্তী হইবামাত্র পর্ব্বত শৃঙ্গ হইতে ঘন ঘন বংশী ধ্বনি হইতে লাগিল। আহা! সেই সুধাময় মধুর রব যাহারদের কর্ণকুহরে প্রবিষ্ট হইল, তাহারা একেবারে মুগ্ধ হইয়া গেল এবং তাহারদের চিত্ত-ভূমিতে অনির্ব্বচনীয় আনন্দ-নীর নিঃসৃত ও আশ্চর্য্য উৎসাহ-তরঙ্গ উত্থিত হইতে লাগিল। ইহাতে তাহারদের মুখ-মণ্ডল এমন প্রফুল্ল ও উজ্জ্বল হইয়া উঠিল, যে বোধ হইল, যেন তাহারা

মরণ-ধর্ম্ম-শীল মানব স্বভাব অতিক্রম করিয়া অমর ভাব প্রাপ্ত হইতেছে। কিন্তু কি আশ্চর্য্য! সেস্থানে যে অসংখ্য লোকের সমাগম হইয়াছিল, তন্মধ্যে অনেকেই সে সুধাসিক্ত বংশীরব শ্রবণ করে নাই, আর কতক গুলি লোকে অল্প অল্প শ্রবণ করিয়াও তাহার স্বাদ গ্রহ পূর্ব্বক সুখানুভব করিতে সমর্থ হয় নাই। ইহাতে আমি অত্যন্ত চমৎকৃত ও কৌতূহলাক্রান্ত হইয়া পরমারাধ্য বিদ্যাধরীকে এ বিষয়ের কারণ জিজ্ঞাসা করাতে, তিনি কহিলেন, "ঐ বৃহৎ পর্ব্বতের পূর্ব্বপার্শ্বে যে তিন প্রত্যন্তপর্ব্বত দৃষ্টি করিতেছ, তাহার এক এক পর্ব্বতে এক এক টী যক্ষ বাস করে। তাহারা দেবতুল্য বেশ ভূষা করিয়া এক এক নিবিড় নিকুঞ্জে অবস্থিতি পূর্ব্বক লোকের অন্তঃকরণ আকর্ষণ করে। সেই তিন টী যক্ষ যাহারদের অন্তঃকরণ অধিকার করিয়া রাখিয়াছে, তাহারা অন্য বিষয়ে মনঃসংযোগ করিতে সমর্থ নহে। তাহারদের নাম কি জান? অজ্ঞান, আলস্য ও আমোদ। বিদ্যাধরী যাহা বলিলেন, বাস্তবিকও তাহাই প্রত্যক্ষ হইল। সকল জাতীয় যাবতীয় হীন-বুদ্ধি অকর্ম্মণ্য সামান্য মনুষ্য তদ্গত চিত্তে সেই কুটিল-স্বভাব বিশ্ববঞ্চক যক্ষদিগের কুমন্ত্রণা শ্রবণ করিয়া তাহারদের প্ররোচন বাক্যে মুগ্ধ হইল, আর উদার-বুদ্ধি তেজীয়ান্ পুরুষেরা কীর্ত্তি দেবীর বংশী রব শ্রবণ মাত্র মহোৎসাহ প্রকাশ পূর্ব্বক স্বতন্ত্র দলবদ্ধ হইয়া মহাশৈল আরোহণার্থ উদ্যত হইলেন। সেই সুধাময় মধুর ধ্বনি তাঁহারদের কর্ণকুহরে যত প্রবিষ্ট হইল, ততই মিষ্ট বোধ হইয়া তাঁহারদের উৎসাহ-শিখা প্রজ্বলিত করিতে লাগিল।

দেখিলাম, তাঁহারা অত্যন্ত ঔৎসুক্য সহকারে পূর্ব্বোক্ত পর্ব্বত আরোহণ করিতে আরম্ভ করিলেন। যে যে বস্তু সমভিব্যাহারে লইলে সেই পর্ব্বত আরোহণ করিতে সমর্থ হওয়া যায়, প্রত্যেক ব্যক্তিই তাহার কোন না কোন বস্তু সঙ্গে করিয়া চলিলেন। কেহ একখানি শাণিত প্রখর তরবার, কেহ কোন পরিপাটী পুস্তক, কেহ একটি সুন্দর দুরবীক্ষণ, কেহবা এক গোল যন্ত্র, ইত্যাদি প্রত্যেক ব্যক্তি এক এক সামগ্রী সঙ্গে করিয়া গমন করিতে লাগিলেন। ইহাতে দেখি, মনুষ্য-বিরচিত প্রায় সমুদায় প্রধান প্রধান দ্রব্য তথায় সংগৃহীত হইয়াছে। যাত্রিরা সকলে নানা ভাগে বিভক্ত হইয়া নানা পথে আরোহণ করিতে লাগিল। অনেকে এরূপ সঙ্কীর্ণ ক্ষুদ্রতর পথ অবলম্বন করিলেক, যে তদ্দ্বারা শিখর পর্য্যন্ত আরোহণ করিবার সম্ভাবনা নাই, কিয়দ্দূর উঠিয়াই স্থগিত হইতে হয়। ভূমণ্ডলস্থ শিল্পকার ও গ্রন্থকারদিগের মধ্যে বহুতর ব্যক্তি এই সকল সঙ্কীর্ণ পথের পথিক হইয়াছিলেন।

আমারদের বামপার্শ্বে অন্য এক সম্প্রদায় দর্শন করিলাম, তাঁহারা অতি কুটিল বন্ধুর পথ অবলম্বন করাতে সর্ব্বদা দিগ্‌ভ্রম হইয়া বিপথগামী হইতেছিলেন। ইহাতে দেখি, তাঁহারা পরিশ্রম ও কর্ম্ম-দক্ষতা বিষয়ে অন্য কোন সম্প্রদায় অপেক্ষায় ন্যূন না হইয়াও অধিক দুর আরোহণ করিতে সমর্থ হইতেছেন না। কেহ কেহ অনবরত এক প্রহর কাল ক্লেশ করিয়া যত দূর উত্থিত হইয়াছিলেন, সহসা একবার পদস্খলন হইয়া নিমেষ মাত্রে তাহার দ্বিগুণ পথ অধোগমন করিলেন। দেখি, রাজ-নিয়ম-ব্যবসায়ি কত শত সুবিখ্যাত ব্যক্তি এই পথ অবলম্বন করিয়াছেন। তাঁহারদের মানস, জ্ঞানের সিংহাসন হরণ করিয়া চতুরতা ও ধূর্ত্ততাকে প্রদান করেন।

এই সমস্ত অদ্ভুত ব্যাপার দর্শন করিতে করিতে অনেক দূর আরোহণ করিলাম। আরোহণ করিয়া দেখি, পর্ব্বতের পার্শ্ববর্ত্তি অন্যান্য যত পথ দৃষ্টি করিয়াছিলাম, সমুদায় আসিয়া দুই প্রশস্ত পথে মিলিত হইয়াছে, সুতরাং সেই সমস্ত পথের সমুদায় যাত্রি এই দুই বৃহৎ পথ প্রবেশ পূর্ব্বক দুই বৃহৎ সম্প্রদায় হইল।

এই দুই প্রশস্ত পথের প্রবেশ-দ্বারের অনতিদূরে এক এক ভীষণাকার যক্ষ দণ্ডায়মান ছিল। তাহার এক জন ধূম্র-বর্ণ, দীর্ঘ-দন্ত, কুটিল-নেত্র এবং চর্ম্ম-পরিধান*। তাহার হস্তে এক ভয়ঙ্কর লৌহ-দণ্ড ছিল, যত ব্যক্তি তাহার সমীপবর্ত্তি পথ দ্বারা গমন করিতেছিল, তাহারদের সকলেরই সম্মুখ-ভাগে সেই দণ্ড ঘন ঘন চালনা করিতে লাগিল। লোকে তাহা দেখিবামাত্র ভয়ে কম্পমান হইয়া পশ্চাদ্ভাগে প্রত্যাবর্ত্তন পূর্ব্বক "মৃত্যু" "মৃত্যু" বলিয়া চীৎকার করিয়া উঠিল। আর যে যক্ষ দ্বিতীয় পথের নিকটবর্ত্তী ছিল, তাহার নাম দ্বেষ। তাহার হস্তে যম-দণ্ডের ন্যায় কোন সাংঘাতিক অস্ত্র ছিলনা বটে, কিন্তু সে যেপ্রকার বিকটহাস্য, উৎকট মুখভঙ্গি ও বিষ-পূরিত মৃদু-স্বরে পর পরিবাদ আরম্ভ করিল, এবং অতি কুৎসিত ভ্রূভঙ্গি প্রদর্শন পূর্ব্বক সকলের প্রতি যেরূপ বিষ-দৃষ্টি করিতে লাগিল; তাহাতে মৃত্যু অপেক্ষাও তাহাকে ভয়ানক জ্ঞান হইল। এমন কি, আমারদের সমভিব্যাহারি শত শত যাত্রি তাহার আকার দর্শন ও বাক্য শ্রবণে ভগ্নোৎসাহ হইয়া শৈলারোহণে নিবৃত্তহইল। এই দুই রুক্ষ-স্বভাব যক্ষ দৃষ্টি করিয়া আমার যেরূপ হৃৎকম্প উপস্থিত হইল, তাহা বলিবার নহে। কিন্তু পূর্ব্বোক্ত বংশী-ধ্বনি পুনঃ পুনঃ কর্ণগোচর হওয়াতে অভিনব উৎসাহ সঞ্চার ও সাহস বৃদ্ধি হইল, এবং তদ্দ্বারা হৃদয়-ভূমি ভীরুতা রূপ কুজ্ঝটিকা হইতে ক্রমে ক্রমে নির্মুক্ত হইতে লাগিল। যাহারদের হস্তে প্রখর তরবার ছিল, তাহারা স্পর্দ্ধা পূর্ব্বক দর্প করিয়া প্রথমোক্ত পথে প্রস্থান করিলেক। অবশিষ্ট সদ্বুদ্ধি-বিশিষ্ট শিষ্ট ব্যক্তি সকল দ্বিতীয় পথ অবলম্বন পূর্ব্বক অপেক্ষাকৃত শান্তভাবে গমন করিতে লাগিলেন। প্রথমে উভয় পথই কিঞ্চিৎ কষ্টদায়ক বোধ হইল, পরে যখন পূর্ব্বোক্ত যক্ষদ্বয় আমারদের দৃষ্টি-বহির্ভূত হইল, তখন উভয় পথই তত্তৎ পথের পথিকদিগের সাতিশয় সুখদায়ক বোধ হইতে লাগিল। যদিও আমি দ্বিতীয় পথ অবলম্বন করিয়াছিলাম, কিন্তু দুর হইতে প্রথম পথের ভাব ও তদীয় যাত্রিদিগের ব্যবহার অবলোকন করিলাম। বলিতে কি, তাহা কোন মতেই আমার মনঃপূত ও পরিশুদ্ধ বোধ হইল না।

তদনন্তর, আমরা পরম প্রফুল্ল চিত্তে সুমধুর বংশী-স্বর শ্রবণ পুরঃসর অতিশয় উৎসাহ সহকারে সুচারু কীর্ত্তিশৈল আরোহণ করিতে লাগিলাম। পথমধ্যে প্রায় সকলেই দুই এক বার বিপথাক্রান্ত হইয়াছিলেন, কিন্তু তাঁহারা প্রাণ পর্য্যন্ত পণ করিয়া উত্তীর্ণ হইলেন, এবং ক্রমে ক্রমে কৃতকার্য্য হইয়া শিখরদেশে উপনীত হইলেন। আহা! সেস্থানের কি অপূর্ব্ব শোভা! কি মনোরম ভাব! তাহার সুচারু শোভা এখনও আমার চিত্ত পটে চিত্রিত হইয়া রহিয়াছে। সেস্থানের সুমন্দ সুস্নিগ্ধ সমীরণ কি নিরুপম সুখদায়ক! তাহার প্রত্যেক হিল্লোলে ও প্রতিবারের নিশ্বাস সহকারে সর্ব্বাঙ্গে সুবিমল সুখ-সঞ্চার হইতে লাগিল। আমারদের বোধ হইল, যেন কি অনির্ব্বচনীয় অমৃত-রসে অভিষিক্ত হইতেছি! তৎ প্রদেশের আর এক অপূর্ব্ব গুণ আছে, শুনিলে সকলে চমৎকৃত হইবেন। তথায় দণ্ডায়মান হইয়া স্ব স্ব পূর্ব্ব কৃত্য সমস্ত যত স্মরণ করা যায়, ততই অন্তঃকরণ আনন্দনীরে নিমগ্ন হইতে থাকে। আমরা ইতস্তত পদচারণা পূর্ব্বক মধ্যদেশে এক অপূর্ব্ব অট্টালিকা অবলোকন করিয়া তদভিমুখে যাত্রা করিলাম। তাহার বহির্দ্বারোপরি "কীর্ত্তিনিকেতন" এই দুই শব্দ বৃহৎ বৃহৎ অক্ষরে লিখিত রহিয়াছে। তাহার চারি দিকে চারি রৌপ্যময়-শুভ্রবর্ণ-কবাট-সংযুক্ত প্রশস্ত দ্বার আছে, এবং তাহার অভ্যন্তরে কীর্ত্তিদেবী এক সুচারু সুবর্ণময় সিংহাসনে উপবিষ্ট হইয়া অনবরত বংশী বাদন করিতেছেন। যাত্রিগণ শ্রবণ করিয়া হর্ষ সাগরে অবগাহন করিলেন, এবং নানা সম্প্রদায়ে বিভক্ত হইয়া সানন্দ মনে উৎসাহ সহকারে কীর্ত্তিনিকেতনে প্রবেশ করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। প্রতি দ্বারে পুরাবৃত্তবেত্তা নামে কতকগুলি পণ্ডিত অবস্থিত ছিলেন, তাঁহারা অনেক ব্যক্তিকে সমভিব্যাহারে করিয়া অভ্যন্তরে লইয়া গেলেন। তন্মধ্যে অনেকে তাঁহারদের সহায়তা ব্যতিরেকে তথায় প্রবেশ করিতে কদাপি সমর্থ হইত না। এইরূপে; ভূমণ্ডলের চারি খণ্ডের

*পুরাণে যমের এই প্রকার রূপ বর্ণনা আছে।

বিশিষ্ট বিশিষ্ট ব্যক্তিরা চারি দ্বার দিয়া প্রবেশ করিলেন; আমিও পরম কৌতুকাবিষ্ট হইয়া কীর্ত্তিনিকেতন প্রবেশ পুরঃসর সমস্ত সন্দর্শন করিতে প্রবৃত্ত হইলাম। দেখিলাম, কীর্ত্তিদেবী স্বর্ণময় সিংহাসনে উপবিষ্ট থাকিয়া সকলকে যথা সম্ভব সম্বর্দ্ধনা পূর্ব্বক সুমধুর স্বরে এক এক আসন গ্রহণ করিতে কহিলেন, তৎক্ষণাৎ তাঁহারা স্ব স্ব মর্য্যাদানুসারে এক এক আসনে উপবেশন করিলেন। কীর্ত্তিদেবীর পরম পবিত্র সুরম্য শোভা দর্শন, তাঁহার পুষ্পালঙ্কারের সুচারু সুদূরগামি সৌরভ গ্রহণ এবং তাঁহার সুধাসিক্ত সুমধুর বংশীরব শ্রবণ করিয়া সকলে মোহিত হইল। তাঁহার অঙ্গের সৌগন্ধে সেস্থান আমোদিত ছিল। আমি ইতস্ততঃ পদচারণ পূর্ব্বক এক এক দিকের এক এক প্রকার মনোহর সৌরভ গ্রহণ করিয়া পুলকে পরিপূর্ণ হইতে লাগিলাম। দেবীর বাম পার্শ্বে কতিপয় দীর্ঘ-কায়, বৃষ-স্কন্ধ, মহাবল-পরাক্রান্ত, বীর-পদবী-বিশিষ্ট মনুষ্য শ্রেণীবদ্ধ হইয়া অকুতোভয়ে উপবিষ্ট আছেন, তাঁহারদের মুখশ্রীতে সাহস ও উৎসাহের সমুদায় লক্ষণ স্পষ্টরূপে প্রকাশ পাইতেছে। আমি কোন কোন বলিষ্ঠ ব্যক্তির প্রতি প্রীতি প্রকাশ পূর্ব্বক অত্যন্ত ঔৎসুক্য সহকারে এক দৃষ্টে দৃষ্টিপাত করিয়াছিলাম, ইহা দেখিয়া আমার সমভিব্যাহারিণী বিদ্যাধরী কহিলেন, "জান না, ইহাঁরা ভারতবর্ষে জন্ম গ্রহণ করিয়া অত্যুৎকট দুরূহ ব্যাপার সমুদায় সাধন করিয়াছেন। অবনীমণ্ডলে ইহাঁরদের পাণ্ডব ও কৌরব পদবী প্রচারিত আছে।" কিন্তু প্রবল-প্রতাপান্বিত, প্রভূত-বল-বিশিষ্ট, কতিপয় বিদেশীয় ব্যক্তিই সেই শ্রেণির প্রধান প্রধান আসন অধিকার করিয়াছেন। বিদ্যাধরী তাঁহারদের নাম ও গুণ কীর্ত্তন করিলেন, কিন্তু বিদেশীয় লোকের নাম উত্তমরূপ স্মরণ থাকে না। এক জনের নাম বুঝি আলেগ্‌জাণ্ডর, এক জনের নাম সীজর, আর এক জনের নাম হানিবাল ইত্যাদি। যে সমস্ত পুরাবৃত্তবিৎপণ্ডিতেরা এই সকল যাত্রিকে সমভিব্যাহারে করিয়া আনিয়াছিলেন, তাঁহারা এক এক যাত্রির পার্শ্বদেশে অবস্থান পূর্ব্বক কীর্ত্তিদেবীর সমীপে তাঁহারদের পরিচয় প্রদান করিতে লাগিলেন, এবং সেই সুযোগে আপনারাও পরিচিত হইলেন।

কীর্ত্তিদেবীর দক্ষিণ পার্শ্বের ভাব আর এক প্রকার। তথায় যে সমুদায় মহানুভাব মনুষ্য বিরাজিত ছিলেন, তাঁহারদের প্রফুল্ল মুখমণ্ডল অবলোকন করিলে শোকাচ্ছন্ন বিষন্ন ব্যক্তির অন্তঃকরণও একবার প্রফুল্ল হইতে পারে। তাঁহারদের সহাস্য বদন, সারল্য-স্বভাব, সুধাময় সরস বাণী, এবং আনন্দোৎফুল্ল চঞ্চল লোচন প্রত্যক্ষ করিয়া আমি প্রীতি রূপ অমৃতরসে অভিষিক্ত হইলাম। তাঁহারা কীর্ত্তিদেবীর দক্ষিণ পার্শ্বে শ্রেণীবদ্ধ হইয়া উপবিষ্ট ছিলেন, এবং কতিপয় পরম সুন্দরী প্রিয়বাদিনী রমণী চিত্রবিচিত্র অপূর্ব্ব পরিচ্ছদ ও পরম শোভাকর মনোহর অলঙ্কার ধারণ পূর্ব্বক তাঁহারদের সহযোগিনী স্বরূপে অবস্থিতি করিতেছিলেন। তাঁহাদের কবি পদবী সর্ব্বত্র প্রচলিত এবং তাঁহারদের সহযোগিনী রমণীরা রাগিণী বলিয়া সর্ব্বস্থানে বিখ্যাত। পূর্ব্বোক্ত বীরগণ যেমন এক এক পুরাবৃত্তবিৎপণ্ডিতের সমভিব্যাহারে তথায় প্রবেশ করিয়াছেন, কবিদিগকে সেরূপ কাহারও আনুকূল্য অপেক্ষা করিতে হয় নাই। বরং তাঁহারাও অনেকানেক বীর্য্যবান্ ও গুণবান্ ব্যক্তির কীর্ত্তিনিকেতন প্রবেশ বিষয়ে সহায়তা করিয়াছেন। তাঁহারা সকলেই স্বস্ব-প্রধান; তাঁহারদের হস্তস্থিত পুস্তকের কেমন মনোহারিণী শক্তি আছে, দ্বারবানেরা তাহা দেখিবা মাত্র তাহাঁরদিগকে যত্ন পূর্ব্বক পথ প্রদান করিয়াছিল। দুই শ্মশ্রুধারি, সহাস্য-বদন, প্রাচীন পুরুষ এই শ্রেণীর মধ্য-স্থল-বর্ত্তি অপূর্ব্ব সিংহাসনে উপবিষ্ট আছেন। প্রাচীনের মধ্যে এমন সুন্দর পুরুষ আর দৃষ্টি করি নাই। বিদ্যাধরী কহিলেন, এক জনের নাম বাল্‌মীকি, আর এক জনের নাম হোমর। দক্ষিণ ভাগে হোমর এবং তাঁহার বাম ভাগে বাল্‌মীকি এক এক খানি পরম রমণীয় পুস্তক হস্তে করিয়া অবস্থিতি করিতেছেন। বাল্‌মীকির বাম পার্শ্বে এক পরম রূপবান্ যুবা পুরুষ চিত্রিত পরিচ্ছদ পরিধান পূর্ব্বক নানা-বর্ণ-বিভূষিত কুসুমাসনে উপবিষ্ট আছেন, এবং তদীয় সৌরভে সর্ব্বস্থান আমোদিত করিতেছেন। তিনি না কি উজ্জয়িনী নিবাসী নৃপতি বিশেষের সভাসদ থাকিয়া নৃপতি অপেক্ষাও শত গুণে কীর্ত্তিদেবীর প্রিয়পাত্র হইয়াছেন। তাঁহার বাম পার্শ্বে মাঘ, ভারবি, ভবভূতি, ভারতচন্দ্র প্রভৃতি স্ব স্ব মর্য্যাদানুসারে যথাক্রমে এক এক শোভাকর আসনে উপবিষ্ট আছেন। কিন্তু বৃদ্ধ বাল্‌মীকির যেরূপ স্বভাব-সিদ্ধ সরল ভাব ও অকৃত্রিম আশ্চর্য্য শোভা, তাঁহারদের কাহারও সেরূপ নহে। তাঁহারদের উত্তম শোভা আছে তাহার সন্দেহ নাই, কিন্তু অনেকেরই শরীরের সৌন্দর্য্য অপেক্ষায় বস্ত্রালঙ্কারের শোভা অধিক। কেহ কেহ আপন আপন পরিচ্ছদ এ প্রকার কুটিল ও জটিল করিয়া ফেলিয়াছেন, যে বহু যত্নে ও অনেক কষ্টে নিরীক্ষণ করিয়া না দেখিলে, তাঁহারদের যৎকিঞ্চিৎ যে সৌন্দর্য্য আছে তাহাও দৃষ্টি-গোচর হয় না। ওদিকে হোমরের পার্শ্বে বর্জিল্, ডেণ্টী, মিল্‌টন্, সেক্সপিয়র্ প্রভৃতি শত শত রসার্দ্র-চিত্ত সুপ্রসিদ্ধ কবি অবস্থিত আছেন। এই শ্রেণির অত্যাশ্চর্য্য অপূর্ব্ব শোভা অবলোকন করিয়া আমার অন্তঃকরণ একেবারে মোহিত হইল।

ইহাঁরা সকলে বিচিত্র কথা প্রসঙ্গে কাল যাপন করিতেছিলেন, তন্মধ্যে বাল্‌মীকী ও কালিদাসের একটি কথা শ্রবণ করিয়া অতিশয় দুঃখিত হইলাম। তাঁহারা কহিলেন, আমারদের স্বজাতীয় নব্য সম্প্রদায়ি বহু ব্যক্তি আমারদিগকে যথোচিত আদর অবেক্ষা না করিয়া ভিন্ন জাতীয় কবিদিগকে নানা উপচারে পূজা করিয়া থাকে। তবে সুখের বিষয় এই, যে ভিন্ন জাতীয় পণ্ডিতেরা আমারদের যথার্থ মর্য্যাদা জানিতে পারিয়া বিশিষ্টরূপ শ্রদ্ধা সহকারে যথেষ্ট সমাদর করিয়া থাকেন। দেখ, তাঁহারা আমারদিগকে যে প্রকার প্রকৃষ্ট পরিচ্ছদ প্রদান করিয়াছেন, আমরা জন্মাবচ্ছিন্নে সে প্রকার পরিধেয় পরিধান করি নাই। এখন তদ্দৃষ্টে স্বজাতীয় নব্য ব্যক্তিরাও কেহ কেহ আমারদের প্রতি কিঞ্চিৎ প্রীতি প্রকাশ করিতে আরম্ভ করিতেছেন।

অতঃপর, যাঁহারা কীর্ত্তি দেবীর সম্মুখবর্ত্তি সিংহাসন সমুদায় প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, তাঁহারদের বিষয় বর্ণন করি। তাঁহারা সকলেই প্রায় ধ্যানে মগ্ন, এবং সকলেরই ললাট দেশ প্রশস্ত। পূর্ব্বে যাঁহারদিগকে সর্ব্বাপেক্ষা শ্রদ্ধাস্পদ ও ভক্তিভাজন জ্ঞান ছিল, তাঁহারদের সকলকেই সেই স্থানে দৃষ্টি করিয়া আপনাকে কৃতার্থ বোধ করিলাম। যাঁহারা ভূমণ্ডলে জন্ম গ্রহণ করিয়া বিদ্যা বিষয়ে বিখ্যাত হইয়া গিয়াছেন, তাঁহারদের সকলেরই সাক্ষাৎকার লাভ করিলাম। তথায় আমার সাতিশয় শ্রদ্ধাস্পদ আর্য্যভট্ট, বরাহমিহির, ব্রহ্মগুপ্ত ও ভাস্করাচার্য্য অম্লান ভাবে বিরাজ করিতেছেন। প্রথমে মহাত্মা আর্য্যভট্টকে কিছু ম্লান ও বিষণ্ণ দেখিয়াছিলাম, পরে অকস্মাৎ তাঁহার মুখমণ্ডল প্রফুল্ল হইতে দেখিয়া বোধ হইল, তাঁহার কোন প্রিয়তর মনোরথ পূর্ণ হইয়াছে। বাস্তবিকও, তিনি কতিপয় অসামান্য ধীশক্তি-সম্পন্ন মহানুভাব মনুষ্যের প্রতি অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করিয়া কহিলেন, "পূর্ব্বে কেহই আমার যথার্থ মর্য্যাদা অবগত হইতে পারেন নাই সুতরাং আমার কথায় আস্থা করা দূরে থাকুক, অত্যন্ত অশ্রদ্ধাই প্রকাশ করিয়াছিলেন। পরন্তু এই সমস্ত বিদেশীয় বন্ধু আমার অভিপ্রায় অবলম্বন করিয়া আমার শ্রম সার্থক ও মুখ উজ্জ্বল করিয়াছেন*।" তিনি যে সমুদায় বিদেশীয় ব্যক্তিকে অঙ্গুলি নির্দ্দেশ দ্বারা লক্ষ্য করিয়া কহিলেন, তাঁহারদের পরিচয় প্রাপ্ত্যর্থে পরম কৌতূহলাক্রান্ত হইয়া আমার সমভিব্যাহারিণী বিদ্যাধরীকে জিজ্ঞাসা করিলাম। তিনি কহিলেন, এক জনের নাম কোপর্নিকস্, এক জনের নাম গেলিলিয়, এক জনের নাম নিউটন্ ইত্যাদি। এই শেষোক্ত নাম শ্রবণ মাত্র আমার অন্তঃকরণ পুলকিত

* আর্য্যভট্ট পৃথিবীর আহ্নিক গতি স্বীকার করিতেন, কিন্তু তাঁহার পরে বরাহমিহির, ব্রহ্মগুপ্ত প্রভৃতি তাহা অঙ্গীকার করেন নাই।

ও শরীর লোমাঞ্চিত হইয়া উঠিল। পূর্ব্বে ইহাঁকে পৃথিবীর যাবতীয় মনুষ্য অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ বলিয়া বোধ ছিল, এবং এখানেও দেখিলাম, ইনি সর্ব্বাপেক্ষা উচ্চ আসনে উপবিষ্ট আছেন। তথায় বেদব্যাস ও শঙ্করাচার্য্য এবং প্লেটো ও পিথাগোরস্‌কেও দৃষ্টি করিলাম। প্রথমে তাঁহারা সকলের মধ্যস্থলে অবস্থিতি করিতেছিলেন, পরে ভূমণ্ডলের পশ্চিম-খণ্ড-নিবাসি কতকগুলি নব্য গ্রন্থকারের প্রখর মুখ-জ্যোতি সহ্য করিতে না পারিয়া এক পার্শ্বে গিয়া অবস্থিতি করিলেন, এবং এই সমস্ত গ্রন্থকর্ত্তা তাঁহারদের আসন অধিকার করিয়া লইলেন।

এইরূপ কত জাতীয় কত গুণবান্ ও বিদ্যাবান্ ব্যক্তিকে একত্র দৃষ্টি করিলাম, তাহার সংখ্যা করা দুষ্কর। সকলের আপন আপন গুণ ও মর্য্যাদানুসারে আসন গ্রহণ সম্পন্ন হইলে, তাঁহারা পর্য্যায় ক্রমে একে একে কীর্ত্তিদেবীর স্তুতি করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। তন্মধ্যে কেহ কহিলেন "হে দেবি! আমি লোকদিগকে শিক্ষা দানার্থে মানসিক ও কায়িক ক্লেশ করিয়া শরীর ক্লিষ্ট এবং অন্তঃকরণ নির্ব্বীর্য্য করিয়াছি। কিন্তু অনেকেই তদর্থে কৃতজ্ঞতা স্বীকার করে না, এবং কেহই তাহার পুরস্কার প্রদান করে না। অতএব, হে দেবি! তোমার শরণাপন্ন হইয়া নিবেদন করিতেছি, তোমার সানুগ্রহ কটাক্ষপাত ব্যতিরেকে ভূমণ্ডলে আমার আর কোন পুরস্কার প্রাপ্ত হইবার সম্ভাবনা নাই।" কেহ কহিলেন "হে দেবি! আমি কেবল তোমার প্রসাদ লাভ প্রত্যাশায় এত কষ্ট স্বীকার করিয়াছি, এবং অর্দ্ধ রাত্র জাগরণ পূর্ব্বক মনোহর কাব্য প্রস্তুত করিয়াছি। অতএব, হে দেবি! আমার প্রতি সকরুণ নেত্রে কটাক্ষ পাত কর।" যে সমস্ত মহা মহা বীর দেবীর বাম ভাগে উপবিষ্ট ছিলেন, তাঁহারা দণ্ডায়মান হইয়া এইরূপ স্তব আরম্ভ করিলেন. "হে দেবি! আমরা কেবল তোমাকে লাভ করিবার নিমিত্ত ঘোরতর সঙ্কট সমুদায়ে পতিত হইয়াছি। তোমার নিমিত্ত কতশত নগর শোণিত-প্রবাহে প্লাবিত করিয়াছি, কত শত গ্রাম অগ্নি-সংযুক্ত করিয়া দগ্ধ করিয়াছি; এবং কত জাতির স্বাধীনত্ব রত্ন হরণ করিয়াছি। অতএব, হে দেবি! অতঃপর তোমার পাদপদ্মে স্থান দান কর।" আমি শেষোক্ত লোকদিগের স্তোত্র সমুদায় শ্রবণ পূর্ব্বক অত্যন্ত দুঃখিত হইয়া মনে মনে চিন্তা করিতেছিলাম, কি? ইহাঁরদের মধ্যে অনেকে কীর্ত্তিদেবীর সেবার্থে সর্ব্ব-সেবনীয় দেবদেব ধর্ম্মকে অবহেলন ও কীর্ত্তিশৈল আরোহণার্থ পরম পবিত্র ধর্ম্মাচল পরিত্যাগ করিয়া আসিয়াছেন? ইতিমধ্যে আমার সমভিব্যাহারিণী হিতকারিণী বিদ্যাধরী কহিলেন, "তুমি কেন এই নিকেতনের এক আসন গ্রহণ করিয়া উপবেশন কর না।" আমি কহিলাম, "বিদ্যাধরি! তুমি সানুকূল হইয়া আমাকে যে উপদেশ প্রদান করিলে, তাহা শিরোধার্য্য। কিছুমাত্র যশঃ স্পৃহা না থাকিলেই বা কেন এত কষ্ট স্বীকার করিয়া এ স্থানে উপস্থিত হইব? কিন্তু যে সুখ্যাতি সৌরভ প্রচার পরের বাগিন্দ্রিয় পরিচালনার উপর নির্ভর করে, তাহার নিমিত্তে কোন স্থায়ি ধন বিসর্জ্জন দেওয়া উচিত নহে। আমি কীর্ত্তি দেবীকে কোন ক্রমে অশ্রদ্ধা করিনা এবং তাঁহার প্রসাদ লাভার্থে ব্যাকুলও নহি। আমি যে দেবতার যত দূর সেবা করা উচিত তাহা করিব এবং দেবাধিপতি ধর্ম্মের আরাধনায় নিয়ত নিযুক্ত থাকিব। ইহাতে কীর্ত্তিদেবী আমার প্রতি অনুকূল হইয়া কৃপাকটাক্ষ করেন, আমি সাতিশয় আগ্রহ প্রকাশ পূর্ব্বক তাঁহাকে হৃদয় ধামে স্থান দান করিব। নিষ্পাপ ও নিষ্কলঙ্ক থাকিয়া যদি যাবতীয় লোকের অজ্ঞাত থাকি সেও ভাল, পাপ-কলঙ্কে কলঙ্কিত হইয়া কীর্ত্তি লাভের অভিলাষী নহি।"

এইরূপ চিন্তার বেগ প্রবল হওয়াতে আমি সহসা জাগরিত হইয়া উঠিলাম। এখন নেত্র উন্মীলন করিয়া দেখিতেছি, কোথায় বা কীর্ত্তিশৈল, কোথায় বা কীর্ত্তিনিকেতন, আমি যে সমস্ত অতিশ্রদ্ধেয় পরম পূজনীয় মূর্ত্তি দর্শন করিলাম, তাঁহারাই বা কোথায়? পূর্ব্ব নিশায় যে শয্যায় শয়ন করিয়াছিলাম, তাহাতেই পতিত রহিয়াছি। প্রভাত সময়ের শিশির-সিক্ত সুকোমল সমীরণ মন্দ মন্দ প্রবাহিত হইয়া সর্ব্বাঙ্গের আবরণ-বস্ত্র কম্পিত করিতেছে ও সর্ব্ব শরীর শীতল করিতেছে* ।

জলপ্রপাত



নানা দেশ ও নানা স্থান পরিভ্রমণ না করিলে জগদীশ্বরের আশ্চর্য্য কার্য্য ও বিচিত্র কীর্ত্তি সম্যক্ রূপে দৃষ্টি করা যায় না। এই প্রস্তাবের শিরোভাগে যে অদ্ভুত ব্যাপারের প্রতিরূপ প্রকাশিত হইল, তাহা এ দেশের প্রায় কোন ব্যক্তিই দৃষ্টি করেন নাই; তাহার নাম জলপ্রপাত। নদী সমুদায় এক এক পর্ব্বতের উচ্চদেশ হইতে উৎপন্ন হইয়া সমুদ্রে অথবা তাদৃশ অন্য কোন জলাশয়ে পতিত হয়। ইহার উৎপত্তি-স্থানকে প্রস্রবণ বলে। প্রথমে কোন প্রস্রবণ হইতে অল্প অল্প জল নিঃসৃত হয়; পরে অন্যান্য জলের সহিত মিলিত হইয়া ক্রমশঃ বিস্তৃত হইতে থাকে। ভূমির উচ্চতা ও নিম্নতানুসারে প্রবাহের হ্রাস বৃদ্ধি হয়। কোন স্থানে দ্রুত বেগে গমন করে, কোথাও বা ভয়ঙ্কর আবর্ত্ত উপস্থিত হইয়া ঘূর্ণায়মান হয়, কুত্রাপি সম্মুখবর্ত্তি শিলারাশি দ্বারা প্রতিহত হইয়া দ্বিভাগে বিভক্ত হয়। যখন কোন নদী সম্মুখস্থ ও উভয় পার্শ্বস্থ পর্ব্বত দ্বারা প্রতিবদ্ধ হয়, তখন তাহার জল সেই স্থানে একত্র হইয়া যে দিকের যে পর্ব্বত সর্ব্বাপেক্ষা অল্প উচ্চ, তাহাই উল্লঙ্ঘন করিয়া অবতীর্ণ হয়। সেই প্রচণ্ড জল-রাশি প্রচণ্ড বেগে ভয়ঙ্কর শব্দ করত একেবারে শত শত বা সহস্র সহস্র হস্ত নীচে পতিত হইয়া অত্যাশ্চর্য্য অনির্ব্বচনীয় ভয়ানক কাণ্ড উপস্থিত করে। ইহাকেই জলপ্রপাত কহে।

আশিয়া, ইউরোপ, আফ্রিকা, আমেরিকা চারিখণ্ডেই ভূরি ভূরি জলপ্রপাত আছে। তন্মধ্যে ইউরোপের অন্তঃপাতি সুইজর্লণ্ড প্রদেশীয় জলপ্রপাত সকল সর্ব্বাপেক্ষা উচ্চ। তথায় ভূরি-প্রমাণ ভীষণাকার জল-রাশি পর্ব্বতের ঊর্দ্ধ্বদেশ হইতে ভয়ঙ্কর বেগে ঘোরতর গভীর গর্জ্জন পূর্ব্বক একেবারে ১৫০০ কোথাও ২০০০ হস্ত নীচে পতিত হইতেছে। কিন্তু আমেরিকার জলপ্রপাত সমুদায় সর্ব্বাপেক্ষা প্রশস্ত।

এই সমস্ত জলপ্রপাত দেখিতেই চমৎকার। আমেরিকা খণ্ডে নায়েগেরা নামে এক নদী আছে, তাহার জলপ্রপাত এক অদ্ভুত কাণ্ড। তাহার অত্যন্ত বিস্তার, অতি প্রচণ্ড বেগ, ঘোরতর গভীর গর্জ্জন, প্রভূত ফেণ-রাশি ইত্যাদি ব্যাপার প্রত্যক্ষ করিলে বিস্ময়াপন্ন হইতে হয়। এই নদীর জল স্থানে স্থানে কোন কোন পর্ব্বতোপরি পতিত হইয়া এ প্রকার ছিন্ন ভিন্ন হইয়া যায়, যে তাহা দৃষ্টি করিলে হৃৎকম্প উপস্থিত হয়।

এই জলপ্রপাতের এপ্রকার ভয়ঙ্কর শব্দ, যে তাহাতে কর্ণ বধির হইয়া যায়, এবং তথায় এপ্রকার প্রচুর ফেণোৎপত্তি হয়, যে তাহা বাষ্পময় মেঘ স্বরূপ হইয়া ঊর্দ্ধে উঠে। কোন কোন দিন ন্যূনাধিক ১৮ ক্রোশ হইতে ইহার শব্দ শুনিতে পাওয়া যায়, এবং ঐ ফেণ-রাশি এত ঊর্দ্ধে উৎক্ষিপ্ত হয়, যে প্রায় ৩১ ক্রোশ হইতে তাহার বাষ্প দৃষ্ট হইয়া থাকে। কোন গ্রন্থকর্ত্তা এই জল-

* Rendered from a number of the Tatler.

প্রপাতের বর্ণনা করিয়া লিখিয়াছেন, যে "একেবারে এক সহস্র কামানে অগ্নি দিলে যে প্রকার ভয়ানক শব্দ ও প্রভূত ধূম উৎপন্ন হয়, এই জলপ্রপাত সেই প্রকার গর্জ্জন ও বাষ্পোৎক্ষেপ করিয়া থাকে।" আর ঐ ফেণরাশির উপরে সূর্য্যের কিরণ পতিত হইয়া যে প্রকার অত্যাশ্চর্য্য অনির্ব্বচনীয় শোভা প্রকাশ করে, তাহা দৃষ্টি করিলে মোহিত হইতে হয়। নভোমণ্ডলস্থ ইন্দ্রধনুতে যত প্রকার বর্ণ দেখা যায়, ইহাতেও তাহার সমুদায়ই দৃষ্ট হইয়া থাকে।

এক পণ্ডিত গণনা করিয়া দেখিয়াছিলেন এই জলপ্রপাতে প্রতি পলে ২,১৪,৪৮,০০০ মণ জল পতিত হইয়া থাকে।

নানা স্থানের জলপ্রপাতে যে সকল ফেণ উৎপন্ন হয়, তাহার নানা প্রকার শোভা হইয়া থাকে। আমেরিকায় মিসোরি নামে এক নদী আছে, তাহার জলপ্রপাতের দক্ষিণ ভাগ নিরবচ্ছিন্ন-শুভ্রাকার-ফেণময়। সেই ফেণময় ভাগের পরিসর প্রায় ৪০০ হস্ত। তাহার ফেণ সমুদায় উল্লম্ফন পূর্ব্বক প্রায় ১৩৫ হস্ত উর্দ্ধে উঠিতেছে, এবং উঠিতে উঠিতে সহস্র প্রকার অদ্ভুত আকার ধারণ করিতেছে, ও তাহার উপর সূর্য্যরশ্মি পতিত হইয়া নীল, লোহিত, পীতাদি রমণীয় বর্ণ সকল প্রকাশ করিতেছে। জগতে ইহার অপেক্ষা সুদৃশ্য বস্তু আর কি আছে?

ব্রিটেন দেশীয় এক পর্য্যটক আমেরিকার পাসেক্ নামক নদের জল-প্রপাত দেখিতে গিয়া এক মনোহর ব্যাপার দৃষ্টি করিয়াছিলেন। তিনি দেখিলেন, তাহার ফেণের উপর সূর্য্যরশ্মি পতিত হইয়া অবিকল ইন্দ্রধনুর আকার উৎপন্ন হইয়াছে। গগণমণ্ডলে যেমন এক খানি ইন্দ্রধনুর নীচে আর এক খানি দৃষ্ট হয়, সে স্থানেও সেইরূপ দেখিলেন, এবং গগণ মণ্ডলস্থ ইন্দ্রধনু যেমন নানা বর্ণে বিভূষিত হয়, ঐ জল প্রপাতের ইন্দ্রধনুও সেইরূপ দৃষ্টি করিলেন।

এক এক নদীর ২।৩ জলপ্রপাতও থাকিতে পারে। ইংলণ্ডে ডর্হাম্ প্রদেশের পশ্চিম ভাগে টীজ্ নামে এক নদী আছে, সেই নদী এক সম্মুখবর্ত্তি পর্ব্বত দ্বারা প্রতিবদ্ধ হওয়াতে দুই ভাগে বিভক্ত হইয়া দুই প্রকাণ্ড জলপ্রপাত উৎপন্ন হইয়াছে, এবং সেই দুই জলপ্রপাত কিছুদুর পৃথক্ পৃথক্ পতিত হইয়া পরে পরস্পর একত্র হইয়া মিলিত হইয়াছে। উভয়ে মিলিত হইয়া ভয়ঙ্কর আকার ধারণ পূর্ব্বক প্রবল বেগে অবতীর্ণ হয়, এবং তাহার ফেণ সমস্ত বহুউর্দ্ধে উৎক্ষিপ্ত হইয়া অপূর্ব্ব শোভা প্রকাশ করে।

ভূমণ্ডলে শত শত জলপ্রপাত আছে, ভারতবর্ষেও হিমালয়ে ও বিন্ধ্যাদি পর্ব্বতে অনেক দৃষ্ট হইয়াছে। জল প্রপাত কিরূপ আশ্চর্য্য ব্যাপার, চক্ষে না দেখিলে তাহা সম্যক্ রূপে অনুভব করা যায় না।

ধর্ম্মনীতি

পূর্ব্বে ধর্ম্মপ্রবৃত্তির বিবরণ করা গিয়াছে; এক্ষণে ধর্ম্ম-স্বরূপ ও কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য নিরূপণ করিতে প্রবৃত্ত হওয়া যাইতে পারে।

পরমেশ্বর আমারদিগকে কর্ত্তব্য কর্ম্মে প্রবৃত্ত করিবার অভিপ্রায়ে নানা প্রকার মনোবৃত্তি প্রদান করিয়াছেন, তাহার প্রত্যেক বৃত্তির এক এক প্রয়োজন আছে, যথা উপার্জ্জন করা অর্জ্জনস্পৃহা বৃত্তির প্রয়োজন, পরোপকার করা উপচিকীর্ষা বৃত্তির প্রয়োজন, কার্য্য কারণ নিরূপণ করা অনুমিতি বৃত্তির প্রয়োজন ইত্যাদি। জগদীশ্বর যে কার্য্য সাধনার্থ যে বৃত্তির সৃষ্টি করিয়াছেন, তাহাকে সেই কার্য্যে নিয়োজন করা কর্ত্তব্য। কিন্তু অনেকানেক স্থলে পরস্পর বিপরীত ভাবের আবির্ভাব হয়; এক বৃত্তি যে কার্য্যে প্রবৃত্তি প্রদান করে, অন্য বৃত্তি তাহা নিষেধ করিতে থাকে। অর্জ্জনস্পৃহা বৃত্তি থাকাতে উপার্জ্জন করিতে প্রবৃত্তি হয়, এবং পরিবার প্রতিপালনার্থে উপার্জ্জন করাও বিহিত তাহার সন্দেহ নাই, কিন্তু পরের অর্থাপহরণ করা ন্যায়পরতা বৃত্তির অভিমত নহে। এস্থলে অর্জ্জনস্পৃহা বৃত্তি যে কার্য্যে প্রবৃত্তি দিতেছে, ন্যায়পরতা বৃত্তি তাহা নিষেধ করিতেছে; সুতরাং একবৃত্তির প্রযোজন রক্ষা করিতে গেলে, অন্য বৃত্তির উপদেশ অস্বীকার করা হয়। অতএব, এরূপ স্থলে কিরূপ ব্যবহার কর্ত্তব্য? পূর্ব্বোক্ত মানব প্রকৃতি বিষয়ক প্রস্তাবে পুনঃপুনঃ উল্লেখ করা গিয়াছে, যে বুদ্ধিবৃত্তি ও ধর্ম্মবৃত্তি সমুদায়ই সর্ব্বাপেক্ষা প্রধান বৃত্তি, অন্যান্য বৃত্তিকে তাহারদের বশবর্ত্তি করিয়া রাখা উচিত। বুদ্ধিবৃত্তি ও ধর্ম্মপ্রবৃত্তি সমুদায় যে নিকৃষ্টপ্রবৃত্তির অপেক্ষায় প্রধান রূপে প্রতীত হয়, ইহা আমারদের স্বভাব-সিদ্ধ। আমারদের এরূপ স্বভাবসিদ্ধ সংস্কার আছে, যে নিকৃষ্ট প্রবৃত্তির সহিত বুদ্ধিবৃদ্ধি ও ধর্ম্মপ্রবৃত্তির বিরোধ উপস্থিত হইলে, এই সমস্ত শেষোক্ত প্রবৃত্তিকে প্রধান রূপে স্বীকার না করিয়া থাকা যায় না। অতএব, এমত স্থলে নিকৃষ্ট প্রবৃত্তিকে অনাদর করিয়া বুদ্ধিবৃত্তি ও ধর্ম্মপ্রবৃত্তির উপদেশ গ্রহণ করা সর্ব্বতোভাবে কর্ত্তব্য।

যদি অপত্যস্নেহ বুদ্ধিবৃত্তি ও ধর্ম্মপ্রবৃত্তির বশবর্ত্তী না থাকে, তাহা হইলে বিস্তর অনিষ্টোৎপত্তি হয়। যে মাতার প্রগাঢ় অপত্যস্নেহ থাকে, আর তাদৃশ বুদ্ধিবৃত্তি ও ধর্ম্মপ্রবৃত্তি না থাকে, তিনি অত্যন্ত স্নেহাসক্ত হইয়া স্বীয় সন্তানের সমুদায় মনোরথ পূর্ণ করিতে প্রবৃত্ত হন। হিতকারি বা অহিতকারি যে কোন বিষয় দ্বারা সন্তানের মনস্তুষ্টি জন্মে, তাহাই করিয়া থাকেন। এইরূপে, অনেকে সন্তানের অতিভোজনে, আলস্য বর্দ্ধনে ও পাপাচরণেও উৎসাহ দিয়া থাকেন। কিন্তু এ প্রকার ব্যবহার আমারদের সমুদায় বুদ্ধিবৃত্তি ও ধর্ম্মপ্রবৃত্তির বিরুদ্ধ। বুদ্ধিবৃত্তি দ্বারা নিরূপিত হয়, যে সন্তানের সমুদায় অশুভ বাসনা সিদ্ধ করিলে তাহার অসুস্থতা, অশিষ্টতা, উগ্রভাব প্রভৃতি অনিষ্ট উৎপাদন করা হয়। যদ্দ্বারা কাহারও ক্লেশ ও অনিষ্ট হয়, তাহা কদাপি উপচিকীর্ষা বৃত্তির অভিমত হইতে পারে না। নির্ব্বোধ বালকের অন্তঃকরণ অসৎ পথে চালনা করিলে তাহার প্রতি ন্যায়-বিরুদ্ধ ব্যবহার করা হয়, অতএব এরূপ আচরণ ন্যায়পরতা বৃত্তিরও সম্মত নহে।

পরম পিতা পরমেশ্বর আমারদিগকে শিশুর ভরণ পোষণ ও সাধ্যমত শুভোন্নতি করিবার ভারার্পণ করিয়াছেন, অতএব তাহার নিকৃষ্ট প্রবৃত্তি সমুদায়কে চরিতার্থ করা কদাপি তাঁহার অভিপ্রেত নহে; সুতরাং এরূপ আচরণ ভক্তিবৃত্তিরও সম্মত নহে। অতএব, এপ্রকার ব্যবহার যদিও অপত্যস্নেহের সম্পূর্ণ গ্রাহ্য, কিন্তু বুদ্ধিবৃত্তি ও ধর্ম্মপ্রবৃত্তির গ্রাহ্য নহে, সুতরাং পরমপিতা পরমেশ্বরের অভিপ্রেত নহে।

যদিও বুদ্ধিবৃত্তি ও ধর্ম্মপ্রবৃত্তি সর্ব্বাপেক্ষা প্রধান বৃত্তি, কিন্তু তাহারদেরও কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য বিধানার্থে নিকৃষ্টপ্রবৃত্তি সকলের সহায়তা আবশ্যক করে। বুদ্ধিবৃত্তি ও ধর্ম্মপ্রবৃত্তির সহিত প্রগাঢ় অপত্যস্নেহের সহযোগ থাকিলে, সন্তানকে যেরূপ যত্ন ও উৎসাহ পূর্ব্বক লালন পালন করা যায়, কেবল বুদ্ধিবৃত্তি ও ধর্ম্মপ্রবৃত্তি দ্বারা সেরূপ করা যায় না। অপরের অপেক্ষায় সন্তানের মঙ্গল সাধনে যে অধিক যত্ন হয়, তাহার এই কারণ।

অতএব, কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য বিবেচনা বিষয়ে এই নিয়মই সর্ব্বতোভাবে যুক্তিসিদ্ধ বোধ হইতেছে, যে সকল প্রকার মনোবৃত্তি পরস্পর মিলিত ও অবিরোধি থাকিয়া যেরূপ উপদেশ প্রদান করে, তদনুযায়ি ব্যবহারই বৈধ ব্যবহার, এবং তদ্বিরুদ্ধ ব্যবহারই অবৈধ। যে স্থলে নিকৃষ্ট প্রবৃত্তির সহিত বুদ্ধিবৃত্তি ও ধর্ম্মপ্রবৃত্তির বিরোধ হয়, সেস্থলে এই শেষোক্ত শ্রেষ্ঠবৃত্তি সমুদায়ের অনুমতি প্রতিপালন করাই শ্রেয়ঃ। এইরূপ ব্যবহারের নামই ধর্ম্ম ও পুণ্য। ধর্ম্ম ও পুণ্য কোন স্বতন্ত্র পদার্থ নহে। যেমন কতকগুলি ভিন্ন ভিন্ন লোমাবৃত চতুষ্পদ প্রাণির সাধারণ নাম পশু, এবং কতকগুলি ভিন্ন ভিন্ন পক্ষবিশিষ্ট দ্বিপদ প্রাণির সাধারণ নাম পক্ষী, সেইরূপ সমুদায় বৈধ কর্ম্মের সাধারণ নাম ধর্ম্ম ও পুণ্য। বৈধ কর্ম্মের সহিত ধর্ম্ম ও পুণ্যের কিছুমাত্র বিশেষ নাই। পরস্পর ঐক্যভাবাপন্ন সমুদায় মনোবৃত্তির অভিমত কার্য্যকে বৈধ কার্য্য বলে, তাহাকেই কর্ত্তব্য কহে, এবং তাহাকেই ধর্ম্ম ও পুণ্য বলিতে হয়। এতদ্দেশীয় পণ্ডিতদিগের এইরূপ সংস্কার আছে, যে সৎকর্ম্ম

করিলে ধর্ম্ম, পুণ্য বা সুকৃতি নামে এক স্বতন্ত্র পদার্থের উৎপত্তি হয়, ইহা নিতান্ত ভ্রান্তি-মূলক, কারণ তাহা প্রামাণিক নহে।

মনুষ্যের সমুদায় কর্ত্তব্য ভক্তি; উপচিকীর্ষা, ন্যায়পরতা এই তিন প্রবৃত্তিরই অভিমত তাহার সন্দেহ নাই; কিন্তু সকল ধর্ম্মপ্রবৃত্তিই যে সকল স্থলে পরস্পর সহকৃত হইয়া একত্র কার্য্য করে এমত নহে। তাহারা অনেক স্থলেই স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র কার্য্য করে, কিন্তু যদি কোন ধর্ম্মপ্রবৃত্তি আপন অধিকার অতিক্রম করিয়া অন্যান্য ধর্ম্মপ্রবৃত্তি ও বুদ্ধিবৃত্তির বিরুদ্ধাচরণ না করে, তবে তাহার কার্য্য সমস্ত ধর্ম্মপ্রবৃত্তির সম্মত হইয়া থাকে। যদি কোন ব্যক্তি সহসা নদীগর্ভে পতিত হয়, আর অন্য কোন দয়াশীল ব্যক্তি তৎক্ষণাৎ তাহা দেখিতে পান, এবং তাঁহার সন্তরণ করিবার সামর্থ্য থাকে, তবে তিনি স্বভাব-সিদ্ধ প্রগাঢ় উপচিকীর্ষার বশীভূত হইয়া তাহার উদ্ধারার্থে ধাবমান হইতে পারেন। সে সময়ে তিনি সে বিষয়ে পরমেশ্বরের অভিপ্রায় ও ন্যায়ান্যায় বিবেচনা না করিলেও না করিতে পারেন। কিন্তু যখন আমরা স্থিরচিত্তে বিচার করিয়া দেখি, তখন প্রতীতি হয়, একার্য্য যেমন উপচিকীর্ষাবৃত্তির অভিমত, সেইরূপ ন্যায়-সম্মত, যুক্তি-সিদ্ধ এবং পরমেশ্বরের অভিপ্রেত। অতএব, সমুদায় ধর্ম্মপ্রবৃত্তি ও বুদ্ধিবৃত্তি এ কার্য্যের বৈধতা স্বীকার করিতেছে। এইরূপ, সমুদায় ন্যায়যুক্ত কার্য্যই লোকের উপকারি এবং পরমেশ্বরের অভিপ্রেত, এবং যে যে কার্য্য পরম পূজনীয় পরমেশ্বরের যথার্থ অভিপ্রেত, সুতরাং ভক্তিবৃত্তির অভিমত, তাহা উপচিকীর্ষা ও ন্যায়পরতারও সম্মত, তাহার সন্দেহ নাই। অতএব, এক ধর্ম্মপ্রবৃত্তি আপন অধিকার অতিক্রম না করিয়া যে কার্য্যে প্রবৃত্তি প্রদান করে, তাহা স্বভাবতই অন্যান্য ধর্ম্মপ্রবৃত্তির অভিমত হইয়া থাকে। আর বিবেচনা করিয়া দেখিলে জানা যায়, যে নিকৃষ্ট প্রবৃত্তিরও যে সকল ন্যায্য প্রযোজন, এরূপ কার্য্য তাহার বিরোধী নয়, অএবত ইহা নিকৃষ্ট প্রবৃত্তিরও বিরুদ্ধ নহে।

বুদ্ধি ও ধর্ম্মপ্রবৃত্তি সকল স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র কার্য্য করিলে সকল স্থলে দোষ হয় না বটে, কিন্তু এক বৃত্তির উপর নির্ভর করিয়া চলিলে পদে পদে ভ্রম হইবার সম্ভাবনা। পূর্ব্বেই লিখিত হইয়াছে, উপচিকীর্ষা বৃত্তির সহিত বুদ্ধি ও ন্যায়পরতার সহযোগ না থাকিলে অপাত্রে দান, অতিব্যয়শীলতা প্রভৃতি নানা দোষ ঘটিতে পারে। বুদ্ধিবৃত্তি মার্জ্জিত না হইলে, ভক্তিবৃত্তি সৃষ্ট ও মনঃকল্পিত বস্তুর উপাসনায় প্রবৃত্ত হয়।

অতএব কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য নিরূপণ বিষয়ে এই পূর্ব্বোক্ত নিয়ম অবলম্বন করাই শ্রেয়ঃ; যে সমুদায় মনোবৃত্তি পরস্পর মিলিত ও অবিরোধি থাকিয়া যেরূপ উপদেশ প্রদান করে, তাহাই কর্ত্তব্য, এবং তদ্বিরুদ্ধ ব্যবহার অকর্ত্তব্য। যেস্থলে নিকৃষ্ট প্রবৃত্তির সহিত বুদ্ধিবৃত্তি ও ধর্ম্মপ্রবৃত্তির বিরোধ হয়, সেস্থলে শেষোক্ত প্রধান বৃত্তিদিগের অনুগামী হইয়া কার্য্য করা উচিত। কিন্তু সকলের সকল বৃত্তি সমান নহে, কাহারও কাম ও জিঘাংসা সর্ব্বাপেক্ষা প্রবল, কাহারও অর্জ্জনস্পৃহা সর্ব্বাপেক্ষা বলবতী, কাহারও বা ভক্তি ও উপচিকীর্ষা সর্ব্বাপেক্ষা তেজস্বিনী। ইহাতে সকল বিষয়ে সকলের সমান ভাব ও সমান অভিপ্রায় হওয়া সুকঠিন। অতএব, যাঁহারদের মানসিক বৃত্তি সকল স্বভাবতঃ তেজস্বি ও পরস্পর সমঞ্জসীভূত থাকে, এবং নানা প্রকার ভৌতিক ও মানসিক বিদ্যানুশীলন দ্বারা উত্তম রূপে মার্জ্জিত হয়, তাঁহাদের মনোবৃত্তি সমুদায় পরস্পর অবিরোধি ও মিলিত থাকিয়া যেরূপ উপদেশ প্রদান করে, তাহাই গ্রহণ করা শ্রেয়ঃ।

এইরূপে যে সমস্ত কর্ত্তব্য অবধারিত হয়, তাহারই নাম ধর্ম্ম ও পুণ্য, তাহাই জগদীশ্বরের সাক্ষাৎ আজ্ঞা, এবং তাহাই একান্ত যত্ন ও প্রগাঢ় শ্রদ্ধা সহকারে সম্যক্‌রূপে পালন করা কর্ত্তব্য। এইরূপ ব্যবহারকে সাধু ব্যবহার বলে, এইরূপ অনুষ্ঠান করিলে অন্তঃকরণ প্রসন্ন ও পবিত্র থাকে, এবং এইরূপ আচরণ দ্বারা পরম পিতা পরমেশ্বরের প্রতি যথার্থ প্রীতি প্রকাশ পায়।

উপাসক-সম্প্রদায়

সাধ

সাধ সম্প্রদায়ি লোকে এক মাত্র বিশ্বস্রষ্টার উপাসনা করে, এবং কতকগুলি নির্দ্দিষ্ট নীতি অনুসারে ব্যবহার করিতে সঙ্কল্প করিয়া থাকে। ইহারা সেই সমুদায় ব্যবহারকে সাধু ব্যবহার জ্ঞান করে, একারণ আপনারদিগকে সাধ অর্থাৎ সাধু বলিয়া পরিচয় দেয়।

এই প্রকার ইতিহাস আছে, যে ১৬০০ সম্বতে অথবা তাহার কিঞ্চিৎ অগ্র পশ্চাৎ বীরভান নামে এক ব্যক্তি উদয় দাসের নিকট উপদেশ প্রাপ্ত হইয়া তদনুসারে এই সাধ সম্প্রদায় সংস্থাপন করেন। এবিষয়ে যে সকল অন্যান্য যুক্তি-বিরুদ্ধ উপাখ্যান প্রচলিত আছে, তাহা আর সবিশেষ লিখিবার প্রয়োজন নাই। বীরভান দিল্লী প্রদেশীয় নার্নুল নগরের নিকটবর্ত্তি ব্রিঝসর গ্রামে বাস করিতেন।

বীরভান স্বীয় গুরুর সন্নিধানে হিন্দী ভাষায় শব্দ ও শাখি ছন্দে উপদেশ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। সাধেরা তাহা সঙ্কলন করিয়া রাখিয়াছে, এবং সভাতে পাঠ করিয়া থাকে। তাহার সারসংগ্রহ স্বরূপ আদি-উপদেশ নামক গ্রন্থে পশ্চাল্লিখিত দ্বাদশ অনুমতি সঙ্কলিত আছে।

১—একমাত্র অদ্বিতীয় পরমেশ্বরকে স্বীকার কর। তিনি তোমাকে সৃষ্টি করিয়াছেন এবং নষ্ট করিতে পারেন। তাঁহার অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ আর কেহই নহে। অতএব কেবল তাঁহারই উপাসনা করা কর্ত্তব্য; মৃত্তিকা, প্রস্তর, ধাতু, কাষ্ঠ, বৃক্ষ প্রভৃতি অন্য কোন সৃষ্ট পদার্থের উপাসনা করা কর্ত্তব্য নহে। কেবল এক জগদীশ্বর আছেন, এবং তাঁহার কথা আছে। যে ব্যক্তি অসত্য আলোচনা করে ও অসত্য অনুষ্ঠান করে, সে পাপ কর্ম্ম করে, এবং যে পাপ কর্ম্ম করে, সে নরকগামী হয়।

২—শিষ্ট ও নম্র হও, সংসারে আসক্ত হইও না। প্রগাঢ় শ্রদ্ধা পূর্ব্বক স্বধর্ম্ম পালনে প্রবৃত্ত থাক, বিধর্ম্মির সহিত বাক্যালাপ পরিত্যাগ কর, বিধর্ম্মির অন্ন ভক্ষণ করিও না।

৩—অসত্য কথন পরিত্যাগ কর। কি জল কি স্থল, কি বৃক্ষ কি জীব, কোন বস্তুর নিন্দা কাহারও নিকটে কোন সময়ে করিও না। পরমেশ্বরের প্রশংসা বিষয়ে রসনাকে নিযুক্ত রাখ। কি অর্থ, কি ভূমি, কি পশু, কি পশুর খাদ্য কোন বস্তু হরণ করিও না। অন্যের ধনে ও আপন ধনে বিশেষ করিয়া জানিবে, এবং আপনার যাহা কিছু আছে তাহাতে তৃপ্ত থাকিবে। কদাপি অনিষ্ট কল্পনা করিও না। কি পুরুষ, কি স্ত্রী, কি নৃত্য, কি বাহ্য শোভা, কি অন্যান্য অন্যায্য বিষয় কোন বস্তুর উপরে চক্ষুকে স্থির করিয়া রাখিও না।

৪—অসৎ কথায় শ্রুতি পাত করিও না। ঈশ্বর ব্যতিরিক্ত আর কাহারও স্তুতিবাদ শ্রবণ করিও না। উপকথা, বৃথা গল্প, পরনিন্দা, এবং ধর্ম্মসঙ্গীত ভিন্ন অন্য কোন প্রকার গীত বাদ্যে কর্ণপাত করিও না। মনই ধর্ম্ম সঙ্গীতের বাদ্য যন্ত্র স্বরূপ।

৫—কি দেহ, কি অর্থ, কোন বিষয়ের কোন বস্তুতে লোভ করিও না, এবং অন্যের ধন হরণ করিও না। পরমেশ্বরই সকলকে সকল বস্তু বিতরণ করেন। তাঁহাকে যেরূপ শ্রদ্ধা করিবে, তদনুরূপ ফল প্রাপ্ত হইবে।

৬—যখন কেহ জিজ্ঞাসিবে তুমি কে? তখন কহিবে, আমি সাধ। জাতির প্রসঙ্গ করিও না, বাদানুবাদে প্রবৃত্ত হইও না, স্বীয় ধর্ম্মে দৃঢ়রূপ বিশ্বাস রাখিও, মনুষ্যের উপর আশা করিও না।

৭—শুভ্র বস্ত্র পরিধান করিও। রঙ্, কজ্জল, মঞ্জন, মেদী এসমস্ত ব্যবহার করিও না, ললাট প্রভৃতি কোন অঙ্গে তিলক ধারণ করিও না, এবং মালা, জপ-মালা ও রত্নালঙ্কার ধারণ করিও না।

৮—মাদক দ্রব্য ভক্ষণ করিও না। তাম্বূল চর্ব্বণ, সুগন্ধ গ্রহণ ও তাম্রকুটের ধূম পান করিও না। অহিফেন ভক্ষণ ও তাহার আঘ্রাণও গ্রহণ করিও না। হস্ত উত্তোলন করিও না এবং মনুষ্য ও পুত্তলিকার সমক্ষে মস্তক নত করিও না।

৯—জীবের জীবন নষ্ট করিও না, কাহারও দেহে আঘাত করিও না, বল পূর্ব্বক

কোন দ্রব্য গ্রহণ করিও না, এবং যাহাতে দুর্গতি হয় এমন সাক্ষ্য প্রদান করিও না।

১০—এক এক পুরুষ এক এক স্ত্রীকে এবং এক এক স্ত্রী এক এক স্বামিকে বিবাহ করিবেক। স্ত্রীর উচ্ছিষ্ট ভোজন করা পুরুষের কর্ত্তব্য নহে, কিন্তু স্ত্রীর যদি পুরুষের উচ্ছিষ্ট ভোজন করিবার প্রথা থাকে, তবে তাহা অকর্ত্তব্য নহে। স্বামির বশীভূত থাকা স্ত্রীর পক্ষে বিধেয়।

১১—সন্ন্যাসির বেশ ধারণ, যাচ্ঞা ও দান পরিগ্রহ করিও না। কুহকিদিগের কুহকে ভীত হইও না, এবং আপনিও তাহা অবলম্বন করিও না। অগ্রে জ্ঞাত হও, তবে বিশ্বাস করিও। সাধুদিগের সমাজই তীর্থ-স্থান, তদ্ভিন্ন অন্য তীর্থ-স্থান নাই। কোন্ কোন্ ব্যক্তি সাধু, তাহা অগ্রে অবগত হও, পরে তাহারদিগকে সাধু সম্বোধন করিও।

১২—বার, তিথি, মাস এবং পশু পক্ষির স্বর ও আকার অনুসারে শুভাশুভ গণনা করা সাধের পক্ষে উচিত নহে। তাঁহার কেবল ঈশ্বরের অভিপ্রায় অনুসন্ধান করাই কর্ত্তব্য।

সাধদিগের সাম্প্রদায়িক গ্রন্থে নানা প্রকারে এই সকল বিষয়ের পুনঃ পুনঃ উল্লেখ আছে, কিন্তু তৎসমুদায়ের তাৎপর্য্য এইরূপ। সাধুদিগের ধর্ম্ম কবীর নানক প্রভৃতি একেশ্বরবাদিদিগের ধর্ম্মানুসারে সঙ্কলিত হইয়া থাকিবেক। জগতের স্বভাব, অনিত্য নিকৃষ্ট দেবতাদিগের অস্তিত্ব ও অবতার, উপাসনার চরম ফল এসমস্ত বিষয়ে হিন্দুদিগের সহিত সাধদিগের বিভিন্নতা নাই। তাহারাও সংসার অতিক্রম করাকে মুক্তি কহে।

তাহারা উপাসনার্থে মন্দির প্রতিষ্ঠা করে না, নিরূপিত সময়ে গৃহ মধ্যে অথবা তাহার সমীপবর্ত্তি কোন নির্দ্দিষ্ট স্থানে সমাগত হইয়া ঈশ্বরের উপাসনা করে। শুনা গিয়াছে, পূর্ণিমার দিবসে তাহারদের সমাজ হইয়া থাকে। তৎকালে স্ত্রীপুরুষ সকলে যথা সাধ্য কিঞ্চিৎ কিঞ্চিৎ খাদ্য দ্রব্য সঙ্গে লইয়া নির্দ্দিষ্ট স্থানে উপস্থিত হয়, এবং তথায় নানা প্রকার কথা প্রসঙ্গে ও কোন সাধারণ বিষয়ের বিচারে দিন যাপন করে। সায়ংকালে পান ভোজন সমাপন করিয়া বীরভান, অথবা তদীয় গুরু, অথবা দাদু, নানক, বা কবীর প্রণীত পদাদি পাঠে রাত্রি যাপন করে।

তাহারা পরমেশ্বরকে সৎনাম কহে, এ কারণ তাহারদের আর একটি নাম সৎনামি। কিন্তু তদনুরূপ আর এক সম্প্রদায় আছে; তাহারদেরই প্রসিদ্ধ নাম সৎনামি।

দিল্লী, আগরা, জয়পুর ও ফরক্কাবাদে অনেক সাধের বসতি আছে, বিশেষতঃ ফরক্কাবাদের সমীপবর্ত্তি সাধোয়ারা নামক শাখানগরে বহু সাধের নিবাস। শুনা গিয়াছে, মের্জাপুরে এবং তদপেক্ষাও দক্ষিণ প্রদেশে কতকগুলি অবস্থিতি করে। ফলতঃ ইহারদিগের সংখ্যা তাদৃশ অধিক নহে, এবং তন্মধ্যে অনেকেই ইতর লোক।

বিজ্ঞাপন

যাঁহারা তত্ত্ববোধিনী সভার সভ্য হইবার মানস করেন, তাঁহারা পত্র দ্বারা জানাইবেন।

শ্রীনৃপেন্দ্রনাথ ঠাকুর।
সম্পাদক।

বিজ্ঞাপন

যে সকল সভ্য মহাশয়েরা নিয়মিত রূপে পত্রিকাদি প্রাপ্ত না হয়েন, তাঁহারা পত্র দ্বারা অবগত করিবেন।

শ্রীনৃপেন্দ্রনাথ ঠাকুর।
সম্পাদক।

বিজ্ঞাপন

পঞ্চদশী পুস্তক প্রস্তুত হইয়াছে, তাহার মূল্য ৬ টাকা। যাঁহার প্রয়োজন হয় মূল্য প্রেরণ করিলে প্রাপ্ত হইবেন।

শ্রীআনন্দচন্দ্র বেদান্তবাগীশ

☞ এই তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা কলিকাতা মহানগরে যোড়াসাঁকোস্থিত তত্ত্ববোধিনী সভার কার্য্যালয় হইতে প্রতিমাসে প্রকাশিত হয়।—ইহার মূল্য এক টাকা। ১ আষাঢ় রবিবার সম্বৎ ১৯০৯। কলিগতাব্দঃ ৪৯৫৩।

সভা প্রবেশ মাস হইতে তত্ত্ববোধিনী সভার প্রতি সভ্য প্রতি মাসে এই পত্রিকার এক খণ্ড বিনা মূল্যে প্রাপ্ত হয়েন।

611
শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ দত্ত।
নং মসজিদবাড়ী ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

একমেবাদ্বিতীয়ং

দ্বিতীয় ভাগ
১০৮ সংখ্যা
শ্রাবণ ১৭৭৪ শক

তৃতীয় কল্প — তৃতীয় কল্প

তত্ত্ববোধিনীপত্রিকা

অপরা ঋগ্বেদোযজুর্ব্বেদঃ সামবেদোথর্ব্ববেদঃ শিক্ষা কল্পোব্যাকরণং নিরুক্তং ছন্দোজ্যোতিষমিতি।
অথ পরা যযা তদক্ষরমধিগম্যতে ॥

তস্মিন্ প্রীতিস্তস্য প্রিয়কার্য্যসাধনঞ্চ তদুপাসনমেব।

ধর্ম্মনীতি

১০৭ সংখ্যক পত্রিকার ৩৪ পৃষ্ঠার পর

ধর্ম্মাধর্ম্ম জ্ঞান যে আমারদের স্বভাবসিদ্ধ, ইতি পূর্ব্বে তাহা স্পষ্টরূপে প্রদর্শিত হইয়াছে। সমুদায় মনোবৃত্তি পরস্পর মিলিত ও অবিরোধি থাকিয়া যে প্রকার ব্যবহার করিতে উপদেশ দিয়া থাকে, তাহাই কর্ত্তব্য এবং তদ্বিরুদ্ধ ব্যবহার অকর্ত্তব্য। কিন্তু যদি পাপ, পুণ্য, জ্ঞান মনুষ্যের প্রকৃতিসিদ্ধ হইল, তবে এবিষয়ে মতামত ও বাদানুবাদ হইবার কারণ কি? সমুদায় মনুষ্যের এক প্রকার স্বভাব, অতএব, যে বিষয় আমারদের স্বভাব-সিদ্ধ, সে বিষয়ে সকল মনুষ্যেরই এক রূপ অভিপ্রায় হইতে পারে। কিন্তু ইহার বিপরীত ভাব সর্ব্বত্র দৃষ্টি করা যাইতেছে। এক ব্যক্তি যে কর্ম্ম নিতান্ত নিন্দনীয় জ্ঞান করেন, অন্য ব্যক্তি তাহা অত্যন্ত প্রশংসনীয় ও পরম পবিত্র বোধ করেন। এক জাতীয় লোকে যে প্রকার ব্যবহার বিষম বিগর্হিত বলিয়া নিন্দা করে, অন্য জাতীয় লোকে তাহা অতিশয় শ্রেয়স্কর কার্য্য বোধ করিয়া অনুষ্ঠান করিয়া থাকে। কত দেশে কত প্রকার পরস্পরবিরুদ্ধ দেশাচার প্রচলিত আছে তাহার সংখ্যা করা সুকঠিন। এক মানবজাতি হইতে এরূপ পরস্পর বিপরীত অভিপ্রায় উৎপন্ন হইবার কারণ কি, তাহা বিবেচনা করা সর্ব্বতোভাবে কর্ত্তব্য।

প্রথমতঃ।—ইতঃপূর্ব্বে উল্লেখ করা গিয়াছে, যে সকল লোকের সকল বৃত্তি সমান নহে; কাহারও অধিক বুদ্ধি, কাহারও অল্প বুদ্ধি; কাহারও অধিক দয়া, কাহারও অল্প দয়া, কাহারও এক রিপু প্রবল, কাহারও অন্য রিপু প্রবল। কোন বৃত্তি অত্যন্ত বলবতী থাকিলে, তদ্দ্বারা ধর্ম্মাধর্ম্ম বিবেচনার কিছু না কিছু ব্যতিক্রম ঘটিতেই পারে। যাহার উপচিকীর্ষাবৃত্তি অত্যন্ত প্রবল, কিন্তু ভক্তিবৃত্তি সর্ব্বাপেক্ষা দুর্ব্বল, পরোপকার সাধন করা তাহার যাদৃশ কর্ত্তব্য বোধ হইবে, পরমেশ্বরের শ্রবণ মনন করা তাদৃশ আবশ্যক বোধ হইবে না। আর যে ব্যক্তির ভক্তিবৃত্তি সর্ব্বাপেক্ষা প্রবল, কিন্তু উপচিকীর্ষা ও ন্যায়পরতা সর্ব্বাপেক্ষা দুর্ব্বল, পরমেশ্বরের অথবা কোন মনঃকল্পিত উপাস্য দেবতার জপ, স্তুতি, ধ্যান ও ধারণায় তাহার যাদৃশ শ্রদ্ধা ও উৎসাহ জন্মে, যথা নিয়মে সাংসারিক কর্ম্ম নির্ব্বাহে ও জন সমাজের শ্রীবৃদ্ধি সাধনে তাদৃশ জন্মে না। কাম, অপত্যস্নেহ, আসঙ্গলিপ্সা ও বিবৎসা প্রবৃত্তি প্রবল থাকিলে সংসারাশ্রমে অবস্থিতি করা যেরূপ আবশ্যক বোধ হয়, এ সমস্ত বৃত্তি নিস্তেজ হই-

লে সেরূপ না হইতে পারে। বোধ হয়, যাঁহারদের এই সমুদায় বৃত্তি অত্যন্ত দুর্ব্বল, এবং ভক্তি ও কৌতূহল-জনক কোন কোন বুদ্ধিবৃত্তি অতিশয় প্রবল, তাঁহারাই সন্ন্যাসাশ্রম গ্রহণ করিতে উপদেশ দিয়া থাকিবেন। যে সমস্ত শাস্ত্রকারেরা ক্রিয়া বিশেষে বলিদান, সুরাপান ও পরস্ত্রী গমনের বিধি দিয়াছেন, তাঁহারদের কাম জিঘাংসাদি নিকৃষ্ট প্রবৃত্তি বলবতী ছিল তাহার সন্দেহ নাই।

দ্বিতীয়তঃ।—বুদ্ধি দোষেও অনেকানেক অবিহিত কর্ম্ম বিহিত বোধ হয়, এবং বিহিত কর্ম্মও অবিহিত বোধ হয়। পরম কারুণিক পরমেশ্বরের নিয়ম সমুদায় প্রতিপালন করা যে কর্ত্তব্য ইহা সর্ব্ববাদি-সম্মত; কিন্তু বুদ্ধিবৃত্তি পরিচালন করিয়া সেই সমুদায় নিয়ম নিরূপণ করিতে হয়। তাতার দেশীয় লোকেরা বিদেশীয় লোকদিগকে পরম শত্রু জ্ঞান করে, একারণ তাহারা বিদেশীয়দিগের অর্থাপহরণ ও প্রাণ সংহার করা শ্লাঘার বিষয় বোধ করিয়া থাকে। কিন্তু ইহাতে এমত বিবেচনা করা উচিত নহে, যে তাহারদের উপচিকীর্ষা ও ন্যায়পরতা বৃত্তি মূলেই নাই। যদি তাহারদিগকে এরূপ দেখিয়া দেওয়া যায়, যে কোন জাতীয় লোক তাহারদের বৈরি নহে, সকল লোকে তাহারদিগকে মিত্র জ্ঞান করিয়া তাহারদের হিতাকাঙ্ক্ষা করিয়া থাকে, এবং পরে যদি জিজ্ঞাসা করা যায়, যে বিদেশীয় লোক মাত্রেরই ধন প্রাণ হরণ করা কর্ত্তব্য কি না, তবে তাহারা কোন ক্রমে ইহা বিহিত বলিয়া স্বীকার করিবেক না। অতএব, তাহারদের বুদ্ধিবৃত্তি মার্জিত না হওয়াতেই এই বিষম দোষাকর কুসংস্কারের উৎপত্তি হইয়াছে।

নর-হত্যা ও আত্ম-হত্যা যে মহা পাপ, তাহা এতদ্দেশীয় অপর সাধারণ সকল লোকেরই বিশিষ্টরূপ বিদিত আছে। কিন্তু ইহাঁরা শাস্ত্র বিশেষের প্রমাণানুসারে সতীর সহমরণ ও নরবলি প্রদান এই দুই বিষম বিগর্হিত ব্যাপার স্বর্গ-সাধন বলিয়া উপদেশ প্রাপ্ত হইয়া আসিয়াছেন, এবং বহু কাল পর্য্যন্ত তদনুযায়ি ব্যবহার করিয়া পাপ-কলঙ্কে কলঙ্কিত হইয়াছেন। কিন্তু বুদ্ধিবৃত্তি মার্জিত হইলে জানিতে পারা যায়, যে যে গ্রন্থে এই দুই বিষয়ের বিধি আছে, তাহা ভ্রমপ্রমাদে পরিপূর্ণ, তাহার অনেকানেক অভিপ্রায় নিতান্ত যুক্তি-বিরুদ্ধ, বিশেষতঃ এই দুই দুষ্ক্রিয়ার বিধি সর্ব্বাপেক্ষা নিন্দনীয়। আমারদের সমুদায় ধর্ম্মপ্রবৃত্তি বুদ্ধিবৃত্তির সহকৃত হইয়া উভয় কর্ম্মকেই দারুণ দুষ্কর্ম্ম বলিয়া স্বীকার করে। বাস্তবিকও, রাজা রামমোহন রায় অসাধারণ বুদ্ধিবলে সহমরণ বিষয়ক বিধির অবৈধতা স্থাপন করিয়া রাজ-সহায়তা গ্রহণ পূর্ব্বক তাহা রহিত করিয়া দিয়াছেন।

এতদ্দেশীয় লোকে গঙ্গাজল স্পর্শ পূর্ব্বক সাক্ষ্য দান করা দারুণ দুর্গতি-জনক গর্হিত কর্ম্ম বলিয়া বিশ্বাস করেন, এনিমিত্ত সাক্ষ্য প্রদান করিতে কোন মতেই সম্মত হন না, এবং কাল ক্রমে এপ্রকার প্রগাঢ় কুসংস্কার জন্মিয়া গিয়াছে, যে এখন গঙ্গাজল স্পর্শের রীতি রহিত হইয়াছে, তথাপি সাক্ষ্য দিতে স্বীকৃত হন না। যে শাস্ত্রে গঙ্গাজল স্পর্শের প্রতিষেধ আছে, তাহাকে অভ্রান্ত জ্ঞান করাতেই এই দারুণ দোষাকর দেশাচারের উৎপত্তি হইয়াছে। কিন্তু যিনি নানা প্রকার ভৌতিক ও মানসিক নিয়ম পর্য্যালোচনা পূর্ব্বক বুদ্ধিবৃত্তিকে মার্জিত করিয়াছেন, তিনি নিশ্চিত জানেন, যে সাক্ষী হইয়া যথাশ্রুত যথাদৃষ্ট যথার্থ কথা কহিতে কিছু মাত্র দোষ নাই, বরং দুষ্ট দমন ও শিষ্ট পালনার্থে সাক্ষ্য দান করা সম্পূর্ণ বিধেয় ও সর্ব্বতোভাবে শ্রেয়স্কর। সত্য কথা কহিয়া দোষির দোষ ও নির্দ্দোষের নির্দ্দোষতা সপ্রমাণ করিয়া দেওয়া যে উচিত, ইহা অপর সাধারণ সকলেরই বিদিত আছে তাহার সন্দেহ নাই। তবে এতদ্দেশীয় লোকে বুদ্ধি দোষে গ্রস্ত বিশেষকে অভ্রান্ত স্বীকার করাতে, এপ্রকার বৈপরীত্য ঘটিয়াছে।

রোগ বা বিপদ্ উপস্থিত হইলে লোকে তৎ প্রতীকার প্রার্থনায় জপ, স্তুতি, স্বস্ত্যয়ন ও মানসিক করিয়া থাকে। কিন্তু নানা প্রকার ভৌতিক, শারীরিক ও মানসিক বিদ্যা

অধ্যয়ন পূর্ব্বক পরমেশ্বর-প্রতিষ্ঠিত নিয়ম প্রণালীর বিষয় পর্য্যালোচনা করিয়া দেখিলে নিশ্চিত প্রতীতি হয়, যে পরমেশ্বর মনুষ্যের ন্যায় কাহারও স্তবে ও উপহারে তুষ্ট হইয়া আপনার সংস্থাপিত ব্যবস্থার অতিক্রম করেন না। তিনি যে বিষয়ে যে নিয়ম নির্দ্দিষ্ট করিয়া রাখিয়াছেন, তদনুসারে রোগ শান্তি ও বিপদুদ্ধারের চেষ্টা করা ব্যতিরেকে আর উপায়ান্তর নাই। লোকে বুদ্ধি-দোষে পরমেশ্বরকে মনুষ্যবৎ বিকারবিশিষ্ট জ্ঞান করাতেই এপ্রকার কুসংস্কার উৎপন্ন হইয়াছে।

কোন কোন কর্ম্মে কিছু কিছু দোষও আছে, এবং কতক কতক গুণও আছে। যিনি তাহার দোষ-ভাগ মাত্র দৃষ্টি করেন, তিনি তাহাকে গর্হিত জ্ঞান করেন; এবং যিনি গুণ-ভাগ মাত্র দৃষ্টি করেন, তিনি তাহাকে বিহিত বলিয়া অঙ্গীকার করেন। অল্প বয়সে পুত্রের বিবাহ দেওয়া উচিত কি না এ প্রস্তাব উত্থাপিত হইলে, এতদ্দেশীয় লোকে, বিশেষতঃ স্ত্রীলোকে, এই প্রকার বিবেচনা করিয়া থাকেন,যে যদ্দ্বারা অবিলম্বে স্নেহাস্পদ পুত্র-বধূর মুখ-চন্দ্র দর্শন করিয়া অতিশয় আহ্লাদিত হওয়া যায়, এবং পুত্রবধূ গৃহে আসাতে গৃহ কর্ম্মের বিস্তর সাহায্য প্রাপ্ত হওয়া যায, তাহা পরম সুখের বিষয়, অতএব অবশ্য কর্ত্তব্য। কিন্তু দূরদর্শি বিজ্ঞ ব্যক্তিরা বিবেচনা করেন, পুত্র-বধূর মুখাবলোকন সুখজনক বটে, কিন্তু বালক বালিকা পরস্পর উদ্বাহ-সূত্রে সংযুক্ত হইলে পরস্পরের মর্য্যাদা জানিতে পারে না, এবং কাহার কিরূপ চরিত্র তাহাও অবগত হইতে সমর্থ হয় না; অতএব তাহারদের পরস্পর প্রণয় সঞ্চার হওয়া দুর্ঘট। বিশেষতঃ, পরস্পর বিরুদ্ধ-স্বভাবাক্রান্ত হইলে সর্ব্বদা কলহ ঘটনা হইয়া যাবজ্জীবন অসুখে কাল যাপন করিতে হয়। আর যদি অল্প বয়সে, অর্থাৎ শরীরের পূর্ণাবস্থা প্রাপ্তি না হইতে হইতে, সন্তান উৎপন্ন হয়, তবে সে সন্তান দুর্ব্বল, জীর্ণ ও রোগার্হ হয়, এবং অল্পবয়সে কাল-গ্রাসে প্রবিষ্ট হইয়া অত্যাচারি পিতা মাতাকে শোকাকুল করিয়া যায়। তদ্ভিন্ন, যদি বিবাহিত পুত্র অল্প কালে ভারগ্রস্ত হইয়া রীতিমত বিদ্যা ও বিষয়-কর্ম্ম শিক্ষার্থে অবসর না পায়, এবং অক্ষম ও অকৃতী হইয়া সংসার নির্ব্বাহার্থে পর্য্যাপ্ত অর্থ উপার্জ্জন করিতে অসমর্থ থাকে, তবে দারুণ দৈন্য দশায় পতিত হইয়া চির জীবন যৎপরোনাস্তি ক্লেশ ভোগ করে। অতএব, অল্প বয়সে বিবাহ প্রদানে দোষের ভাগই অধিক। যাহাতে এই সমস্ত বিষম সঙ্কট উপস্থিত হইবার সম্ভাবনা, তাহা কোন মতে আমারদের উপচিকীর্ষা ও ন্যায়পরতার অভিমত হইতে পারে না, সুতরাং তাহা কোন ক্রমেই পরমেশ্বরের অভিপ্রেত নহে। বালক-বিবাহের যৎকিঞ্চিৎ যাহা গুণবৎ আভাস পায়, তাহাই লক্ষ্য করিয়া দোষ সমুদায়ের প্রতি দৃষ্টি না রাখাতে, এতদ্দেশীয় লোকে বালক পুত্রের বিবাহ দিয়া থাকেন। অন্যান্য নানা দেশে যে সকল কুপ্রথা প্রচলিত আছে, তাহারও অনেক এই প্রকারে উৎপন্ন হইয়াছে।

তৃতীয়তঃ।—যেমন দুই জনের মুখশ্রী সমান নহে, সেইরূপ মনুষ্যের দুটি কর্ম্ম ও পরস্পর তুল্য নহে। আমরা যেমন কতকগুলি এক প্রকার জন্তুকে পশু, পক্ষী, পতঙ্গ অথবা অন্য কোন সংজ্ঞা দিয়া থাকি, সেইরূপ কতক গুলি এক প্রকার ভিন্ন ভিন্ন ক্রিয়াকে এক শ্রেণীতে গণিত করিয়া সত্য,ক্ষমা, দান, চৌর্য্য প্রভৃতি আখ্যা প্রদান করি। ইহার মধ্যে দান, ক্ষমা, সত্য প্রভৃতি কয়েক জাতীয় কর্ম্মকে বৈধ এবং অন্য কয়েক জাতীয় কর্ম্মকে অবৈধ বলিয়া জানি। কিন্তু এক জাতীয় সমুদায় সৎকর্ম্মের সমান গুণ নহে, এবং এক জাতীয় সকল কুকর্ম্মেরও সমান দোষ নহে। কাহাকেও দান করিতে দেখিলে সকলে তাঁহার প্রতিষ্ঠা করিয়া থাকেন; কিন্তু যেস্থলে দান করিলে, কাহারও আলস্য বৃদ্ধি অথবা কোন কুকর্ম্মে বা কুপ্রথায় উৎসাহ প্রদান করা হয়, সেস্থলে দান করা কোন ক্রমে বিহিত নহে। ঋণ পরিশোধ না করিয়া যথেচ্ছা অর্থ দান করা কোনমতেই উচিত নহে। স্থল বিশেষে ক্ষমা করা ভাল বটে, কিন্তু বিচারা-

সনে উপবিষ্ট হইয়া যথা বিধানে দোষির দণ্ড না করা এবং যেস্থলে ক্ষমা করিলে লোকের উপর উপদ্রব বৃদ্ধি হয়, সেস্থলে ক্ষমা করা কদাপি কর্ত্তব্য নহে। কেহ কেহ হিতাহিত বিবেচনা না করিয়া এ প্রকার স্থলেও দানাদি করা পুণ্যজনক বোধ করেন। এইরূপ, এক জাতীয় সমুদায় কর্ম্মকে সমান জ্ঞান করাতেও, অনেক ভ্রম ঘটিবার সম্ভাবনা।

চতুর্থতঃ।—আমরা যাহাকে স্নেহ, প্রীতি বা ভক্তি করিয়া থাকি, তাহার চরিত্রের বিষয় পর্য্যালোচনা করিবার সময়ে দোষকে লঘু ও গুণকে গুরু করিয়া বোধ হয়। স্নেহপাত্র, প্রেমাস্পদ ও ভক্তি-ভাজনকে স্মরণ হইবামাত্র অন্তঃকরণ স্নেহ, প্রীতি ও ভক্তি রসে আর্দ্র হইয়া এ প্রকার পক্ষপাত উপস্থিত হয়, যে তাহারদিগের দোষ-ভাগকে দোষ বলিয়াই স্বীকার করিতে প্রবৃত্তি হয় না। তাহারদের দোষের প্রতি আমারদের দৃষ্টিই থাকে না;—তাহারদের সমুহ দোষ আমারদের প্রীতি রূপ অগাধ সমুদ্রে নিমগ্ন হইয়া থাকে। মিত্রেরা যে মিত্র পক্ষের দোষ দৃষ্টি করিতে অসমর্থ, তাহার এই কারণ। প্রত্যুত, শত্রুকে স্মরণ হইলে দ্বেষানল প্রবল ও ক্রোধানল প্রজ্বলিত হইয়া উঠে, এবং তদ্দ্বারা তাহার সমুহ গুণ বিস্মৃত হইয়া তিল প্রমাণ দোষ তাল প্রমাণ বোধ হয়। তাহার দোষের প্রতিই আমারদের দৃষ্টি থাকে, এবং তাহার প্রতি এরূপ শাত্রব ভাবের আবির্ভাব হয়, যে সমুহ গুণকে গুণ বলিয়া অঙ্গীকার করিতে প্রবৃত্তি হয় না। এ কারণ, অনেকানেক স্থলে শত্রুরা যেমন যথার্থ দোষ নিরূপণ করিয়া মিত্রবৎ কার্য্য করে, মিত্র পক্ষ হইতে সেরূপ হওয়া সুকঠিন। শত্রু বা মিত্র ঘটিত কোন বিষয় বিচার করিতে হইলে, বিচারকদিগকে পক্ষপাত রূপ গুরুতর দোষে পতিত হইবার সম্ভাবনা।

আমারদের ধর্ম্মাধর্ম্ম জ্ঞান স্বভাব-সিদ্ধ হইলেও যে কয়েক কারণে কোন কোন দুষ্কর্ম্মকে সৎকর্ম্ম ও কোন কোন সৎকর্ম্মকে দুষ্কর্ম্ম জ্ঞান হয়, তাহার বিবরণ করা গেল। তৎ সমুদায় পর্য্যালোচনা করিয়া দেখিলে স্পষ্ট বোধ হইবে, যে আমারদের ধর্ম্মপ্রবৃত্তির স্বভাবের কদাপি ব্যতিক্রম হয় না। পরের হিতাভিলাষ করা যে উপচিকীর্ষার স্বভাব, ন্যায়ান্যায় প্রতীতি করা যে ন্যায়পরতার স্বভাব, ভক্তি-ভাজনকে ভক্তি করা যে ভক্তিবৃত্তির কার্য্য, কোন ক্রমেই তাহার অন্যথা হয় না। আমারদের বুদ্ধিবৃত্তি উপযুক্ত মত মার্জিত না হওয়াতে সকল কর্ম্মের যথার্থ গুণাগুণ নিরূপণে অসমর্থ হইয়া ভ্রমাচ্ছন্ন থাকে, অথবা কোন কোন বৃত্তি অত্যন্ত প্রবল হইয়া ধর্ম্মপ্রবৃত্তির উপদেশ প্রচ্ছন্ন করিয়া রাখে; ইহাতেই স্থল বিশেষে ধর্ম্মকে অধর্ম্ম ও অধর্ম্মকে ধর্ম্ম জ্ঞান হয়। যেরূপ অম্ল, মধুর, তিক্ত ও কটু অনুভব করা আমারদের স্বভাব-সিদ্ধ, সেইরূপ ধর্ম্মাধর্ম্ম প্রতীতি করাও আমারদের প্রকৃতি-সিদ্ধ তাহার সন্দেহ নাই। ধর্ম্মপ্রবৃত্তি সমুদায় স্বস্ব স্বভাবানুসারে ধর্ম্মাধর্ম্ম জ্ঞান প্রকাশ পূর্ব্বক আপনারদের সর্ব্বপ্রাধান্য প্রচার করিতেছে, এবং মার্জিত বুদ্ধির সহকৃত হইয়া পরম ধর্ম্ম প্রযোজক পরমেশ্বরের যথার্থ অনুমতি জ্ঞাপন করিতেছে। তাহারদিগকে পরমাশ্চর্য্য স্বরূপ পরমাত্মার প্রতিনিধি জ্ঞান করা উচিত, এবং তদীয় আদেশ তাঁহারই সাক্ষাৎ আজ্ঞা স্বরূপ জ্ঞান করিয়া ভক্তি শ্রদ্ধা সহকারে পরিপালন করা কর্ত্তব্য।

উপাসক-সম্প্রদায়

প্রাণনাথি

প্রাণনাথ নামে এক ব্যক্তি এই সম্প্রদায় সংস্থাপন করেন, এই নিমিত্তে ইহার নাম প্রাণনাথি। লোকে ইহারদিগকে ধামি বলিয়াও থাকে। প্রাণনাথ হিন্দু মোসলমান উভয় শাস্ত্রে ব্যুৎপন্ন ছিলেন, এবং এই উভয় ধর্ম্মকে ঐক্য করিয়া এক নূতন ধর্ম্ম স্থাপন করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন। এ কারণ, তিনি বেদ ও কোরাণ হইতে কতক গুলি বচন সংগ্রহ করিয়া মহিতারিয়ল নামে এক পুস্তক প্রস্তুত করেন, এবং তাহাতে

এই উভয় শাস্ত্রীয় বচন সমুদায়ের পরস্পর ঐক্য প্রদর্শন করেন। তিনি আরঙ্গজেব বাদশাহের রাজত্বের শেষ ভাগে খ্যাত্যাপন্ন হইয়াছিলেন, এবং এক হীরকের আকর বাহির করিয়া দেওয়াতে, বন্দেলখণ্ডের অধিপতি রাজা চত্রসালের সমীপে অত্যন্ত প্রতিপত্তি লাভ করিয়াছিলেন। বন্দেলখণ্ড এই সম্প্রদায়ের প্রধান স্থান, এবং পুনায় ইহারদের এক দেবালয় আছে। তাহার মধ্যে এক স্বর্ণময়-বস্ত্রাচ্ছাদিত টেবিলের উপরে প্রবর্ত্তক-প্রণীত পূর্ব্বোক্ত পুস্তক স্থাপিত আছে।

ইহারা দীক্ষার সময়ে হিন্দু মোসলমান উভয় জাতীয় স্বসম্প্রদায়ি লোকের সহিত একত্র ভোজন করিয়া থাকে। প্রাণনাথ যে উভয় শাস্ত্রের অভেদ স্বীকার করিতেন, এই আহার বিষয়ক ব্যবহার তাহার স্পষ্ট নিদর্শন। কিন্তু অন্যান্য বিষয়ে ইহারা স্ব স্ব কুলাচার অনুসারে কার্য্য করে। এ সম্প্রদায়ের হিন্দুরা হিন্দুদিগের ন্যায় এবং মোসলমানেরা মোসলমানদিগের ন্যায় আচার, ব্যবহার, ক্রিয়া কলাপ করিয়া থাকে। কেবল, এক মাত্র অদ্বিতীয় পরমেশ্বর যে সর্ব্বশাস্ত্রের প্রতিপাদ্য এই প্রকার বিশ্বাস এবং পূর্ব্বোক্ত সঙ্কর ভোজনের রীতি এই দুটি বিষয় ইহারদের সকলের ঐক্যস্থল।

বীবর

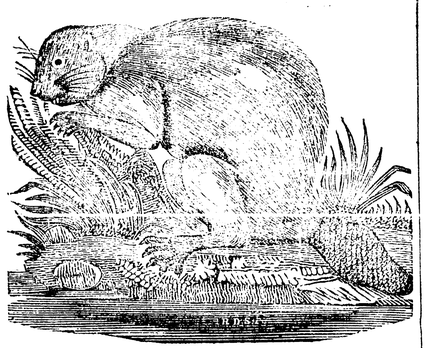

কোন কোন ইতর প্রাণী স্ব স্ব বাস-স্থান নির্ম্মাণ বিষয়ে অসাধারণ নৈপুণ্য প্রকাশ করিয়া থাকে। পক্ষিদিগের কুলায়, মধুমক্ষিকার মধুক্রম, বাবুয়ের বাসা এ সমুদায় সকলেরই বিদিত আছে। আমেরিকায় বীবর নামে এক প্রকার পশু আছে, তাহারা যেরূপ পরিপাটী গৃহ নির্ম্মাণ করে, তাহার বৃত্তান্ত শুনিলে সকলে চমৎকৃত হইবেন।

এই প্রস্তাবের শিরোভাগে বীবরের প্রতিরূপ প্রকাশিত হইল। ইহারা চতুষ্পদ ঘোর কপিল বর্ণ; এবং স্থূল সূক্ষ্ম দুই প্রকার লোমে আচ্ছাদিত। ইহারদের শরীর ন্যূনাধিক ১।। হস্ত দীর্ঘ, ও ১।। প্রাদেশ উচ্চ। ইহারদের পুচ্ছ যেপ্রকার শল্ক দ্বারা আবৃত, অন্য কোন পশুর সেপ্রকার নহে। দন্ত মূষিকের দন্তের ন্যায়, কিন্তু এরূপ সবল ও শক্ত, যে তদ্দ্বারা কাষ্ঠ পর্য্যন্ত কর্ত্তন করিতে পারে। পশ্চাতের পদের অঙ্গুলি সকল লিপ্ত, কিন্তু সম্মুখের পদ সেরূপ নহে। ইহারা জল ও স্থল উভয়েতেই অবস্থিতি করিতে পারে, এবং সচরাচর এক প্রকার জলজ বৃক্ষের মূল ও কোন কোন স্থলজ বৃক্ষের বল্কল ভক্ষণ করিয়া থাকে। শীতকালে গৃহের বহির্ভূত হইয়া স্থলে গমনাগমন পূর্ব্বক বল্কল আহরণ করিতে সমর্থ হয় না, একারণ গ্রীষ্ম কালে সংস্থান করিয়া রাখে। গ্রীষ্মের সময়ে গৃহ পরিত্যাগ পূর্ব্বক নানা স্থান পরিভ্রমণ করে, এবং জলাশয়ের সমীপস্থ বৃক্ষচ্ছায়াতে শয়ন করিয়া নিদ্রা যায়, এবং তখন পূর্ব্বোক্ত বৃক্ষমূল ও বল্কল ভিন্ন নানা প্রকার তৃণ ও ফলও আহার করিয়া থাকে।

বীবরেরা গৃহ নির্ম্মাণ বিষয়ে যে আশ্চর্য্য কৌশল প্রকাশ করে, তাহাই তাহারদের প্রধান গুণ। দুই তিন শত বীবর একত্র হইয়া কোন হ্রদ, সরোবর, নদী অথবা কৃত্রিম নদীর তীরে বাসস্থান প্রস্তুত করিতে প্রবৃত্ত হয়। বিশেষতঃ যাহার নিকটে বৃক্ষ আছে এইরূপ স্থান দেখিয়া বাস করে; কারণ, তাহা হইলে সেই বৃক্ষ ছেদন করিয়া তদ্দ্বারা গৃহ নির্ম্মাণ করিতে পারে; অধিক দূর হইতে কাষ্ঠ আহরণ করিতে হইলে বহু কষ্ট সম্ভাবনা। যদিও তাহারা হ্রদ ও সরোবরেও বাস করে, কিন্তু অধিকাংশে নদীর ধারেই থাকে; কারণ স্রোত দিয়া কাষ্ঠাদি

বহন করিতে বিশেষ ক্লেশ হয় না। যে সকল ক্ষুদ্র নদী বা কৃত্রিম নদীর জল শুষ্ক হইবার সম্ভাবনা থাকে, তাহাতে গৃহের অনতি দুরে এক সেতু বন্ধন করে। যদি নদীর প্রবাহ প্রবল না হয়, তবে সরল সেতু প্রস্তুত করে, আর যদি প্রবল হয়, তবে বক্র করিয়া নির্ম্মাণ করে। কারণ,বক্র সেতুর পৃষ্ঠ-দেশ প্রবাহের দিকে থাকিলে অনায়াসে ভগ্ন হয় না। তাহারদের বাস্তু ভুমির নিকটে যে বৃক্ষ থাকে, তাহা দন্ত দ্বারা ছেদন করিয়া পাতিত করে, পরে খণ্ড খণ্ড করিয়া কার্য্য-স্থানে আনয়ন করে। পূর্ব্বেই লিখিত হইয়াছে, তাহারদের দন্তের এপ্রকার ধার, যে তদ্দ্বারা মনুষ্যের শরীরের ন্যায় স্থূল স্থূল বৃক্ষ সমুদায় কর্ত্তন করিতে পারে। দন্ত দ্বারা বৃক্ষ-খণ্ড ও বৃক্ষ-শাখা সকল আকর্ষণ করিয়া আনে, এবং সম্মুখের পদ দ্বারা কর্দ্দম ও প্রস্তর বহন করিয়া থাকে।

প্রথমে তাহারা সারি সারি খুঁটি পুতিয়া যায়, পরে তাহার মধ্যে মধ্যে বৃক্ষ-শাখা রোপণ পূর্ব্বক প্রস্তর, বালুকা ও কর্দ্দম দিয়া পূর্ণ করে। এক এক সেতু ৬০।৭০ হস্ত দীর্ঘ, অথচ এমন শক্ত, যে মানুষে তাহার উপর দিয়া অবলীলা ক্রমে গমনাগমন করিতে পারে। যে স্থানে তাহারা অবিচ্ছেদে অধিক কাল বাস করিয়া থাকে, পুনঃ পুনঃ প্রতীকার করাতে, সেস্থানের সেতু অত্যন্ত কঠিন হয়,এবং রোপিত বৃক্ষ-দণ্ড সকল কালক্রমে পল্লবিত ও শাখা-বিশিষ্ট হইয়া বৃক্ষশ্রেণি রূপে প্রতীয়মান হয়,ও কখন কখন এত উচ্চ হয়, যে পক্ষিগণ তাহার উপরে কুলায় নির্ম্মাণ করে।

তাহারা যে সকল দ্রব্যে সেতু প্রস্তুত করে, তাহাতেই গৃহ নির্ম্মাণ করিয়া থাকে। সেতুর অনতি দূরে এক এক স্তূপ প্রস্তুত করিয়া তাহার উপর গৃহ নির্ম্মাণ করে। সেই সকল গৃহের উপরিভাগ খিলান করা; তাহার বহির্দ্দিক্ গুম্বজের ন্যায় এবং অন্তর্দ্দিক্ তুন্দুরের ন্যায় দেখায়। গৃহের প্রাচীর প্রায় ১।। হস্ত প্রশস্ত, এবং তাহার তলা নদীর জল অপেক্ষা এত উচ্চ, যে তহাতে কখনই জল প্রবেশ করিতে পারে না। এক গৃহে অনেক বীবর বাস করিয়া থাকে; দুয়ের অপেক্ষায় ন্যূন নহে,এবং ত্রিশের অপেক্ষাও অধিক নহে। তাহারা গৃহ মধ্যে খাদ্য সামগ্রী রক্ষা করিয়া ভক্ষণ করে, এবং বৃক্ষ-পত্র ও শৈবালের শয্যা করিয়া শয়ন করে। এরূপ শ্রুত হওয়া গিয়াছে,প্রত্যেকে আপন আপন নিরূপিত স্থানে অবস্থিতি করে, কেহ কাহারও স্থান গ্রহণ করে না।

গৃহের দ্বার কেবল নদীর দিকে থাকে। এতদ্দেশীয় চতুষ্পাঠীর ন্যায় এক এক গৃহের অনেক কুঠরী থাকে; কিন্তু তাহার সমুদায়ের পরস্পর যোগ থাকে না, প্রায় প্রত্যেক কুঠরীর পৃথক্ পৃথক্ দ্বার। এক ব্যক্তি কহিয়াছেন, আমি বীবরদিগের এক বৃহৎ বাটী দৃষ্টি করিয়াছি, তাহার প্রায় ১২ টা কুঠরী; তন্মধ্যে ২।৩ টার পরস্পর যোগ আছে, আর সমুদায়ের ভিন্ন ভিন্ন দ্বার। তাহার এক কুঠরী হইতে অন্য কুঠরীতে গমন করিতে হইলে জলের মধ্য দিয়া গমন করিতে হয়।

তাহারা বর্ষে বর্ষে গৃহ সংস্কার করে, অথবা প্রতি বৎসর নূতন গৃহ নির্ম্মাণ করে। গৃহ সংস্কার করিতে হইলে, শীতের প্রথমে কার্য্যারম্ভ করে। আর যদি নূতন গৃহ নির্ম্মাণ করিতে হয়, তবে গ্রীষ্ম তুর প্রারম্ভেই বৃক্ষ ছেদন আরম্ভ করিয়া ভাদ্র মাসে গৃহ নির্ম্মাণে প্রবৃত্ত হয়, এবং শীতের সঞ্চার হইতে হইতেই শেষ করিয়া তোলে। তাহারা রাত্রি যোগেই সমুদায় কর্ম্ম করিয়া থাকে।

তাহারা সর্ব্বদা পরিষ্কৃত পরিচ্ছন্ন থাকে, এবং তদর্থে গৃহের বহির্ভূত হইয়া মল মুত্র পরিত্যাগ করে। পুষিলে অনায়াসে পোষ মানে, সর্ব্বদা মনুষ্যের সমভিব্যাহারে থাকিতে ভাল বাসে, এবং যত স্নেহ করা যায় ততই পরিতোষ প্রকাশ করে।

যে সমস্ত বীবরের বৃত্তান্ত লিখিত হইল, তাহারা আমেরিকা-নিবাসি। ইউরোপের স্থানে স্থানেও অনেক বীবর প্রাপ্ত হওয়া যায়, কিন্তু তাহারা গৃহ-নির্ম্মাণ বিষয়ে তাদৃশ প্রসিদ্ধ নহে।

আশিয়ার অন্তঃপাতি রুষ দেশে মিতাচারী মূষিক নামে এক প্রকার মূষিক আছে,

তাহারাও মৃত্তিকা খনন করিয়া পরিপাটী গৃহ প্রস্তুত করে। সেই গৃহের মধ্যস্থলে এক প্রধান ঘর থাকে, নানা দিক্ দিয়া সেই ঘরে প্রবেশ করিতে পারে। কোন কোন মূষিক এ প্রকার গৃহ প্রস্তুত করে, যে ন্যূনাধিক ত্রিশ টা দ্বার দিয়া প্রধান কোষ্ঠে গমন করা যায়। প্রধান কোষ্ঠের পার্শ্বে অন্যান্য ঘর থাকে, তাহাতে গ্রীষ্মকালে শীতকালের উপযুক্ত খাদ্য সামগ্রী সংস্থাপন করিয়া রাখে। সঞ্চয় করিবার পরে যে সময়ে গৃহের মৃত্তিকা আর্দ্র হয়, তখন বাহির করিয়া রৌদ্রে শুষ্ক করে। অপ্রতুল না হইলে কোন ক্রমেই তাহাতে হস্তক্ষেপ করে না। অন্যান্য সময়ে মূষিক মূষিকা উভয়ে পৃথক্ পৃথক্ থাকে, শীতের উপক্রম হইবামাত্র একত্র গৃহপ্রবেশ পূর্ব্বক পর্য্যাপ্ত অন্ন আহার করত সুখে সচ্ছন্দে কাল যাপন করে।

পদার্থবিদ্যা

কাঠিন্য

দ্রব্যের ঘনত্ব ও গুরুত্ব অধিক হইলেই যে তাহার অধিক কাঠিন্য হয় এমত নহে। কোন কোন দ্রব্য অত্যন্ত ভারী, অথচ অত্যন্ত কঠিন নহে। কাচ অনেক ধাতু অপেক্ষায় লঘু, অথচ তাহারদের অপেক্ষায় কঠিন। কোন্ বস্তু কঠিন আর কোন্ বস্তু কোমল ইহা জানিবার নিয়ম এই, যে যে বস্তু দ্বারা যে বস্তুকে অঙ্কিত করা যায়, সে বস্তু সেই অঙ্কিত বস্তু অপেক্ষায় কঠিন। কাচের অপেক্ষায় ভারী অনেকানেক ধাতু কাচ দ্বারা অঙ্কিত হয়, অতএব, কাচ তাহারদের অপেক্ষায় কঠিন।

স্বর্ণ হীরক অপেক্ষায় ৪।৫ গুণ ভারী, অথচ তাহার অপেক্ষায় অনেক কোমল। দ্রব পদার্থ যে পারদ, তাহা অত্যন্ত কঠিন ইস্পাতের দ্বিগুণ ভারী।

হীরক অন্যান্য সমস্ত বস্তু অপেক্ষায় কঠিন, একারণ ইহার দ্বারা সকল দ্রব্যই অঙ্কিত হইতে পারে। যাহারা পরকলা প্রস্তুত করে,তাহারা হীরক দিয়া কাচ কর্ত্তন করিয়া থাকে। হীরক সর্ব্বাপেক্ষায় কঠিন বটে, কিন্তু ইস্পাতও সামান্য কঠিন নহে। তবে সকল ইস্পাত সমান নহে, অত্যুষ্ণ ইস্পাত সহসা একেবারে শীতল করিলে অত্যন্ত কঠিন হয়। ইস্পাতের এই আশ্চর্য্য গুণ মনুষ্যের গোচর হওয়াতে যে কিপর্য্যন্ত উপকার দর্শিয়াছে, তাহা বর্ণনা করা যায় না। অনেকানেক অজ্ঞানাচ্ছন্ন অসভ্য লোকে লৌহ ও ইস্পাতের ব্যবহার জ্ঞাত না থাকাতে, অগ্নি ও প্রস্তর বিশেষ দ্বারা বৃক্ষাদি ছেদন করিয়া থাকে। ইহাতে,এক এক ব্যক্তির এক একটি বৃক্ষ ছেদন পূর্ব্বক তদ্দ্বারা ডেলক প্রস্তুত করিতে এক বৎসর গত হইতে পারে, কিন্তু এক্ষণকার সভ্য জাতীয় সুনিপুণ সূত্রধর ইস্পাত-নির্ম্মিত শানিত অস্ত্র দ্বারা দুই এক দিবসের মধ্যেই সে কর্ম্ম সুচারু রূপে সম্পন্ন করিতে পারেন।

স্থিতিস্থাপকতা

বেত্র প্রভৃতি কতক গুলি দ্রব্যকে কুঞ্চিত করিয়া অর্থাৎ নোয়াইয়া ত্যাগ করিলে, পুনর্ব্বার পূর্ব্ববৎ হয়। সেই সমুদায় দ্রব্যের যে গুণ থাকাতে এই প্রকার ঘটনা হয়, তাহার নাম স্থিতিস্থাপকতা।

সমস্ত বস্তুর স্থিতিস্থাপকতা গুণ সমান নহে; কোন বস্তুর বা অধিক, কোন বস্তুর বা অল্প। বিশেষতঃ বস্তু বিশেষে এই গুণের নানা প্রকার ইতর বিশেষ দেখা যায়। রবর টানিয়া দীর্ঘ করা যায়, কিন্তু অতিশয় দীর্ঘ করিলে আর অবিকল পূর্ব্ববৎ হয় না; পূর্ব্বাপেক্ষায় দীর্ঘ হইয়া থাকে। প্রত্যুত, কাচ কুঞ্চিত করিয়া ত্যাগ করিলে, কখনই কুঞ্চিত হইয়া থাকে না, তৎক্ষণাৎ পূর্ব্ববৎ সমান হয়। কিন্তু কাচ অতিশয় পাতলা অথবা সূক্ষ্ম সূত্র স্বরূপ না হইলে কুঞ্চিত করা যায় না, অল্পেতেই ভগ্ন হইয়া যায়।

কাচ, ইস্পাত, গজদন্ত প্রভৃতি কঠিন দ্রব্যের এবং রবর, পট্ট-সূত্র, চর্ম্ম প্রভৃতি অনেক কোমল দ্রব্যেরও এই গুণ আছে। বায়ু ও বায়ুবৎ সমুদায় বস্তু সম্পূর্ণ স্থিতিস্থাপক। কোন বায়ু-পূর্ণ ক্ষুদ্র মসক সঙ্কুচিত করিলে সঙ্কুচিত হয়, কিন্তু ছাড়িয়া দিলে তৎক্ষণাৎ পূর্ব্ববৎ স্ফীত হয়। জল ও অ-

ন্যান্য দ্রব দ্রব্যেরও স্থিতিস্থাপকতা গুণ আছে, কিন্তু অতি অল্প।

ইস্পাত-নির্ম্মিত উত্তম তরবারিকে এরূপ কুঞ্চিত করিতে পারা যায়, যে তাহার দুই মুখ আসিয়া একত্র সংলগ্ন হয়; কিন্তু ছাড়িয়া দিলে তৎক্ষণাৎ পূর্ব্ববৎ সরল হয়।

অপকৃষ্ট ইস্পাত অথবা অন্য কোন ধাতু-নির্ম্মিত দণ্ড কুঞ্চিত করিলে, হয়, কুঞ্চিত হইয়া থাকে, নয়, ভগ্ন হইয়া যায়।

ঘড়িতে যে ইস্পাত-নির্ম্মিত স্প্রিং থাকে, তাহা শত বৎসর পরে ছাড়িয়া দিলেও তৎক্ষণাৎ সরল হয়।

এক প্রকার প্রস্তর আছে, তাহাকে কুঞ্চিত করা যায় এবং ছাড়িয়া দিলে তৎক্ষণাৎ পূর্ব্ববৎ সরল হয়।

বস্তু বিশেষের স্থিতি-স্থাপকতা গুণ থাকাতে, মনুষ্যের বিস্তর উপকার হইতেছে। ইস্পাতের স্থিতিস্থাপকতা গুণ দ্বারা ঘড়ি, গাড়ি প্রভৃতি অনেকানেক উত্তমোত্তম অত্যাবশ্যক দ্রব্য প্রস্তুত ও সুসম্পন্ন হইতেছে। জগদীশ্বর সৃষ্টি কালে যে অভিপ্রায়ে জড় পদার্থের এই সমুদায় গুণ সৃষ্টি করিয়াছেন, তাহা এক্ষণে সম্পন্ন হইয়া তাঁহার আশ্চর্য্য কৌশল ও অপার মহিমা প্রকাশ করিতেছে।

ভঙ্গপ্রবণতা।

যে গুণ থাকাতে, কোন কোন বস্তু অনায়াসে ভগ্ন হয়, তাহার নাম ভঙ্গপ্রবণতা, এবং যে সকল দ্রব্য অনায়াসে ভঙ্গ করা যায়, তাহার নাম ভঙ্গপ্রবণ। অনেকানেক অত্যন্ত কঠিন দ্রব্যের এই গুণ দৃষ্টি করা যায়।

লৌহ-দণ্ড কাচ দ্বারা অঙ্কিত হয়; অতএব, কাচ লৌহ অপেক্ষায় কঠিন তাহার সন্দেহ নাই; অথচ কাচের ন্যায় ভঙ্গপ্রবণ দ্বিতীয় বস্তু পাওয়া দুষ্কর।

ইস্পাত উত্তপ্ত করিয়া একেবারে সহসা শীতল করিলে অত্যন্ত কঠিন হয়, কিন্তু ইহাতে তাহার স্থিতিস্থাপকতা গুণ হ্রাস হইয়া ভঙ্গপ্রবণতা গুণ বৃদ্ধি হয়। একারণ, যে ইস্পাত দ্বারা অন্যান্য কঠিন ধাতু পর্য্যন্ত কর্ত্তন করা যায়, আহা অত্যল্প আঘাত প্রাপ্ত হইলেই ভগ্ন হয়। লৌহ, তাম্র, এবং পিত্তলও উত্তপ্ত করিয়া সহসা একেবারে শীতল করিলে অনায়াসে ভঙ্গ করা যায়।

ঘাতসহত্ব

কোন কোন দ্রব্যের এই প্রকার গুণ আছে, যে তাহা পিটিয়া পাত করা যায়, এই গুণের নাম ঘাতসহত্ব। স্বর্ণ, রৌপ্য, তাম্র, সীসক, লৌহ প্রভৃতি অনেক ধাতুর এই গুণ আছে, তন্মধ্যে স্বর্ণের ঘাতসহত্ব গুণ সর্ব্বাপেক্ষায় অধিক। তাহাকে পিটিয়া এ প্রকার সূক্ষ্ম পাত প্রস্তুত করা যায়, যে তাহার বেধ এক বুরুলের ২৮২০২০ ভাগের এক ভাগ মাত্র। দস্তা ২১২ তাপাংশ প্রমাণ উষ্ণ হইলে তাহাকে পিটিয়া পাত করা যায়; কিন্তু যখন ৩০০ তাপাংশের অধিক এবং ৪০০ তাপাংশের অনধিক উষ্ণ থাকে, তখনই দস্তার এই গুণ সর্ব্বাপেক্ষা অধিক থাকে। লৌহও অত্যন্ত উত্তপ্ত হইলে এই গুণ প্রাপ্ত হয়। এক প্রকার, বা ভিন্ন ভিন্ন প্রকার কোন কোন ধাতুখণ্ড পিটিয়া যোগ করা যায়। লৌহ ও প্লাটিনম্ নামক ধাতু অত্যন্ত উত্তপ্ত করিয়া পিটিলে এই রূপ যুক্ত হইতে পারে।

যে সকল ধাতুর ঘাতসহত্ব গুণ অতিশয় অল্প, তাহা পিটিতে পিটিতে ভগ্ন হইয়া যায়। কোন কোন ধাতু আহত হইবা মাত্র কাচের ন্যায় ভগ্ন হয়।

তান্তবতা

কতকগুলি ধাতুকে টানিয়া তন্তু অর্থাৎ তার প্রস্তুত করিতে পারা যায়। সেই সকল ধাতুকে তান্তব এবং তাহারদের এই গুণকে তান্তবতা গুণ কহে। উলাস্টন সাহেব প্লাটিনম্ ধাতুর এত সূক্ষ্ম তার প্রস্তুত করিয়াছিলেন, যে তাহা ঊর্ণনাভের সূত্র অপেক্ষায় অধিক স্থূল নহে। তিনি স্বর্ণের এরূপ সূক্ষ্ম তার প্রস্তুত করিয়াছিলেন, যে তাহার ব্যাস এক বুরুলের ৫০০০ ভাগের এক ভাগ। তাহার ৩৬৭ হাত তৌল করিয়া অর্দ্ধ রতি মাত্র হইয়াছিল।

আপাততঃ বোধ হইতে পারে, যে যে সকল ধাতুর উত্তম রূপ পাত করিতে পারা যায়, তাহাতেই উত্তমরূপ তার প্রস্তুত হয়, অর্থাৎ যে ধাতুর ঘাতসহত্ব গুণ অধিক, তাহার তান্তবতা গুণও অধিক। কিন্তু বাস্তবিক তাহা নহে।

লৌহেতে অতি সূক্ষ্ম তার প্রস্তুত হয়, কিন্তু সেরূপ পাত প্রস্তুত হয় না। টিন এবং সীসের পাত যেরূপ সূক্ষ্ম হইতে পারে, তার সেরূপ সূক্ষ্ম হয় না।

এই গুণের আধিক্য বিষয়ে প্লাটিনম্ ধাতু সর্ব্বাপেক্ষায় প্রধান, রৌপ্য দ্বিতীয়, লৌহ তৃতীয়, তাম্র চতুর্থ, স্বর্ণ পঞ্চম ইত্যাদি।

কাচ অল্পেতেই ভগ্ন হয় বটে, কিন্তু তাহাও দ্রব করিয়া তার প্রস্তুত করিতে পারা যায়।

ভিদাবরোধকতা

কতক গুলি বস্তুর এই প্রকার গুণ আছে, যে তাহারদিগকে আকর্ষণ করিয়া সহজে ছিন্ন করা যায় না। সেই সমস্ত বস্তুকে ভিদাবরোধক এবং তাহারদের এই গুণকে ভিদাবরোধকতা গুণ কহে। যোগাকর্ষণের আধিক্যই ইহার কারণ। যে বস্তুর পরমাণু সমুদায়ের পরস্পর অধিক আকর্ষণ, তাহা অধিক ভিদাবরোধক, এবং যাহার পরমাণু সকলের যোগাকর্ষণ অল্প, তাহা অল্প ভিদাবরোধক। সমুদায় কঠিন দ্রব্যের এবং অনেকানেক দ্রব দ্রব্যেরও এই গুণ আছে, তন্মধ্যে ইস্পাতের ভিদাবরোধকতা গুণ সর্ব্বাপেক্ষা অধিক।

যে দ্রব্যের ভিদাবরোধকতা গুণ অধিক, তাহা অধিক ভার সহিতে পারে, এবং যাহার সে গুণ অল্প, তাহা অল্প ভার সহিতে পারে। কোন্ ধাতু কত ভিদাবরোধক, তাহা নানা প্রকার ধাতুর তারে ভার ঝুলিয়া দিয়া দেখিলেই জানা যায়। যে ধাতু যত ভারসহ, তাহা তত ভিদাবরোধক। নানা প্রকার ধাতুতে এক বুরুলের সহস্র ভাগের এক ভাগ প্রমাণ সূক্ষ্ম তার প্রস্তুত করিয়া তাহাতে ভার ঝুলিয়া দিলে, যে ধাতুর তার যত ভার সহিতে পারে, তাহা পশ্চাৎ লিখিত হইল।

সীসক	....	/২ সের
টিন	....	/৫ ,,
স্বর্ণ	....	/৯ ,,
রৌপ্য	....	১১ ,,
প্লাটিনম্	....	১৬ ,,
তাম্র	....	১৯ ,,
ইস্পাত	....	১১৭ ,,

পট্ট-সূত্র, লোমজ সূত্র, শোণ-সূত্র, চর্ম্ম, শরীরের অন্তর্গত অঙ্গ-বন্ধনী ইত্যাদি অনেকানেক বস্তুর অধিক ভিদাবরোধকতা গুণ থাকাতে, তদ্দ্বারা মনুষ্যের ব্যবহারোপযোগি অনেক দ্রব্য প্রস্তুত ও অনেক কার্য্য সম্পন্ন হইতেছে।

ভাসুরতাপাদন

পূর্ব্বে শীত দ্বারা কোন কোন বস্তুর আয়তন বৃদ্ধি হইবার প্রসঙ্গ মধ্যে এই প্রকার লিখিত হইয়াছে, যে জল, দ্রব লৌহ প্রভৃতি কতক গুলি বস্তু শীতল হইয়া কঠিন হইবার সময়ে সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম সূত্র উৎপন্ন হইয়া ওতপ্রোত ভাবে অবস্থিতি করে। এই সকল দ্রব্য কঠিন হইয়া এক এক প্রকার মনোহর আকার ধারণ করে। এই সমস্ত পরিষ্কৃত বস্তুর সাধারণ নাম ভাসুর, এবং যে ব্যাপার দ্বারা এই প্রকার আকার উৎপন্ন হয়, তাহার নাম ভাসুরতাপাদন। মিছরি, বরফ, স্ফাটিক, কাচ, হীরক এবং অন্যান্য সমুদায় রত্নই ভাসুর। চিনি ও লবণের দানাও ভাসুর। এক এক বস্তুর ভাসুরের এক এক প্রকার নির্দ্দিষ্ট আকার উৎপন্ন হয়, কোন মতেই অন্য প্রকার হইতে পারে না।

যদি কিঞ্চিৎ লবণ জলের সহিত মিলিত করিয়া অল্পে অল্পে উষ্ণ করা যায়, তবে সেই জল ক্রমে ক্রমে বাষ্প হইয়া উঠিয়া যায়, এবং তাহার সহিত যে লবণ মিশ্রিত থাকে, তাহা পৃথক্ হইয়া উত্তম আকার ধারণ করে। চিনি, সোরা, ফট্‌কিরি প্রভৃতি অনেক দ্রব্য এই প্রকারে ভাসুর হইতে পারে।

যদি দ্রব করিয়া অল্পে অল্পে স্থির ভাবে শীতল হইতে দেওয়া যায়, তবে অনেক ধাতুই ভাসুর হইতে পারে।

যদি জলের সহিত কিঞ্চিৎ ফট্‌কিরি অথবা নীলতুতে মিলিত করিয়া তাহাতে একটা তার-নির্ম্মিত পাত্র মগ্ন করিয়া রাখা যায়, তবে দুই এক ঘণ্টার মধ্যে অনেকানে-

কপরম রমণীয় পরিপাটী ভাসুর প্রস্তুত হইয়া সেই পাত্রের চতুর্দ্দিক্ আবৃত ও সুশোভিত করে।

সান্তরতা

সকল বস্তুই সান্তর অর্থাৎ ছিদ্র-বিশিষ্ট। জড় বস্তু ভাসুর হইবার সময়ে তাহার সূত্র সকল পরস্পর ওতপ্রোত ভাবে অবস্থিতি করে, সুতরাং তাহার মধ্যে মধ্যে ছিদ্র থাকে। জল বরফ হইবার সময়ে যে তাহার মধ্যে বিস্তর ছিদ্র থাকে, এবং তন্নিমিত্ত তাহার বিস্তার বৃদ্ধি হয়, এ বিষয় পূর্ব্বে লিখিত হইয়াছে। মিছরি ও নানা প্রকার প্রস্তরের মধ্যে জল প্রবেশ করিলেও তাহারদের আয়তন বৃদ্ধি হয় না; কারণ সেই সকল দ্রব্যের মধ্যে যে ছিদ্র আছে, তাহাতেই জল প্রবিষ্ট হইয়া থাকে। এ প্রকার এক ছিদ্র-বিশিষ্ট প্রস্তর আছে, যে তাহার মধ্য দিয়া জল নিঃসৃত হয়।

জল অত্যন্ত নিপীড়িত হইলে স্বর্ণের মধ্য দিয়াও নির্গত হইতে পারে; কারণ স্বর্ণও ছিদ্র-পরিপূর্ণ। কোন পণ্ডিত একটা স্বর্ণময় ফাঁপা গোলা জল-পূর্ণ করিয়া অত্যন্ত নিপীড়িত করিয়াছিলেন। ইহাতে সেই গোলার চতুর্দ্দিকে স্বেদ-বিন্দুর ন্যায় জল-বিন্দু সকল নির্গত হইতে লাগিল।

জন্তুর অস্থি সমুদায় এপ্রকার ছিদ্র-পরিপূর্ণ, যে অণুবীক্ষণ যন্ত্র দ্বারা দৃষ্টি করিলে তাহা মধুক্রম অর্থাৎ মৌচাকের ন্যায় দেখায়।

কাষ্ঠে এত ছিদ্র আছে, যে তাহাকে কতকগুলি একত্রীকৃত নল বলিলে বলা যায়।

যদি এক টা বোতল উত্তম-জল-পূর্ণ ও শোলা দ্বারা তাহার মুখ বন্ধ করিয়া সমুদ্রের মধ্যে ২০।২৫ হাত গভীর জলে মগ্ন করিয়া তোলা যায়, তবে দৃষ্ট হয়, সেই বোতল উত্তম জলের পরিবর্ত্তে লবণাম্বুতে পরিপূর্ণ হইয়াছে। ইহার কারণ, শোলা অত্যন্ত ছিদ্র-বিশিষ্ট, এনিমিত্ত উপরকার জল-রাশির ভার দ্বারা সঙ্কুচিত হইয়া জল প্রবেশের পথ প্রদান করে।

বিস্তার্য্যতা

যে গুণ দ্বারা বস্তুর বিস্তার অর্থাৎ আয়তন বৃদ্ধি হয়, তাহার নাম বিস্তার্য্যতা। নানা প্রকারে বস্তুর আয়তন বৃদ্ধি হয়। যদি কতকগুলি চর্ম্ম বা কার্পাসের উপরে প্রস্তর বা অন্য কোন ভারি দ্রব্য স্থাপন করা যায়, তবে সেই চর্ম্ম ও কার্পাস সঙ্কুচিত হইয়া থাকে, এবং ভার তুলিয়া লইলেই স্ফীত হইয়া উঠে। বস্তুর আয়তন বৃদ্ধির যত কারণ আছে, তন্মধ্যে তেজই প্রধান কারণ। যে স্থানে তেজের বিয়োজন শক্তির বিবরণ করা গিয়াছে, সেস্থানে এবিষয়ের অনেক উদাহরণ প্রদর্শিত হইয়াছে।

ভূমণ্ডলস্থ সমস্ত বস্তুর উষ্ণতা ও শীতলতা ক্রমাগতই পরিবর্ত্তিত হইতেছে, সুতরাং তদনুসারে তাহারদের আয়তনও হ্রাস ও বৃদ্ধি হইতেছে। আমরা যাবতীয় বিচিত্র পদার্থে পরিবেষ্টিত রহিয়াছি, সমুদায়ই সকল সময়ে স্ফীত বা সঙ্কুচিত হইতেছে। তাহারা শীতের সময়ে সঙ্কুচিত হয়, এবং গ্রীষ্ম কালে বর্দ্ধিত হয়। যে দিবস অধিক গ্রীষ্ম, সে দিবস অধিক স্ফীত হয়, এবং যে দিবস অধিক শীত, সে দিবস অধিক সঙ্কুচিত হয়। আমরা দৃষ্টি-শক্তির অল্পতা বশতঃ এই সমস্ত ব্যাপার দৃষ্টি করিতে সমর্থ নহি।

সঙ্কোচ্যতা

সমুদায় দ্রব্যেরই এইরূপ গুণ আছে, যে কোন না কোন প্রকারে তাহার পরমাণু সমুদায় পরস্পর নিকটবর্ত্তি হইয়া সঙ্কুচিত হয়, এবং তদ্দ্বারা তাহার আয়তন হ্রাস হয়। ঘনত্ব গুণের বিবরণ মধ্যে এবং অন্য অন্য স্থলেও এবিষয়ের অনেক উদাহরণ লিখিত হইয়াছে, অতএব এস্থলে কেবল বায়ুর সঙ্কোচ্যতা গুণের একটি উদাহরণ প্রদর্শন করা যাইতেছে। যদি কোন জল-পূর্ণ পাত্রে এক খান শোলা ভাসিতে থাকে, আর একটা শূন্য কাচ-নির্ম্মিত গ্লাস অধোমুখ করিয়া তাহার উপর এ প্রকারে ধরা যায়, যে গ্লাসের মুখে জলস্পর্শ হয়, তবে কিঞ্চিৎ বায়ু সেই গ্লাসের মধ্যে রুদ্ধ হইয়া থাকে। পরে সেই গ্লাস যত নিপীড়িত করা যায়, ঐ শোলা তাহার মধ্যে তত উঠিতে দেখা যায়; কারণ গ্লাসের অন্তর্গত বায়ু সঙ্কুচিত হইয়া তাহার উপরি ভাগে স্থিতি করে, সুতরাং তা-

হার মধ্যে জল উত্থিত হয়, এবং সেই সঙ্গে শোলাও উত্থিত হইতে থাকে।

মহাভারত

আদিপর্ব্ব

সপ্ত পঞ্চাশ অধ্যায়—আস্তীক পর্ব্ব

শৌনক কহিলেন, হে সূতকুলতিলক! এই সর্পসত্রে যে সকল সর্প হুতাশনে পতিত হইয়াছিল, তাহাদের নাম শ্রবণের অভিলাষ করি। উগ্রশ্রবাঃ কহিলেন, বহু সহস্র বহু প্রযুত বহু অর্ব্বুদ সর্প সর্পসত্রে বিনাশ প্রাপ্ত হইয়াছিল, তাহাদিগের সংখ্যা করা অসাধ্য; তথাপি যত দূর স্মরণ হয়, প্রধান প্রধানের নাম কহিতেছি শ্রবণ করুন। তন্মধ্যে বাসুকি-কুলোৎপন্ন যে সকল নীলবর্ণ, রক্তবর্ণ, শুক্লবর্ণ, অতি ভয়ঙ্কর, মহাকায়, মহাবিষ ভুজঙ্গমগণ মাতৃশাপ রূপ বিষম দণ্ডে দণ্ডিত হইয়া যজ্ঞীয় হুতাশনে পতিত হয়, তাহাদেরই বাহুল্যে নামোল্লেখ করিব।

কোটিশ, মানস, পূর্ণ, শল, পাল, হমীল, পিচ্ছল, কৌণপ, চক্র, কালবেগ, প্রকালন, হিরণ্যবাহু, শরণ, তক্ষক, কালদন্ত এই সকল বাসুকি-জাত সর্প প্রদীপ্ত হুতাশনে প্রবিষ্ট হইয়াছিল। এতদ্ব্যতিরিক্ত বাসুকি-বংশ-সম্ভূত অতি ভয়ঙ্কর মহাবলশালী আর আর অনেক নাগ প্রদীপ্ত হুতাশনে প্রাণত্যাগ করিয়াছিল।

এক্ষণে তক্ষক কুলোদ্ভূত নাগগণের নামোল্লেখ করিতেছি শ্রবণ করুন। পুচ্ছাণ্ডক, মাতুলক, পিণ্ডসেক্তা, রভেণক, উচ্ছিখ, শরভ, ভঙ্গ, বিল্বতেজাঃ, বিরোহণ, শিলী, শলকর, মূক, সুকুমার, প্রবেপন, মুদ্গর, শিশুরোমী, সুরোমী, মহাহনু; এই সমস্ত তক্ষক-জাত নাগ হব্যবাহনে প্রবিষ্ট হইয়াছিল।

পারাবত, পারিজাত, পাণ্ডর, হরিণ, কৃশ, বিহঙ্গ, শরভ, [illegible] সহতাপন; ঐরাবত কু[illegible]ল নাগ অগ্নি প্রবিষ্ট

হে দ্বিজোত্তম! অতঃপর কৌরব্যকুল জাত নাগদিগের উল্লেখ করিব শ্রবণ করুন। এরক, কুণ্ডল, বেণী, বেণীস্কন্ধ, কুমারক, বাহুক, শৃঙ্গবের, ধূর্ত্তক, প্রাতক; বাতক; এই সকল কৌরব্যকুলজাত সর্প হুতাশন প্রবিষ্ট হইয়াছিল।

এক্ষণে ধৃতরাষ্ট্র কুলপ্রসূত, বায়ুসম বেগশালী, মহাবিষ সর্পগণের বিষয় কীর্ত্তন করিতেছি শ্রবণ করুন। শঙ্কুকর্ণ, পিঠরক, কুঠার, সুখসেচক, পূর্ণাঙ্গদ পূর্ণমুখ, প্রহাস, শকুলি, দরি, অমাহঠ, কামঠক, হুষেণ, মানস, ব্যয় ভৈরব, মুণ্ডবেদাঙ্গ, পিশঙ্গ, উদ্রপারক, ঋষভ, বেগবান্ নাগ, পিণ্ডারক, মহাহনু, রক্তাঙ্গ, সর্ব্বসারঙ্গ, সমৃদ্ধ, পটবাসক, বরাহক, বীরণক, সুচিত্র চিত্রবেগিক, পরাশর, তরুণক, মণিস্কন্ধ, আরুণি।

হে ব্রহ্মন্! সুবিখ্যাত প্রধান প্রধান নাগের নাম কীর্ত্তন করিলাম। বাহুল্য প্রযুক্ত সকলের নামোল্লেখ করিতে পারিলাম না। ইহাদের যে সকল সন্তান ও সন্তানের সন্তান প্রদীপ্ত পাবকে প্রাণত্যাগ করিয়াছে তাহাদের সংখ্যা করা অসাধ্য। অতি ভয়ঙ্কর ও প্রলয় কালীন অনল তুল্য বিষ বিশিষ্ট ত্রিশীর্ষ, সপ্তশীর্ষ, দশশীর্ষ এবং অন্যান্য শত শত সহস্র সহস্র সর্প সেই যজ্ঞীয় হুতাশনে হুত হইয়াছে। মহাকায়, মহাবেগ, শৈল-শৃঙ্গ-সম সমুন্নত, যোজনায়ত, দ্বিযোজনায়ত, কামরূপী, ইচ্ছাবল, প্রদীপ্ত অনল তুল্য বিষশালী মহাসর্প সকল ব্রহ্মদণ্ডে নিগৃহীত হইয়া সেই মহাসত্রে দগ্ধ হইয়াছে।

প্রশ্নের উত্তর।

"ব্রহ্ম জিজ্ঞাসু" এই নাম স্বাক্ষর করিয়া কোন ব্যক্তি পারলৌকিক ভোগাভোগ বিষয়ে যে প্রশ্ন করিয়াছেন, তাহার প্রত্যুত্তর প্রদান করা যাইতেছে।

প্রশ্ন

"জীবাত্মা দেহপঞ্জর হইতে মুক্ত হইয়া কি প্রকার অবস্থায় অবস্থিতি করে? ইহা কি প্রকার বিকৃতি প্রাপ্ত হয়? অন্য দেহ সংক্রমণ করে কিনা?"

উত্তর।

জীবাত্মা শরীর পরিত্যাগ করিয়া কিরূপ অবস্থায় অবস্থিতি করে, তাহা সবিশেষ জানিবার উপায় নাই। পরমেশ্বর আমারদিগকে এরূপ কোন মনোবৃত্তি প্রদান করেন নাই, যে তদ্দ্বারা আমরা এ বিষয় অবধারণ করিতে পারি। তবে এই পর্য্যন্ত বলিতে পারা যায়, যে জগদীশ্বর যে প্রকার নিয়ম-প্রণালী সংস্থাপন করিয়া বিশ্বরাজ্য পালন করিতেছেন, এবং তাঁহার কার্য্য পর্য্যালোচনা দ্বারা তাঁহাকে যেরূপ পরম ন্যায়বান্ ও অপার মঙ্গল স্বরূপ বলিয়া প্রতীতি হইতেছে, তাহাতে নিশ্চয় জানিতে পারা যায়, যে সকলেই স্ব স্ব শুভাশুভ কর্ম্মানুসারে শুভাশুভ ফল প্রাপ্ত হয়েন। যিনি পরম পরিশুদ্ধ ধর্ম্ম পথে বিচরণ করত কর্ত্তব্যানুষ্ঠানে নিযুক্ত থাকেন, তিনি ইহলোকে ও পরলোকে পুণ্যের পুরস্কার স্বরূপ কল্যাণলাভ করেন, এবং যিনি বিপথগামী হইয়া পাপারণ্যে ভ্রমণ করেন, তিনি আপনার কল্যাণপথে কণ্টক রোপণ করেন তাহার সন্দেহ নাই। যাহাতে ক্রমে ক্রমে জগতের উন্নতি হয়, তাহাই পরম কারুণিক পরমেশ্বরের সমস্ত কার্য্যের উদ্দেশ্য। তাঁহার সমুদায় সৃষ্টির মধ্যে জীবই প্রধান সৃষ্টি; অতএব ক্রমে ক্রমে তাহার কল্যাণ হইবে,—স্বরূপের উন্নতি হইবে,—আনন্দ সম্ভোগ বৃদ্ধি হইবে। তাঁহার অপরিবর্ত্তনীয় মঙ্গল স্বরূপে বিশ্বাস করিয়া আমরা এই পর্য্যন্ত প্রতিপাদন করিতে পারি; তিনি ইহলোকে আমারদিগকে আর অধিক জানিতে সমর্থ করেন নাই।

বিজ্ঞাপন

কৃতজ্ঞতার সহিত স্বীকার করিতেছি যে শ্রীযুক্ত রাজেন্দ্রলাল মিত্র মহাশয় অতি উত্তম এক খণ্ড ভারতবর্ষের মানচিত্র এই সভায় প্রদান করিয়াছেন।

শ্রীনৃপেন্দ্রনাথ ঠাকুর।
সম্পাদক।

কলিকাতা ব্রাহ্মসমাজের ১৭৭৪ শকের বৈশাখ,জ্যৈষ্ঠ ও আষাঢ় মাসীয় আয় ব্যয় বিবরণ।

আয়

দানপ্রাপ্ত	৩২৫॥ ১৫
ব্রাহ্মধর্ম্ম পুস্তক বিক্রয়	২০
গত মাসের স্থিত	৪০৭ ।/১৫
	৭৫২৸৵১০

ব্যয়

কর্ম্মচারিগণের বেতন	১৮০৸/১০
বিবিধ ব্যয়	১৩৯৵১৫
	৩২০(৫

স্থিত

নগদ	৪৩২৸৵৫
তদতিরিক্ত কম্পানির কাগজ	৫০০

দানপ্রাপ্তির বিবরণ

শ্রীযুক্ত ধরণীধর রায়	২
শ্রীযুক্ত শিবচন্দ্র দেব	৫
শ্রীযুক্ত রামলাল গঙ্গোপাধ্যায়	২
শ্রীযুক্ত ব্রজসুন্দর মিত্র	২
শ্রীযুক্ত গিরীন্দ্রনাথ ঠাকুর	৫০
শ্রীযুক্ত ভীমলাল সেন	॥০
শ্রীযুক্ত ঠাকুরদাস পাইন	॥০
শ্রীযুক্ত রামচাঁদ বসু	।০
শ্রীযুক্ত রাজেন্দ্রনারায়ণ বসু	॥০
শ্রীযুক্ত সাগরচন্দ্র সূর	৩
শ্রীযুক্ত রাজেন্দ্রলাল হালদার	॥০
শ্রীযুক্ত নবীনচন্দ্র রায়	।০
শ্রীযুক্ত কৈলাসচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়	।০
শ্রীযুক্ত নবীনকৃষ্ণ বন্দ্যোপাধ্যায়	১
শ্রীযুক্ত কুমার কালীকুমার মল্লিক রায়	৮
শ্রীযুক্ত শ্যামাচরণ সেন	২
শ্রীযুক্ত কাশীনাথ দত্ত	৮
শ্রীযুক্ত নারায়ণচন্দ্র মুখোপাধ্যায়	২
শ্রীযুক্ত মদনমোহন সেন	৪
শ্রীযুক্ত বৈকুণ্ঠনাথ দত্ত	১
শ্রীযুক্ত কার্ত্তিকচরণ মল্লিক	১
শ্রীযুক্ত রামনারায়ণ কর	২
শ্রীযুক্ত ব্রজলাল বসু	১২
শ্রীযুক্ত গৌরীশঙ্কর মিত্র	৩
দানাধারে প্রাপ্ত	২১৪৸১৫
	৩২৫॥১৫

১ শ্রাবণ বৃহস্পতিবা

সভা প্রবেশ মাস হইতে তত্ত্ববোধিনী সভার প্রতি সভ্য প্রতি মাসে এই পত্রিকার

স্বঃ ৪৯৫৩।

য়েন

শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ দত্ত।
মস্‌জিদ্‌বাড়ী ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

একমেবাদ্বিতীয়ং

দ্বিতীয় ভাগ
১০৯ সংখ্যা
ভাদ্র ১৭৭৪ শক

তৃতীয় কল্প তৃতীয় কল্প

তত্ত্ববোধিনীপত্রিকা

অপরা ঋগ্বেদোযজুর্ব্বেদঃ সামবেদোথর্ব্ববেদঃ শিক্ষা কল্পোব্যাকরণং নিরুক্তং ছন্দোজ্যোতিষমিতি।
অথ পরা যযা তদক্ষরমধিগম্যতে ॥

তস্মিন্ প্রীতিস্তস্য প্রিয়কার্য্যসাধনঞ্চ তদুপাসনমেব।

ধর্ম্মনীতি

১০৮ সংখ্যক পত্রিকার ৪০ পৃষ্ঠার পর।

কিরূপে পাপ পুণ্যের বিশেষ করা যায়, পূর্ব্বে তাহার বিবরণ করা গিয়াছে। পরমেশ্বর আমারদিগকে যে প্রকার মানসিক প্রকৃতি প্রদান করিয়াছেন,তাহা সম্যক্ রূপে পর্য্যালোচনা করিয়া প্রতিপন্ন করা গিয়াছে, যে সমুদায় মনোবৃত্তি পরস্পর সমঞ্জসীভূত ও অবিরোধি থাকিয়া যেরূপ উপদেশ প্রদান করে, তদনুযায়ি ব্যবহারই বিহিত ব্যবহার,এবং তদ্বিরুদ্ধ ব্যবহারই অবিহিত। যেস্থলে নিকৃষ্টপ্রবৃত্তির সহিত বুদ্ধিবৃত্তি ও ধর্ম্মপ্রবৃত্তির বিরোধ উপস্থিত হয়,সেস্থলে বুদ্ধিবৃত্তি ও ধর্ম্মপ্রবৃত্তির অনুমতি প্রতিপালন করা কর্ত্তব্য। জগদীশ্বর যেমন আমারদিগকে এই প্রকারে পাপ পুণ্য বিষয়ক উপদেশ প্রদান করিয়াছেন, সেই রূপ তদনুযায়ি দণ্ড পুরস্কার বিধান করিয়া সেই উপদেশকে দৃঢ়তর রূপে সপ্রমাণ করিয়া রাখিয়াছেন। যে সমস্ত ধর্ম্মাধর্ম্ম আমারদের চিত্ত-পটে চিত্রিত হইয়া রহিয়াছে, সংসারে তদনুযায়ি শুভাশুভ ফল উৎপন্ন হইয়া তাহার প্রামাণ্য বিষয়ে নিঃসংশয়ে সাক্ষ্য প্রদান করিতেছে।

পরমেশ্বর যে আমারদের সদসদ্ ব্যবহার অনুসারে ফলাফল প্রদান করিয়া থাকেন, ইহা পূর্ব্বাবধি সকল দেশীয় সকল জাতীয় পণ্ডিতেরাই স্বীকার করিয়া আসিয়াছেন। কিন্তু তিনি কি নিয়মে পাপের দণ্ড ও পুণ্যের পুরস্কার প্রদান করেন,তাহা নিরূপণ করিতে না পারিয়া নানা প্রকার কাল্পনিক মত প্রচার করিয়াছেন। তাঁহারা দেখিলেন, কোন কোন ব্যক্তি পরম ধার্ম্মিক হইয়াও চিরকাল অন্ন চিন্তায় কাতর হইয়া মহা দুঃখে দিনপাত করেন, অথচ কত কত অতি পাপিষ্ঠ পরপীড়ক নরাধম অতুল ঐশ্বর্য্য লাভ করিয়া নানা প্রকার আমোদ প্রমোদ ও হাস্য কৌতুক করত পরম সুখে কালযাপন করে। কোন কোন পরমার্থ-পরায়ণ পুণ্যবান্ ব্যক্তি যাবজ্জীবন রুগ্ন ও শীর্ণ শরীরে বহু কষ্টে জীবন-যাত্রা নির্ব্বাহ করে,কেহ কেহ চিরকাল পাপ-পথে প্রবৃত্ত থাকিয়াও সুস্থ ও সবল শরীরে বিনা ক্লেশে সাংসারিক কার্য্য সাধন করে। কোন কোন ধনাঢ্য-সন্তান সর্ব্বদা বিরক্ত ও অত্যন্ত অসুখী, কেহ কেহ নানা বিধ সুখ সম্ভোগ করত মহানন্দে কাল যাপন করে। পূর্ব্বতন পণ্ডিতেরা এই সমস্ত বিরুদ্ধবৎ প্রতীয়মান ব্যাপারের নিগূঢ় তত্ত্ব নিরূপণে অসমর্থতা প্রযুক্ত কেহ পূর্ব্ব জন্মার্জ্জিত পাপ পুণ্য কেহ বা অন্য প্রকার অনির্দ্দেশ্য কারণ কল্পনা করিয়া গিয়াছেন। কিন্তু সে সমুদায় মত কোন মতেই প্রামাণিক নহে। পূর্ব্বে বাহ্য বস্তুর সহিত মানব-

প্রকৃতির সম্বন্ধ বিচার বিষয়ক প্রস্তাবে ভৌতিক, শারীরিক ও মানসিক নিয়মের যে রূপ বিবরণ করা গিয়াছে, তাহা সবিশেষ মনোযোগ পূর্ব্বক পাঠ করিয়া দেখিলে অবশ্যই বিশ্বাস হয়, যে যে ব্যক্তি যদ্বিষয়ক নিয়ম লঙ্ঘন বা পালন করে, সে তদ্বিষয়ক দণ্ড বা পুরস্কার প্রাপ্ত হয়। ভৌতিক নিয়ম লঙ্ঘন করিলে হস্ত পদাদি ভগ্ন হয়, শারীরিক নিয়ম লঙ্ঘন করিলে রোগ জন্মে, আর ধর্ম্ম বিষয়ক নিয়ম লঙ্ঘন করিলে পুণ্য-জনিত বিশুদ্ধ সুখে বঞ্চিত হইয়া লোক-নিন্দা, চিত্ত-মালিন্য, লোকের অবিশ্বাস, রাজ-দ্বারে দণ্ড ইত্যাদি নানা প্রকার প্রতিফল প্রাপ্ত হইতে হয়। কি ধনী কি নির্দ্ধন, কি হিন্দু কি মোসলমান, কি স্ত্রী কি পুরুষ কোন স্থলে কাহারও প্রতি এ নিয়মের অব্যাপ্তি নাই। সকলেই সেই বিশ্বাধিপের প্রজা, সুতরাং সকলেই তৎ সন্নিধানে স্ব স্ব কর্ম্মানুরূপ দণ্ড ও পুরস্কার প্রাপ্ত হয়।

অতএব, যে সমস্ত সুনীতি-সূত্র আমারদের মানস-পটে অঙ্কিত রহিয়াছে, কার্য্য কালেও যখন তদনুযায়ী ফলাফল উৎপন্ন হইয়া আসিতেছে, তখন বলিতে হইবে, উভয়ে ঐক্য অবলম্বন করিয়া বিশ্বপতির শাসন-প্রণালীর যথার্থ তত্ত্ব প্রচার করিতেছে, এবং কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য অবধারণ বিষয়ে পূর্ব্বোক্ত পরিশুদ্ধ নিয়ম দৃঢ়তর রূপে সপ্রমাণ করিতেছে।

কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য নিরূপণ বিষয়ক নিয়ম অবধারিত হইল, এক্ষণে কাহার প্রতি কি প্রকার ব্যবহার কর্ত্তব্য তাহার বিবরণ করিতে প্রবৃত্ত হওয়া যাইতেছে। আপনি জ্ঞানাপন্ন ও সুস্থ না হইলে, আর আর কর্ত্তব্য কর্ম্ম সুচারু রূপে সম্পন্ন করা যায় না। অতএব, অগ্রে আত্ম বিষয়ক কর্ত্তব্য কর্ম্মের বিবরণ করা যাইতেছে, পশ্চাৎ অন্যের প্রতি যেরূপ ব্যবহার কর্ত্তব্য তাহার বিচারে প্রবৃত্ত হওয়া যাইবে।

আত্ম বিষয়ক কর্ত্তব্য কর্ম্ম

পরমেশ্বর আমারদিগকে যে প্রকার প্রকৃতি প্রদান করিয়াছেন, তাহা পর্য্যালোচনা করিয়া দেখিলে বোধ হয়, আমরা ভূমণ্ডলে জন্ম গ্রহণ করিয়া কতকগুলি কর্ত্তব্য কর্ম্ম সম্পাদন পূর্ব্বক জ্ঞান ও ধর্ম্মোন্নতি করি, এই অভিপ্রায়ে তিনি আমারদিগকে সৃষ্টি করিয়াছেন। আমরা যে কোন অংশে অসুখি থাকি ইহা তাঁহার অভিপ্রেত নহে, প্রত্যুত, সকল বিষয়ে সর্ব্বতোভাবে সুখি হই ইহাই তাঁহার সমুদায় নিয়মের উদ্দেশ্য। আমরা যে আপনারদের স্বভাবকে মলিন করিয়া রাখি, ইহা কোন মতে তাঁহার অভীষ্ট হইতে পারে না, প্রত্যুত, শরীরকে সুস্থ ও সবল এবং অন্তঃকরণকে জ্ঞান-প্রভায় প্রদীপ্ত ও ধর্ম্ম-ভূষণে বিভূষিত করি ইহাই তাঁহার অভিপ্রেত। তাহা হইলে, আমারদের শরীর ও মন উৎকৃষ্ট হইয়া পরম রমণীয় ভাব ধারণ করে, এবং অশেষ সুখের আধার হইয়া সর্ব্ব-সুখ-দাতা পরম পিতা পরমেশ্বরের অপার কারুণ্য স্বরূপ প্রকাশ করে।

এই সমুদায় অভিপ্রায় যদি যুক্তিসিদ্ধ হইল, তবে আপনার প্রকৃতি ও পরমেশ্বরের নিয়ম-প্রণালী বিষয়ক জ্ঞানোপার্জ্জন করা অবশ্য কর্ত্তব্য তাহার সন্দেহ নাই। আপনার উদ্দেশে যত কর্ম্ম কর্ত্তব্য, তন্মধ্যে এ কার্য্য সর্ব্ব-প্রধান। জগদীশ্বর আমারদিগকে যে সকল বুদ্ধিবৃত্তি প্রদান করিয়াছেন, কেবল জ্ঞান লাভ তাহার প্রয়োজন, এবং বুদ্ধিবৃত্তি পরিচালনার সহিত যে অনুপম সুখ সংযোগ করিয়া দিয়াছেন, তাহা জ্ঞান শিক্ষার প্রত্যক্ষ পুরস্কার। আমরা জ্ঞান শিক্ষার্থে নিযুক্ত হইব বলিয়াই তিনি এই সকল প্রধান বৃত্তির সৃষ্টি করিয়াছেন। অতএব, জ্ঞানরূপ রত্ন লাভ দ্বারা তাঁহার শুভকর অভিপ্রায় সম্পন্ন করিতে চেষ্টা করা সর্ব্বতোভাবে কর্ত্তব্য।

জ্ঞান-বৃক্ষের সুধাময় ফল জ্ঞানোপার্জ্জনের সঙ্গে সঙ্গেই ফলিতে থাকে। যখন আমরা কর্ম্মাভাবে অথবা অন্য কোন কারণে বিরক্ত ও অস্বচ্ছন্দ-চিত্ত থাকি, তখন পুস্তক পাঠ মহোপকারী বোধ হয়। সময় বিশেষে পুস্তক বিশেষ পঠিত হইলে, পরম প্রণয়াস্পদ মিত্রের ন্যায় সন্তাপিত হৃদয়কে শান্ত ও বিষণ্ণ বদনকে প্রসন্ন করিতে পারে। কোন পদার্থের বিষয় পর্য্যালোচনা করিতে করিতে কোন অভিনব নিয়ম নিরূপিত হইলে কত আহ্লাদই উপস্থিত হয়! জ্যোতির্ব্বিদ্যা-বিশারদ আর্য্যভট্ট পৃথিবীর আহ্নিক গতি অবধারণ করিয়া যেপ্রকার প্রভূত হর্ষ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, অসামান্য-ধীশক্তি-সম্পন্ন মহানুভাব নিউটন্ মাধ্যাকর্ষণ বিষয়ক অপূর্ব্ব নিয়ম নিরূপণ করিয়া যেরূপ অত্যাশ্চর্য্য অনির্ব্বচনীয় আনন্দ অনুভব করিয়াছিলেন, এবং ভুবন-বিখ্যাত মহাত্মা কোলম্বস্ অগাধ সমুদ্র উত্তরণ পূর্ব্বক আমেরিকা প্রদেশে পদার্পণ করিয়া যে প্রকার অপার সুখ লাভ করিয়াছিলেন, তাহার তুলনায় হিমালয় তুল্য স্তূপাকৃতি স্বর্ণ-খণ্ড কঙ্কর-রাশির ন্যায় তুচ্ছ বোধ হয়। জগৎসংসারের ঐশ্বর্য্যও সে অমূল্য সুখের উচিত মূল্য নহে। দুই এক পরম ভাগ্যবান্ ব্যক্তি ভিন্ন সামান্য লোকের ভাগ্যে এপ্রকার প্রগাঢ় আনন্দ ঘটে না বটে, কিন্তু তাঁহারা যে সকল সুখ-রাজ্যের পথ প্রদর্শন করিয়া যান, তাহাতে ভ্রমণ করিতে সকলেরই অধিকার আছে। আমরা তাঁহারদের নিরূপিত এক একটি প্রাকৃতিক নিয়ম শিক্ষা করিয়া কত আনন্দই অনুভব করিতে থাকি। প্রাকৃতিক নিয়ম বিষয়ক এক এক বিদ্যা এক একটি পরম রমণীয় পবিত্র উদ্যান স্বরূপ; তাহা দর্শন, মনন, স্মরণ ও আলোচনা করিয়া অন্তঃকরণ অপূর্ব্ব আনন্দ-নীরে অবগাহন করে।

কিন্তু ইহাও জ্ঞান-বৃক্ষের প্রধান ফল নহে। ইহা অপেক্ষাও গুরুতর ফল আছে, সেই ফল প্রাপ্তিই বিদ্যা লাভের প্রধান উদ্দেশ্য। আমরা চতুর্দ্দিকে যাবতীয় জীবে ও যাবতীয় পদার্থে পরিবেষ্টিত, তাহারদের সহিত আমারদের যেরূপ সম্বন্ধ বন্ধন আছে, তাহা জানিয়া তদনুযায়ি কার্য্য করা উচিত। নতুবা পদে পদে বিপৎপাত ও ক্লেশোৎপত্তির সম্ভাবনা। আমরা বুদ্ধিবৃত্তি পরিচালন পূর্ব্বক তৎ সমুদায় নিরূপণ করিয়া তদনুযায়ি ব্যবহার করিব বলিয়াই, পরম কারুণিক পরমেশ্বর আমারদিগকে ঐ সকল উৎকৃষ্ট বৃত্তি প্রদান করিয়াছেন। তদ্বিষয়ে বুদ্ধি নিয়োজন না করিলে তাঁহার সন্নিধানে সাপরাধ থাকিয়া আপন কর্ম্মের দুঃখময় ফল ভোগ করিতে হয়।

ধর্ম্মোপদেশকেরা যেমন অন্যান্য বৈধ ক্রিয়ার ব্যবস্থা দিয়া থাকেন, বিদ্যাশিক্ষা তাদৃশ অবশ্য-কর্ত্তব্য বলিয়া উপদেশ প্রদান করেন না। কিন্তু যখন জ্ঞান ব্যতিরেকে আপন শরীর ও মন সুস্থ ও স্বচ্ছন্দ রাখিবার সম্ভাবনা নাই, এবং আপন পরিবার ও জনসমাজের প্রতি যেরূপ কার্য্য কর্ত্তব্য তাহাও উচিত মত অনুষ্ঠান করিতে সমর্থ হওয়া যায় না, আর যখন জগদীশ্বর আমারদিগকে তত্তদ্বিষয়ে সমর্থ করিবার নিমিত্ত বুদ্ধিবৃত্তি প্রদান করিয়াছেন, তখন জ্ঞান শিক্ষা করা অপর সাধারণ সকলেরই উচিত কর্ম্ম তাহার সন্দেহ নাই। বিশ্বনিয়ন্তার নিয়ম ও অভিপ্রায় বিষয়ক জ্ঞান শিক্ষাই আমারদের অবশ্য কর্ত্তব্য, না শিখিলে প্রত্যবায় আছে। তদ্ভিন্ন অন্য বিষয়ের জ্ঞান প্রকৃত জ্ঞানপদের বাচ্য নহে।

এই নিয়ম যদি অবধারিত হইল, তবে বাল্য কালাবধিই পরমেশ্বর-প্রতিষ্ঠিত ভৌতিক, শারীরিক ও মানসিক নিয়ম শিক্ষা করা উচিত। ইহাই যদি পরম পিতা পরমেশ্বরের অভিপ্রেত হইল, তবে শিক্ষার সঙ্গে সঙ্গে তাহার যথোচিত ফলোৎপত্তি হয় তাহার সন্দেহ নাই। বিশুদ্ধ বায়ু সেবন, পরিমিত ভোজন, পরিষ্কৃত ও পরিচ্ছন্ন গৃহে বাস, এবং শরীর ও মনের অনতিশয় চালনা করা উচিত, ইত্যাদি শারীরিক বিধান বিষয়ে শিক্ষিত হইলে, বালকেরা তাহা পালন করিতে যত্নবান্ থাকে, তদ্দ্বারা শারীরিক স্বাস্থ্য ও মানসিক স্ফূর্ত্তি লাভ করিয়া সন্তুষ্ট চিত্তে সুখে কাল যাপন করিতে পারে, এবং তন্নিমিত্ত সর্ব্ব-সুখ-দাতা পরম-পিতা পরমেশ্বর সন্নিধানে কৃতজ্ঞতা স্বীকার পূর্ব্বক যাহাতে নগর মধ্যে বিশুদ্ধ বায়ু সঞ্চারিত হইয়া ও স্বদেশস্থ বিদ্যালয়, চিকিৎসালয়, দেবালয় প্রভৃতি সাধারণ-গৃহ সমুদায় শারীরিক নিয়ম প্রতিপালনের অনুকূল হইয়া লোকের স্বাস্থ্যজনক হয়, এমত চেষ্টা করে। অল্প বয়সে দার পরিগ্রহ করিলে যে সমস্ত প্রত্যক্ষ শান্তি ভোগ করি-

তে হয়, তাহা সবিশেষ অবগত হইলে, বালকেরা এই কুনীতি পরিত্যাগ করিয়া তজ্জনিত দারুণ দুঃখ ঘটনা নিবারণ করিতে পারে। অতএব, দুঃখ নিবৃত্তি ও সুখ বৃদ্ধি প্রাকৃতিক নিয়ম শিক্ষার প্রত্যক্ষ পুরস্কার।

যখন আমরা মানব জন্ম গ্রহণ করিয়া ভূমিষ্ঠ হইয়াছি, তখনই আমারদের কতক গুলি অবশ্য-প্রতিপাল্য নিত্য ব্রতে ব্রতী হওয়া হইয়াছে। আপনার শরীর সুস্থ ও স্বচ্ছন্দ রাখা, অন্তঃকরণ জ্ঞান ও ধর্ম্মে বিভূষিত করা, সন্তান সন্ততিকে শিক্ষিত ও সুখি করা, লোকের সহিত যথোচিত সদ্ব্যবহার এবং তাহারদের সুখ স্বচ্ছন্দতা সাধন পূর্ব্বক জন-সমাজের শ্রীবৃদ্ধি সম্পাদন করা, এবং সর্ব্ব-সুখদাতা পরম পিতা পরমেশ্বরের অপার মহিমা ও কল্যাণ-স্বরূপ পর্য্যালোচনা পূর্ব্বক তাহার প্রতি প্রগাঢ় প্রীতি প্রকাশ করা নিতান্ত কর্ত্তব্য। কিন্তু বিশ্বনিয়ন্তা বিশ্বপতি যে বিষয়ে যে নিয়ম সংস্থাপন করিয়াছেন, তাহা না জানিলে সে বিষয় সুচারুরূপে সম্পাদন করিবার সম্ভাবনা নাই। তিনি আমারদের শরীর রক্ষার্থে কিরূপ ব্যবস্থা স্থাপন করিয়াছেন, স্ত্রী পরিগ্রহ ও পুত্র কন্যার প্রতিপালন বিষয়ে কিরূপ অভিপ্রায় প্রকাশ করিয়া রাখিয়াছেন, মনুষ্য বর্গের সুখস্বচ্ছন্দতা বর্দ্ধনার্থ কোন্ বস্তুকে কি কি গুণ প্রদান করিয়াছেন, কাহার সহিত কিরূপ ব্যবহার কর্ত্তব্য তদ্বিষয়ে কি অনুজ্ঞা প্রচার করিয়াছেন, এবং তাঁহার অনির্ব্বচনীয় স্বরূপ ও পরমাশ্চর্য্য মহিমা কিরূপে কত দূর শিক্ষা করিতে সমর্থ হওয়া যায়, এই সমুদায় সম্যক্ রূপে নিরূপণ করা কর্ত্তব্য। কি রাজা কি প্রজা, কি ভৃত্য কি স্বামী, কি স্ত্রী কি পুরুষ, কি ধনী কি দরিদ্র সকলেরই এই সমস্ত শুভকর নিয়ম শিক্ষা করা কর্ত্তব্য। এই সমস্ত বিষয়ের জ্ঞানই যথার্থ জ্ঞান, এই জ্ঞানই দুঃখ রূপ দারুণ রোগের মহৌষধ, এই জ্ঞানই সুখ-রত্নের অদ্বিতীয় আকর, এই জ্ঞানই মানব জন্ম সার্থক করিবার মূলীভূত উপায়।

"এই সমুদায় কল্যাণকর বিষয় শিক্ষা করিয়া তদনুযায়ি ব্যবহার কর, নয়, বিশ্বাধিপের বিশ্ব-রাজ্যের অপরাধী অকৃতজ্ঞ প্রজা হইয়া যাবজ্জীবন যন্ত্রণা ভোগ কর"। ইহাই তাঁহার আজ্ঞা। এ আজ্ঞা অখণ্ডনীয়।

পদার্থবিদ্যা

গতির নিয়ম

স্থান পরিবর্ত্তন অর্থাৎ এক স্থান হইতে স্থানান্তর হওয়াকে গতি কহে। গতি না থাকিলে, এই জগৎ কেবল কতকগুলি স্পন্দহীন নির্জ্জীব পদার্থে পরিপূর্ণ হইয়া থাকিত। নদী-প্রবাহ, বায়ু-সঞ্চার, ঋতু-পরিবর্ত্তন, চন্দ্র সূর্য্যের উদয় ও অস্তগমন, জন্তু ও উদ্ভিজ্জের জীবন প্রাপ্তি, শব্দ ও জ্যোতিঃপ্রকাশ এ সমুদায়ের কিছুই হইত না। সংসারের সমুদায় ব্যাপার কেবল গতিরই কাণ্ড; কোন পদার্থ এক স্থানে স্থির হইয়া নাই। গতির নিয়ম জানিলে শত সহস্র প্রকার ভবিষ্যদ্‌ঘটনা গণনা করিয়া বলা যায়।

লোকে মনে করে, এক স্থানে স্থির হইয়া থাকাই জড়ের স্বাভাবিক ধর্ম্ম, কোন কারণে চালিত হইলেও পুনর্ব্বার ক্রমে ক্রমে স্থির হয়। কিন্তু একথা যে নিতান্ত ভ্রান্তিমূলক, তাহা পূর্ব্বে প্রদর্শিত হইয়াছে। জড় পদার্থ আপনি কিছুই করিতে পারে না; চালাইয়া দিলেই চলে, এবং স্থির করিয়া রাখিলেই স্থির থাকে। তবে যে ভূমণ্ডলে কোন বস্তু সঞ্চালিত হইলে ক্রমে ক্রমে স্থির হয়, তাহা অন্যান্য বস্তুর স্বর্ষণ আকর্ষণাদি দ্বারা হইয়া থাকে। অতএব, জড় পদার্থ চালিত হইলেও ক্রমাগত চলিতে পারে না, ক্রমে ক্রমে স্থির হয়, একথা কোন ক্রমেই প্রামাণিক নহে। জগতের কোন পদার্থ এক স্থানে স্থির আছে কি না সন্দেহ স্থল। বায়ু বহিতেছে, জল চলিতেছে, মেঘ উঠিতেছে, আলোক আসিতেছে, বৃক্ষ ও জন্তু মধ্যে রস ও রক্ত সঞ্চরণ করিতেছে, ইত্যাদি গমন-ব্যাপারই সর্ব্বদা চতুর্দ্দিকে প্রত্যক্ষ হইয়া থাকে। পর্ব্বতাদি বৃহত্তর বস্তু আপাততঃ স্থির বোধ হয় বটে, কিন্তু তৎ সমুদায় সম্বলিত সমস্ত ভূমণ্ডল অবিশ্রান্ত প্রচণ্ড বেগে গমন করিতেছে। চন্দ্র পৃথিবীকে প্রদক্ষিণ করে, পৃথিবী সূর্য্যকে প্রদক্ষিণ করে, সূর্য্যও অন্য স্থান পরিবেষ্টন করে। অন্যান্য গ্রহ ও ধূমকেতু সমুদায়ও সূর্য্যমণ্ডল প্রদক্ষিণ করে, এবং কত শত নক্ষত্রও দ্রুতবেগে নিয়ত ধাবিত হইয়া থাকে।

অতএব কোন বস্তু একবার চালিত হইলে, যদি অন্য বস্তু দ্বারা প্রতিহত না হয়, তবে ক্রমাগত চলে, কোনমতে স্থির হয় না। এই নিয়ম টি সর্ব্বদাই হৃদয়ঙ্গম রাখা উচিত, যে কোন বস্তু অন্য বস্তুর শক্তি কর্ত্তৃক চালিত না হইলে চলিতে পারে না, এবং চালিত হইলে পর অন্য বস্তুর শক্তি দ্বারা প্রতিহত না হইলে স্থির হইতেও পারে না।

শক্তি

অন্য বস্তুর শক্তি বিনা কোন বস্তুর গতি উৎপন্ন হয় না। যদ্দ্বারা কোন বস্তু চালিত হয়, তাহাকে শক্তি বলে। অশ্বের শক্তি দ্বারা রথ চালিত হয়, বৃষের শক্তি দ্বারা হল চালিত হয়, বাষ্পের শক্তি দ্বারা বাষ্প-যন্ত্রের চক্র সকল ঘূর্ণিত হয়, এবং পৃথিবীর মাধ্যাকর্ষণ-শক্তি দ্বারা বৃক্ষের ফল ও মেঘের জল ভূতলে পতিত হয়। শক্তি বিনা গতির উৎপত্তি হয় না, এবং গতি বিনা ভূমণ্ডলের কোন ব্যাপার সম্পন্ন হয় না।

বেগ

কোন বস্তু কোন নির্দ্দিষ্ট কালে যত দুর গমন করে, তাহাকে সেই বস্তুর বেগ বলে। যে অশ্ব এক এক ঘণ্টায় ৪ ক্রোশ চলে, তাহার বেগ প্রতি ঘণ্টায় ৪ ক্রোশ বলিতে হয়। দূরের সংখ্যাকে সময়ের সংখ্যা দিয়া হরণ করিলে, বেগের সংখ্যা নিরূপিত হয়। যেমন, যে অশ্ব ১০ ঘণ্টায় ৫০ ক্রোশ গমন করে, তাহার বেগ প্রতি ঘণ্টায় ৫ ক্রোশ; কারণ দূরের সংখ্যা যে ৫০, তাহাকে সময়ের সংখ্যা ১০ দিয়া হরণ করিলে, ৫ হয়।

সমান শক্তি দ্বারা চালিত হইলে, যে বস্তু যত ভারী, তাহার বেগ তত মন্দ হইয়া থাকে। যদি কোন কামানে সমান প্রমাণ বারুদ দিয়া ক্রমে ক্রমে পাঁচ সের, দশ সের, পঁচিশ সের ভারী তিন টা গোলা চালনা করা যায়, তবে পাঁচ সের ভারী গোলার যত বেগ হয়, দশ সের ভারী গোলার বেগ তাহার অর্দ্ধেক, এবং পঁচিশ সের ভারী গোলার বেগ তাহার পাঁচ ভাগের এক ভাগ হইয়া থাকে। যে ব্যক্তি হস্তের বলে কোন ক্ষুদ্র ভেলককে দ্রুত বেগে চালনা করিতে পারে, সে ব্যক্তি তদ্দ্বারা কোন ময়ূরপঙ্খিকে কোন ক্রমেই তাদৃশ বেগে চালনা করিতে সমর্থ হয় না, এবং কোন প্রকাণ্ড জাহাজকে কিছুই চালনা করিতে পারে না।

আবার, যে সকল দ্রব্য সমান ভারী, তন্মধ্যে যে দ্রব্য যত শক্তি দ্বারা চালিত হয়, তাহার বেগ তত প্রবল হইয়া থাকে। কোন কামানের গোলা এক ছটাক বারুদ দ্বারা চালিত হইলে যত বেগে চলে, দুই ছটাক বারুদ দ্বারা চালিত হইলে তাহার দ্বিগুণ বেগে চলিবে, তিন ছটাক বারুদ দ্বারা চালিত হইলে তাহার ত্রিগুণ বেগে চলিবে।

এইরূপ শক্তির তারতম্য ও ভারিত্বের তারতম্যানুসারে বেগের তারতম্য হইয়া থাকে।

শক্তি-প্রয়োগের ক্রম ও প্রকারাদি অনুসারে নানা প্রকার গতির উৎপত্তি হইয়া থাকে; তন্মধ্যে কয়েক প্রকার গতির বিবরণ করা যাইতেছে।

সমগতি

চালিত বস্তু অন্য বস্তু দ্বারা প্রতিহত না হইলে যেমন স্থির হয় না, সেইরূপ তাহার গতির হ্রাস বৃদ্ধিও হয় না, সর্ব্বদা সমানই থাকে। এই প্রকার গতিকে সমগতি কহে। ভূমণ্ডলস্থ কোন বস্তু চালিত হইলে পৃথিবীর আকর্ষণাদি দ্বারা তাহার গতির ব্যতিক্রম ঘটিয়া ক্রমে ক্রমে হ্রাস ও নাশ হইয়া আইসে। একারণ, পৃথিবীতে সমগতির উদাহরণ প্রাপ্ত হওয়া যায় না। কিন্তু গগণমণ্ডলস্থ গ্রহ চন্দ্রাদির গতি এ বিষয়ের সম্পূর্ণ দৃষ্টান্ত-স্থল। মঙ্গল, বুধ, বৃহস্পতি, শুক্র, শনি, পৃথিবী এবং অন্যান্য সমুদায় গ্রহ নির্দ্দিষ্ট নিয়মে সূর্য্যকে প্রদক্ষিণ করে, ইহারদের গতি প্রায় সমগতি। ইহারা অদ্যও যেমন বেগে চলিতেছে, সহস্র সহস্র

বৎসর পূর্ব্বেও প্রায় সেইরূপ বেগে চলিত, তাহার সন্দেহ নাই। তাহারা এই প্রকার সমান বেগে চলে বলিয়াই জ্যোতির্ব্বেত্তারা গ্রহগণনা করিতে পারেন,এবং কখন্ কোন্ গ্রহ কোন্ স্থানে থাকে তাহাও স্থির বলিতে পারেন।

পৃথিবী যে ৩৬৫ দিবস ১৫ দণ্ডে সূর্য্যকে একবার প্রদক্ষিণ করে, তাহাতে আমারদের এক বৎসর হয়। আর চলিতে চলিতে ৬০ দণ্ডে রথ-চক্রের ন্যায় যে এক একবার আবর্ত্তন করে, তাহাতে দিবারাত্র হয়। আমরা এই উভয় কালকে বিভাগ করিয়া ঋতু, মাস, দিবস, প্রহর, দণ্ড, পল, অনুপল প্রভৃতি গণনা করিয়া থাকি। পৃথিবী এইপ্রকার সমান বেগে চলে বলিয়া আমরা তৎসংক্রান্ত ভবিষ্যৎ ঘটনা সকল গণনা করিয়া বলিতে পারি, এবং আমারদের বিষয় কর্ম্মের তদনুযায়ি ব্যবস্থা করিয়া যথা কালে তাবৎ কার্য্য নির্ব্বাহ করিয়া থাকি। পৃথিবীর এই রূপ গতির নিয়ম না থাকিলে কোন্ দিন কোন্ সময়ে রাত্রিশেষ ও দিবাবসান হইবে, এবং কোন্ সময়ে কোন্ ঋতু পরিবর্ত্ত হইবে, পূর্ব্বে তাহার কিছুই জানিতে পারিতাম না, সুতরাং বিষয় কার্য্য ও আচার ব্যবহারের নির্দ্দিষ্ট শৃঙ্খলা করিতে সমর্থ হইতাম না। ইহা হইলে, কৃষি,বাণিজ্য প্রভৃতি কার্য্যের বিষম ব্যতিক্রম ঘটিয়া লোকযাত্রা নির্ব্বাহ হওয়া দুর্ঘট হইয়া উঠিত।

পৃথিবীর ন্যায় অন্যান্য গ্রহেরও দুই প্রকার গতি আছে, তদনুসারে তাহারদেরও বৎসর ও দিন গণনা হইতে পারে। ইহাতে, যদি সেই সকল গ্রহ পৃথিবীগ্রহের ন্যায় বুদ্ধিজীবি জীবের নিবাস-ভূমি হয়, তবে বোধ হয়, তাহারাও দিন, মাস, বৎসরাদি নিরূপণ করিয়া তদনুযায়ি সাংসারিক ব্যবস্থা সংস্থাপন করিয়া থাকে। আমারদের ন্যূনাধিক ১২ বৎসরে বৃহস্পতির এক বৎসর এবং ২০ দণ্ডে এক অহোরাত্র হয়। আমারদের ৬৮৬ দিনে মঙ্গলের বৎসর এবং ৬১ দণ্ড ৩৭ পলে তাহার অহোরাত্র হয়। আমারদের ২২৪ দিনে শুক্রের বৎসর এবং ৫৮ দণ্ড ২২ পলে তাহার অহোরাত্র হয়।

সরলগতি।

কোন বস্তু একবার চালিত হইলে যেমন চিরকাল সমান বেগে চলে, সেইরূপ যে দিকে চালিত হয়, ঠিক সেই দিকেই চলিয়া থাকে,অন্য কোন দিকে গমন করে না। হস্ত হইতে পুস্তক স্খলিত হইয়া, বৃক্ষ হইতে ফল গলিত হইয়া এবং মেঘ হইতে জলবিন্দু নিঃসৃত হইয়া সরল ভাবে ভূতলে পতিত হয়, বিনা কারণে অন্য দিকে গমন করে না। কামানের গোলা, ধনুকের শর প্রভৃতি অনেকানেক দ্রব্য এক দিকে চলিতে চলিতে যে ক্রমে অন্য দিকে গমন করিতে দেখা যায়, তাহার কারণ পশ্চাৎ প্রদর্শন করা যাইবেক। কিন্তু এই নিয়ম অবধারিত জানিতে হইবে, যে কোন বস্তু এক শক্তি দ্বারা এক দিকে চালিত হইলে ঠিক সেই দিকেই চলে, ইহাকেই সরল গতি বলে।

ব্রাহ্মধর্ম্মঃ

প্রথম খণ্ডং

দ্বাদশোধ্যায়ঃ

বৃক্ষইব স্তব্ধোদিবি তিষ্ঠত্যেকস্তেনেদং পূর্ণং পুরুষেণ সর্ব্বং॥

অদ্বিতীয় পরমাত্মা বৃক্ষের ন্যায় স্তব্ধ রহিয়া আপনার স্বপ্রকাশ মহিমাতে স্থিতি করিতেছেন। সেই পূর্ণস্বরূপ পরব্রহ্ম দ্বারা এই সমস্ত জগৎ পূর্ণ রহিয়াছে।

যথা সোম্য বয়াংসি বাসোবৃক্ষং সংপ্রতিষ্ঠন্তে এবং হ বৈ তৎ সর্ব্বং পরআত্মনি সংপ্রতিষ্ঠতে॥

হে প্রিয়! যেমন পক্ষি সকল তাহার দিগের বাস স্থান বৃক্ষেতে স্থিতি করে, তদ্রূপ সমুদায় পদার্থ পরমাত্মাতে স্থিতি করিতেছে।

একোদেবঃ সর্ব্বভূতেষু গূঢ়ঃ সর্ব্বব্যাপী সর্ব্বভূতান্তরাত্মা। কর্ম্মাধ্যক্ষঃ সর্ব্বভূতাধিবাসঃ সাক্ষী চেতা কেবলোনির্গুণশ্চ॥

এক যে পরমেশ্বর, তিনি সর্ব্বভূতেতে প্রচ্ছন্ন ভাবে স্থিতি করিতেছেন, তিনি সর্ব্বব্যাপী ও সকলের অন্তর্যামী। তিনি তাবৎ কার্য্যের অধ্যক্ষ, তিনি সর্ব্ব ভূতের আশ্রয়, তিনি সকলের সাক্ষী, জ্ঞান স্বরূপ, ও সঙ্গ রহিত এবং সৃষ্ট পদার্থে যে সমস্ত গুণ আছে, তাহার কিছুই তাঁহাতে নাই।

সর্ব্বাদিশউর্দ্ধমধশ্চ তির্য্যক্ প্রকাশয়ন্ ভ্রাজতে যদ্বনড্বান্। এবহ্ম সদেবোভগবান্ বরেণ্যোযোনিঃস্বভাবানধিতিষ্ঠত্যেকঃ॥

সূর্য্য যেমন ঊর্দ্ধ, অধ, তির্য্যক্, সমুদায় দিক্ প্রকাশ করিয়া প্রকাশ পায়েন, অদ্বিতীয় ঐশ্বর্য্যবান্ বিশ্ব প্রকাশক জগৎ কারণ বরণীয় পরমেশ্বর সেই রূপ প্রকাশ পাইতেছেন। একাকী তিনি সর্ব্বভূতে তাহারদিগের স্বীয় ভাব সকল নিয়োজন করিতেছেন।

নৈনমূর্দ্ধং ন তির্য্যঞ্চং ন মধ্যে পরিজগ্রভৎ। ন তস্য প্রতিমা অস্তি যস্য নাম মহদ্‌যশঃ॥

কি ঊর্দ্ধ দেশে,কি তির্য্যক্;কি মধ্যদেশে, কোথাও তাঁহাকে কেহ গ্রহণ করিতে পারে নাই। তাঁহার প্রতিমা নাই, তাঁহার নাম মহদ্‌যশ।

ন সন্দৃশে তিষ্ঠতি রূপমস্য ন চক্ষুষা পশ্যতি কশ্চনৈনং। হৃদা মনীষা মনসাভিক্লৃপ্তোযএনমেবং বিদুরমৃতাস্তে ভবন্তি॥

তাঁহার স্বরূপ চক্ষুর গোচর নহে, সুতরাং কেহ তাঁহাকে চক্ষুর দ্বারা দেখিতে পায় না। তিনি মনোগত সংশয় রহিত বুদ্ধি দ্বারা দৃষ্ট হইলে প্রকাশিত হয়েন; যাঁহারা ইহাঁকে এই প্রকারে জানেন, তাঁহারা অমর হয়েন।

শ্রবণায়াপি বহুভির্যোন লভ্যঃ শৃণ্বন্তোঽপি বহবোযন্ন বিদ্যুঃ। আশ্চর্য্যোবক্তা কুশলোস্য লব্ধা আশ্চর্য্যোজ্ঞাতা কুশলানুশিষ্টঃ॥

শুনিবার উপায় অভাবে অনেকে যে পরব্রহ্মকে প্রাপ্ত হয় না,অনেকে শ্রবণ করিয়াও যাঁহাকে জানিতে পারে না, তাঁহার জ্ঞান উপদেশ করিতে পারে এমত বক্তা অতি দুর্ল্লভ. ও অত্যন্ত নিপুণ যে ব্যক্তি সেই তাঁহাকে লাভ করিতে পারে। নিপুণ রূপে অনুশিষ্ট হইয়াছে, এমত জ্ঞাতাও দুর্ল্লভ।

পরাচঃ কামাননুযন্তি বালাস্তে মৃত্যোর্যন্তি বিততস্য পাশং। অথ ধীরাঅমৃতত্বং বিদিত্বা ধ্রুবমধ্রুবেষ্বিহ ন প্রার্থয়ন্তে॥

অল্প বুদ্ধি লোক সকল বহির্ব্বিষয়েতেই আসক্ত হইয়া বিস্তীর্ণ মৃত্যুর পাশে বদ্ধ হয়; এই হেতু ধীর ব্যক্তি সকল নিত্য অমৃতত্বকে জানিয়া সংসারের তাবৎ অনিত্য পদার্থের মধ্যে কিছুই প্রার্থনা করেন না।

যেনাহং নামৃতা স্যাং কিমহং তেন কুর্য্যাং। অসতোমা সদ্গময় তমসোমা জ্যোতির্গময় মৃত্যোর্ম্মামৃতংগময়। আবিরাবীর্ম্মএধি। রুদ্র যত্তে দক্ষিণং মুখং তেন মাং পাহি নিত্যং॥

যাহার দ্বারা আমি অমর না হই, তাহাতে আমি কি করিব। হে জ্যোতির্ম্ময়! অসৎ কর্ম্ম হইতে আমাকে সৎ কর্ম্মে লইয়া যাও, অন্ধকার হইতে আমাকে জ্যোতিতে লইয়া যাও এবং মৃত্যু হইতে আমাকে অমৃতে লইয়া যাও; আমার নিকট প্রকাশিত হও, হে রুদ্র! তোমার যে প্রসন্ন মুখ তাহার দ্বারা আমাকে সর্ব্বদা রক্ষা কর।

ইতি প্রথমখণ্ডে দ্বাদশোধ্যায়ঃ।

মহাভারত

আদিপর্ব্ব

অষ্টপঞ্চাশ অধ্যায়—আস্তীক পর্ব্ব

১০৮ সংখ্যক পত্রিকার ৪৭ পৃষ্ঠার পর

উগ্রশ্রবাঃ কহিলেন, রাজা জনমেজয় আস্তীককে এইরূপে বরদানে উদ্যত হইলে, আমরা তাঁহার আর এই এক অদ্ভুত বৃত্তান্ত শ্রবণ করিয়াছি। নাগরাজ তক্ষক ইন্দ্র হস্ত হইতে চ্যুত হইয়া সেই স্থানেই থাকিল। তখন রাজা জনমেজয় অত্যন্ত চিন্তান্বিত হইলেন। ভয়ার্ত্ত তক্ষক সেই বিধি পূর্ব্বক হুত অতি প্রদীপ্ত যজ্ঞীয় হুতাশনে পতিত হইল না।

শৌনক কহিলেন, হে সূতনন্দন! সেই মনীষাসম্পন্ন ব্রাহ্মণদিগের মন্ত্র সকল কি নিস্তেজ হইয়াছিল, যে তক্ষক অগ্নিতে পতিত হইল না। উগ্রশ্রবাঃ কহিলেন, পন্নগরাজ ইন্দ্র হস্ত হইতে চ্যুত ও বিচেতন হইয়া পতিত হইতেছেন, এমত সময়ে আস্তীক "তিষ্ঠ তিষ্ঠ" এই বাক্য তিন বার উচ্চারণ করিলেন, এবং তক্ষকও উদ্বিগ্নচিত্তে অন্তরিক্ষে অবস্থিত হইল।

এইরূপে তক্ষক আকাশ ও পৃথিবী উভয়ের মধ্যস্থলে অবস্থিত হইলে রাজা সদস্যগণের উপদেশ বশবর্ত্তি হইয়া কহিলেন, আস্তীক যাহা কহিলেন তাহাই হউক; এই কর্ম্ম সমাপিত হউক; নাগগণ নিরাপদ হউক; আস্তীক প্রীত হউন; এবং সূতের সেই বাক্য সত্য হউক।

রাজা আস্তীককে বর প্রদান করিবামাত্র চারিদিকে প্রীতিপূর্ণ কোলাহল উত্থিত হইল; সেই সর্প সত্র নিবৃত্ত হইল; ভরতকুলতিলক রাজা জনমেজয় প্রীতি প্রাপ্ত হইলেন; যে সমস্ত ঋত্বিক্ ও সদস্য গণ সেই সর্পসত্রে সমাগত হইয়াছিলেন, তাঁহারদিগকে অপর্য্যাপ্ত অর্থ প্রদান করিলেন; আর যে লোহিত নয়ন সূত যজ্ঞায়তন নির্ম্মাণ কালে কহিয়াছিলেন, যে এক ব্রাহ্মণকে উপলক্ষ্য করিয়া সর্পসত্র রহিত হইবেক, তাঁহাকেও প্রভূত অর্থ, অন্যান্য নানা দ্রব্য এবং অন্ন ও বস্ত্র দান করিলেন। তদনন্তর যথাবিধি অবভৃথ ক্রিয়া সমাপন করিলেন।

পরে রাজা প্রীত মনে যথোচিত সৎকার করিয়া কৃতকৃত্য মহাত্মা আস্তীককে স্বগৃহে প্রেরণ করিলেন, এবং তাঁহার প্রস্থান কালে কহিলেন, ভগবন্! পুনর্ব্বার যেন আপনকার আগমন হয়। আর যৎকালে আমি অশ্বমেধ মহাযজ্ঞের অনুষ্ঠান করিব, আপনাকে সদস্য হইতে হইবেক।

আস্তীক এইরূপে স্বকার্য্য সাধন ও রাজার সন্তোষোৎপাদন করিয়া তথাস্তু বলিয়া পরম প্রীত চিত্তে স্বস্থানে প্রস্থান করিলেন, এবং আলয়ে উত্তীর্ণ হইয়া মাতুলের ও জননীর সন্নিধানে গমন পূর্ব্বক তদীয় পাদ বন্দন করিয়া আদ্যোপান্ত সমস্ত বৃত্তান্ত নিবেদন করিলেন। যে সমস্ত নাগ সেই স্থানে উপস্থিত ছিল, শ্রবণ মাত্র তাহারদের শোক, ভয় ও মোহ দূর হইল। তাহারা সাতিশয় প্রীত হইয়া আস্তীককে কহিল, বৎস! অভিলষিত বর প্রার্থনা কর। তাহারা চারি দিক্ হইতে ভূয়োভূয়ঃ ইহাই কহিতে লাগিল, হে বিদ্বন্! আমরা তোমার কি প্রিয় কর্ম্ম করি বল; আমরা সকলে পরম প্রীত হইয়াছি; তুমি আমারদিগকে ঘোর বিপদ্ হইতে মুক্ত করিয়াছ; বৎস! আমরা তোমার কি অভীষ্ট সম্পাদন করি বল।

আস্তীক কহিলেন, যে সকল ব্রাহ্মণ অথবা অন্যান্য মানবগণ প্রসন্ন মনে সায়ং ও প্রাতঃকালে আমার এই ধর্ম্মাখ্যান পাঠ করিবেক, এই বর দাও, যেন তোমাদের হইতে তাহারদিগের কোন ভয় না থাকে। নাগগণ প্রীত ও প্রসন্ন হইয়া কহিল, হে ভাগিনেয়! তুমি যে প্রার্থনা করিলে আমরা পরম প্রীত চিত্তে তাহা সম্পাদন করিব।

যে ব্যক্তি দিবাভাগে অথবা রাত্রিকালে অসিত, আর্ত্তিমান্ ও সুনীথকে স্মরণ করিবে, তাহার সর্পভয় থাকিবেক না। হে মহাভাগ নাগগণ! যে মহা যশস্বী মহাপুরুষ মহর্ষি জরৎকারুর ঔরসে নাগভগিনী জরৎকারুর গর্ভে জন্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন এবং যিনি জনমেজয়ের সর্পসত্রে তোমারদিগের রক্ষা করিয়াছেন, আমি তাহাকে স্মরণ করিতেছি, অতএব, তোমাদের আমাকে হিংসা করা উচিত নহে। হে মহাবিষ সর্প! অপসরণ কর, তোমার মঙ্গল হউক, চলিয়া যাও; জনমেজয়ের যজ্ঞান্তে আস্তীক যে বাক্য কহিয়াছিলেন, তাহা স্মরণ কর। যে সর্প আস্তীক বাক্য শুনিয়া নিবৃত্ত না হয়, তাহার মস্তক শিংশ বৃক্ষ ফলের ন্যায় শতখণ্ডে বিদীর্ণ হইয়া যায়।

উগ্রশ্রবাঃ কহিলেন, দ্বিজেন্দ্র আস্তীক সমাগত ভুজগগণ কর্ত্তৃক এই প্রকার উক্ত হইয়া পরম প্রীতি প্রাপ্ত ও গমনাভিলাষী হইলেন। সেই ধর্ম্মাত্মা ভুজগগণকে সর্পসত্র ভয় হইতে মুক্ত করিয়া পুত্র পৌত্র রাখিয়া যথাকালে কাল প্রাপ্ত হইলেন। হে ঋষিপ্রবর! আমি আপনকার নিকট আস্তীকের উপাখ্যান যথাবৎ কীর্ত্তন করিলাম। এই উপাখ্যান কীর্ত্তন করিলে কখনও সর্প ভয় থাকে না। হে ভৃগুকুলাবতংস! আপনকার পূর্ব্বপুরুষ ভগবান্ প্রমতি স্বীয় পুত্র রুরু কর্ত্তৃক জিজ্ঞাসিত হইয়া প্রীতিপ্রফুল্লচিত্তে আস্তীকের পরম পবিত্র চরিত্র যেরূপ কীর্ত্তন করিয়াছিলেন এবং আমি যেরূপ শুনিয়াছিলাম, আপনকার নিকট আদ্যোপান্ত অবিকল বর্ণন করিলাম। আপনি

ভৃগুভ বাক্য শ্রবণ করিয়া আমাকে যাহা জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, আস্তীকের সেই পরম পবিত্র ধর্ম্মময় আখ্যান শ্রবণ করিলেন, এক্ষণে আপনকার মহৎ কৌতূহল নিবৃত্ত হউক। সর্পসত্র সমাপ্ত।

ঊনষষ্ট অধ্যায়

শৌনক কহিলেন, হে সূত নন্দন! তুমি আমার নিকট ভৃগুবংশের বৃত্তান্ত প্রভৃতি অখিল মহৎ আখ্যান কীর্ত্তন করিলে, ইহাতে আমি তোমার প্রতি প্রীত হইয়াছি। এক্ষণে আমি তোমাকে পুনর্ব্বার অনুরোধ করিতেছি ব্যাস সংক্রান্ত যে সমস্ত কথা আছে, সে সমুদায় আমার নিকট কীর্ত্তন কর। সেই অতি দুঃসাধ্য সর্পসত্রে কাশ্যপ সদস্যগণ অবসর কালে যে যে বিষয়ে যে সকল বিচিত্র কথা কীর্ত্তন করিয়াছিলেন, আমরা তোমার নিকট সেই সমস্ত কথা যথাযথ শ্রবণ করিতে বাসনা করি; তুমি আমারদিগের নিকট বর্ণন কর।

উগ্রশ্রবাঃ কহিলেন, সর্পসত্র নিযুক্ত ব্রাহ্মণেরা অবসর কালে বেদমূলক নানা আখ্যান কীর্ত্তন করিয়াছিলেন, কিন্তু ব্যাসদেব মহাভারত রূপ বিচিত্র আখ্যান কীর্ত্তন করেন।

শৌনক কহিলেন, ভগবান্ কৃষ্ণদ্বৈপায়ন অবসর কালে রাজা জনমেজয় কর্ত্তৃক জিজ্ঞাসিত হইয়া পাণ্ডবদিগের যশস্কর যে মহাভারত রূপ আখ্যান বিধি পূর্ব্বক শ্রবণ করাইয়াছিলেন, মহানুভব মহর্ষির মনঃসাগর সম্ভূত সেই পরম পবিত্র কথা যথাবিধি শুনিতে অভিলাষ করি; হে সাধুশ্রেষ্ঠ! তুমি তাহা কীর্ত্তন কর, আমি অদ্যাপি আখ্যান শ্রবণে তৃপ্ত হই নাই। উগ্রশ্রবাঃ কহিলেন, হে ঋষিপ্রবর! আমি কৃষ্ণদ্বৈপায়নপ্রোক্ত মহৎ উৎকৃষ্ট মহাভারত নামক আখ্যান প্রথমাবধি সমুদায় কীর্ত্তন করিব, আপনি শ্রবণ করুণ। আমারও এই আখ্যান কীর্ত্তন করিতে অত্যন্ত আহ্লাদ উদয় হইতেছে।

ষষ্টিতম অধ্যায়

উগ্রশ্রবাঃ কহিলেন, ভগবান্ কৃষ্ণদ্বৈপায়ন রাজা জনমেজয়কে সর্পসত্রে দীক্ষিত শ্রবণ করিয়া যজ্ঞক্ষেত্রে উপস্থিত হইলেন। যে পাণ্ডব পিতামহ মহাপুরুষ যমুনাদ্বীপে শক্তিপুত্র পরাশরের ঔরসে সত্যবতীর কন্যাবস্থাতেই তদীয় গর্ভে জন্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন; যিনি যাত মাত্র স্বেচ্ছাক্রমে দেহ বৃদ্ধি করিয়াছিলেন; যিনি অঙ্গ সহিত সমস্ত বেদ ও সমস্ত ইতিহাস অধ্যয়ন করিয়াছিলেন; তপস্যা, বেদাধ্যয়ন, ব্রত, উপবাস, পুত্রোৎপাদন, ও যজ্ঞানুষ্ঠান দ্বারা কেহ যাঁহার তুল্য হইতে পারে না; যে অদ্বিতীয় বেদবেত্তা, সর্ব্বজ্ঞ, সচ্চরিত্র, সত্য পরায়ণ, কবি, ব্রহ্মর্ষি এক বেদকে চতুর্ভাগে বিভক্ত করিয়াছেন; যে পবিত্র কীর্ত্তি মহাযশস্বী মহাপুরুষ শান্তনুর বংশ রক্ষার্থে ধৃতরাষ্ট্র, পাণ্ডু ও বিদুরকে জন্ম দিয়াছিলেন। সেই মহাত্মা বেদবেদাঙ্গ পরায়ণ শিষ্যগণ সমভিব্যাহারে রাজর্ষি জনমেজয়ের যজ্ঞক্ষেত্রে প্রবেশ বরিলেন, এবং দেখিলেন রাজা বহু সংখ্যক সদস্য, নানা দেশীয় নরপতিগণ, এবং প্রজাপতি তুল্য যজ্ঞানুষ্ঠান নিপুণ ঋত্বিক্‌গণে পরিবৃত হইয়া উপবিষ্ট আছেন।

ভরতকুলপ্রদীপ রাজর্ষি জনমেজয় সেই মহর্ষিকে সমাগত দেখিয়া সত্বর হইয়া স্বগণ সমভিব্যাহারে প্রত্যুদ্গমন করিলেন, এবং বসিবার নিমিত্ত কাঞ্চন নির্ম্মিত আসন প্রদান করিলেন। অনন্তর দেবগণ ও ঋষিগণের পূজনীয় মহর্ষি উপবিষ্ট হইলে, রাজা শাস্ত্রীয় বিধি অনুসারে তাঁহার পূজা করিলেন। প্রথমতঃ পাদ্য, অর্ঘ্য, আচমনীয় প্রদান করিয়া পরিশেষে মধুপর্কোক্ত বিধানে এক গো নিবেদন করিয়া দিলেন। ব্যাসদেব জনমেজয়ের পূজা গ্রহণ করিয়া সাতিশয় প্রীত হইলেন, এবং নিরপরাধে গোর বধ করা বিধেয় নহে, এই বলিয়া উহার প্রাণ বধ নিবারণ করিলেন।

রাজা এইরূপে প্রপিতামহের পূজা সমাধান করিয়া প্রীতমনে তৎ সমীপে উপবেশন পুরঃসর তাঁহাকে কুশল জিজ্ঞাসা করিলেন। ভগবান্ আত্মকুশল নিবেদিলেন। পরে সমুদায় সদস্যগণ তাঁহার স্তব খাণ্ডবদাহ কালে ময় নামক অসুরকে মুক্ত

সমাদর করিলেন। অনন্তর জনমেজয় সমস্ত সদস্যগণ সহিত কৃতাঞ্জলি হইয়া এই জিজ্ঞাসা করিলেন, ভগবন্! আপনি কৌরব ও পাণ্ডবদিগের বৃত্তান্ত প্রত্যক্ষ দেখিয়াছেন, অতএব আমার একান্ত বাসনা এই, আপনি তাঁহারদের চরিত কীর্ত্তন করেন, আমার পিতামহেরা রাগ দ্বেষাদি শূন্য ছিলেন, তথাপি কি নিমিত্ত তাদৃশ বিবাদ, তাদৃশ সর্ব্ব সংহারকারি মহাযুদ্ধ ঘটিয়াছিল; আপনি এই সকল বৃত্তান্ত আদ্যোপান্ত বর্ণন করুন।

ভগবান্ কৃষ্ণদ্বৈপায়ন তাঁহার সেই বাক্য শ্রবণ করিয়া সমীপোপবিষ্ট স্বীয় শি বৈশম্পায়নকে এই আদেশ করিলেন। পূর্ব্বে কৌরব ও পাণ্ডবদিগের যেরূপে আত্মবিচ্ছেদ ঘটিয়াছিল, তাহা আমার নিকট তুমি যেরূপ শুনিয়াছ সেই সমস্ত ইহাঁকে শ্রবণ করাও। বৈশম্পায়ন গুরুর আদেশ পাইয়া রাজা ও সদস্যবর্গ এবং অন্যান্য নৃপতিগণের নিকট কুরুপাণ্ডবের আত্মবিচ্ছেদ ও কুলক্ষয় সংক্রান্ত পুরাতন ইতিহাস আদ্যোপান্ত কীর্ত্তন করিতে আরম্ভ করিলেন।

একষষ্ট অধ্যায়

বৈশম্পায়ন কহিলেন, প্রথমতঃ গুরুদেবকে ভক্তি শ্রদ্ধাপূর্ব্বক একাগ্র চিত্তে সাষ্টাঙ্গ প্রণিপাত করিয়া এবং সমস্ত ব্রাহ্মণগণ ও অন্যান্য বিদ্বান্ ব্যক্তিদিগের সম্মান ও সৎকার করিয়া, সর্ব্বলোক বিখ্যাত মহাত্মা মহর্ষি ব্যাসদেবের অশেষ মত বর্ণন করিব, মহারাজ! আপনি এই ভারতীয় কথা শ্রবণের যোগ্যপাত্র বটেন, এবং গুরুদেবের আদেশ পাইয়া আমারও এই মহতী কথার কীর্ত্তনে উৎসাহ জন্মিতেছে।

মহারাজ! শ্রবণ করুন। রাজ্যের নিমিত্ত দ্যূত ক্রীড়া দ্বারা যেরূপে কৌরব ও পাণ্ডবদিগের আত্মবিচ্ছেদ ও পাণ্ডবদিগের বনবাস এবং সর্ব্বসংহারকারী সংগ্রাম ঘটিয়াছিল, তাহা আমি তোমার নিকট বর্ণন করিব।

যুধিষ্ঠিরাদি পঞ্চ বীর, পিতার পরলোক প্রস্থানের পর, অরণ্য হইতে আলয়ে প্র-

বেদে ও ধনুর্ব্বেদে কৃতবিদ্য হইয়া উঠিলেন। কৌরবেরা পাণ্ডবদিগকে এইরূপ শ্রী, কীর্ত্তি, বল, বীর্য্য, ঔদার্য্য সম্পন্ন ও পুরবাসিগণের প্রিয় দেখিয়া অত্যন্ত ঈর্ষ্যা পরবশ হইলেন। ক্রূরস্বভাব দুর্য্যোধন, কর্ণ, ও সৌবল একমতাবলম্বী হইয়া পাণ্ডবদিগকে নানা নিগ্রহ করিতে ও তাঁহাদিগের উপর যৎপরোনাস্তি অত্যাচার করিতে আরম্ভ করিল।

পাপাত্মা দুর্য্যোধন ভীমকে অন্নের সহিত বিষপান করাইয়াছিল, কিন্তু ভীম তাহা জীর্ণ করিয়াছিলেন। ভীম প্রমাণ কোটীতে নিদ্রিত ছিলেন, দুরাত্মা দুর্য্যোধন সেই
য় তাঁহাকে বদ্ধ করিয়া গঙ্গা প্রবাহে
প পূর্ব্বক গৃহে আসিয়াছিল। পরে কুন্তীনন্দন জাগরিত হইয়া নিজবাহুবলে বন্ধন ছেদন পূর্ব্বক গঙ্গাপ্রবাহ হইতে উত্থান করেন। একদা ভীমকে নিদ্রিত দেখিয়া দুর্য্যোধন অতি তীক্ষ্ণবিষ কৃষ্ণসর্প দ্বারা তাঁহার সর্ব্বাঙ্গে দংশন করায়, তথাপি তাঁহার প্রাণ নাশ হয় নাই।

এইরূপে দুর্য্যোধন পাণ্ডবদিগের যে সকল নিগ্রহ করিত, মহামতি বিদুর তৎপ্রতীকার ও তাহা হইতে তাঁহাদের রক্ষা করিবার বিষয়ে সতত অবহিত ছিলেন। স্বর্গবাসী দেবরাজ ইন্দ্র যেমন জীবলোকের সুখপ্রদ, বিদুর পাণ্ডবদিগের নিয়ত সেইরূপ সুখপ্রদ ছিলেন।

যখন দুরাত্মা দুর্য্যোধন কি গুপ্ত কি প্রকাশিত কোন উপায়েই পাণ্ডবদিগের বিনাশ করিতে পারিল না; তখন কর্ণ, দুঃশাসন প্রভৃতি সচিবগণের সহিত মন্ত্রণা করিয়া এবং ধৃতরাষ্ট্রের অনুজ্ঞা লইয়া জতুগৃহ নির্ম্মাণ করাইল। পুত্রের চিত্তরঞ্জনকারী রাজা ধৃতরাষ্ট্র রাজ্যভোগাভিলাষে পাণ্ডবদিগকে নির্ব্বাসিত করিলেন। তাঁহারা, পঞ্চ ভ্রাতা ও জননী, ছয় জনে হাস্তিনপুর হইতে প্রস্থান করিলেন। মহা প্রাজ্ঞ বিদুর মহাশয়, প্রস্থান কালে তাঁহারদের মন্ত্রি স্বরূপ হইয়াছিলেন; তাঁহারই উপদেশ প্রভাবে তাঁহারা নিশীথ সময়ে জতুগৃহ দাহ হইতে মুক্ত হইয়া বন প্রস্থান করিতে পারিয়াছিলেন।

পাণ্ডবেরা বারণাবত নগরে উপস্থিত হইয়া জননী সহিত তথায় অবস্থিতি করিতে লাগিলেন। তাঁহারা ধৃতরাষ্ট্রের আদেশানুসারে, অত্যন্ত সাবধান ও সতর্ক হইয়া, জতুগৃহে সম্বৎসর বাস করিলেন। অনন্তর বিদুরের উপদেশ ক্রমে প্রথমতঃ সুরঙ্গ প্রস্তুত করিলেন, পরে সেই জতুগৃহে অগ্নি প্রদান করিয়া এবং দুরাচার পুরোচনকে দগ্ধ করিয়া জননী সহিত গুপ্তভাবে পলায়ন করিলেন।

কিয়দ্দূর গমন করিয়া পাণ্ডবেরা এক বননির্ঝর সমীপে হিড়িম্ব নামক এক মহা ভয়ানক রাক্ষস দেখিতে পাইলেন, এবং ঐ রাক্ষসরাজের প্রাণ বধ করিয়া প্রকাশ ভয়ে তথা হইতে পলায়ন করিলেন। ভীমসেন এই স্থলে হিড়িম্বা রাক্ষসীর পাণিগ্রহণ করেন। এই হিড়িম্বার গর্ভে ঘটোৎকচের জন্ম হয়।

অনন্তর পাণ্ডবেরা একচক্রা নামক নগরীতে উপস্থিত হইলেন এবং ব্রহ্মচারি বেশ পরিগ্রহ পূর্ব্বক বেদাধ্যয়নরত ও ব্রহ্মপরায়ণ হইয়া কিছু কাল এক ব্রাহ্মণের আলয়ে অবস্থিতি করিলেন। তথায় এক মহাবল পরাক্রান্ত বক নামক ভয়ানক ক্ষুধার্ত্ত রাক্ষস ছিল; মহাবাহু ভীমসেন তাহার নিকটে গিয়া নিজবাহুবীর্য্য প্রভাবে তাহার প্রাণ বধ করিয়া নগরবাসিদিগের ভয় নিরাকরণ ও শোক নিবারণ করিলেন।

কিয়দ্দিন পরে পাণ্ডবেরা শ্রবণ করিলেন, পাঞ্চালদেশে দ্রৌপদী নামে এক কন্যা স্বয়ম্বরা হইয়াছেন। স্বয়ম্বর বৃত্তান্ত শ্রবণ করিয়া তাঁহারা তথায় গমন করিলেন, এবং দ্রৌপদী লাভ করিয়া সংবৎসর কাল পাঞ্চালদেশে অবস্থান করিলেন। অনন্তর তাঁহারদিগকে সকলে পাণ্ডব বলিয়া জানিতে পারিবাতে পুনর্ব্বার হাস্তিন পুর প্রত্যাগমন করিলেন।

রাজা ধৃতরাষ্ট্র ও ভীষ্মদেব পাণ্ডবদিগকে কহিলেন, হে বৎসগণ! কিসে তোমাদিগের ভ্রাতৃবিরোধ না হয়; এই বিষয় বিবেচনা করিয়া আমরা স্থির করিয়াছি, তোমাদিগকে খাণ্ডব প্রস্থে বাস করিতে হইবেক। অতএব তোমরা খাণ্ডবপ্রস্থে প্রস্থান কর। ঐ নগর পরমরমণীয়, বাসের উপযুক্ত স্থান। তাঁহারা তাঁহাদিগের দুই জনের বচনানুসারে, আপনাদিগের সমুদায় রত্ন গ্রহণ পূর্ব্বক সমস্ত সুহৃজ্জন সমভিব্যাহারে খাণ্ডবপ্রস্থে প্রস্থান করিলেন।

পাণ্ডবেরা তথায় বহু বৎসর বাস করিলেন এবং শস্ত্রপ্রভাবে অন্যান্য নরপতিদিগকে বশীভূত করিলেন। এইরূপে তাঁহারা ধর্ম্মনিষ্ঠ, সত্যব্রতপরায়ণ, সর্ব্ব বিষয়ে সাবধান ও ক্ষমাশীল হইয়া অনেকানেক বিপক্ষগণকে বশীভূত করিতে লাগিলেন। মহাযশাঃ ভীমসেন পূর্ব্ব দিক্ জয় করিলেন; মহাবীর অর্জ্জুন উত্তর দিক্; নকুল পশ্চিম দিক্; বিপক্ষ পক্ষ ক্ষয়কারী সহদেব দক্ষিণ দিক্ জয় করিলেন। এইরূপে তাঁহারা সকলে সমস্ত পৃথিবীকে আপনাদিগের বশীভূতা করিলেন। সূর্য্যদেব স্বভাবতঃ সতত বিরাজমান আছেন, এক্ষণে যথার্থ বিক্রমশালী পঞ্চ পাণ্ডবেরা সূর্য্যদেবের ন্যায় বিরাজমান হওয়াতে, পৃথিবী ষট্‌সূর্য্য সম্পন্নার ন্যায় হইল।

অনন্তর যথার্থ বিক্রমশালী, তেজস্বী, ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির কোন নিমিত্তবশতঃ প্রাণ অপেক্ষাও প্রিয়, পুরুষ শ্রেষ্ঠ, স্থিরমতি, নানা গুণালঙ্কৃত অর্জ্জুনকে বন প্রেরণ করিলেন। তিনি পূর্ণ সম্বৎসর ও একমাস বনে বাস করিয়া কৃষ্ণের সহিত সাক্ষাৎ করিবার নিমিত্ত দ্বারকা গমন করিলেন। তথায় তিনি বাসুদেবের অনুজা, রাজীবলোচনা, মধুরভাষিণী সুভদ্রার পাণিগ্রহণ করিলেন। যেমন ইন্দ্রের শচী, নারায়ণের লক্ষ্মী, সেইরূপ সুভদ্রা পাণ্ডুনন্দন অর্জ্জুনের সহধর্ম্মিণী হইলেন।

কুন্তীতনয় অর্জ্জুন বাসুদেবের সহায়তা প্রাপ্ত হইয়া খাণ্ডবদাহে হব্যবাহনের তৃপ্তি সম্পাদন করিলেন। বাসুদেব সহায় থাকাতে খাণ্ডবদাহ অর্জ্জুনের কষ্ট সাধ্য হইল না। অগ্নি প্রীত হইয়া অর্জ্জুনকে ধনুঃশ্রেষ্ঠ গাণ্ডীব, অক্ষয় বাণপূর্ণ দুই তূণ, এবং কপিধ্বজ রথ প্রদান করিলেন। অর্জ্জুন খাণ্ডবদাহ কালে ময় নামক অসুরকে মুক্ত

করেন, এই নিমিত্ত ময়াসুর রাজসূয় যজ্ঞ কালে সর্ব্বরত্নালঙ্কৃত দিব্য সভা নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন। সেই সভাতে নিতান্ত দুর্ম্মতি হীনবুদ্ধি দুর্য্যোধন লোভাক্রান্ত হইলেন; তৎপরে শকুনির সহিত পাশক্রীড়াতে যুধিষ্ঠিরকে বঞ্চনা করিয়া দ্বাদশ বৎসরের নিমিত্ত বন প্রেরণ করিলেন। পাণ্ডবেরা দ্বাদশ বৎসর বনবাসের পর এক বৎসর অজ্ঞাতবাসে থাকিলেন।

পাণ্ডবেরা এইরূপে ত্রয়োদশ বৎসর অতিক্রম করিয়া যখন চতুর্দ্দশ বর্ষে স্বীয় রাজ্যাধিকার প্রার্থনা করিযাও প্রাপ্ত হইলেন না, তখন যুদ্ধারম্ভ হইল। তাঁহারা সেই যুদ্ধে ক্ষত্রিয় কুল ধ্বংস ও রাজা দুর্য্যোধনের প্রাণ বধ করিয়া রাজ্যাধিকার প্রাপ্ত হইলেন।

মহাত্মা পাণ্ডবদিগের পুরাবৃত্ত, রাজ্যাধিকারের নিমিত্ত ভ্রাতৃভেদ, এবং যুদ্ধ জয়ের বৃত্তান্ত এই।

বিক্রেয় পুস্তকের মূল্যের বিবরণ

তত্ত্ববোধিনী পত্রিকার প্রথম কল্পের

তৃতীয় ভাগ	....	৫
ঐ চতুর্থ ভাগ	....	৫
ঐ দ্বিতীয় কল্পের প্রথম ভাগ	.....	৫
ঐ দ্বিতীয় ভাগ	....	৫
ঐ তৃতীয় ভাগ	....	৫
ঐ চতুর্থ ভাগ	....	৫
ঐ তৃতীয় কল্পের প্রথম ভাগ	....	৫
ঋগ্বেদ সংহিতা পুস্তক প্রথম খণ্ড	....	১
ঐ দ্বিতীয় খণ্ড	....	১
ব্রাহ্মধর্ম্ম সংস্কৃত ও বাঙ্গলা অনুবাদ	....	১
ঐ কেবল সংস্কৃত	....	।৹
ঐ কেবল বাঙ্গালা অনুবাদ	.....	।০
ঐ ইংরাজী অনুবাদ	....	।৵০
বস্তু বিচার	....	।০
পরমেশ্বরের মহিমা বর্ণন	....	।০
তত্ত্ববোধিনী সভার বক্তৃতা	....	।০
বাঙ্গালা ভাষায় সংস্কৃত ব্যাকরণ	.....	।৹
সংস্কৃত পাঠোপকারক	....	।৵০
ভূগোল	....	।৹
পদার্থ বিদ্যা	....	।৹
বর্ণমালা	....	৶০
ইংরেজী ভাষায় শ্রুতি প্রভৃতি	.....	।৹
ইংরেজী ভাষায় ব্রাহ্মণসেবধি কতিপয় অধ্যায় ও অন্য অন্য বিষয়	....	।৹
বেদান্তিক ডাক্ট্রিন্স বিণ্ডিকেটেড্	.....	।৵০
ব্রহ্মসংগীত পুস্তক	....	।০
পৌত্তলিক প্রবোধ	....	।৵০
বঙ্গভাষায় কঠোপনিষৎ	....	৶০
বৃত্তি সহিত ঐ দেবনাগর অক্ষরে	.....	।৹
ব্রাহ্মধর্ম্ম ঐ অক্ষরে	....	।৹

কলিকাতা ব্রাহ্ম সমাজের ১৭৭৪ শকের শ্রাবণ মাসীয় আয় ব্যয় বিবরণ।

আয়

দানপ্রাপ্ত	৫।৷৵০
ব্রাহ্মধর্ম্ম পুস্তক বিক্রয়	১১ ।৵০
গত মাসের স্থিত	৪৩২৸৵৫
	৪৪৯৸৵৫

ব্যয়

কর্ম্মচারিগণের বেতন	৪৯।০
বিবিধ ব্যয়	১৯
	৬৮।০

স্থিত

নগদ	৩৮১।৷৵৫
তদতিরিক্ত কম্পানির কাগজ	৫০০

দান প্রাপ্তির বিবরণ

শ্রীযুক্ত নারায়ণচন্দ্র মুখোপাধ্যায়	২
শ্রীযুক্ত রাজনারায়ণ বসু	১
শ্রীযুক্ত তুলসীদাস দত্ত	।০
দানাধারে প্রাপ্ত	২।৷৵০
	৫৸৵০

১ ভাদ্র রবিবার সম্বৎ ১৯০৯। কলিগতাব্দঃ ৪৯৫৩।

623

শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ দত্ত।
নং মস্‌জিদ্‌বাড়ী ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

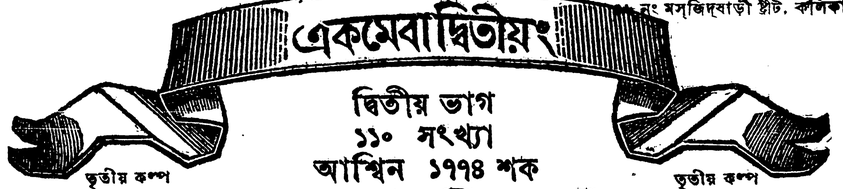

দ্বিতীয় ভাগ
১১০ সংখ্যা
আশ্বিন ১৭৭৪ শক

তত্ত্ববোধিনীপত্রিকা

অপরা ঋগ্বেদোযজুর্ব্বেদঃ সামবেদোথর্ব্ববেদঃ শিক্ষা কল্পোব্যাকরণং নিরুক্তং ছন্দোজ্যোতিষমিতি।
অথ পরা যযা তদক্ষরমধিগম্যতে॥

তস্মিন্ প্রীতিস্তস্য প্রিয়কার্য্যসাধনঞ্চ তদুপাসনমেব।

বিজ্ঞাপন

আগামি ৫ আশ্বিন রবিবার প্রাতঃকালে মাসিক ব্রাহ্ম সমাজ হইবেক।

শ্রীআনন্দচন্দ্র শর্ম্মা
শ্রীবাণেশ্বর শর্ম্মা
} উপাচার্য্য

প্রতি দিবস পরম পিতা পরমেশ্বরের জ্ঞান, শক্তি ও মঙ্গলাভিপ্রায় প্রতিপাদক বাক্য উচ্চারণ ও মনন পূর্ব্বক প্রীতি, ভক্তি ও কৃতজ্ঞতা সহকারে তাঁহার উপাসনা করা ব্রাহ্মদিগের অবশ্য কর্ত্তব্য। তাঁহাকে প্রীতি করা যে তাঁহার উপাসনার প্রথম অঙ্গ; ব্রাহ্মেরা তাহা এই রূপে সম্পাদন করিয়া থাকেন, এবং তন্নিমিত্ত ব্রহ্মোপসনার এক পদ্ধতিও প্রস্তুত আছে। কিন্তু সে পদ্ধতিতে সংস্কৃত বচন থাকাতে, তাহা পাঠ ও তাহার অর্থ প্রতীতি করা অনেকের পক্ষে সুকঠিন, একারণ কেবল বাঙ্গলা ভাষায় আর এক পদ্ধতি প্রস্তুত করিয়া প্রকাশ করা যাইতেছে। অপর সাধারণ সকলেই তৎপাঠ দ্বারা পরমারাধ্য পরমেশ্বরের আরাধনা করিয়া কৃতার্থ হইতে পারিবেন। বিশেষতঃ ব্রাহ্মদিগের মধ্যে যাঁহারা সংস্কৃত পাঠ করা কঠিন বোধ করেন, তাঁহারা অনায়াসে এই বাঙ্গলা পদ্ধতি দ্বারা আপনারদের প্রাত্যহিক উপাসনা সম্পন্ন করিতে পারিবেন।

ব্রহ্মোপাসনা

ওঁতৎসৎ

যিনি এই অখিল ব্রহ্মাণ্ডের চেতনাচেতন সমুদায় পদার্থ সৃজন করিয়াছেন, যিনি বিবিধ উপায় দ্বারা পৃথিবীস্থ সমস্ত জীবের ক্ষুধা তৃষ্ণা শান্তি করিতেছেন, যিনি জ্ঞান ধর্ম্মের উন্নতি নিমিত্তে সুকৌশল সম্পন্ন নানাবিধ উপায় করিয়া রাখিয়াছেন, যাঁহার অজস্র প্রবাহিত করুণাস্রোতে কীট পতঙ্গ পশু পক্ষি মনুষ্য সকলেই নিরন্তর প্লবমান রহিয়াছে, আমরা সেই সর্ব্বস্রষ্টা মঙ্গল স্বরূপ পরমেশ্বরকে মনের সহিত বার বার নমস্কার করি।

ওঁ সত্যং জ্ঞানমনন্তং ব্রহ্ম।
আনন্দরূপমমৃতং যদ্বিভাতি।
শান্তং শিবমদ্বৈতং।

সেই সর্ব্বজ্ঞ, সর্ব্বব্যাপী, নিরবয়ব, সর্ব্বপাপশূন্য, বিশুদ্ধ স্বভাব, নিত্য, পরাৎপর পরমেশ্বর সর্ব্ব লোকে প্রজাদিগকে সন্তান সদৃশ চিরকাল প্রতিপালন করিতেছেন। তিনি প্রাণ মন সমুদায় ইন্দ্রিয় এবং পৃথিবী জল বায়ু জ্যোতি তাবৎ চরাচর সৃষ্টি করিয়াছেন। তাঁহার সর্ব্বাঙ্গ সুন্দর নিয়মানুসারে অগ্নি

প্রজ্বলিত হইতেছে, ঋতু সকল পর্য্যায় ক্রমে গমনাগমন করিতেছে, তরু সকল ফলমুখ হইতেছে, মেঘ বারি বর্ষণ করিতেছে, বায়ু সঞ্চালিত হইতেছে এবং মৃত্যু সঞ্চরণ করিতেছে। তিনি আতপ তাপ নিবারণার্থে সুশীতল ছায়া সঞ্চারের উপায় করিয়া রাখিয়াছেন। তিনি পরিশ্রান্ত জীবের বিশ্রামার্থে নিস্তব্ধ রজনী ও শ্রান্তিহর নিদ্রার সৃষ্টি করিয়াছেন। তিনি রোগ প্রতীকারের নিমিত্তে ঔষধের সৃজন করিয়াছেন। তিনি পিতা মাতার মনে স্নেহ প্রদান করিয়া সন্তানদিগকে পালন করিতেছেন। আমরা সেই মঙ্গলসঙ্কল্প, জগৎ প্রসবিতা, পরম পিতার অনন্ত জ্ঞান, অসীম শক্তি ও অপার প্রেম চিন্তনে প্রবৃত্ত হই।

স্তোত্র

হে অদ্ভুত শক্তি অনাদি কারণ! তুমি অতি নিগূঢ় তত্ত্ব, কে তোমার মহিমা ও স্বরূপ জানিতে পারে? তুমি আমারদের বাক্য মনের অগোচর। আমরা তোমাকে না বাক্যেতে ব্যক্ত করিতে না মনেতেই বুঝিতে পারি। আমরা তোমার স্বরূপ জানিব কি? তুমি ইচ্ছা মাত্র যে সমস্ত পদার্থ সৃষ্টি করিয়াছ, তাহার একটি ক্ষুদ্র পদার্থেরও স্বরূপ জানি না। আমরা তোমার ইচ্ছার, তোমার নিয়মের বা তোমার কার্য্যের, কিছুরই নিগূঢ় তত্ত্ব জানি না; কেবল তুমি এই বিশ্বের সৃষ্টি স্থিতি প্রলয় কর্ত্তা এই মাত্র জানি। তুমি সৃষ্টি না করিলে কোথায় বা এই বিচিত্র বিশ্ব, কোথায় বা ইহার সুখ সৌন্দর্য্য থাকিত এবং কোথায় বা আমরাই থাকিতাম। হে পরমাত্মন্! তমি সমস্ত পদার্থের ও সকল মঙ্গলের নিদানভূত। তুমি আমারদের জন্ম স্থিতি ভঙ্গ, ধন জন যৌবন, বুদ্ধি বিদ্যা শক্তি, সকলের মূলাধার। তুমি দয়ার সাগর। আমারদের উপর তোমার যে কত স্নেহ ও কত প্রেম তাহা কি বলিব? তুমি আমারদের নিমিত্তে সুধা সম স্তন্য দুগ্ধের সৃষ্টি করিয়াছ। আমরা শৈশব কালে যে অকৃত্রিম স্নেহ দ্বারা লালিত পালিত হই, তাহা যে কি অদ্ভুত পদার্থ কিছু বুঝিতে পারি না, বোধ হয় যেন তোমার অপার গম্ভীর প্রেম সুকুমার স্নেহ রূপে অবতীর্ণ হইয়া মাতার হৃদয়ে অবস্থিতি করে। তোমার প্রেমের সীমা কোথায়? আমরা যখন মাতৃ গর্ভে জরায়ু শয্যায় অচেতন প্রায় শয়ান থাকি, যৎকালে প্রার্থনা করা দূরে থাকুক আমরা কোন প্রকার শব্দ করিতেও পারি না, তুমি সেই সময়ে আমারদের ভাবি প্রয়োজন সাধন উদ্দেশে আপনা হইতেই জ্ঞান দ্বার ইন্দ্রিয় ও কার্য্য-সাধন অঙ্গ সমুদায় প্রদান কর। তোমার উদার করুণা প্রার্থনা সাপেক্ষ নহে। তুমি আমারদিগকে কি না দিয়াছ? অপরাপর বৃত্তির সহিত বুদ্ধিবৃত্তি ও ধর্ম্মপ্রবৃত্তি সমুদায় প্রদান করিয়াছ। যাহাতে আমরা সুখ স্বচ্ছন্দে জীবন যাত্রা নির্ব্বাহ পূর্ব্বক ইহকালে ধর্ম্মোৎপাদ্য বিশুদ্ধ সুখাস্বাদন করিয়া পরকালে চরিতার্থ হইতে পারি, তুমি আমারদিগকে তদুপযুক্ত শক্তি দিয়াছ এবং বাহ্য বস্তু সকলকেও তাহার অনুকুল করিয়াছ; তথাপি যে আমরা তোমার অভিপ্রেত সুখ সম্ভোগ করি না, সে আমারদিগেরই দোষ। আমরা তোমার প্রদত্ত বুদ্ধিবৃত্তি ও ধর্ম্মপ্রবৃত্তি সহকারে কি না করিতে সমর্থ হই? অনন্ত কৌশল রচিত এই বিচিত্র বিশ্বকার্য্য পর্য্যালোচনা দ্বারা সর্ব্বত্রই তোমার অনন্ত জ্ঞান, মহীয়সী শক্তি, অনির্ব্বচনীয় মহিমা, অপার প্রেমের চিহ্ন প্রত্যক্ষ করিয়া অতুল বিমল প্রেমানন্দ উপভোগ করিতে পারি; কিন্তু আমরা এরূপ অকৃতজ্ঞ যে তোমার মত স্নেহময় পরম পিতা ও প্রীতিপূর্ণ পরম বন্ধুকেও ভুলিয়া থাকি। আমরা বিষয় রস পরবশ হইয়া তোমাকে মনের সহিত প্রীতি করি না ও তোমার প্রিয় কার্য্য সাধনে যত্নশীল হই না। পুণ্যের মনোহর স্বরূপ আমরা দেখিয়াও দেখি না। তুমি আমারদের মনের ভাব গতি সকলই জান। তুমি যে রূপ পরম ন্যায়বান্ রাজা, সেইরূপ পরম করুণাময় পিতা। অতএব আমরা অতি বিশ্বস্ত চিত্তে তোমার উপর নির্ভর করিতেছি এবং অতি বিনীত ভাবে তোমার শরণাপন্ন হইতেছি।

ওঁএকমেবাদ্বিতীয়ং

ধর্ম্মনীতি

১০৯ সংখ্যক পত্রিকার ৫২ পৃষ্ঠার পর

আত্ম বিষয়ক কর্ত্তব্য কর্ম্ম

আমারদের আত্ম বিষয়ক কর্ত্তব্যের মধ্যে জ্ঞানোপার্জ্জন করা যেমন প্রথম কার্য্য, সেইরূপ আপনার শরীর সুস্থ ও স্বচ্ছন্দ রাখা দ্বিতীয় কার্য্য। পরাৎপর পরমেশ্বর অন্যান্য অশেষ প্রকার সুখকর ব্যাপারের ন্যায় শারীরিক স্বাস্থ্য লাভও আমারদের আয়ত্ত করিয়া দিয়াছেন। তিনি মনুষ্যকে উৎকৃষ্ট দেহ প্রদান করিয়া কতকগুলি এ প্রকার নিয়ম সংস্থাপন করিয়াছেন, যে তাহা পালন করিলেই পরম আরোগ্য উপভোগ করা যায়।

শরীরি জীবের পক্ষে শারীরিক সুস্থতা অপেক্ষায় সুখকর বিষয় আর কিছুই নাই। শরীর ভগ্ন হইলে সমুদায় সংসার কেবল দুঃখের আগার স্বরূপে প্রতীয়মান হয়। যেমন গগণ মণ্ডল মেঘাচ্ছন্ন হইলে পূর্ণচন্দ্রের সুধাময় কিরণ প্রকাশ পায় না, সেইরূপ শরীর অসুস্থ হইলে, শারীরিক ও মানসিক কোন প্রকার সুখাস্বাদনে সমর্থ হওয়া যায় না। অতুল ঐশ্বর্য্য, বিস্তারিত যশ, প্রভূত মান সম্ভ্রম কিছুতেই অন্তঃকরণ প্রসন্ন ও মুখ-মণ্ডল প্রফুল্ল হয় না। রোগী ব্যক্তি সর্ব্বদাই অসুখী, সকল বিষয়েই বিরক্ত, এবং কেবল রোগের চিন্তাতেই চিন্তাকুল। কত কষ্টেই তাহার দিন যাপন হয়! তাহার দুঃখের দিন কত দীর্ঘই বোধ হয়! চিররোগি ব্যক্তিদিগের শরীর কেবল দুর্ব্বহ ভার স্বরূপ হইয়া উঠে। তাঁহারা নিয়তই উদ্বিগ্ন এবং সর্ব্বদাই সঙ্কুচিত-চিত্ত। আহার বিহারাদি শরীর-রক্ষোপযোগি সকল ব্যাপারেই কুণ্ঠিত থাকিয়া কোন ক্রমে কষ্ট-সৃষ্টে কাল হরণ করা তাঁহারদের নিত্যব্রত হইয়া উঠে। শারীরিক স্বাস্থ্য রক্ষার্থে যত্ন না করা যে দুষ্কর্ম্ম, এই সমস্ত প্রত্যক্ষ শাস্তিই তাহার যথেষ্ট প্রমাণ।

পরমেশ্বর মনুষ্যের মনের সহিত শরীরের এরূপ নৈকট্য সম্বন্ধ বন্ধন করিয়া দিয়াছেন, যে শরীর সুস্থ ও সবল থাকিলে, অন্তঃকরণ সুস্থ ও স্ফূর্ত্তিবিশিষ্ট থাকে, এবং অন্তঃকরণ সতেজ ও প্রফুল্ল থাকিলে, শারীরিক স্বাস্থ্য লাভ বিষয়ে বিশিষ্ট রূপ উপকার দর্শে। উভয়ের সুস্থতা উভয়ের পক্ষে উপকারী, এবং উভয়ের অসুস্থতা উভয়ের পক্ষেই অপকারী। অন্তঃকরণ শোকাকুল হইলে শরীরও শীর্ণ হয়, এবং শরীর পীড়িত হইলে ক্রোধ রিপু প্রবল হয় এবং দয়া ভক্তি প্রভৃতি কতকগুলি উৎকৃষ্ট বৃত্তি দুর্ব্বল হয়। যে শিশু সতত সহাস্য-বদন, পীড়িত হইলে, সেও সর্ব্বদা বিরক্ত ও ক্রুদ্ধ হইয়া থাকে। তখন আর তাহার মনোহর মধুর হাস্য দৃষ্ট হয় না এবং অর্দ্ধস্ফুট সুমিষ্ট শব্দ সকলও শ্রুত হয় না। প্রখর ক্ষুধার সময়ে স্বাস্থ্যকর দ্রব্য ভক্ষণ না করিলে, শরীর বলহীন হইয়া মনও নিস্তেজ হইতে থাকে এবং অত্যন্ত গুরুতর ভোজন করিলে, শরীর ও মন উভয়েরই গ্লানি হয় এবং তখন শারীরিক ও মানসিক উভয় প্রকার পরিশ্রম করিতেই ক্লেশ বোধ হয়। সুরাপান করিলে কোন কোন নিকৃষ্ট প্রবৃত্তি উত্তেজিত হয়, আর প্রাতঃকালে বিশ্বপতির বিশ্বকার্য্যের আশ্চর্য্য শোভা সন্দর্শন পুরঃসর সুশীতল সমীরণ সেবন করিলে, মনের উৎকৃষ্ট বৃত্তি সকল স্ফূর্ত্তি পাইয়া অতুল আনন্দ উদ্ভাবন করে। শারীরিক পীড়া হইয়া কত কত ব্যক্তির স্মরণ-শক্তি হ্রাস হইতে দেখা গিয়াছে, এবং রোগ-শান্তি ও স্বাস্থ্য-বৃদ্ধি হইয়া কত কত ব্যক্তির স্মৃতি-শক্তি প্রবল হইয়াছে। অতএব, যখন শরীরের সহিত মনের এ প্রকার নৈকট্য সম্বন্ধ রহিয়াছে, এবং যখন শরীর সুস্থ না থাকিলে কর্ত্তব্য কর্ম্ম সমুদায় বিহিত বিধানে সম্পাদন করিতে পারা যায় না, তখন জীবন রক্ষা, ধর্ম্ম রক্ষা, সুখসাধন প্রভৃতি সকল বিষয়ের নিমিত্তেই শারীরিক স্বাস্থ্য লাভার্থে যত্নবান্ থাকা সর্ব্বতোভাবে বিধেয়। যদি প্রীত মনে পরিবার প্রতিপালন করা কর্ত্তব্য হয়, পরোপকার করা বিহিত হয়, পরম পিতা পরমেশ্বরকে প্রগাঢ়রূপ ভক্তি শ্রদ্ধা করা উচিত হয়, তবে স্বীয় শরীরকে সুন্দরূপ সুস্থ ও স্বচ্ছন্দ রাখা অবশ্য কর্ত্তব্য তাহার সন্দেহ নাই; কারণ শরীর ভগ্ন হইলে এ

সমস্ত অবশ্য কর্ত্তব্য কর্ম্ম সুচারুরূপে সম্পাদন করা যায় না। যদি পরম শ্রদ্ধাস্পদ পিতা মাতাকে যন্ত্রণা রূপ অগ্নি-শিখায় দগ্ধ করা অধর্ম্ম হয়, এবং যদি প্রাণাধিক প্রিয়তর পুত্র কন্যাদিকে যথোচিত প্রতিপালন না করা দুষ্কর্ম্ম হয়, তবে সাধ্য সত্ত্বে শারীরিক নিয়ম পালনে অবহেলন পূর্ব্বক প্রাণত্যাগ করিয়া এই সমস্ত বিষম বিপত্তি উপস্থিত করা অবশ্যই অধর্ম্ম তাহার সন্দেহ নাই। আত্মহত্যা যে মহাপাপ, ইহা সকলেই স্বীকার করিয়া থাকেন। কিন্তু জলপ্রবেশ, অগ্নি-প্রবেশ, উদ্বন্ধনাদি দ্বারা একেবারে প্রাণত্যাগ করা আর ক্রমাগত শারীরিক নিয়ম লঙ্ঘন পূর্ব্বক ক্রমে ক্রমে দেহ নাশ করা উভয়ই তুল্য। কেবল শীঘ্র আর বিলম্ব এই মাত্র বিশেষ। অতএব, পরম কারুণিক পরমেশ্বর আমারদের শরীর রক্ষার্থে যে সমস্ত শুভকর নিয়ম সংস্থাপন করিয়াছেন, তাহা প্রতিপালন করা সর্ব্বতোভাবে কর্ত্তব্য। না করিলে প্রত্যবায় আছে।

রোগ ও অকাল-মৃত্যু দ্বারা যে সমুদায় ক্লেশ ও যন্ত্রণা উৎপন্ন হয়, তাহা পরমেশ্বর-প্রতিষ্ঠিত শারীরিক নিয়ম লঙ্ঘনের ফল। শারীরবিধান বিদ্যায় সে সমস্ত ব্যবস্থার সবিশেষ বৃত্তান্ত লিখিত থাকে। তন্মধ্যে উদাহরণ স্বরূপ কয়েক টি প্রধান প্রধান বিষয়ের প্রসঙ্গ করা যাইতেছে।

পরমেশ্বর ইতর প্রাণিদিগকেও শারীরিক নিয়মের অধীন করিয়াছেন, এবং তাহারদিগকে তৎপ্রতিপালনে সমর্থ করিবার নিমিত্ত কতকগুলি স্বভাব-সিদ্ধ সংস্কার প্রদান করিয়াছেন। তাহারা সেই সমস্ত স্বাভাবিক সংস্কারের অনুবর্ত্তি হইয়া স্ব স্ব শারীরিক কার্য্য নির্ব্বাহ করত সুস্থ শরীরে কাল যাপন করে। অতএব এ বিষয়ে তাহারদের ব্যবহারের প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া চলিলে বিশিষ্টরূপ উপকার দর্শিতে পারে। ফলতঃ, যে যে বিষয়ে তাহারদের শরীরের সহিত আমারদের শারীরিক প্রকৃতির ঐক্য আছে, সে সে বিষয়ে তাহারদের ব্যবহার আমারদের আদর্শ স্বরূপ জ্ঞান করা যাইতে পারে। সবিশেষ মনোযোগ পূর্ব্বক তাহারদের ব্যবহার নিরীক্ষণ করিয়া দেখিলে, শারীরিক স্বাস্থ্য বিধান বিষয়ে সমুহ উপদেশ প্রাপ্ত হওয়া যায়।

প্রথমতঃ। ইতর জন্তুরা স্বভাবতঃ পরিষ্কৃত পরিচ্ছন্ন থাকে। সকলেই পক্ষিদিগকে অঙ্গ প্রক্ষালন ও পক্ষ বিন্যাস করিতে দেখিয়াছেন, তাহার সন্দেহ নাই। যখন তাহারা পক্ষ সমুদায় মার্জ্জিত ও বিন্যস্ত করিয়া ইতস্ততঃ বিচরণ করে, তখন তাহারদিগকে কেমন সুন্দর দেখায় ও কেমন স্ফূর্ত্তিযুক্ত বোধ হয়! গৃহস্থের গৃহস্থিত বিড়াল সকল স্ব স্ব লোমাবৃত কলেবর পরিষ্কৃত ও চিক্কণ করিয়া রাখে। গাবীগণ কত যত্ন ও আগ্রহ প্রকাশ পূর্ব্বক বৎসের শরীর লেহন করিতে থাকে। অশ্বের শরীর মার্জ্জিত করিয়া না দিলে, তৃণাদির উপর অঙ্গ আবর্ত্তন করে। বনের সমুদায় পশু পক্ষিই স্ব স্ব স্বভাবানুসারে পরিষ্কৃত পরিচ্ছন্ন থাকে, কেবল মনুষ্যের আলয়ে থাকিলে নানা কারণে তাহার কিছু কিছু অন্যথা হইতে দেখা যায়।

দ্বিতীয়তঃ। তাহারদিগকে আহার অন্বেষণার্থ পরিশ্রম করিতে হয়, ইহাতে শারীরিক স্বাস্থ্য রক্ষার্থ অঙ্গ সমুদায়কে যত চালনা করা আবশ্যক, তাহা অনায়াসে সম্পন্ন হয়। বিশেষতঃ পরমেশ্বর তাহারদের শারীরিক প্রকৃতির সহিত বাহ্য বস্তুর এরূপ শৃঙ্খলা করিয়া দিয়াছেন, যে নিয়মাতীত অতিরিক্ত পরিশ্রম করিতে হয় না, অথচ পরিমিত পরিশ্রম না করিলেও চলে না।

তৃতীয়তঃ। প্রত্যেক প্রাণী আপন আপন স্বভাবানুসারে কতকগুলি নির্দ্দিষ্ট বস্তু ভক্ষণ করিয়া থাকে। জগদীশ্বর যে যে জন্তুর যে যে খাদ্য নিরূপণ করিয়া দিয়াছেন, তাহাতেই তাহারদের শরীর সর্ব্বাপেক্ষা সুস্থ ও সবল থাকে। তাহারা মনুষ্যের ন্যায় পুনঃ পুনঃ অতিভোজন করিয়া পীড়িত হয় না, এবং অহিতকারি দ্রব্য আহার করিয়াও অকাল-মৃত্যু প্রাপ্ত হয় না।

ইতর জন্তু সকল পরমেশ্বর-প্রদত্ত সংস্কার বিশেষের বশবর্ত্তি হইয়া এই প্রকার স্বাস্থ্য কর ব্যবহার করিয়া থাকে। মনুষ্যেরা সে প্রকার অভ্রান্ত সংস্কার প্রাপ্ত হন নাই বটে, কিন্তু পরমেশ্বর তাঁহারদিগকে প্রখর বুদ্ধিবৃত্তি দিয়া সে অভাব পরিহার করিয়াছেন। তাঁহারা বুদ্ধি সহকারে শরীরের স্বভাব, প্রত্যেক অঙ্গের প্রয়োজন, এবং তাহারদের কার্য্যের রীতি নিরূপণ পূর্ব্বক শারীরিক নিয়ম জানিতে পারেন, এবং তাহা প্রতিপালন করিয়া পরম আরোগ্য সম্ভোগ করিতে পারেন। পশ্চাৎ এ বিষয়ের এক উদাহরণ প্রদর্শন করা যাইতেছে, তাহা পাঠ করিয়া দেখিলেই জানা যাইবে।

আমারদের গাত্র চর্ম্মে আবৃত, সেই চর্ম্ম লোম-কূপে পরিপূর্ণ, এক এক লোম-কূপ শরীরস্থ অনিষ্টকারি নষ্ট পদার্থ নির্গত হইবার এক এক দ্বার স্বরূপ। প্রতি দিন ন্যূনকল্পে প্রায় ১৩ ছটাক নির্গত হইয়া থাকে। যদি লোমকূপ রুদ্ধ হইয়া সেই সমস্ত অনিষ্টকারি পদার্থ বহির্গত হইতে না পায়, তবে তাহা রক্তের সহিত মিশ্রিত হইয়া তাহাকে দোষাশ্রিত করে; রক্ত দূষিত হইলেই শরীর অসুস্থ হয়। শরীর হইতে যে স্বেদ নির্গত হয়, তাহার জলীয় ভাগ বাষ্প হইয়া উঠিয়া যায়, অবশিষ্ট ভাগ গাঢ় হইয়া লোম-কূপ সমুদায় রোধ করে। অতএব, তাহারদিগকে পরিষ্কৃত রাখিবার নিমিত্ত অঙ্গ সকল প্রক্ষালন ও মার্জ্জনা করা কর্ত্তব্য। যে বস্ত্র এপ্রকার ছিদ্রযুক্ত ও পরিষ্কৃত, যে অনায়াসে স্বেদ শোষণ করিতে পারে, এবং তাহার মধ্য দিয়া স্বেদ বহির্গত হইতে পারে, তাহাই পরিধান করা বিধেয়, নতুবা শরীর অপরিষ্কৃত থাকিলেও যে প্রকার অপকার হয়, অত্যন্ত ঘন ও মলিন বস্ত্র পরিধান করিলেও সেই প্রকার হইয়া থাকে। চর্ম্ম যেমন লোম-কূপ দ্বারা শরীরের নষ্ট পদার্থ বাহির করিয়া দেয়, সেইরূপ আবার বাহিরের বস্তুও শোষণ করে। অতএব গাত্র ধৌত ও মার্জ্জিত না করিলে, দুই প্রকার অনিষ্ট ঘটিয়া থাকে। এক প্রকার এই, যে লোম-কূপ রুদ্ধ হওয়াতে অনিষ্টকর নষ্ট পদার্থ সকল শরীর হইতে বহির্গত হইতে পায় না, আর এক প্রকার এই, যে গাত্রে যে সকল মলা থাকে, তাহা শরীরে প্রবিষ্ট হইয়া রোগ উপস্থিত করে। শরীরস্থ চর্ম্মের এই প্রকার গুণাগুণ বিবেচনা করিয়া দেখিলে, গাত্র ও বস্ত্র পরিষ্কৃত পরিচ্ছন্ন রাখা অবশ্য কর্ত্তব্য বলিয়া প্রতীত হয়; এবং যাহারা এই প্রকারে এই নিয়ম অবগত হইয়াছে, তাহারা তৎপ্রতিপালনে যেমন যত্নবান্ হয়, ইতর ব্যক্তিদিগের তাদৃশ হইবার সম্ভাবনা নাই।

এই প্রকারে শরীরস্থ মাংসপেশী, মস্তিষ্ক প্রভৃতির স্বভাব ও প্রয়োজন পর্য্যালোচনা করিয়া দেখিলে জানিতে পারা যায়, যে স্বাস্থ্য সাধনার্থ শরীর ও মনের অনতিশয় চালনা করা আবশ্যক।

কোন অঙ্গকে নিতান্ত নিশ্চল রাখা উচিত নহে এবং কোন অঙ্গকে অতিমাত্র চালিত করাও শ্রেয় নহে। উভয়ই দোষ, উভয়েতেই শরীর রুগ্ন ও ভগ্ন হয়। সুস্থ শরীরে উৎসাহ সহকারে শরীর ও মনের অনতিশয় চালনা করিলে, আপনাকে সুস্থ ও স্বচ্ছন্দ বোধ হইয়া অতি অপূর্ব্ব বিশুদ্ধ আনন্দ অনুভূত হইতে থাকে। ইন্দ্রিয়-সুখাসক্ত ভোগবিলাসি ব্যক্তিরা তদনুরূপ সুখাস্বাদনে সমর্থ নহেন। তাঁহারা যাহাকে ইন্দ্রিয়-সুখ কহেন, তাহা শারীরিক সুস্থতা-জনিত বিশুদ্ধ আনন্দ অপেক্ষায় অনেকাংশে নিকৃষ্ট।

সাংসারিক আচার ব্যবহারের এ প্রকার বিশৃঙ্খলা ঘটিয়াছে, যে প্রায় সকলেই অঙ্গ সঞ্চালন বিষয়ক পূর্ব্বোক্ত দুই দোষের কোন না কোন দোষে লিপ্ত আছেন। ধনিদিগের মধ্যে অনেকে পরিশ্রম-বিমুখ হইয়া আলস্য সলিলে শারীরিক স্বচ্ছন্দতাকে বিসর্জ্জন দেন, নির্ধনেরা ধনোপার্জ্জনার্থ নিয়মাতীত পরিশ্রম করিয়া পরমায়ু হ্রাস করিয়া ফেলেন, এবং বিদ্যার্থিরা শারীরিক পরিশ্রম পরিত্যাগ পূর্ব্বক অত্যন্ত মানসিক পরিশ্রম করিয়া শরীর শীর্ণ ও জীর্ণ করেন, ও তন্মধ্যে কেহ কেহ চিররোগী হইয়া বহু কষ্টে জীবন যাপন করেন। প্রধান প্রধান বিদ্যালয়ের অনেকানেক ছাত্রকে বিদ্যালয়ে প্রবিষ্ট হইবার কিছু কাল পরেই ক্রমে ক্রমে শীর্ণ হইতে দেখা যায়।

সেই সমস্ত বিদ্যালয়ের অধ্যক্ষেরা ছাত্রদিগের শারীরিক নিয়ম প্রতিপালনের বিষয়ে বিশিষ্টরূপ দৃষ্টি না রাখাতে, এবং বিদ্যালয়স্থ সমস্ত ছাত্রকে শারীরবিধান বিদ্যা শিক্ষা দেওয়া আপনারদের অবশ্য কর্ত্তব্য বলিয়া না জানাতেই এই মহানর্থের উৎপত্তি হইয়াছে।

এক্ষণে বিষয় কর্ম্মের যে প্রকার রীতি প্রচলিত আছে, তাহা অত্যন্ত অনিষ্টকর। বিষয়ি ব্যক্তিরা দিবসের অধিক ভাগ কেবল বিষয় কার্য্যেই ক্ষেপণ করেন, জ্ঞান ও ধর্ম্ম অনুশীলন করিতে অবকাশ পান না। কিন্তু মনুষ্যের সকল প্রকার বৃত্তিই যথা নিয়মে চালনা করা উচিত, এবং কিঞ্চিৎকাল বিশ্রাম ও আমোদ প্রমোদ করাও কর্ত্তব্য। তদ্ব্যতিরেকে কোন মতেই সম্পূর্ণরূপে সুস্থ ও সর্ব্বতোভাবে সুখি হওয়া যায় না। যখন পরম কারুণিক পরমেশ্বর কৃপা করিয়া আমারদিগকে গান-শক্তি ও পরিহাস-প্রবৃত্তি প্রদান করিয়াছেন, তখন তদ্দ্বারা নির্দ্দোষ আমোদ করা কোন মতেই গর্হিত নহে। তাহারদিগকে অসৎ বিষয়ে অসৎ প্রবৃত্তির উত্তেজনার্থে নিয়োজন করাই অধর্ম্ম। নির্দ্দোষ আমোদ স্বাস্থ্য সাধন পক্ষে অত্যন্ত উপকারী ও সর্ব্বতোভাবে বিধেয়।

এইরূপে পরিপাক-শক্তি, শোণিত সংস্কার প্রভৃতি নানা বিষয়ের তত্ত্বানুসন্ধান করিয়া পশ্চাল্লিখিত নিয়ম সমুদায় নিরূপিত হইয়াছে; যথা প্রতিদিন পরিমিত ভোজন ও নির্ম্মল বায়ু সেবন করা উচিত, যে গৃহ শুষ্ক, প্রশস্ত ও পরিষ্কৃত এবং যাহাতে অহোরাত্র বিশুদ্ধ বায়ুর সঞ্চার থাকে, তাহাতেই বাস করা বিধেয়; সচরাচর মাদক সেবন করা অকর্ত্তব্য; প্রতিরাত্রিতে ৬।৭ ঘণ্টা নিদ্রা যাওয়া আবশ্যক; মনোমধ্যে উৎকণ্ঠা ও যন্ত্রণা উপস্থিত হইতে না দেওয়া ও উপস্থিত বিপদে ধৈর্য্যাবলম্বন করা কর্ত্তব্য। এ সমুদায় পরমেশ্বরের সাক্ষাৎ আজ্ঞা; অপর সাধারণ সকলেরই এই সমুদায় শুভ দায়ক আজ্ঞা প্রতিপালন করিতে যত্নবান্ থাকা উচিত। সকলে এই সমস্ত নিয়ম পালন করিতে পারিলে, ভূমণ্ডলে রোগের প্রাদুর্ভাব হ্রাস হইয়া শারীরিক ও মানসিক স্বাস্থ্য লাভ ও তন্নিবন্ধন অশেষ প্রকার সুখোন্নতি বিষয়ে যুগান্তর উপস্থিত হয়।

কোন কোন ব্যক্তিকে কিছু কিছু অত্যাচার করিয়াও কতক দিন সুস্থ থাকিতে দেখা যায় বটে, কিন্তু ইহাতে শারীরিক নিয়ম লঙ্ঘন করিলে শাস্তি ভোগ করিতে হয় না, এমত বিবেচনা করা উচিত নহে। পরমেশ্বরের অখণ্ড্য আজ্ঞায় অবহেলা করিয়া সুখে থাকা যায়, এ অতি অর্ব্বাচীনের কথা। তাহারদের শরীর স্বভাবতঃ সুস্থ ও বলিষ্ঠ, এই নিমিত্তে অধিক অত্যাচার ব্যতিরেকে রুগ্ন ও ভগ্ন হয় না। কিন্তু যে ব্যক্তি ক্রমাগত অহরহ শারীরিক নিয়ম লঙ্ঘন করিয়াছে, সে যে পুনঃ পুনঃ পীড়িত ও অকাল-মৃত প্রাপ্ত হয় নাই, ইহা কোন মতেই সম্ভাবিত নহে। আহা! কত কত রূপ-লাবণ্য-বিশিষ্ট তরুণ-বয়স্ক যুবকের সুস্থ ও বলিষ্ঠ শরীরকে অত্যাচারে পীড়িত ও ভগ্ন হইতে দেখা যায়! যেমন কোন পুষ্প-কলিকা কীট দ্বারা দংশিত বা অন্য কোন বস্তু দ্বারা আহত হইলে, প্রস্ফুটিত না হইতেই বিশীর্ণ ও শুষ্ক হইয়া যায়, সেইরূপ কত শত পরম রূপবান্ মনুষ্যের লাবণ্য রূপ রমণীয় পুষ্প অত্যাচার রূপ বিষম উৎপাত দ্বারা অকালে মলিন ও বিবর্ণ হইয়া যায়। কোন কোন ব্যক্তি যে শারীরিক নিয়ম প্রতিপালনে যত্নবান্ থাকিয়াও সর্ব্বদা সুস্থ থাকিতে পারেন না, তাহারও কারণ আছে। হয়, তাঁহারা পিতা মাতার কোন উৎকট রোগ অধিকার করিয়া জন্ম গ্রহণ করিয়াছেন, নয়, আপনারা পূর্ব্বে এমত অত্যাচার করিয়াছেন, যে তদ্দ্বারা তাঁহারদের শরীর এক প্রকার ভগ্ন হইয়া গিয়াছে। কিন্তু ভগ্ন হইলে পরেও, তাঁহারা শারীরিক নিয়ম পালন করিলে যেমন সুস্থ থাকিতে পারেন, লঙ্ঘন করিলে তেমনও থাকিতে পারেন না।

শারীরিক স্বাস্থ্য বিধান বিষয়ে যৎকিঞ্চিৎ যাহা লিখিত হইল, তদ্দ্বারা স্পষ্ট প্রতীত হইতেছে, যে শারীরিক নিয়ম নিরূপণ ও প্রতিপালন করা আমারদের কর্ত্তব্য কর্ম্ম। যে কর্ত্তব্য সম্পন্ন না হইলে অন্যান্য কর্ত্তব্য যথা বিধানে সম্পাদন করা যায় না, তাহা সর্ব্ব প্রযত্নে সাধন করা উচিত। অপর সাধারণ সকলেরই শারীরিক নিয়ম শিক্ষা করা শ্রেয়, সমুদায় বিদ্যালয়েই তদ্বিষয়ক বিদ্যা অধ্যয়ন করান কর্ত্তব্য, এবং ধর্ম্মোপদেশকদিগেরও তাহা অবশ্য কর্ত্তব্য নিত্য কৃত্য বলিয়া উপদেশ প্রদান করা বিধেয়। এক্ষণে যদিও তাঁহারা শরীর রক্ষার্থ যত্ন করা কর্ত্তব্য বলিয়া থাকেন, কিন্তু স্বমতানুযায়ি অন্যান্য বিষয় যে রূপ যত্ন ও দার্ঢ্য সহকারে শিক্ষা দিয়া থাকেন, শারীরিক নিয়ম প্রতিপালন বিষয়ে তদনুরূপ উপদেশ প্রদান করেন না। কিন্তু এক্ষণে বিশ্ব-কার্য্য পর্য্যালোচনা দ্বারা পরমেশ্বর-প্রতিষ্ঠিত প্রাকৃতিক নিয়ম সমুদায় যত দূর জানা গিয়াছে, তদ্দ্বারা নিঃসংশয়ে নিরূপিত হইয়াছে, যে শারীরিক স্বাস্থ্য রক্ষা করা আমারদের এক প্রধান কার্য্য এবং তাহা পরমেশ্বরের সাক্ষাৎ আজ্ঞা বলিয়া উপদেশ প্রদান করা সর্ব্বতোভাবে কর্ত্তব্য।

উষ্ণপ্রস্রবণ

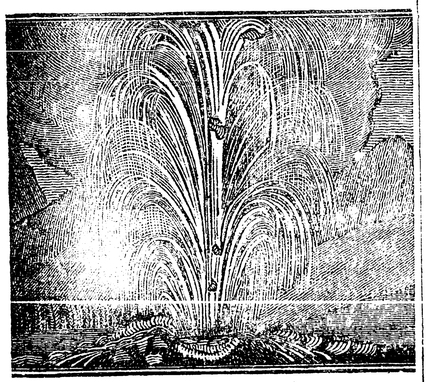

মহাগয়্‌সের্ নামক উষ্ণপ্রস্রবণ

পৃথিবীর কত স্থানে কত প্রকারই অদ্ভুত পদার্থ আছে, এবং তদ্দ্বারা কতই বা আশ্চর্য্য আশ্চর্য্য ব্যাপার সম্পন্ন হইয়া থাকে! স্থানে স্থানে ভূমণ্ডলের অভ্যন্তর হইতে যে জল-প্রবাহ নির্গত হয়, তাহার নাম প্রস্রবণ। যে সকল প্রস্রবণের জল স্বভাবতঃ সর্ব্বদা উষ্ণ থাকে, তাহার নাম উষ্ণ প্রস্রবণ। ভারতবর্ষে স্থানে স্থানে সীতাকুণ্ড প্রভৃতি যে সকল উষ্ণ প্রস্রবণ আছে, তাহা অপর সাধারণ সকলেরই বিদিত আছে। পৃথিবীর অন্যান্য খণ্ডেও অনেকানেক উষ্ণ প্রস্রবণ আছে। বিশেষতঃ আইস্‌লণ্ড দ্বীপে যত আছে, এত আর কুত্রাপি নাই, এবং তৎ সদৃশ প্রবলতর উষ্ণ প্রস্রবণও আর কোথাও নাই। তাহার অধিকাংশ কোন কোন পর্ব্বতের সমীপবর্ত্তি ভূমি হইতে, অনেকগুলি পর্ব্বতের পার্শ্বদেশ হইতে, আর কয়েকটা শিখরদেশের নিকট হইতে বহির্গত হইয়াছে।

পূর্ব্বোক্ত দ্বীপে যত উষ্ণ প্রস্রবণ আছে, তাহার মধ্যে গয়্‌সের্ নামে বিখ্যাত ৩।৪ টি প্রস্রবণ সর্ব্বাপেক্ষা প্রধান। তন্মধ্যেও আবার দুটি বিশিষ্ট রূপে প্রসিদ্ধ; মহাগয়্‌সের্ ও নবগয়্‌সের্। এই প্রস্তাবের শিরোভাগে মহাগয়্‌সের্ নামক উষ্ণ প্রস্রবণের প্রতিরূপ প্রকাশিত হইল।

তথায় মৃত্তিকাময় বেষ্টনে পরিবেষ্টিত এক বৃহৎ কুণ্ড আছে। যখন স্থির থাকে, তখন তাহার জল বিলক্ষণ উষ্ণ ও কাচের ন্যায় নির্ম্মল, এবং সর্ব্বদা জলীয় বাষ্প ও অল্প অল্প বুদ্‌বুদ্ উঠে। কুণ্ডের বেষ্টন ন্যূনাধিক ১০০ হস্ত, কিন্তু তাহার জল অধিক গভীর নহে। যখন পরিপূর্ণ থাকে, তখনও ৩ হাতের অপেক্ষা অধিক জল থাকে না। তাহার মধ্যস্থলে ন্যূনাধিক ৫৪ হস্ত গভীর একটা কূপ আছে, তাহার ব্যাস প্রায় ৬ হস্ত, কিন্তু মুখের নিকট ক্রমে প্রশস্ত হইয়া কুণ্ডের সহিত মিলিত হইয়াছে।

মধ্যে মধ্যে আগ্নেয় গিরির যেরূপ অগ্ন্যুৎপাত হয়, সেই রূপ এই প্রবল প্রস্রবণ হইতেও অকস্মাৎ উষ্ণ জল ও বাষ্পাদি প্রচণ্ড বেগে নির্গত হইয়া থাকে। প্রথমে ঘন ঘন কামানের শব্দের ন্যায় ঘোরতর গভীর গর্জ্জন শ্রবণ করা যায়, তৎক্ষণাৎ

ভূমিকম্প উপস্থিত হয়, পরক্ষণেই কুণ্ডের জল উত্তরোত্তর প্রবলরূপে ফুটিতে থাকে, অবশেষ জল ও বাষ্পাদি সহসা উত্থিত হইয়া চতুর্দ্দিকে বিক্ষিপ্ত হইয়া পড়ে। সেই সমস্ত বাষ্প এত ঊর্দ্ধে উঠে, যে প্রায় আট ক্রোশ হইতে দৃষ্টি করা যায়। বারম্বার এইরূপ জল ও বাষ্প নির্গত হইবার পর এক টা প্রকাণ্ড জল-প্রবাহ প্রভৃত বাষ্প রাশিতে পরিবেষ্টিত হইয়া অত্যন্ত ঊর্দ্ধগামী হয়। এই প্রবাহের জলীয় ভাগ চতুর্দ্দিকে বাষ্পেতে এ রূপ আবৃত থাকে, যে তাহার অধিকাংশ দৃষ্টিগোচর হয় না। সে সময়কার অত্যদ্ভুত মহদ্ব্যাপার দৃষ্টি করিলে বিস্ময়াপন্ন হইতে হয়। ভূরি ভূরি বাষ্প-রাশি উপর্য্যুপরি ঘূর্ণিত হইতে হইতে উত্থিত হইয়া গগণ মণ্ডল আচ্ছাদিত করে, তাহার মধ্যবর্ত্তি ঊর্দ্ধগামি জল-প্রবাহ সকল কম্পিত হইতে হইতে ফেণাকার হইয়া চতুর্দ্দিকে বিকীর্ণ হয়, এবং সেই জলের কিয়দংশ বাষ্প হইয়া অবশিষ্ট সমুদায় ভাগ ফেণ রূপে পতিত হইয়া অপূর্ব্ব ফেণ বর্ষণ প্রদর্শন করে। ইহার অপেক্ষায় সুদৃশ্য আশ্চর্য্য ব্যাপার আর কি আছে? কুণ্ড হইতে জল নির্গত হইবার সময়ে নানা প্রকার বর্ণ ধারণ করে; কখন কখন উৎকৃষ্ট নীলবর্ণে, কখন কখন উজ্জ্বল হরিৎ বর্ণে এবং অধিক দুর উত্থিত হইলে শুদ্ধ শ্বেত বর্ণে শোভা পায়। ঊর্দ্ধগামি প্রবাহ সমুদায় নানা ভাগে বিভক্ত হইয়া সহস্র সহস্র পরম শোভাকর শুভ্র বর্ণ জলধারা উৎপন্ন হয়। তন্মধ্যে কতক ধারা ঠিক সরল ভাবে উত্থিত হয়, আর কতকগুলি ধারা সুন্দর রূপ বক্র ভাবে পতিত হইয়া অপূর্ব্ব শোভা প্রকাশ করে। ইহার অপেক্ষায় রমণীয় ব্যাপার আর কি আছে? ঐ সকল জল-ধারার এ প্রকার প্রখর বেগ, যে তাহার উপর প্রস্তর নিক্ষেপ করিলে, মগ্ন না হইয়া জলের তেজে অনেক দুর ঊর্দ্ধগামী হয়। কিয়ৎ কাল এইরূপ জল-ধারা নির্গত হইয়া পরে নিবৃত্ত হয়, তখন সে জল-কুণ্ড একেবারে শুষ্ক হইয়া যায়, পরে আবার জল উঠিয়া পূর্ব্ববৎ স্থির থাকে।

ঐ কুণ্ডের জল এমন তপ্ত, যে পার্শ্ববর্ত্তি লোকে তাহাতে মাংস পাক করিয়া খায়। তাহারা একটা পাত্রে শীতল জল পুরিয়া তাহাতে মাংস রাখে, পরে ঐ কুণ্ডের উষ্ণ জলে সেই পাত্র স্থাপন করে। ইহাতেই মাংস পাক হয়, আর অগ্নি আবশ্যক করে না।

কত দেশে কত আশ্চর্য্য উষ্ণ প্রস্রবণ আছে, তাহার সংখ্যা করা দুষ্কর। পূর্ব্বোক্ত আইস্‌লণ্ড দ্বীপেই এমত অদ্ভুত দুই প্রস্রবণ পরস্পর নিকটবর্ত্তি আছে, যে যখন তাহার একটা হইতে জল-ধারা সকল পূর্ব্বোক্ত প্রকারে ৬।৭ হাত উত্থিত হইতে থাকে, তখন তাহার পার্শ্ববর্ত্তি দ্বিতীয় কুণ্ড নিবৃত্ত হইয়া থাকে, এবং তৎপরে যখন ঐ দ্বিতীয় কুণ্ড হইতে জল-ধারা নির্গত হয়, তখন প্রথমোক্ত কুণ্ড নিবৃত্ত থাকে। এইরূপে পর্য্যায় ক্রমে উভয় কুণ্ডের জলোৎক্ষেপ হইয়া পরম কৌতুক প্রকাশ করে। আপাততঃ ইহা দেখিবা মাত্র অদ্ভুত বোধ হয়, তাহার সন্দেহ নাই।

সমুদ্রের গর্ভমধ্যেও এ প্রকার অনেকানেক উষ্ণ প্রস্রবণ দৃষ্ট হইয়াছে। কোন কোন টার জল-ধারা সতেজে নির্গত হইয়া সমুদ্রের উপরিস্থ জল অপেক্ষায়ও ঊর্দ্ধে উঠে।

কোন কোন প্রস্রবণ হইতে জলের সহিত এরূপ দাহ্য পদার্থ সকল নির্গত হয়, যে অগ্নি-সংযুক্ত হইবামাত্র জ্বলিয়া উঠে। বোধ হয়, যেমন জলই জ্বলিতেছে।

ভারতবর্ষের মধ্যে মুঙ্গের, চন্দ্রশেখর, পাচেট, চিতোর, পঞ্জাব প্রভৃতি নানা স্থানে উষ্ণ প্রস্রবণ আছে। বস্তু গুণে যে এই সমস্ত প্রস্রবণের উষ্ণত্ব উৎপন্ন হইয়াছে ইহা না জানাতে, ভারতবর্ষীয় লোকে তৎ সমুদায়কে মনঃকল্পিত দেবতা বিশেষের আবির্ভাব স্থান জ্ঞান করেন।

হিন্দুরা যে স্থানে কোন অসাধারণ ব্যাপার দেখেন, তাহাই দেবস্থান জ্ঞান করেন। পঞ্জাবের পূর্ব্বোত্তর ভাগে চাঙ্গা নামক পর্ব্বত সন্নিধানে মৃত্তিকা হইতে যে অগ্নি-শিখা উৎপন্ন হইতে দেখা যায়, তাহা জ্বালামুখী বলিয়া বিখ্যাত এবং মহাতীর্থ মধ্যে

পরিগণিত। ভারতবর্ষীয় লোকেরা তাহাকে সাক্ষাৎ প্রত্যক্ষ দেবতা বোধ করেন, এবং ভূরি ভূরি তীর্থযাত্রি তথায় সর্ব্বদা গমন করিয়া থাকেন। বস্তুতঃ তথায় ভূমি হইতে কার্বন্ ও হয়দ্রজন্ নামক দাহ্য পদার্থ ঘটিত এক প্রকার বাষ্প নির্গত হইয়া থাকে, সেই বাষ্পের এ প্রকার গুণ যে বায়ুর সহিত মিশ্রিত হইলে জ্বলিয়া উঠে। যখন আপনা হইতে না জ্বলে, তখন যাত্রিরা তথায় ছিদ্র করিয়া দীপ ধরিয়া দেয়, দিলেই তখন ক্রমাগত জ্বলিতে থাকে।

যে স্থানে অধিক বাষ্প উত্থিত, সুতরাং অধিক শিখা প্রজ্বলিত হয়, তথায় এক মন্দির নির্ম্মিত আছে। সেই মন্দিরের অভ্যন্তরে যে এক ক্ষুদ্র কুণ্ড আছে, তাহা হইতে নিয়ত অগ্নিশিখা প্রকাশিত হইতে থাকে। তাহার পার্শ্বে ইতস্ততঃ আরও অনেক স্থান হইতে বাষ্প নির্গত হইয়া প্রজ্বলিত হয়, কিন্তু সে সমুদায় তাদৃশ প্রবল নহে। তত্রস্থ কোন কোন ক্ষুদ্র জলাশয়ের জলোপরি এই বাষ্প উত্থিত হয়, তাহাতে দীপ ধরিয়া দিলে কিঞ্চিৎকাল জ্বলিতে থাকে। এই সমস্ত ব্যাপারের একত্র সংঘটন হওয়াতে, জ্বালামুখী মহাতীর্থ মধ্যে পরিগণিত হইয়াছে। কিন্তু এ সমুদায়, বস্তু বিশেষের বিকার ব্যতিরেকে আর কিছুই নহে।

যে যে প্রদেশে আগ্নেয় গিরি আছে, অথবা পূর্ব্বে কোন কালে ছিল, অথবা যে খানে কোন কালে অগ্নি-ঘটিত অন্য কোন প্রকার নৈসর্গিক উৎপাত ঘটনা হইয়াছিল, প্রায় সেই সেই প্রদেশেই উষ্ণ প্রস্রবণ দৃষ্ট হইয়া থাকে। অতএব, ইহা যুক্তিসিদ্ধ বোধ হয়, যে যে রূপে আগ্নেয় গিরির অগ্নি উৎপন্ন হয়, সেই রূপেই উষ্ণ কুণ্ডের বাষ্প উৎপন্ন ও জল উষ্ণ হইয়া থাকে।

ভূতত্ত্ববেত্তা লায়েল সাহেব উষ্ণ প্রস্রবণের উৎপত্তি বিষয়ে যেরূপ বিবেচনা করিয়াছেন, তাহা যুক্তিসিদ্ধ বোধ হয়। তিনি কহেন, পৃথিবীর গর্ভে কোন কোন স্থানে গহ্বর হইয়া তথায় জল ও বাষ্প আসিয়া সঞ্চিত হয়*। সেই বাষ্পের তেজে গহ্বরস্থ জল উৎক্ষিপ্ত হইয়া উৎস স্বরূপে অবনীতলে উপনীত হয়, পরে বাষ্পও প্রচণ্ড বেগে উত্থিত হইয়া আইসে।

এতদ্দেশীয় অপর সাধারণে সীতাকুণ্ড প্রভৃতি উষ্ণপ্রস্রবণকে দেবস্থান জ্ঞান করেন। কিন্তু বস্তু বিচার করিয়া দেখিলে অনায়াসে জানিতে পারা যায়, যে এ সমুদায় কেবল নানা প্রকার জড় পদার্থের পরস্পর সংযোগ দ্বারা উৎপন্ন হইতেছে, এবং সর্ব্বস্রষ্টা সর্ব্বজ্ঞ পরমেশ্বরেরই অচিন্ত্য শক্তি ও অনুপম কীর্ত্তি প্রকাশ করিতেছে। তিনি সৃষ্টি কালে যে যে বস্তুকে যে যে গুণ প্রদান করিয়াছেন, তদ্দ্বারা এই সমস্ত অদ্ভুত ব্যাপার সম্পন্ন হইয়া তাঁহারই মহিমা প্রচার করিতেছে।

উপাসক-সম্প্রদায়

সৎনামি

এ সম্প্রদায়ের লোকেরা পরমেশ্বরকে 'সৎনাম কহে' একারণ ইহারা সৎনামি বলিয়া বিখ্যাত।

অযোধ্যা-নিবাসী জগজ্জীবন দাস নামে এক ক্ষত্রিয় এ সম্প্রদায়ের প্রবর্ত্তক। লক্ষ্ণৌ ও অযোধ্যা নগরীর মধ্যবর্ত্তি কাটোয়া নামক স্থানে তাঁহার সমাধিক্ষেত্র আছে। তিনি যাবজ্জীবন সংসারাশ্রমে থাকিয়া হিন্দী ভাষায় জ্ঞানপ্রকাশ, মহাপ্রলয়, প্রথম গ্রন্থ প্রভৃতি কয়েক খান গ্রন্থ প্রস্তুত করিয়া যান। তন্মধ্যে জ্ঞানপ্রকাশ নামক পুস্তক ১৮১৭ সম্বতে লিখিত হয়।

---

* কিরূপে পৃথিবীর গর্ভে জলাদি সঞ্চিত ও বাষ্প উৎপন্ন হইতে পারে, এস্থলে তাহা জ্ঞাপন করা উচিত। সমুদ্রের জল সূর্য্যের তেজে বাষ্প হইয়া উত্থিত হয় এবং বায়ু দ্বারা পর্ব্বত শিখরে সঞ্চালিত হইয়া শীত দ্বারা ক্রমে ক্রমে জল রূপে পরিণত হয়। সেই জল ছিদ্রাদি দ্বারা নিঃসৃত হইয়া কোন গহ্বরে গিয়া অবস্থিতি করে, এবং তাহার কিয়দংশ সন্নিহিত পর্ব্বতের পার্শ্বদেশ হইতে চ্যুত হইয়া প্রস্রবণ উৎপাদন করে। এইরূপ অন্যান্য জলও ছিদ্র অথবা ফাটা দিয়া তথায় পতিত হইতে পারে। পৃথিবীর অভ্যন্তর অত্যন্ত উষ্ণ এবং স্থানে স্থানে গন্ধকাদি দাহ্য বস্তু নিহিত আছে, অতএব তথায় অনায়াসে বাষ্প উৎপন্ন হইতে পারে।

সৎনামিরা আপনারদিগকে নির্গুণ পরব্রহ্মের উপাসক বলিয়া অঙ্গীকার করেন, এবং ব্রহ্মের স্বরূপ, উপাসনা, সৃষ্টিপ্রক্রিয়াদি বিষয়ে বৈদান্তিক মত স্বীকার করিয়া থাকেন। তাঁহারদের মতে কেবল ব্রহ্মই সৎ পদার্থ, আর সমুদায়ই অসৎ; এ বিশ্ব কেবল মায়ার কার্য্য, ইহার বাস্তব সত্তা নাই। তাঁহারা শিব-প্রিয়া ভবানীকে মূর্ত্তিমতী মায়া বলিয়া বিশ্বাস করেন, এবং হিন্দুশাস্ত্রোক্ত অন্যান্য দেবতাদিগকেও অঙ্গীকার করেন। এ কারণ, তাঁহারা ব্রহ্মোপাসক হইয়াও রাম কৃষ্ণাদি অবতারদিগকে ভক্তি শ্রদ্ধা করিয়া থাকেন।

সাধ সম্প্রদায়িরা যেরূপ কোন চিহ্ন ধারণ করেন না, সৎনামিরা সেরূপ নহেন। তাঁহারা মণিবন্ধে পট্টসূত্র বন্ধন করিয়া রাখেন, এবং যদিও তিলক করা সকলের পক্ষে অবশ্য-কর্ত্তব্য নহে, তথাপি কেহ কেহ হোমের ভস্ম দ্বারা ললাটে দীর্ঘ রেখা করিয়া থাকেন।

সৎনামিরাও অন্যান্য অনেকানেক হিন্দু সম্প্রদায়ের ন্যায় সংসারে বিরক্তি, সুখদুঃখে সমভাব, গুরুকে অবিচলিত ভক্তি এবং বিনা সংশয়ে ও বিনা বিচারে গুরুবাক্য অবলম্বন করাকে পরম ধর্ম্ম বলিয়া বিশ্বাস করেন, এবং সর্ব্বব্যাপি ব্রহ্মচৈতন্যে লীন হওয়াকে পরম পুরুষার্থ মুক্তি বলিয়া থাকেন। পশ্চাৎ তাঁহারদের মহাপ্রলয় নামক গ্রন্থোক্ত একটি বচনের অনুবাদ প্রকাশ করা যাইতেছে, তাহা পাঠ করিয়া দেখিলে তাঁহারদের ভাবভক্তি অনেক বুঝিতে পারা যায়।

"যে মনুষ্য পবিত্র, তিনি সকলের মধ্যে অবস্থিতি করিয়াও সকল হইতে পৃথক্ থাকেন। তিনি কোন বস্তুতেই আসক্ত নহেন। তিনি যাহা জানিতে পারেন, তাহা জানেন, কিন্তু অনুসন্ধান করেন না। তিনি গমনও করেন না, আগমনও করেন না। শিক্ষাও করেন না, উপদেশও দেন না। ক্রন্দনও করেন না, দীর্ঘ নিশ্বাসও ফেলেন না। কেবল আপনা আপনি বিচার করিতে থাকেন। তাঁহার পক্ষে সুখও নাই, দুঃখও নাই; দয়াও নাই, ক্রোধও নাই; অজ্ঞও নাই, বিজ্ঞও নাই।" জগজীবনদাস জিজ্ঞাসা করিতেছেন, মানব জাতি হইতে পৃথক্ থাকে, এবং অনর্থক কথা কহে না, এমন ব্যক্তিকে কে জানে?"

ব্রাহ্মসমাজের বক্তৃতা

১১ ভাদ্র ১৭৭৪

এতস্য বাঅক্ষরস্য প্রশাসনে গার্গি নিমেষামুহূর্ত্তা-অহোরাত্রাণি অর্দ্ধমাসামাসাঋতবঃ সম্বৎসরাইতি-বিধৃতাস্তিষ্ঠন্তি।

"এই অবিনাশি পরমেশ্বরের শাসনে, হেগার্গি! নিমেষ মুহূর্ত্ত অহোরাত্র পক্ষ মাস ঋতু সম্বৎসর সমুদায় বিধৃত হইয়া স্থিতি করিতেছে।"

মঙ্গল স্বরূপ পরমেশ্বরের নিয়মে ঋতু সকল পর্য্যায়ক্রমে পরিবর্ত্তিত হইয়া অবনী মণ্ডলের অশেষ উপকার সাধন করিতেছে, আমারদিগের উচিত প্রত্যেক ঋতুর আগমনে একবার তাঁহার মহিমা কীর্ত্তন করি। তিনি "যাথাতথ্যতোর্থান্ ব্যদধাচ্ছাশ্বতীভ্যঃ সমাভ্যঃ।" "তিনি সর্ব্ব কালে প্রজাদিগকে যথোপযুক্ত অর্থ সকল বিধান করিতেছেন।" এইক্ষণে বর্ষাকাল উপস্থিত, নভোমণ্ডলস্থ জলদ পটল বৃষ্টি রূপে ধরণীতে পতিত হইতেছে। বৃষ্টির পর তরু সকল কি নবীন উজ্জ্বল শ্যামল বর্ণে ভূষিত হয় এবং বিস্তীর্ণ তৃণাচ্ছাদিত ভূমি-খণ্ড কি রমণীয় শোভা ধারণ করে! বৃষ্টি কি মহোপকারী! বিবেচনা করিয়া দেখ, যদি মনুষ্যকে ওষধি ও বৃক্ষাদির মূলে বারি সেচন দ্বারা সেই সকলকে সজীব রাখিতে হইত, তবে কি তাহারদিগের ক্লেশের সীমা থাকিত এবং সেই অসহ্য ক্লেশ স্বীকার করিয়াও কি তাহারা ধান্য গোধূমাদি অত্যাবশ্যক শস্য সমধিক রূপে উৎপন্ন করিতে সমর্থ হইত? কিন্তু করুণাপূর্ণ জগৎপিতা বৃষ্টি বিষয়ক নিয়ম সংস্থাপন করিয়া সে ক্লেশ ও সে অপ্রতুল নিরাকরণ করিয়াছেন। যদি আশ্চর্য্য ও সুচারু নিয়ম দ্বারা মেঘ হইতে বৃষ্টি পতিত না হইয়া পৃথিবীর অন্তরস্থ বীজ সকল অঙ্কুরিত ও বৃক্ষ সকল ক্রমে বর্দ্ধিত না হইত, তাহা হইলে কি কৃষি কর্ম্ম নির্ব্বাহ হইত? দয়াবান্ ঈশ্বর মনুষ্যকে ভূমির গুণ ও বৃষ্টির নিয়ম সমুদায় নিরূপণ ও তদনুসারে কার্য্য করিতে উপযুক্ত শারীরিক ও মানসিক শক্তি দ্বারা বিভূষিত করিয়াছেন ও তাহাতে ভূমি কর্ষণ, তাহার দোষ উদ্ধার করণ, ও উৎকৃষ্টতা সম্পাদন ও বীজ বপন ইত্যাদি মাত্র

ভার দিয়াছেন। মনুষ্য স্বীয় বুদ্ধিবলে পঙ্কিল ভূমিকে শুষ্ক ও অনুর্ব্বরা ভূমিকে উর্ব্বরা করিয়া শারীরিক শক্তি সহকারে তাহা কর্ষণ পূর্ব্বক উত্তম বীজ বপন করিয়া ক্ষান্ত হয়েন, পরিশেষে করুণাকর পরম পুরুষ এই সময়ে বৃষ্টি বর্ষণ দ্বারা ক্ষেত্র সকলকে শস্যপূর্ণ করিয়া মনুষ্যের শ্রম সফল করেন ও তাঁহার সম্বৎসরের অন্ন সংস্থান করেন। যদিও পৃথিবীর কোন কোন স্থানে অনাবৃষ্টি ও অতিবৃষ্টি দ্বারা অত্যন্ত অমঙ্গল ঘটনা হয়, তথাপি অনেকানেক দেশে পর্য্যাপ্ত শস্যোৎপন্ন হইয়া সেই ক্ষতি পূরণ করে। জগদীশ্বরের রাজ্যে অন্নাভাবে শীর্ণ না হইবার এই এক প্রশস্ত উপায় বিহিত হইয়াছে। অপিচ গ্রীষ্মকালের প্রখর সূর্য্যরশ্মি দ্বারা পৃথিবী হইতে যে সকল বাষ্প উত্থিত হয়, তাহা নিশ্বাসের সহিত সেবন করিলে আমারদিগের বিস্তর অনিষ্টের সম্ভাবনা, কিন্তু ঈশ্বরের নিয়মে বৃষ্টি বর্ষণ হইয়া সেই সকল বাষ্প দুরীকৃত হয় ও বায়ু নির্ম্মল হইয়া আমারদিগকে স্বাস্থ্য বিধান করে। পরন্তু বৃষ্টি দ্বারা গ্রীষ্মাতিশয় নিবারিত হয় ও আমরা নানা বিধ কর্ম্ম করিতে সক্ষম হই। বৃষ্টিতেই নদ নদী প্রভৃতি জলাশয় সকল জলে পরিপূর্ণ হয় ও তদ্দ্বারা প্রাণিগণ প্রচুর বারি প্রাপ্ত হইয়া বিনা ক্লেশে জীবন যাপন করে। তত্ত্ববিৎ পণ্ডিতেরা নিরূপণ করিয়াছেন যে বর্ষাকালে পর্ব্বত সকল হইতে এক প্রকার শ্লথ মৃত্তিকা নিম্নস্থ ভূমিতে নিপতিত হইয়া তাহাকে অত্যন্ত উর্ব্বরা ও শস্যশালিনী করে। এই প্রকার পর্য্যালোচনা করিয়া দেখিলে স্পষ্ট প্রতীত হইবে যে বৃষ্টি দ্বারা মনুষ্য ও ভূমণ্ডলস্থ যাবতীয় প্রাণির অশেষ প্রকার উপকার হইতেছে। কিন্তু ইতর জন্তুরা ইহ লোকে নানাবিধ সুখ প্রাপ্ত হইয়াও সেই সুখ প্রদাতার হস্তকে দেখিতে পায় না, কেবল মনুষ্যই শ্রদ্ধা ও ভক্তি সমন্বিত হইয়া সেই জগৎ পিতাকে প্রণিপাত করিতে পারেন। অতএব যাঁহার অজস্র করুণাবারি এই পৃথিবীকে অহরহ সিক্ত করিতেছে এবং যাঁহার অপার করুণা আলোচনাতে কেবল আমারদিগেরই অধিকার আছে, তাঁহার প্রতি আমরা মনের সহিত কৃতজ্ঞতা ও প্রেম প্রকাশ করিয়া মানব জন্ম সার্থক কেন না করি?

ওঁএকমেবাদ্বিতীয়ং

ব্রাহ্মধর্ম্মঃ
প্রথম খণ্ডং

ত্রয়োদশোধ্যায়ঃ

সত্যমেব জয়তে নানৃতং। সত্যেন লভ্যস্তপসা হ্যেষআত্মা সম্যক্ জ্ঞানেন। যেনাক্রমন্ত্যৃষয়োহাপ্তকামাযত্র তৎ সত্যস্য পরমং নিধানং॥

সত্যেরই জয় হয়, মিথ্যার জয় হয় না। সত্য কথন দ্বারা, মনের একাগ্রতা দ্বারা, সম্যক্ জ্ঞান দ্বারা এই পরমাত্মাকে প্রাপ্ত হওয়া যায়। ঋষি সকল এই সমস্ত অনুষ্ঠান দ্বারা তৃপ্ত চিত্ত হইয়া সত্যের পরম আশ্রয় স্বরূপ পরব্রহ্মকে প্রাপ্ত হয়েন।

দিব্যোহ্যমূর্ত্তঃ পুরুষঃ সবাহ্যাভ্যন্তরোহজোঽপ্রাণোহ্যমনাঃ। যৎপশ্যন্তি যতয়ঃ ক্ষীণদোষাঃ॥

প্রকাশবান্, নিরবয়ব, পূর্ণ স্বরূপ, সকলের বাহিরেও আছেন এবং সকলের অন্তরেও আছেন এবং জন্ম রহিত, তাঁহার প্রাণও নাই এবং মনও নাই; যত্নশীল নিষ্পাপ জ্ঞানি সকল যাঁহাকে দৃষ্টি করেন।

যোদেবানামধিপোযস্মিন্ লোকাঅধিশ্রিতাঃ। য-ঈশেঽস্য দ্বিপদশ্চতুষ্পদঃ। সবাএষমহানজআত্মা॥

যিনি দেবতাদিগের অধিপতি; যাঁহাতে লোক সকল আশ্রিত হইয়া রহিয়াছে; যিনি এই দ্বিপদ ও চতুষ্পদ তাবৎ জন্তুদিগকে শাসনে রাখেন, তিনি এই জন্ম রহিত যে আত্মা।

অদৃষ্টোদ্রষ্টাঽশ্রুতঃ শ্রোতাঽমতোমন্তাঽবিজ্ঞাতোবিজ্ঞাতা॥

এই পরমাত্মাকে কেহ দর্শন করে নাই, কিন্তু তিনি সকলই দর্শন করেন; কেহ তাঁহাকে শ্রুতি গোচর করে নাই, কিন্তু তিনি সকলই শ্রবণ করেন; কেহ তাঁহাকে মনন করিতে সমর্থ হয় নাই, কিন্তু তিনি সকলই মনন করেন; কেহ তাঁহাকে জ্ঞাত হয় নাই, কিন্তু তিনি সকলই জানেন।

সএষনেতি নেতি আত্মাঽগৃহ্যোন হি গৃহ্যতে॥

ইহা নহে, ইহা নহে, এই প্রকার সেই এই পরমাত্মার নির্দ্দেশ; তিনি ইন্দ্রিয় ও

মনের গ্রাহ্য নহেন, সুতরাং কেহ তাঁহাকে গ্রহণ করিতে পারে না।

সএষসর্ব্বস্যেশানঃ সর্ব্বস্যাধিপতিঃ সর্ব্বমিদং প্রশাস্তি যদিদং কিঞ্চ॥

সেই এই পরমাত্মা সকলের নিয়ন্তা ও সকলের অধিপতি; তিনি এই জগতে যে কিছু পদার্থ আছে, সমুদায়েরই শাসন করেন।

ঋতং পিবন্তৌ সুকৃতস্য লোকে গুহাং প্রবিষ্টৌ পরমে পরার্দ্ধে। ছায়াতপৌ ব্রহ্মবিদোবদন্তি পঞ্চাগ্নয়োযে চ ত্রিণাচিকেতাঃ॥

শরীরের পরম উৎকৃষ্ট স্থানে বুদ্ধিমধ্যে দুই জন প্রবিষ্ট হইয়া রহিয়াছেন; তন্মধ্যে এক জন স্বকৃত কর্ম্ম ফল ভোগ করেন, আর এক জন সেই ফল প্রদান করেন। ব্রহ্মবিৎ ব্যক্তি সকল তাঁহারদিগকে ছায়া ও আতপের ন্যায় পরস্পর ভিন্ন করিয়া বলেন আর পঞ্চাগ্নি ও ত্রিণাচিকেত কর্ম্মিরাও এই প্রকার কহিয়া থাকেন।

ইতি প্রথমখণ্ডে ত্রয়োদশোধ্যায়ঃ

ব্রাহ্মধর্ম্ম গ্রহণ

পরম আহ্লাদ পূর্ব্বক প্রকাশ করিতেছি, গত ৮ ভাদ্র রবিবার প্রাতঃকালে শ্রীযুক্ত বাবু আস্যচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায় মহাশয়ের পুত্র শ্রীযুক্ত বাবু যজ্ঞেশপ্রকাশ গঙ্গোপাধ্যায় কলিকাতাস্থ ব্রাহ্মসমাজের গৃহে উপস্থিত হইয়া বিহিত বিধানে ব্রাহ্মধর্ম্ম গ্রহণ করিয়াছেন। তদুপলক্ষে ব্রাহ্মদিগের এক সমাজ হইয়াছিল, সে সমাজে অনেক ব্রাহ্ম উপস্থিত ছিলেন। যথা নিয়মে উপাসনা কার্য্য সম্পন্ন হইলে, তিনি ব্রাহ্মধর্ম্ম গ্রহণার্থে উপাচার্য্য শ্রীযুক্ত আনন্দচন্দ্র বেদান্তবাগীশের সমক্ষে দণ্ডায়মান হইলেন। উপাচার্য্য মহাশয় তাঁহাকে যেপ্রকার সদুপদেশ প্রদান করিয়াছিলেন, পশ্চাতে তাহা প্রকটিত করা যাইতেছে।

"যজ্ঞেশপ্রকাশ! তোমার পক্ষে এই দিবস অতি পবিত্র। তমি অদ্য সেই অমৃতধামের প্রথম সোপানে পদ নিক্ষেপ করিতেছ, শান্তচিত্ত হইয়া তাহাতে আরোহণ করিবে। তুমি অদ্য যে প্রতিজ্ঞা করিবে, যাবজ্জীবন তাহার প্রতি দৃষ্টি রাখিবে, তদনুযায়ি ব্যবহার করিতে কায়মনোবাক্যে চেষ্টিত থাকিবে। তুমি মনুষ্য জন্ম গ্রহণ করিয়াছ, মনুষ্যের ন্যায় আচরণ করিবে; তাহা হইলে ক্রমে মনুষ্য হইতে উৎকৃষ্ট পদ প্রাপ্ত হইবে। যিনি তোমার এই শরীরকে শ্রী ও সৌন্দর্য্য দ্বারা অলঙ্কৃত করিয়াছেন, তোমার আত্মাকে জ্ঞান ও ধর্ম্মের বীজ প্রদান করিয়া অমৃতের অধিকারি করিয়াছেন, যাঁহা হইতে তুমি সমুদায় সুখ স্বচ্ছন্দতা লাভ করিতেছ, যিনি প্রীতি পূর্ণ নয়নে তোমাকে সর্ব্বদা দৃষ্টি করিতেছেন, তাঁহাকে মনের সহিত তুমি প্রীতি করিবে, এই আমার উপদেশ। প্রতিদিন অতি নিশ্চিন্ত সময়ে পরিশুদ্ধ হইয়া তাঁহার প্রতি প্রীতি পূর্ব্বক মনকে সমাধান করিবে, এবং কৃতজ্ঞতা পূর্ব্বক মনের সহিত তাঁহাকে নমস্কার করিবে। ইহা তোমার নিত্য কর্ম্ম, ইহাতে কদাপি অবহেলা করিবে না। তাঁহার প্রতি যেমন প্রীতি করিবে, তেমনি তাঁহার প্রিয়কার্য্য সম্পন্ন করিতে তৎপর থাকিবে। সৎপথে থাকিবে, ন্যায় পথে থাকিবে, পাপ কর্ম্মকে বিষবৎ পরিত্যাগ করিবে, তাহা হইতে সর্ব্বদা দূরে রহিবে; তোমার আত্মা যাহাতে নির্ম্মল হয়, পুণ্যজ্যোতিতে উজ্জ্বল হয়, ধর্ম্মভূষণে ভূষিত হয়, অমৃত ব্রহ্ম লাভের উপযুক্ত হয়, ইহার প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া সাংসারিক কর্ম্মে প্রবৃত্ত থাকিবে।"

"পূর্ব্বে বয়সি তৎ কুর্য্যাদযদ্‌যৌবনসুখং নহেৎ।
যাবনেপ্যাচরেত্তত্তু যদ্বার্দ্ধক্যং সুখং নহেৎ।
যাবজ্জীবন্তু তৎ কুর্য্যাৎ যদমুত্র সুখং নহেৎ॥"

শ্রীযুক্ত বাবু যজ্ঞেশপ্রকাশ এই উপদেশ শ্রবণ পূর্ব্বক যথা নিয়মে প্রতিজ্ঞা পাঠ করিলে পর, সমাজ ভঙ্গ হইল।

বিজ্ঞাপন

যাঁহারা আগামী দুর্গোৎসবোপলক্ষে স্থানান্তর গমন করিবেন, তাঁহারদিগের কার্ত্তিক মাসের পত্রিকা কোন্ স্থানে প্রেরণ করা যাইবেক, তাহা তাঁহারা অনুগ্রহ পূর্ব্বক পত্র দ্বারা জানাইবেন।

১ আশ্বিন বুধবার সম্বৎ ১৯০৯। কলিগতাব্দঃ ৪৯৫৩।

সভা প্রবেশ মাস হইতে তত্ত্ববোধিনী সভার প্রতি সভ্য প্রতি মাসে এই পত্রিকার এক খণ্ড বিনা মূল্যে প্রাপ্ত হয়েন

শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ দত্ত।
৫৬ নং মসজিদ্‌বাড়ী ষ্ট্রীট কলিকাতা।

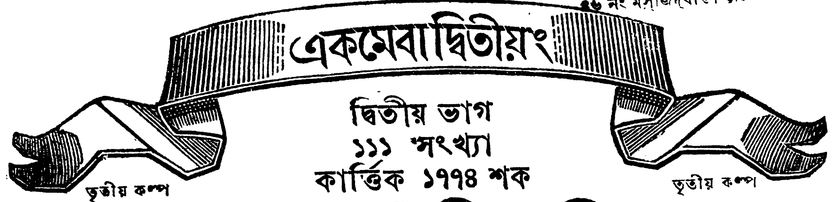

দ্বিতীয় ভাগ
১১১ সংখ্যা
কার্ত্তিক ১৭৭৪ শক

তত্ত্ববোধিনীপত্রিকা

অপরা ঋগ্বেদোযজুর্ব্বেদঃ সামবেদোথর্ব্ববেদঃ শিক্ষা কল্পোব্যাকরণং নিরুক্তং ছন্দোজ্যোতিষমিতি। অথ পরা যযা তদক্ষরমধিগম্যতে॥

তস্মিন্ প্রীতিস্তস্য প্রিয়কার্য্যসাধনঞ্চ তদুপাসনমেব।

সুরাপান

যখন কোন কণ্টকি লতার বীজ কোন মনোহর পুষ্পোদ্যানে পতিত হইয়া অঙ্কুরিত হইতে আরম্ভ হয়, তখন তাহার প্রতি কাহারও দৃষ্টিক্ষেপ না হইলে না হইতে পারে, কিন্তু যখন সেই অঙ্কুর হইতে এক বিশাল বিষলতা উৎপন্ন হইয়া পার্শ্ববর্ত্তি পুষ্প-বৃক্ষ সমুদায় পরিবেষ্টন পূর্ব্বক সংহার করিতে থাকে, তখন তাহার উচ্ছেদ না করিয়া ক্ষান্ত থাকা যায় না। সেই প্রকার যখন কোন কুরীতি রূপ বিষলতা জনসমাজে বদ্ধমূল হইয়া লোকের ধন প্রাণ বিনাশ করিতে থাকে, তখন আর বিচক্ষণ বিজ্ঞ লোকেরা তাহাকে উন্মূলন করিবার চেষ্টা না করিয়া নিরস্ত থাকিতে পারেন না। সুরাপান রূপ মহাপাপ এদেশে প্রবিষ্ট হওয়াতে যে [illegible] শেষ অনর্থের উৎপত্তি হইতেছে এক্ষণে সকলেরই বিদিত হইয়াছে। [illegible] স্বরূপ ভিন্ন অন্য প্রকারে [illegible] যে কর্ত্তব্য নহে, ইহা [illegible] তীত না হউক, কিন্তু তাহা [illegible] যে লোকের অর্থনাশ, বীর্য্য হানি, [illegible] পাপাসক্তি প্রভৃতি বহু প্রকার অনিষ্ট [illegible] হইতেছে, তাহা অনেকেরই হৃদয়ঙ্গম হইয়াছে, এবং তাহার নিবারণার্থে হিন্দু ও খ্রীষ্টান উভয় সম্প্রদায়ি লোকে ইংলণ্ডস্থ পার্লিয়ামেণ্ট নামক রাজসভায় আবেদন করিয়াছেন। ভারতবর্ষীয় সভার সভ্যেরা এবং খ্রীষ্টান ধর্ম্ম প্রচারক মিশনরীরা কোম্পানির চার্টর পরিবর্ত্তন উপলক্ষে ইংলণ্ডে যে আবেদন পত্র প্রেরণ করিয়াছেন, তন্মধ্যে মাদক ব্যবসায়ে কোম্পানির উৎসাহ প্রদান নিরাকরণার্থে প্রার্থনা করিয়া সদ্বিবেচনাসিদ্ধ কর্ম্ম করিয়াছেন। এই জঘন্য ব্যবসায়ে তাহারদের উৎসাহ প্রদান রূপ বিষম ব্যবহার প্রচলিত থাকাতে রাজ্যের সকল ভাগেই দিন দিন মদ্য ও অন্যান্য মাদক দ্রব্যের বিপণী বৃদ্ধি হইতেছে, এবং তদ্দ্বারা লোকের মাদক সেবনের প্রবৃত্তি প্রবল হইয়া এদেশ উচ্ছিন্ন যাইবার উপক্রম হইতেছে। পূর্ব্বে মোসলমান সম্রাটেরা মদমত্ত ও মদ্য ব্যবসায়িদিগকে যথোচিত শাস্তি প্রদান করিতেন, একারণ তাঁহারদের রাজত্ব কালে [illegible]দ্দেশে পানদোষের তাদৃশ প্রাদুর্ভাব [illegible]। কিন্তু বর্ত্তমান রাজপুরুষদিগের [illegible] তাহার সম্পূর্ণ বিপরীত। তাঁহারা [illegible]নারা যত্ন ও উৎসাহ প্রকাশ পূর্ব্বক [illegible]া করিয়া মদ্য ব্যবহার প্রচলিত করিতেছেন। তাঁহারদের যাদৃশ দুর্জ্জয় অর্থ-স্পৃহা ও কুটিল কৌশল দেখিতে পাওয়া যায়, তাহাতে বোধ হয়, তাঁহারা স্বকীয় লোভানলে প্রজাদিগের ধন, প্রাণ, মান, ধর্ম্ম সকলই

আহুতি দিতে পারেন। তাঁহারা আপনারদের অন্যায়াচরণ গোপনার্থে যত কৌশল করুন ও যত প্রকার বাগ্‌জাল প্রস্তুত করুন, কিছুতেই তাঁহারদের এ দুরপনেয় কলঙ্ক অপনীত হইবার নহে। যখন তাঁহারা রাজ্যের স্থানে স্থানে মদ্যালয় সংস্থাপন করিতে অনুমতি প্রদান করিয়া থাকেন, এবং তাঁহারদের যে কর্ম্মচারী মাদক-দ্রব্যের কর বৃদ্ধি করণার্থে স্বাধিকার মধ্যে যত মদিরার বিপণী সংস্থাপন করিতে পারে, তাহার প্রতি তত সন্তোষ প্রকাশ করেন, তখন তাঁহারদের এই কার্য্য-গত উপদেশ বাচনিক উপদেশ অপেক্ষাও প্রবল মানিতে হইবেক। এক্ষণে এতদ্দেশে পানদোষ রূপ মহাপাপ যে প্রকার প্রবল হইতেছে, আর কিছু দিন এপ্রকার হইলে, প্রজাগণ নিতান্ত অকর্ম্মণ্য হইয়া বিনষ্ট-প্রায় হইবার সম্ভাবনা। ভারতবর্ষের পশ্চিম খণ্ডে গোয়ানগর-নিবাসী কতকগুলি এতদ্দেশীয় খ্রীষ্টান এই প্রকার পানদোষ অবলম্বন করাতে, বলহীন ও শ্রীহীন হইয়া বল, বীর্য্য, ভাগ্য ও শ্রীতে তত্রস্থ হিন্দুদিগের অপেক্ষায় অত্যন্ত হীনতা প্রাপ্ত হইয়াছে এবং ক্রমে ক্রমে উচ্ছিন্ন যাইবার উপক্রম হইয়াছে। বাঙ্গলা দেশের লোক সহজেই ক্ষীণজীবি, তাহাতে আবার মদিরাসক্ত হইলে কি আর রক্ষা আছে? তাঁহারা যদি লোভ সম্বরণ না করিয়া এই প্রকার অত্যাচারে প্রবৃত্ত থাকেন; তাহা হইলে তাঁহারদের সুরা রূপ বিষপানে জর্জ্জরীভূত হইয়া সমূলে নির্মূল হইবার সম্ভাবনা।

রাজপুরুষেরা আপনারদের স্বার্থলাভার্থে রাজ্যমধ্যে মাদক ব্যবসায় বিস্তার করিতেছেন, কিন্তু আমরা কি বিবেচনায় তাঁহারদের প্রদর্শিত কুপ্রবৃত্তি-মার্গ অবলম্বন পূর্ব্বক কুপথগামি হইয়া বিনাশ প্রাপ্ত হই? কি একবার ভাবিয়া দেখা উচিত নয়, যে ভয়ঙ্কর গরলপান অভ্যাস করিলে বল, বীর্য, ধন, ধর্ম্ম সমুদায় নষ্ট হয়, তাহাতে প্রবৃ হওয়া কি নিতান্ত নির্ব্বোধের কর্ম্ম নহে কত কত পানাসক্ত ব্যক্তি এরূপ অবশ-চিত্ত যে শরীর জীর্ণ হইয়াছে, অন্তঃকরণ অবসন্ন হইয়াছে, ধর্ম্ম নষ্ট হইয়াছে, তাঁহারা পাপপঙ্কে প্রবিষ্ট রহিয়াছেন, তথাপি চৈতন্য হয় না। তাঁহারদের মোহ হ্রদ হইতে উত্থান করিবার আর সামর্থ্য নাই। কলিকাতাস্থ অনেকানেক ভদ্রলোকের যে প্রকার অভদ্র রীতি দৃষ্ট করা যায়, তাহা স্মরণ হইলে স্বদেশের দুর্দ্দশা ভাবিয়া অনর্গল অশ্রুপাত হয়। তাঁহারা মাদক সেবন ও তাহার আনুসঙ্গিক অন্যান্য পাপাচরণ করিয়া প্রায় সমস্ত রাত্রি অথবা তাহার অধিক ভাগ জাগরণ করেন, দিবসের প্রথম ভাগ নিদ্রায় ক্ষেপণ করিয়া স্নান ভোজনাদি প্রকৃতিসিদ্ধ কর্ম্ম সকল সাধন করেন, পরে কেহ কেহ অল্পায়াস-সাধ্য সামান্য প্রকার বিষয়কার্য্য সম্পাদন, কেহ কেহ বা নিরর্থক অলীক ক্রিয়াতে কিঞ্চিৎ কাল হরণ করিয়া রজনীর আগমন প্রত্যাশায় প্রত্যাশাপন্ন থাকেন, এবং রজনী উপস্থিত হইলেই পুনর্ব্বার মোহ-হ্রদে মগ্ন হইয়া পাপ পঙ্কে লুণ্ঠিত হইতে থাকেন। এই তাঁহারদের প্রচলিত রীতি, ইহাই তাঁহারদের নিত্য কৃত্য, এইরূপে তাঁহারদের জীবন যাপন হইতেছে, ইহাতে তাঁহারা অবিলম্বে অকর্ম্মণ্য হইয়া উঠেন। তাঁহারদের অধর্ম্মের ফল কেবল তাঁহারদের নিজ দুঃখেতেই পর্য্যাপ্ত হয় না; তাঁহারদের সন্তান সন্ততিরাও তদনুরূপ প্রকৃতি ও প্রবৃত্তি প্রাপ্ত হইয়া সংসারের পাপ-প্রবাহ প্রবল করিতে থাকে। এইরূপ কত শত সুপ্রসিদ্ধ সদ্বংশ কলুষ-কলঙ্কে কলঙ্কিত হইয়া একেবারে উচ্ছিন্ন যাইতেছে। মহা নগরী কলিকতা এই সমস্ত পাপের আকর স্থান। কলিকাতা রূপ পাপ-সমুদ্র হইতে যে তরঙ্গ উত্থিত হয়, তদ্দারা পার্শ্ববর্ত্তি গ্রাম সমুদায় অবিলম্বে হইতে থাকে। এই পাপ-সমুদ্র [illegible] প্রবাহ উৎপন্ন হয়, তাহা ভাগী[illegible] সহিত সমভাবে প্রবাহিত [illegible] পাবন করিতে থাকে। [illegible] গ্রে মহোৎসব উপস্থিত, [illegible] তি মধ্যেই যে সমস্ত মোহতরঙ্গ হইতে আরম্ভ হইয়াছে, তাহা মনে [illegible] হৃৎকম্প উপস্থিত হয়। এই মহোৎ[illegible] ব সমাধানার্থে ইন্দ্রিয় সেবার কত উপকরণই প্রস্তুত হইতেছে—পরিশুদ্ধ আতপ-তণ্ডু-

ল সমভিব্যাহারে কত প্রকার মাদক দ্রব্যেরই আয়োজন হইতেছে! এই উপলক্ষে সুরাসক্ত ধনাঢ্য যুবকেরা স্ব স্ব পারিষদগণে পরিবেষ্টিত ও অপর্য্যাপ্ত পানরসে রসিত হইয়া মনের উল্লাস প্রকাশ করিবেন, এবং সেই সমস্ত পারিষদেরাও বাবুর প্রসাদে হৃদয়-কবাট উদ্‌ঘাটন করিয়া পান-তৃষ্ণা চরিতার্থ করিবেন, এই রমণীয় লোভে লোলপ হইয়া উভয় পক্ষই পুলকিত চিত্তে ব্যগ্র রহিয়াছেন। এই উপলক্ষে সুরাপায়িদিগের সম্প্রদায় কতই বৃদ্ধি হইবেক এবং কত তরুণ-বয়স্ক ব্যক্তি অধর্ম্ম ব্রতে নূতন ব্রতি হইবেক! এইরূপে সুরাপানরূপ পাপানল ক্রমাগত প্রজ্জ্বলিত হইতেছে; কি রূপে যে নির্ব্বাণ হইবে তাহা অনুভূত হয় না। স্বদেশস্থ যে সমস্ত প্রণয়াস্পদ মহাত্মারা এই বিষম বিগর্হিত মহাপাপ অবলম্বন করেন নাই, ইহা সমূলে উন্মূলন করণার্থে তাঁহারদের সাধ্যমত চেষ্টা করা কর্ত্তব্য। কিন্তু রাজপুরুষেরা স্বীয় লোভ সম্বরণ পূর্ব্বক অশেষ দোষাকর সুরা ব্যবসায়ে উৎসাহ প্রদান করিতে ক্ষান্ত না হইলে, এবং প্রবল রাজনিয়ম দ্বারা তাহার যথোচিত শাসন না করিলে, কোন ক্রমেই এ মনোবাঞ্ছা পুর্ণ হইবার সম্ভাবনা নাই।

ধর্ম্মনীতি

১১০ সংখ্যক পত্রিকার ৬৭ পৃষ্ঠার পর

আত্ম বিষয়ক কর্ত্তব্য কর্ম্ম

ধর্ম্মপ্রবৃত্তি সকল প্রবল ও পরিশোধিত করা আমারদের আত্ম বিষয়ক এক প্রধান কার্য্য। ধর্ম্মের পর আর পদার্থ নাই। যিনি ধর্ম্ম স্বরূপ মহা রত্নের যথার্থ মর্য্যাদা জানিয়াছেন, তিনি তদর্থে সমস্ত সুখ সম্পত্তি বিসর্জ্জন দিতে পারেন। পরমেশ্বর মনুষ্যের ধর্ম্মপ্রবৃত্তি সমুদায়ের অপেক্ষা প্রধান করিয়াছেন, অতএব তাহারদিগকে উন্নত করিতে ও নিকৃষ্ট সমুদায়কে তাহারদের বশীভূত করিতে যত চেষ্টা করা কর্ত্তব্য। ধর্ম্ম বিষয়ক পুস্তক অধ্যয়ন করা, পবিত্র পাঠ, কীর্ত্তিমান শ্রবণ ইত্যাদি যে কোন উপায়ে ধর্ম্মের প্রতি শ্রদ্ধা ও উৎসাহ এবং অধর্ম্মের প্রতি অশ্রদ্ধা ও ঘৃণা জন্মে, তাহাই কর্ত্তব্য। আর পান-দোষ প্রভৃতি যে সমস্ত ব্যাপার দ্বারা নিকৃষ্ট প্রবৃত্তি প্রবল এবং বুদ্ধি ও ধর্ম্ম-প্রবৃত্তি দুর্ব্বল হয়, তাহা সর্ব্বতোভাবে নিষিদ্ধ। আমরা যখন যে অবস্থায় যে কার্য্যে নিযুক্ত থাকি, পুণ্য-নদীর পবিত্র নীরে অবগাহন পূর্ব্বক স্বকীয় চরিত্রকে পরিশুদ্ধ রাখিতে সর্ব্বদা তৎপর থাকা উচিত। সুচরিত্রের সমান অমূল্য সম্পত্তি আর কিছুই নাই। যিনি হৃদয় ভাণ্ডারে এমন মহা মূল্য ধন সংস্থান করিতে পারেন, তিনি পরম ভাগ্যবান্। তাঁহার মনোরূপ মনোহর সরোবর সুনির্ম্মল সুখ-সলিলে সর্ব্বদা পরিপূর্ণ থাকে।

কর্ত্তব্যের অনুষ্ঠান ও অকর্ত্তব্য পরিত্যাগই ধর্ম্ম, তদ্দ্বারাই ধর্ম্মপ্রবৃত্তি উন্নত ও নিকৃষ্টপ্রবৃত্তি সংযত হয়, এবং তদ্দ্বারাই ধর্ম্মের প্রতি শ্রদ্ধা ও অধর্ম্মে অশ্রদ্ধা জন্মে। অতএব আমারদের ধর্ম্মোন্নতি ও চরিত্র শোধন বিষয়ে যাহা কিছু কর্ত্তব্য আছে, তাহা সেই সমস্ত কর্ত্তব্য কর্ম্মের বিবরণ মধ্যে ক্রমে ক্রমে উক্ত হইতে থাকিবে। এস্থলে কেবল দুই একটি বিষয়ের প্রসঙ্গ করা যাইতেছে।

অনেকে অশ্লীল বাক্য কথন, কথা প্রসঙ্গে পরনিন্দা করণ, আমোদ বিশেষে সাতিশয় আসক্তি প্রকাশ, কুলোকের [illegible] সর্গ ইত্যাদি সামান্য সামান্য কু[illegible] য়া তাদৃশ দোষ ও যথোচিত [illegible] না, এবং তদ্দ্বারা তাঁহ[illegible] ক্রমে মলিন হইতে [illegible]

TORN PAGE(S).

আর তাদৃশ ঘৃণা থাকে না। অধর্ম্মের প্রতি সচ্চরিত্র সাধু ব্যক্তিদিগের যে স্বভাবসিদ্ধ অশ্রদ্ধা ও ঘৃণা থাকে, তাহার হ্রাস হওয়াই দোষ। তাহার হ্রাস হইলেই পাপের পথ প্রশস্ত হইতে থাকে। যেমন কোন সেতুর কোন স্থানে ছিদ্র হইলে তদ্দ্বারা প্রতিক্ষণ জল নির্গত হইয়া প্রতিক্ষণই সেই ছিদ্রের আয়তন বৃদ্ধি হয়, ও ক্রমে ক্রমে সমুদায় সেতু ভগ্ন হইয়া তাহার সমীপবর্ত্তি ভূমিখণ্ড জলে প্লাবিত হয়, সেইরূপ আমরা যতবার কুকর্ম্মের অনুষ্ঠান করি, তাহার প্রত্যেক বারেই ধর্ম্মের প্রতি অনুরাগ হ্রাস হইয়া অধর্ম্মের প্রতি আকর্ষণ বৃদ্ধি হয়; এবং এইরূপ অল্প অল্প অত্যাচার করিয়া অন্তঃকরণ এমত পাপাসক্ত হইতে পারে, যে অবশেষ ঘোরতর কুকর্ম্ম করিতেও আর সঙ্কুচিত হয় না। এক সময়ে যে ব্যক্তি যে কুকর্ম্মের প্রসঙ্গ শুনিবা মাত্র অত্যন্ত ঘৃণা ও বিস্ময় প্রকাশ করে, পরে সেই ব্যক্তিই অভ্যাসের বশীভূত হইয়া অসঙ্কুচিত চিত্তে অম্লান বদনে সেই ঘৃণাকর কুৎসিত পাপে প্রবৃত্ত হইতে পারে। অতএব যাঁহারা পুণ্যের পরম পবিত্র মনোহর স্বরূপ প্রতীতি করিয়া তাহাকে হৃদয়াসনে স্থাপন করিতে অভিলাষ করেন, অতি সামান্য পাপকেও লঘু জ্ঞান করা তাঁহারদের কর্ত্তব্য নহে। ফলতঃ, যে লঘু পাপ হইতে অতি গুরুতর পাপের উদ্ভব হয়, তাহাকে সামান্য জ্ঞান ...ই বা কিরূপে শ্রেয়স্কর হইতে পারে? লঘু পাপের প্রবৃত্তি উপস্থিত ...হইতে কি পর্য্যন্ত ঘোর- ...হইতে পারে তাহাই এবং এই বি- ...

অতি সামান্য কুকর্ম্মও এক বারও না করিতে হয়, এইরূপ প্রতিজ্ঞা করিয়া সংসার যাত্রা নির্ব্বাহ করা কর্ত্তব্য।

পূর্ব্বেই লিখিত হইয়াছে, অধর্ম্মের প্রতি সচ্চরিত্র ব্যক্তিদিগের যে প্রকার স্বভাব-সিদ্ধ ঘৃণা ও দ্বেষ আছে, তাহার হ্রাস হওয়াই দোষ। অসৎ সংসর্গ এ দোষের এক প্রবল কারণ। অধার্ম্মিকদিগের সহিত সর্ব্বদা সহবাস করিতে যাহারদের প্রবৃত্তি হয়, অধর্ম্মেতে যেরূপ ঘৃণা থাকা উচিত তাহা তাহারদের কখনই থাকে না। স্বভাব সর্ব্বোপরি প্রবল বটে, কিন্তু অভ্যাসও সামান্য প্রবল নহে। যে পরমার্থ-পরায়ণ পুণ্যবান্ ব্যক্তি পাপের সংস্পর্শ পর্য্যন্ত অসহ্য জ্ঞান করিয়া অসৎ সংসর্গ বিষবৎ পরিত্যাগ করেন, পরে নানা কারণে কুলোকের সহিত সহবাস করা তাঁহারও অভ্যাস পাইতে পারে, তদ্দ্বারা অধর্ম্মের প্রতি অশ্রদ্ধা হ্রাস হইতে পারে, পরিশেষ নানা প্রকার পাপাচারণে প্রবৃত্তি হইতে পারে। অতএব অসৎ সঙ্গ পরিত্যাগ ও সাধুসঙ্গ গ্রহণ করা সর্ব্বতোভাবে শ্রেয়স্কর। সাধু সঙ্গের গুণ অতি আশ্চর্য্য। যেমন পরম শোভাকর পূর্ণ চন্দ্র সুধাময় কিরণ বিস্তার করিয়া ভূমণ্ডলস্থ সমস্ত বস্তুকে অত্যাশ্চর্য্য অনির্ব্বচনীয় শোভায় শোভিত করে, সেইরূপ পরমেশ্বর-পরায়ণ পুণ্যাত্মারা পার্শ্ববর্ত্তি পুণ্যার্থিদিগের অন্তঃকরণে ধর্ম্মস্বরূপ সুধারস সঞ্চার করেন। তাঁহারদের সহিত সহবাসে যাহার অত্যন্ত অনুরাগ ও পরম পরিতোষ জন্মে, এবং আপনার অন্তঃকরণকে সর্ব্বদা প্রসন্ন ও পবিত্র রাখিতে যাহার একান্ত প্রতিজ্ঞা থাকে, এমত ব্যক্তিই অধর্ম্মকে দুর্গন্ধবৎ পরিপূর্ব্বক ধর্ম্মোৎপাদ্য বিশুদ্ধ সুখ- অধিকারী হইতে পারে। পরম ...দ্যান-স্থিত বিশুদ্ধ-বায়ু-সেবি- ...হ মধ্যে অবস্থিতি করা যাঁ- ...স, দুর্গন্ধবিশিষ্ট, ন্যক্কা- ...ন স্থানে বাস করিতে ...ও বিরক্তি জন্মে তা- সেইরূপ, যে ব্যক্তি

আত্ম-প্রসাদ ও সাধুসঙ্গ অমূল্য সম্পত্তি জ্ঞান করিয়া তদর্থে সর্ব্বদা যত্নবান্ থাকেন, এবং তাহা লাভ করিয়া পরম পবিত্র আনন্দ অনুভব করেন; সে ব্যক্তি উপস্থিত দুষ্প্রবৃত্তির নিবৃত্তি করিতে অন্যান্য অপেক্ষায় অধিক সমর্থ তাহার সন্দেহ নাই। অতএব আপনাকে অধর্ম্মের আক্রমণ হইতে রক্ষা করণার্থে আত্ম-প্রসাদ ও সাধুসঙ্গ লাভে নিয়ত যত্নবান্ থাকা অত্যন্ত আবশ্যক।

আত্ম সুখ চেষ্টা করা আর এক আত্ম-বিষয়ক কর্ত্তব্য। যে স্থলে আপনার সুখ সৌভাগ্য সাধন করা অন্যান্য কর্ত্তব্য কর্ম্মের বিরোধি না হয়, সে স্থলে তাহার চেষ্টা করা কোন ক্রমেই গর্হিত নহে। যদি সকলেই স্ব স্ব সুখ চেষ্টায় অযত্ন ও অবহেলা করে, তবে সকলেই বিবিধ সুখে বঞ্চিত ও নানা দুঃখে আকীর্ণ হইয়া সংসার-ধাম কেবল নিরানন্দ দুঃখধাম হইয়া উঠে। অতএব, পরোপকার যেরূপ পুণ্য কর্ম্ম, ধর্ম্ম-পথ অবলম্বন পূর্ব্বক আত্ম সুখ সাধন করাও সেইরূপ এক কর্ত্তব্য কর্ম্ম, তাহার সন্দেহ নাই।

যথা নিয়মে শরীর ও মনের চালনাই সুখের মূল। আমারদের প্রত্যেক অঙ্গ ও প্রত্যেক মনোবৃত্তি সুখ-রত্নের এক এক আকর স্বরূপ। করুণাময় পরমেশ্বরের নিয়মানুসারে তাহারদিগকে চালনা করিলেই, আন্তরিক সুখ ও সাংসারিক উপকার উভয়ই প্রাপ্ত হওয়া যায়। পরমেশ্বর মনুষ্যের শরীর ও অন্তঃকরণে যে সমস্ত পরম শুভকরী শক্তি ও বৃত্তি প্রদান করিয়াছেন, সমুদায় বাহ্য বিষয়ও তাহারদের সম্পূর্ণ উপযোগি করিয়া সৃষ্টি করিয়াছেন। সেই সকল বিষয়ে তাহারদিগকে নিযোজন করিয়া সুখ স্বচ্ছন্দতা লাভ করা সর্ব্বতোভাবে কর্ত্তব্য। শরীর-সঞ্চালনের বিষয় শারীরিক স্বাস্থ্য বিধানের প্রসঙ্গ মধ্যে লিখিত হইয়াছে, এবং প্রধান প্রধান বুদ্ধিবৃত্তি ও ধর্ম্মপ্রবৃত্তি পরিচালন পূর্ব্বক জ্ঞানামৃত পান ও ধর্ম্ম রূপ অমূল্য ধন লাভ যে অত্যাশ্চর্য্য অনির্ব্বচনীয় বিশুদ্ধ সুখের সমুৎপাদক, তাহাও ইতি পূর্ব্বে প্রতিপন্ন হইয়াছে। ইন্দ্রিয়-বৃত্তি ও নিকৃষ্টপ্রবৃত্তি-জনিত বিহিত সুখেও আমারদের সম্পূর্ণ অধিকার আছে। জগদীশ্বর জগতের কোন পদার্থ নিরর্থক সৃষ্টি করেন নাই। আমরা ঐ সমস্ত বৃত্তিকে পরিচালিত ও চরিতার্থ করিয়া সুখসৌভাগ্য লাভ করিব, এই অভিপ্রায়েই তিনি তাহারদিগকে সৃষ্টি করিয়াছেন। তিনি এক এক ইন্দ্রিয় ও এক এক নিকৃষ্ট প্রবৃত্তিকে অপর্য্যাপ্ত সুখের আধার করিয়াছেন। বসন্ত কালে যখন পৃথিবী নানা রসে পরিপূরিত হইয়া পরম রমণীয় পুষ্প পরিচ্ছদ পরিধান পূর্ব্বক অপূর্ব্ব শোভা প্রকাশ করে, এবং পুষ্প-ভারাবনত তরু-শাখা সকল সুমন্দ মারুত হিল্লোলে কম্পিত হইয়া অবিশ্রান্ত কুসুম বর্ষণ পূর্ব্বক চতুর্দ্দিক্ আমোদিত করে, ও বৃক্ষ শাখাবঢ় বিহঙ্গম সকল মুহুর্মুহু শাখা পরিবর্ত্তন পূর্ব্বক মধুর স্বরে মনের সুখে গান করত পথিকের মন হরণ করে, তখন যাহার নেত্র উন্মীলন করিবার সামর্থ্য আছে, এবং শ্রবণেন্দ্রিয় ও ঘ্রাণেন্দ্রিয় স্ববশ আছে, তাহার অন্তঃকরণ সুখামৃত-রসে অভিষিক্ত না হইয়া কতক্ষণ ক্ষান্ত থাকিতে পারে। ন্যায়ানুগত থাকিয়া নিকৃষ্ট প্রবৃত্তি পরিচালন পূর্ব্বক ধন, মান, যশ উপার্জ্জন করা অশেষ সুখের বিষয়। অতএব এই সমস্ত বৃত্তিকে বিহিত বিষয়ে নিয়োজন পূর্ব্বক সুখ সৌভাগ্য লাভ করা কোন রূপেই গর্হিত নহে; প্রত্যুত আত্ম সুখ সম্পদ্ লাভ অন্যান্য গুরুতর কর্ত্তব্য সাধনের বিরোধী না হইলে তাহার চেষ্টা করা সর্ব্বতোভাবে বিধেয়। কিন্তু পূর্ব্বোক্ত বৃত্তি সমুদায়কে সর্ব্বদা বুদ্ধিবৃত্তি ও ধর্ম্মপ্রবৃত্তির বশীভূত রাখা অত্যাবশ্যক; নতুবা মোহকূপে পতিত হইয়া পাপ-পঙ্কে লিপ্ত হইতে হয়।

কোন কোন উপাসক-সম্প্রদায় সর্ব্ব প্রকার ইন্দ্রিয়-সুখ বিষবৎ পরিত্যাজ্য বলিয়া উপদেশ প্রদান করেন; কোন কোন সম্প্রদায়ের লোকে ইন্দ্রিয়ের উচ্ছেদ সাধনকে ইন্দ্রিয়-সংযম জ্ঞান করিয়া ইন্দ্রিয়-দ্বার রোধ করিবার চেষ্টা ক-

TORN PAGE(S).

রেন, কেহ কেহ বা শরীর শুষ্ক ও ক্লিষ্ট করাকে পরম ধর্ম্ম বলিয়া বিশ্বাস করেন। কিন্তু পরমেশ্বর মনুষ্যের যেরূপ স্বভাব করিয়া দিয়াছেন, তাহা সবিশেষ মনোযোগ পূর্ব্বক পর্য্যালোচনা করিয়া দেখিলে, এই সমস্ত মত নিতান্ত ভ্রান্তি-মূলক বোধ হয়। দয়াসাগর বিশ্ব-বিধাতা দয়া করিয়া আমারদিগকে যে সমস্ত সুখ সম্ভোগে সমর্থ করিয়াছেন, তাহা সকৃতজ্ঞ চিত্তে স্বীকার ও উপভোগ করা কর্ত্তব্য। আর সঙ্কল্প ও প্রতিজ্ঞা করিয়া তৎসমুদায় পরিত্যাগের চেষ্টা করিলে, তাঁহার অপার কারুণ্য স্বরূপে অবহেলা করা হয়, এবং তজ্জন্য তাঁহার সমীপে অপরাধী থাকিয়া বিবিধ সুখে বঞ্চিত হইতে হয়।

উপস্থিত প্রস্তাব সমাপন করিবার পূর্ব্বে আর একটি বিষয়ের বিবেচনা করিতে হইতেছে। সুখ-স্বস্তি যেমন দুর্লভ পদার্থ, উদ্বেগ ও বিরক্তি তেমনি ক্লেশকর। মনের স্বস্তি ব্যতিরেকে ধন, মান, সম্ভ্রম সকলই বৃথা; কিছুতেই সুখী হওয়া যায় না। অনেকে সর্ব্বদা উদ্বিগ্ন থাকিয়াই পরমায়ু ক্ষেপণ করে। কত শত ব্যক্তি অতুল ঐশ্বর্য্যবান্ ও প্রবল প্রতাপান্বিত হইয়াও নিয়ত এরূপ উৎকণ্ঠিত ও উত্ত্যক্ত, যে কিছুতেই তাহারদের স্বস্তি হইবার সম্ভাবনা নাই। কাহারও বা কোন দুরাশা পূর্ণ না হওয়াতে অবিরতই অসুখ ও উৎকণ্ঠা। কেহ বা কোন অসিদ্ধ সঙ্কল্প অথবা কোন পূর্ব্বাচরিত ভ্রান্তি-মূলক ক্ষতি জনক ব্যাপার স্মরণ করিয়া সর্ব্বদা সন্তাপিত। কেহ কেহ এরূপ দুরাকাঙ্ক্ষ, যে কিছুতেই তৃপ্ত নহে। তাহারদের যত অর্থ লাভ ও যত পদ বৃদ্ধি হইতে থাকে, লালসা রূপ অগ্নি-শিখা ততই প্রজ্বলিত হইয়া তাহারদিগকে নানা প্রকার উৎপাতে পাতিত করে। অনেকের শুভাশুভ দিন, ক্ষণ, লগ্ন ঘটিত কুসংস্কারই বা কত অসুখের কারণ। কোন কোন ব্যক্তি এ প্রকার সন্দিগ্ধ, মৎসরও অসন্তুষ্ট-স্বভাব, যে কোন রূপেই তাহারদের সুখি হইবার উপায় নাই। তাহারা অধিক শীত বা অধিক গ্রীষ্ম হইলেও মহা ক্ষুণ্ণ, অধিক বৃষ্টি বা অধিক রৌদ্র হইলেও মহা দুঃখি, বায়ু প্রবাহ কিঞ্চিৎ প্রবল হইলেও অত্যন্ত বিরক্ত। তাহারদের অসন্তোষ রোগের প্রতীকার হওয়া দুর্ঘট।

অনেকের স্বভাব-দোষ এরূপ উদ্বেগ ও অস্বস্তির এক প্রধান কারণ বটে, কিন্তু বিবেচনা ও অভ্যাস দ্বারা অনেক হ্রাস করা যায়, তাহার সন্দেহ নাই। যে সকল ক্লেশ কেবল কুসংস্কার-মূলক, জ্ঞান বৃদ্ধি হইয়া কুসংস্কার বিমোচন হইলেই তাহা দুর হইতে পারে। আর সন্তোষ সমস্ত অনর্থক উদ্বেগের মহৌষধ স্বরূপ। সন্তোষ অপেক্ষায় সুখজনক এবং অসন্তোষ অপেক্ষায় দুঃখজনক আর কিছুই নাই। মনুষ্য সকল অবস্থাতেই সন্তোষ রূপ স্পর্শমণি দ্বারা সুখ স্বরূপ স্বর্ণ লাভে সমর্থ হইতে পারেন। কিন্তু অতিশয় অপকৃষ্ট অবস্থাতে অবস্থিত হইলেও যে দুঃখ শান্তির চেষ্টা না করিয়া সন্তুষ্ট চিত্তে চিরকাল কষ্ট স্বীকার করিবে এমত নহে। যে অবস্থায় থাকিলে অন্ন বস্ত্রের ক্লেশ বশতঃ শরীর শীর্ণ হয়, অপরিষ্কৃত, অপরিশুষ্ক, সঙ্কীর্ণ গৃহে বাস করাতে শারীরিক স্বাস্থ্য ভগ্ন হয়, এবং পরিবারের মধ্যে কাহারও পীড়া হইলে সঙ্গতি অভাবে রীতিমত চিকিৎসা করাইতে এবং পুত্র ও কন্যাদিগকে উত্তমরূপ বিদ্যা শিক্ষা করাইতে অসমর্থ হইতে হয়, সে অবস্থায় সন্তুষ্ট থাকিয়া এই সমস্ত ক্লেশ নিবারণ করিবার নিমিত্তে যত্ন না করা কোন রূপেই শ্রেয়স্কর নহে। যে অবস্থায় অবস্থিত হইলে নানা মতে পরমেশ্বরের নিয়ম লঙ্ঘন করিতে হয়, সে অবস্থায় সন্তুষ্ট থাকা কদাপি তাঁহার অভিপ্রেত নয়, অতএব কোন মতেই উচিত নহে। সন্তোষের যথার্থ লক্ষণ এরূপ নয়। আপন আপন উপায় ও ক্ষমতানুসারে ন্যায়ানুগত চেষ্টা দ্বারা যত দুর উৎকৃষ্ট অবস্থা হইতে পারে, তাহাতেই তৃপ্ত হওয়া, এবং যে সকল অনিষ্ট ঘটনা নিবারণ করিবার সাধ্য নাই, তাহাতে ব্যাকুলিত না হইয়া ধৈর্য্য অবলম্বন পূর্ব্বক স্থির ভাবে সংসার-যাত্রা নির্ব্বাহ করাই যথার্থ সন্তোষ। এরূপ সন্তোষ সুখের আলয়।

পরম মঙ্গলাকর পরমেশ্বরের অপার কারুণ্য স্বরূপে দৃঢ়তর বিশ্বাস এ প্রকার সন্তোষের মুল। তিনি বিশ্ব পালনার্থে কতকগুলি কল্যাণকর নিয়ম সংস্থাপন করিয়া রাখিয়াছেন; আমারদিগকে সেই সমস্ত নিয়ম পালন পূর্ব্বক বিহিত সুখ সম্ভোগে অধিকারি করিয়াছেন; সেই সকল নিয়ম পালন করিলে পুরস্কার ও লঙ্ঘন করিলে শাস্তি প্রদান করেন; বায়ুপ্রবাহই প্রবল হউক, আর রৌদ্র ও বৃষ্টিরই আধিক্য হউক, তাঁহার নিয়মানুগত যে সমস্ত বিষয় আপাততঃ ক্লেশজনক বোধ হয়, তাহা কোন ভাবি শুভ সাধনার্থে নিঃসন্দেহ সংঘটিত হইয়া থাকে; পরমেশ্বর বিশ্ব-রাজ্যের কার্য্য নির্ব্বাহার্থে বস্তু বিশেষকে যে প্রবল পরাক্রম প্রদান করিয়াছেন, তাহার আধিক্য প্রযুক্তই হউক, কিম্বা আপনারদের কর্ম্ম-দোষেই হউক, কোন বিপদ্ বা ক্লেশের বিষয় উপস্থিত হইলে সাহস ও ধৈর্য্য অবলম্বন পূর্ব্বক স্থির চিত্তে তাহার প্রতীকার চেষ্টা করা কর্ত্তব্য, ব্যাকুল হওয়া কোন মতেই উচিত নহে; রাজকীয় কার্য্যই হউক, গার্হস্থ্য ধর্ম্মই হউক, আর আত্ম বিষয়ই হউক, কোন কর্ত্তব্য কর্ম্ম সম্পাদনে সাধ্যানুসারে যথা বিধি যত্ন করিয়াও যদি কৃতকার্য্য না হওয়া যায়, তবে অনিবার্য্য অনিষ্ট ঘটনা নিবারণ করা আমারদের সাধ্যাতীত ও যথা সাধ্য চেষ্টা করা মাত্র আমারদের আয়ত্ত ও কর্ত্তব্য জানিয়া অনুদ্বিগ্ন ও অনাকুলিত চিত্তে কর্ত্তব্য সাধনে তৎপর থাকা উচিত; এই সমস্ত শুভ তত্ত্বে অবিচলিত বিশ্বাস রাখিয়া তদনুরূপ আচরণ করিতে কৃত-সঙ্কল্প হইলে, অব্যাকুল হৃদয়ে সংসার-যাত্রা নির্ব্বাহ পূর্ব্বক সন্তোষ রূপ সুধা রস পানে অধিকারী হওয়া যায়।

বৃক্ষ লতাদির উৎপত্তির নিয়ম

আমরা অকস্মাৎ কোন অভিনব বস্তু দৃষ্টি করিলেই আশ্চর্য্য বোধ করি, কিন্তু সর্ব্বদা আমারদের চতুঃপার্শ্বে যে সমস্ত অদ্ভুত ব্যাপার সম্পন্ন হইতেছে, তদ্বিষয়ে তাদৃশ মনোযোগ করি না। বৃক্ষেতে পুষ্প প্রস্ফুটিত হইতেছে এবং দিন কয়েকের মধ্যেই তাহা হইতে ফল উৎপন্ন হইতেছে, ইহা সকলে সচরাচর দেখিয়া থাকেন, কিন্তু অনেকেই তাহার তত্ত্বানুসন্ধান করেন না। যেমন স্ত্রীপুরুষের পরস্পর সহযোগ দ্বারা পশু পক্ষ্যাদি প্রাণিদিগের সন্তান উৎপন্ন হয়, বৃক্ষাদির উৎপত্তির নিয়মও তদনুরূপ। তদ্বিষয়ের বৃত্তান্ত শ্রবণ করিলে, সকলে চমৎকৃত হইবেন।

পুষ্পের পাপ্‌ড়ি কাহাকে বলে, সকলেই জানে; সংস্কৃত ভাষায় তাহার নাম দল। চতুর্দ্দিকে পাপ্‌ড়ি, তাহার মধ্যস্থলে যে কতক গুলি সরু সরু সূত্র থাকে, তাহাকে কেশর কহে। তন্মধ্যে যে সূত্র গাছি সর্ব্বাপেক্ষা স্থূল, তাহার নাম গর্ত্তকেশর। এস্থলে একটি পুষ্পের চিত্রময় প্রতিরূপ প্রকাশিত হইল।

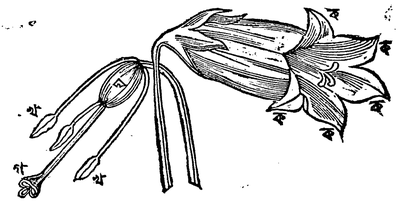

ক, ক, ক, ক, ক, ইহার পাপ্‌ড়ি; খ, খ, ইহার কেশর; গ ইহার গর্ত্তকেশর; আর ঘ ইহার বীজকোষ, তাহাতে বীজ থাকে। স্পষ্ট করিয়া দেখাইবার নিমিত্ত পুষ্পের পাপ্‌ড়ি ও কেশরাদি পৃথক্ পৃথক্ চিত্রিত করা হইয়াছে।

বীজকোষে যে বীজ থাকে, প্রথমে তাহার উৎপাদিকা শক্তি থাকে না। কেশরের শিরোভাগে যে ধূলির ন্যায় এক প্রকার গুঁড় গুঁড় পদার্থ থাকে, যাহাকে পুষ্পরেণু কহে, তাহাই গর্ত্তকেশরের শিরোভাগে পতিত হইয়া বীজকোষের বীজ সমুদায়কে উৎপাদিকা শক্তি প্রদান করে। বিবেচনা করিয়া দেখিলে, কেশরকে পুরুষ স্বরূপ এবং গর্ত্তকেশরকে স্ত্রী স্বরূপ কহিতে হয়। কেশরে যেমন রেণু থাকে, গর্ত্তকে-

শরের শিরোভাগে সেইরূপ এক প্রকার দ্রব পদার্থ থাকে।

অনেক স্থলেই এই প্রকার দৃষ্টি করা যায়, যে যে পুষ্পের কেশর ছোট, আর গর্ভকেশর বড়,তাহা পৃথিবীর দিকে অধোমুখ হইয়া থাকে। এবং যে পুষ্পের কেশর বড়, গর্ভকেশর ছোট, তাহা ঊর্দ্ধমুখ হইয়া থাকে। কারণ, তাহা হইলে গর্ভকেশরের শিরোভাগ কেশরের শিরোভাগ অপেক্ষায় নীচে থাকে, সুতরাং কেশরস্থ রেণু অনায়াসে গর্ভকেশরে পতিত হইয়া বীজের উৎপাদিকা শক্তি সম্পাদন করিতে পারে। জগতে যে অশেষ প্রকার আশ্চর্য্য কৌশল দৃষ্ট হইয়া থাকে,তন্মধ্যে ইহাকেও এক প্রধান কৌশল বলিয়া গণ্য করিতে হইবেক।

সকল পুষ্পেই যে কেশর গর্ভকেশর উভয়ই থাকে, এমত নহে। কতক গুলি পুষ্প আছে, তাহাতে কেবল কেশর থাকে, আর কতকগুলি পুষ্পেতে কেবল গর্ভকেশর থাকে। এক পুষ্পের কেশরের রেণু অন্য পুষ্পের গর্ভকেশরে পতিত হইয়া ফল উৎপাদন করে। পরমেশ্বর এ বিষয় সম্পাদনার্থে আশ্চর্য্য কৌশল করিয়া রাখিয়াছেন। পুষ্পরেণু এরূপ লঘু, যে বায়ু দ্বারা অনায়াসে এক পুষ্প হইতে অন্য পুষ্পে সঞ্চালিত হয়। আর পুষ্পে মধু থাকাতে, মধুমক্ষিকারা তাহা পান করিতে আইসে। যখন তাহারা কোন কেশর বিশিষ্ট পুষ্পে উপবেশন করে, তখন তাহার রেণু তাহারদের গাত্রে লিপ্ত হইয়া যায়। অনন্তর, যে পুষ্পে কেবল গর্ভকেশর আছে, তাহাতে গমন করিলেই, তাহারদের গাত্রস্থ রেণু গর্ভকেশরে পতিত হইয়া ফল উৎপাদন করে।

এই প্রকারে যে বীজ পরিপক্ব হয়, তাহা মৃত্তিকাস্থ হইয়া আবশ্যক মত বায়ু, জল ও তেজ প্রাপ্ত হইলেই অঙ্কুরিত হয়। প্রথমে কিঞ্চিৎ স্ফীত হইয়া উঠে, পরে, বীজের যে স্থানকে 'চোক' বলে, সেই স্থান বিদীর্ণ হইয়া সূত্রের ন্যায় একটি অঙ্কুর বহির্গত হয়। অনন্তর সেই অঙ্কুর দুই ভাগে বিভক্ত হইয়া এক ভাগ মৃত্তিকার মধ্যে গিয়া মুল হয়, আর এক ভাগ ঊর্দ্ধগামী হইয়া কাণ্ড, শাখাদিরূপে পরিণত হয়। এ স্থলে একটি অঙ্কুরিত বীজের প্রতিরূপ প্রকাশিত হইল। এই বীজ বিদীর্ণ হইয়া ক, খ, চিহ্নিত দুই দলে বিভক্ত হইয়াছে। তাহা হইতে যে বৃক্ষ, লতা, বা তৃণ উৎপন্ন হইতেছে, গ, তাহার মুল, এবং ঘ, তাহার কাণ্ড।

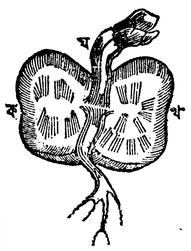

সকল বীজের অঙ্কুর উৎপন্ন হইতে সমান কাল আবশ্যক করে না। শর্ষপের অঙ্কুর এক দিবসেই উৎপন্ন হইতে পারে, কিন্তু গোলাবের বীজ অঙ্কুরিত হইতে ন্যূনাধিক দুই বৎসর আবশ্যক করে।

পরিপক্ব বীজের উৎপাদিকা শক্তি অল্পে নষ্ট হয় না। ২০০০। ৩০০০ বৎসরের পুরাতন বীজও অঙ্কুরিত হইতে দেখা গিয়াছে। মিশর দেশের কোন সমাধিক্ষেত্রে ৩০০০ বৎসরের একটা পলাণ্ডু প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছিল, তাহা হইতে উত্তম পলাণ্ডু বৃক্ষ উৎপন্ন হইয়াছিল। এ প্রকার কত ফল আছে, যে অতি প্রখর তেজেও তাহার উৎপাদিকা শক্তি নষ্ট করিতে পারে না।

কতক গুলি উদ্ভিজ্জের পুষ্প হয় না, সুতরাং তাহারদের উৎপত্তির নিয়ম এরূপ নহে। তাহারদের ত্বক, পত্র, অথবা অন্য কোন স্থানে এক প্রকার অতি ক্ষুদ্র অঙ্কুরবৎ পদার্থ থাকে, তাহা হইতে বৃক্ষাদি উৎপন্ন হয়।

পদার্থবিদ্যা

বিবৃদ্ধগতি

পূর্ব্বে ফল ও জল পতনাদির যে কয়েক উদাহরণ প্রদর্শন করা গিয়াছে, তাহা সরলগতির দৃষ্টান্ত, সমগতির নহে। তাহারা পৃথিবীর যত নিকটস্থ হয়, তত দ্রুতবেগে পতিত হইতে থাকে। যদি কোন

বস্তু অন্য কোন বস্তুকে এক বার মাত্র আকর্ষণ বা সঞ্চালন করিয়াই নিরস্ত হয়, তবে তাহা সমান বেগে চলে, কিন্তু যদি নিরস্ত না হইয়া ক্রমাগত আকর্ষণ বা সঞ্চালন করিতে থাকে, তবে তাহার বেগ ক্রমাগতই বৃদ্ধি হয়। পূর্ব্বোক্ত উদাহরণানুসারে যখন জল, ফল ও পুস্তক পতিত হয়, তখন পৃথিবী তাহারদিগকে ক্রমাগত আকর্ষণ করিতে থাকে, একারণ ক্রমাগতই তাহারদের বেগ বৃদ্ধি হয়। এইরূপ যে গতির অবিরত বেগ বৃদ্ধি হয়, তাহাকে বিবৃদ্ধ গতি বলে। যদি পৃথিবী পূর্ব্বোক্ত ফল, জল বা পুস্তককে একবার মাত্র আকর্ষণ করিয়া নিরস্ত থাকিত, তথাপি তাহারা ক্রমাগত সমান বেগে পতিত হইত; ইহাতে যখন পৃথিবী তাহারদিগকে অনবরত আকর্ষণ করিতে থাকে, তখন যে তাহারদের বেগ ক্রমাগত বৃদ্ধি হয়, ইহা না দেখিলেও অনায়াসে বিশ্বাস হইতে পারে।

বজ্রাঘাতে পর্ব্বতের শৃঙ্গ ভগ্ন হইলে প্রথমে অল্পে অল্পে পতিত হইতে থাকে, পরে ক্রমে ক্রমে তাহার বেগ এ প্রকার প্রবল হয়,যে আর কিছুতেই তাহার গতি রোধ করিতে পারে না।

অনেকেই দেখিয়া থাকিবেন, উচ্চ দেশ হইতে জল পতিত হইবার সময়ে একটি স্রোতের ন্যায় হইয়া পড়ে। সেই স্রোতের উপরিভাগ প্রশস্ত, আর যত নিম্ন ততই সরু। ইহার কারণ,জল যখন পড়িতে আরম্ভ হয়, তখন তাহার তাদৃশ দ্রুত বেগ থাকে না, পরে যত নীচে আইসে, তত বেগ বৃদ্ধি হয়। ইহাতে প্রথমে যে প্রমাণ জল যে সময়ে ১১ হাত পড়ে, তৎ পরেই সেই প্রমাণ জল সেই সময়ে ৩৩ হাত পতিত হয়। সুতরাং প্রস্থে অল্প হইয়া দীর্ঘে অধিক হয়, দীর্ঘে অধিক হইলেই ক্রমশঃ সরু হয়।

নায়েগেরা নদীর জলপ্রপাতের অতি-প্রশস্ত জল-রাশি প্রথমে অল্প অল্প চলিতে আরম্ভ করে, পরে ক্রমে ক্রমে নিম্নগামী হইয়া যত বেগবান্ হয়, তত সরু হইতে থাকে, পরে অতি দ্রুতবেগে পতিত হয়।

জলের ন্যায় অন্যান্য দ্রব দ্রব্যও এই প্রকার। এক পাত্র হইতে অন্য পাত্রে দুগ্ধ অথবা ইক্ষুরস ঢালিলে, তাহা প্রবাহবৎ হইয়া পড়ে,সেই প্রবাহের উপরিভাগ স্থূল, এবং অধোভাগ অপেক্ষাকৃত সূক্ষ্ম।

তক্তপোষের উপর হইতে লম্ফ দিয়া অনায়াসে ভূতলে অবতরণ করা যায়। উচ্চ খট্টাঙ্গের উপর হইতে লম্ফ প্রদান করিলে ধাক্কা লাগে। ছাদের উপর হইতে পড়িলে হস্ত পদাদি ভগ্ন হইতে পারে। আর বেলুন হইতে পতিত হইলে শরীর চূর্ণ হইয়া যায়। কেবল বেগের ইতর বিশেষই ইহার কারণ। অধিক উচ্চ হইতে পতিত হইলে বেগ বৃদ্ধি হয়, সুতরাং হস্ত পদাদি অধিক তেজে আহত হয়। কোন দ্রব্য পিটিবার সময়ে হস্তের বল এবং পৃথিবীর আকর্ষণ উভয়েই কর্ম্ম করে। কর্ম্মকারেরা অধিক দুর মুদ্গার উত্তোলন করিয়া লৌহাদিকে আঘাত করে, কারণ অধিক দুর হইতে মুদ্গার পতিত হইলে, হস্তের বলে ও পৃথিবীর আকর্ষণে তাহার বেগ বৃদ্ধি হইয়া সতেজে ঘা পড়ে।

ধনুক হইতে শর নিক্ষেপ করিবার সময়ে ধনুকের জ্যা কিয়দ্দূর পর্য্যন্ত শরের সহিত লগ্ন থাকিয়া তাহাকে প্রক্ষেপ করে। ইহাতে, শরের বেগ অত্যন্ত প্রবল হয়।

বন্দুক ও কামান হইতে যে গুলি গোলা নিক্ষিপ্ত হয়, তাহারও গতি বিবৃদ্ধ গতি। বন্দুক ও কামানের নলের ভিতরে অগ্রে বারুদ পুরিয়া তাহার উপর গুলি গোলা স্থাপন করিতে হয়, অবশিষ্ট সমুদায় ভাগ শূন্য থাকে। ইহাতে, সেই বারুদ অগ্নি-সংযুক্ত হইলে নলের প্রান্ত পর্য্যন্ত গুলি ও গোলার সঙ্গে থাকিয়া তাহারদিগকে ক্রমাগত সতেজে চালনা করিতে থাকে। এই নিমিত্ত যে সকল বন্দুক ও কামান অধিক দীর্ঘ, তাহা হইতে অধিক তেজে গুলি গোলা নিক্ষিপ্ত হয়।

কোন কোন ইতর জন্তু বিবৃদ্ধ গতির নিয়মানুসারে কার্য্য করিয়া থাকে। মেষ, বৃষ, ও ছাগ যুদ্ধ করিবার সময়ে এক একবার প্রত্যাবর্ত্তন করে, পরে তথা হইতে

দ্রুতবেগে ধাবিত হইয়া প্রহার করে ; কারণ তাহাতে শরীরের বেগ বৃদ্ধি হইয়া অধিক তেজে আঘাত করিতে পারে। কোন কোন পক্ষী শম্বূকাদি ভক্ষ্য বস্তু মুখে করিয়া ঊর্দ্ধগামী হয়, এবং তথা হইতে প্রস্তরের উপর নিক্ষেপ করে। কারণ তাহা হইলে, ঐ শম্বূকাদি প্রস্তরোপরি অধিক তেজে আহত হইয়া ভগ্ন হইয়া যায়।

কোন কোন বস্তু উচ্চ স্থান হইতে পৃথিবীতে পতিত হইবার সময়ে যে তাহার বেগ বৃদ্ধি হয়, ইহা পূর্ব্বে লিখিত হইয়াছে। সেই বেগ নির্দ্দিষ্ট নিয়মানুসারে বৃদ্ধি হইয়া থাকে। সেই নিয়ম টি জানিলে, কোন্ দ্রব্য কত উচ্চ হইতে পতিত হয়, তাহা পরিমাণ না করিয়াও অনায়াসে বলিতে পারা যায়। পণ্ডিতেরা সেই নিয়ম নিরূপণ করিয়াছেন। কোন বস্তু উচ্চ হইতে পড়িবার সময়ে এক সেকণ্ড কালে, অর্থাৎ ২॥ অনুপলে* ১৬ ফুট পড়ে। পৃথিবী যদি এক বার মাত্র ঐ বস্তু আকর্ষণ করিয়া ক্ষান্ত থাকিত, তবে তাহা এই নিয়মানুসারেই নিয়ত পতিত হইত। কিন্তু পৃথিবী তাহাকে ক্রমাগত আকর্ষণ করিতে থাকে, একারণ ঐ ১৬ ফুট্ পড়িতে পড়িতে তাহার বেগ এত বৃদ্ধি হইয়া আইসে, যে দ্বিতীয় সেকণ্ডে ৪৮ ফুট্ পতিত হয়। এইরূপে তৃতীয় সেকণ্ডে ৮০ ফুট্, চতুর্থ সেকণ্ডে ১১২ ফুট, পঞ্চম সেকণ্ডে ১৪৪ ফুট ইত্যাদি। এই ১৬, ৪৮, ৮০, ১১২, ও ১৪৪ একত্র যোগ করিলে ৪০০ ফুট হয়। অতএব, যদি ঘড়ি ধরিয়া দেখা যায়, যে এক খান প্রস্তর পর্ব্বতের শিখর দেশ হইতে ৫ সেকণ্ড প্রমাণ কালে ভূতলে পতিত হইল, তবে অনায়াসেই বলিতে পারা যায়, ঐ পর্ব্বত ৪০০ ফট উচ্চ। ইহার একটি সুন্দর সঙ্কেতও আছে, তাহা সকলের স্মরণ রাখা উচিত। পড়িতে যত সেকণ্ড লাগে, তাহার তত গুণ করিয়া পুনর্ব্বার ১৬ দিয়া পূরণ করিতে হয়। ইহাতে যত অঙ্ক প্রাপ্ত হওয়া যায়, সে স্থান তত ফুট উচ্চ। যদি কোন গভীর কূপের উপর হইতে তাহার তলে লোষ্ট পতিত হইতে দুই সেকণ্ড লাগে, তবে সে কূপ ৬৪ ফুট গভীর। কারণ দুয়ের দুই গুণ করিলে ৪ হয়, সেই ৪ কে পুনর্ব্বার ১৬ দিয়া পূরণ করিলে ৬৪ হয়। কোন কীর্ত্তিস্তম্ভের উপর হইতে ইষ্টক পতিত হইতে যদি ৩ সেকণ্ড লাগে, তবে সে কীর্ত্তিস্তম্ভ ১৪৪ ফুট উচ্চ। কারণ, তিনকে তিন গুণ করিলে ৯ হয় এবং সেই ৯ কে ১৬ দিয়া পূরণ করিলে ১৪৪ হয়। পূর্ব্বোক্ত নিয়মের বিষয় অধ্যয়ন করিবামাত্র সকলের মনেই এরূপ সংশয় উপস্থিত হইতে পারে, যে সকল বস্তু কিছু এক সময়ে পতিত হয় না, কোন বস্তু শীঘ্র, কোন বস্তু বা বিলম্বে পতিত হয়। তবে সকল বস্তুর পতন বিষয়ে কি রূপে একরূপ নিয়ম থাকা সম্ভব হইতে পারে ? কি কারণে এক দ্রব্য অপেক্ষায় অন্য দ্রব্য শীঘ্র বা বিলম্বে পতিত হয়, তাহা জানিলেই এ বিষয়ের মীমাংসা হইবেক।

পৃথিবী নিকটস্থ প্রত্যেক বস্তুর প্রত্যেক পরমাণুকে আকর্ষণ করে; সুতরাং যে দ্রব্যে যত পরমাণু থাকে, তাহাকে তত আকর্ষণ করিয়া থাকে। একসের প্রস্তরকে যত শক্তি সহকারে আকর্ষণ করে, দশ সের প্রস্তরকে তাহার দশ গুণ শক্তি সহকারে আকর্ষণ করিয়া থাকে। এ দিকেও, বিবেচনা করিয়া দেখিলে বোধ হইবে, যদি কাহারও দশ হস্ত অন্তরে দুটি বস্তু থাকে, একটি একসের, আর একটি দশসের, আর যদি এক সময়েই উভয় বস্তুকে আকর্ষণ করিয়া আপনার নিকট আনিতে হয়, তবে একসের পরিমিত বস্তুকে আকর্ষণ করিতে যত বল আবশ্যক, দশ সের পরিমিত বস্তুকে আকর্ষণ করিতে তাহার দশ গুণ বল আবশ্যক করে। অতএব, সকল বস্তুকে সমান উচ্চ হইতে এক সময়ে ভূতলে আনিতে হইলে, যাহাকে যত বলে আকর্ষণ করা আবশ্যক, পৃথিবী তাহাকে তত বলে আকর্ষণ করিয়া থাকে। সুতরাং গুরু লঘু সকল দ্রব্যই, সমান উচ্চ হইতে এক সময়ে পতিত হইলে, এক সময়েই ভূতল স্পর্শ করিবে তাহার সন্দেহ কি।

তবে যে কোন বস্তু শীঘ্র, কোন বস্তু বা বিলম্বে পতিত হইতে দেখা যায়, তাহার

* ২॥ অনুপলে ইংরেজি ১ সেকণ্ড।

কারণ এই। যদি প্রতিবন্ধক না পায়, তবে সকল বস্তুই এক সময়ে পৃথিবীতে অবতীর্ণ হয়। কিন্তু সমুদায় পতমান বস্তু সর্ব্বত্রই প্রতিবন্ধক পায় এবং এই নিমিত্তই তাহারদের পতনের ইতরবিশেষ হইয়া থাকে। ভূমণ্ডল চতুর্দ্দিকে বায়ু-রাশিতে পরিবেষ্টিত, অতএব যত বস্তু তাহার মধ্য দিয়া পতিত হয়, সকলকেই বায়ু ভেদ করিয়া পতিত হইতে হয়, সুতরাং বায়ু তাহাদের পতনের প্রতিবন্ধকতা অবশ্যই জন্মায়। যে বস্তুর যেমন আয়তন, বায়ু তাহার তদনুযায়ি প্রতিরোধ করে। যাহার অধিক আয়তন, তাহার অধিক প্রতিরোধ করে, এবং যাহার অল্প আয়তন, তাহার অল্প প্রতিরোধ করে। যে বস্তু অধিক প্রতিবন্ধ পায়, তাহার পতিত হইতে অধিক সময় লাগে, এবং যে বস্তু অল্প প্রতিবন্ধক পায়, সে তদপেক্ষা অল্প সময়ে আসিয়া ভূতল স্পর্শ করে। কোন উচ্চ স্থান হইতে একটা স্বর্ণ-পিণ্ড নিক্ষেপ করিলে, যতক্ষণে আসিয়া ভূতলে অবতীর্ণ হয়, তাহাতে অতি সূক্ষ্ম পাত নির্ম্মাণ করিয়া ফেলিয়া দিলে, তদপেক্ষা বহু বিলম্বে পতিত হয়। কারণ, পিণ্ড অপেক্ষা পাতের আয়তন অধিক, সুতরাং বায়ু পাতের অধিক প্রতিবন্ধকতা জন্মায়, ইহাতেই তাহার পতিত হইতে বিলম্ব হয়।

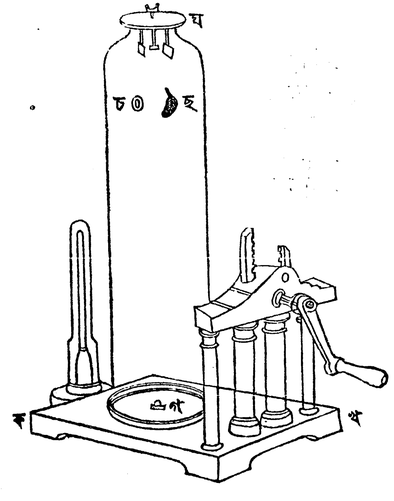

যদি বাতনির্যান যন্ত্র দ্বারা কোন স্থান বায়ু-শূন্য করিয়া তথায় একটি লঘু আর একটি গুরু দ্রব্য নিক্ষেপ করা যায়, তবে দুইটিই এক সময়ে পতিত হয়। পদার্থ-বিদ্যা-বিশারদ পণ্ডিতেরা এইরূপ নির্ব্বাত স্থানে স্বর্ণ মুদ্রা ও পালক ফেলিয়া দেখিয়াছেন, উভয়েই এক সময়ে পতিত হয়। এই ক খ চিহ্নিত ক্ষেত্র বাতনির্যান যন্ত্রের প্রতিরূপ ; গ ঘ একটি কাচ পাত্র, তাহার মধ্য হইতে বায়ু নির্গত করা হইয়াছে ; চ একটি স্বর্ণমুদ্রা, আর ছ একটি পালক, উভয়েই সমান বেগে পড়িতেছে।

পূর্ব্বে প্রতিপাদন করা গিয়াছে, যে বস্তুতে যত পরমাণু থাকে, সে বস্তু তত বলে অন্য বস্তুকে আকর্ষণ করে, সুতরাং তাহার নিকটবর্ত্তি বস্তু সমুদায় তত বেগে পতিত হয়। পৃথিবী অপেক্ষা সূর্য্যের আকর্ষণশক্তি অধিক, একারণ পৃথিবীর নিকটস্থ কোন বস্তু যে সময়ে ১৬ ফুট্ মাত্র পড়ে, সূর্য্যের নিকটস্থ বস্তু সে সময়ে ৪৩৪ ফুট পতিত হয়। ভূপৃষ্ঠে যে বস্তু এক সের ভারী, সূর্য্যমণ্ডলে তাহা ন্যূনাধিক ।।৭ সাতাইস সের ভারী, এবং বৃহস্পতি গ্রহে তাহা দুই সের চারি ছটাক, আর চন্দ্রমণ্ডলে তিন ছটাক এক তোলা মাত্র।

সংবাদ

পরম আহ্লাদ পূর্ব্বক প্রকাশ করিতেছি, যে প্রায় তিন মাস হইল শ্রীযুক্ত কাশীশ্বর মিত্র, শম্ভুনাথ পণ্ডিত, হরিশ্চন্দ্র মুখোপাধ্যায় প্রভৃতি কতিপয় ব্রাহ্মধর্ম্মোৎসাহি সদাশয় ব্যক্তি দ্বারা ভবানীপুরে এক ব্রাহ্মসমাজ সংস্থাপিত হইয়াছে। তথায় প্রতি সোমবার সায়ংকালে সমাজ হইয়া প্রায় দুই ঘণ্টা কাল পর্য্যন্ত ব্রাহ্মধর্ম্মের ব্যাখ্যা ব্রাহ্মধর্ম্ম বিষয়ক বক্তৃতা ও গীতাদি হইয়া থাকে, এবং তৎকালে ৫০।৬০ ব্যক্তি তথায় উপস্থিত হইয়া উপাসনা করিয়া থাকেন। সমাজের কার্য্য-প্রণালী দিন দিন উন্নত হইতেছে, এবং ক্রমে ক্রমে পরিশোধিত হইয়া আরও উন্নত হইবেক, তাহার সন্দেহ নাই। এক্ষণে সমাজের অধ্যক্ষেরা সমাজের নিমিত্ত এক স্বতন্ত্র গৃহ প্রস্তুত করিতে

যত্নবান্ আছেন, বোধ করি, তাঁহারদের যত্ন ও চেষ্টা দ্বারা অবিলম্বে তাহা নির্ম্মিত হইতে পারিবে।

জগদ্দলে আর এক ব্রাহ্ম সমাজ সংস্থাপিত হইয়াছে। উক্ত গ্রাম নিবাসী পরম শ্রদ্ধাবান্ ব্রাহ্ম শ্রীযুক্ত রাখালদাস হালদারের অবিচলিত উৎসাহ ও একান্ত চেষ্টা দ্বারা গত ২০ আষাঢ় শুক্রবার এই সমাজ প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে এবং পরে তাঁহারই যত্ন দ্বারা ইহার কার্য্য নির্ব্বাহ হইয়া আসিতেছে। তথায় প্রতি রবিবার সন্ধ্যার পর সমাজ হইয়া প্রায় এক ঘণ্টা কাল ব্রহ্মোপাসনা, পাঠ্য শ্রুতি ও ব্রাহ্মধর্ম্ম পাঠ ও পরাৎপর পরমেশ্বরের উপাসনা বিষয়ক বক্তৃতা হইয়া থাকে। তৎকালে ন্যূনাধিক বিংশতি ব্যক্তি তথায় উপস্থিত থাকিয়া পরব্রহ্মের শ্রবণ মননাদি করিয়া থাকেন। জগদ্দল এক ক্ষুদ্র গ্রাম তথাকার ব্রাহ্মসমাজে বিংশতি ব্যক্তির সমাগম হওয়া আহ্লাদের বিষয় বলিতে হইবে। বিশেষতঃ গ্রামস্থ কতক গুলি প্রবীণ মান্য ব্যক্তি তথায় অধিষ্ঠিত হইয়া এ বিষয়ে আপনারদের যত্ন প্রকাশ করিয়া থাকেন।

কেবল তিন মাস মাত্র হইল এই সমাজ সংস্থাপিত হইয়াছে, অবগত হওয়া গেল ইতি মধ্যেই উক্ত গ্রামের কতিপয় ব্যক্তি বিহিত বিধানে ব্রাহ্মধর্ম্ম অবলম্বন করিবার মানস করিয়াছেন। ইহাতে বোধ হয়, পরমেশ্বর প্রসাদে উক্ত সমাজ স্থায়ী হইলে তৎপ্রদেশের বিশেষ উপকার সম্ভাবনা।

বিজ্ঞাপন

আত্মতত্ত্ব বিদ্যা, যাহা ক্রমাগত পত্রিকাতে পাঁচ অধ্যায়ে মুদ্রিত হইয়াছে, তাহা পুনর্ব্বার এক খানি ক্ষুদ্র পুস্তকাকারে মুদ্রিত করিয়া প্রস্তুত করা গিয়াছে, তাহার মূল্য ৵০ তিন আনা মাত্র। যাঁহার প্রয়োজন হয়, মূল্য প্রেরণ করিলে প্রাপ্ত হইতে পারিবেন।

শ্রীনৃপেন্দ্রনাথ ঠাকুর।
সম্পাদক।

কলিকাতা ব্রাহ্ম সমাজের ১৭৭৪ শকের ভাদ্র ও আশ্বিন মাসীয় আয় ব্যয় বিবরণ।

আয়

দানপ্রাপ্ত	৫২৷৷/১৫
ব্রাহ্মধর্ম্ম পুস্তক বিক্রয়	১২ ৷০
কম্পানির কাগজের শুদ প্রাপ্ত....	৪০
গত মাসের স্থিত.....	৩৮১৷৷৶৫
	৪৮৬৷৷/০

ব্যয়

কর্ম্মচারিগণের বেতন	১০২৸৶৫
বিবিধ ব্যয়	৫৬ ৷৶১০
	১৫৯ ৷/১৫

স্থিত

নগদ.....	৩২৭ ৶৫
তদতিরিক্ত কম্পানির কাগজ	৫০০

দান প্রাপ্তির বিবরণ

শ্রীযুক্ত হরদেব চট্টোপাধ্যায়	৷/০
শ্রীযুক্ত জগন্মোহন গঙ্গোপাধ্যায়	৬
শ্রীযুক্ত রাধামোহন বসু.....	১
শ্রীযুক্ত ঠাকুর দাস দে	৷০
শ্রীযুক্ত যদুনাথ মুখোপাধ্যায়	১
শ্রীযুক্ত হরনাথ পাল ৷৷০	
শ্রীযুক্ত দ্বারিকানাথ দে	১
শ্রীযুক্ত দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর ১০	
শ্রীযুক্ত হরিমোহন সেন	১
শ্রীযুক্ত আশুতোষ চট্টোপাধ্যায়	৩
দানাধারে প্রাপ্ত	২৮৷৷১৫
	৫২৷৷/১৫

এই তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা কলিকাতা মহানগরে যোড়াসাঁকোস্থিত তত্ত্ববোধিনী সভার কার্য্যালয় হইতে প্রতিমাসে প্রকাশিত হয়।—ইহার মূল্য এক টাকা। ১ কার্ত্তিক শনিবার সম্বৎ ১৯০৯। কলিগতাব্দঃ ৪৯৫৩।

শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ দত্ত।
৫৫ নং সুজিবাড়ী ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

একমেবাদ্বিতীয়ং

দ্বিতীয় ভাগ
১১২ সংখ্যা
অগ্রহায়ণ ১৭৭৪ শক

তত্ত্ববোধিনীপত্রিকা

অপরা ঋগ্বেদোযজুর্ব্বেদঃ সামবেদোথর্ব্ববেদঃ শিক্ষা কল্পোব্যাকরণং নিরুক্তং ছন্দোজ্যোতিষমিতি। অথ পরা যযা তদক্ষরমধিগম্যতে॥

তস্মিন্ প্রীতিস্তস্য প্রিয়কার্য্যসাধনঞ্চ তদুপাসনমেব।

ধর্ম্মনীতি

১১১ সংখ্যক পত্রিকার ৭৯ পৃষ্ঠার পর

আত্মবিষয়ক কর্ত্তব্য কর্ম্মের বিবরণ করা গিয়াছে, এক্ষণে অন্যের প্রতি যেরূপ ব্যবহার কর্ত্তব্য তাহার বিবরণ করিতে প্রবৃত্ত হওয়া যাইতেছে। যেমন ঘটিকা যন্ত্রের প্রত্যেক চক্র পৃথক্ পৃথক্ থাকিয়াও পরস্পর দৃঢ়রূপ সম্বদ্ধ থাকে, সেইরূপ প্রত্যেক মনুষ্য স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র হইয়াও পরস্পর নানা প্রকার সম্বন্ধে আবদ্ধ হইয়া রহিয়াছেন। এই কোলাহল-পরিপূর্ণ জনাকীর্ণ জনসমাজ একটি সুশৃঙ্খলা-সম্পন্ন পরম রমণীয় যন্ত্র স্বরূপ, প্রত্যেক মনুষ্য তাহার এক এক চক্র স্বরূপ, সেই মানব রূপ চক্র সমুদায় পরস্পর সংমিষ্ট থাকিয়া কার্য্য করে, কদাপি স্বতন্ত্র থাকিতে পারে না।

পরস্পর মিলিত হইয়া কার্য্য করা মধুমক্ষিকার স্বভাব। ইহাতে, যদি এক এক টি মধুমক্ষিকা এক এক টি প্রশস্ত পুষ্পোদ্যানে স্থাপিত হয় এবং পরস্পর সাক্ষাৎ করিতে না পারে, তাহা হইলে অপর্য্যাপ্ত আহার দ্রব্য প্রাপ্ত হইতে পারে, তাহার সন্দেহ নাই; কিন্তু করুণাময় পরমেশ্বর তাহারদিগকে যেরূপ সুখ সম্ভোগ ও কার্য্য সম্পাদনের ক্ষমতা দিয়াছেন, তাহা সাধন করিতে না পারিয়া অবশ্যই অসুখে কাল যাপন করিবে। মনুষ্যের বিষয়ও অবিকল সেইরূপ। জগৎপাতা জগদীশ্বর আমারদিগকে ভক্তি, স্নেহ, দয়া প্রভৃতি যে সমস্ত মনোরম মনোবৃত্তি প্রদান করিয়াছেন, তাহার স্বভাবাদি বিবেচনা করিয়া দেখিলে নিশ্চিত জানিতে পারা যায়, সমাজ বদ্ধ হইয়া গ্রাম ও নগর মধ্যে একত্র বাস করাই মনুষ্যের পক্ষে শ্রেয়ঃকল্প, সংসারাশ্রম পরিত্যাগ পূর্ব্বক স্বতন্ত্র অবস্থিতি করা কোন মতেই উচিত নহে। সমাজ-বদ্ধ থাকিয়া পরস্পর কিরূপ ব্যবহার করিতে হয়, ক্রমে ক্রমে তদ্বিষয়ের বিচার করা যাইবেক। তন্মধ্যে প্রথমে গৃহ-ধর্ম্মের বিষয় বিবেচনা করিতে আরম্ভ করা গেল।

কাম, অপত্যস্নেহ, আসঙ্গলিপ্সা এই তিন প্রবল প্রবৃত্তি থাকাতেই, আমারদিগকে গৃহি হইতে হইয়াছে। এই সমস্ত প্রবৃত্তির উদ্রেক হইয়া সন্তান উৎপাদন ও পরস্পর একত্র সহবাসের বাসনা হয়, এবং উদ্বাহ-বন্ধন যে অত্যন্ত শুভজনক ও সুখ দায়ক তাহা বুদ্ধিবৃত্তি ও ধর্ম্মপ্রবৃত্তি দ্বারা নিঃসংশয়ে নিরূপিত হয়। অতএব, যখন করুণাপূর্ণ পরমেশ্বর আমারদিগকে এই সমস্ত শুভবৃত্তি প্রদান করিয়াছেন, তখন আমারদের উদ্বাহ সূত্রে সংযুক্ত হইয়া সংসারাশ্রম প্রবেশ পূর্ব্বক তৎসংক্রান্ত নিয়ম সমুদায় প্রতিপালন করা তাঁহার সম্পূর্ণ অ-

ভিপ্রেত এবং আমারদের নিতান্ত কর্ত্তব্য। উদ্বাহ বন্ধন অর্থাৎ যাবজ্জীবন স্ত্রী পুরুষে একত্র সহবাস করা যে কেবল মনুষ্যেরই স্বভাব-সিদ্ধ এমত নহে; উল্কামুখী, বন্য বিড়াল, কপোত, চটক, চক্রবাক প্রভৃতি অনেক জন্তু যুগবদ্ধ হইয়া একত্র বাস করে। অপত্য উৎপাদন ও পরিপালনের কাল অতীত হইলেও তাহারা পরস্পর প্রণয়-বদ্ধ হইয়া একত্র অবস্থিতি ও একত্র গমনাগমন করে। মনুষ্যেরও তদনুরূপ প্রবৃত্তি থাকাতে কি এশিয়া কি ইউরোপ, কি আমিরিকা সর্ব্বত্রই উদ্বাহের রীতি প্রচলিত থাকিতে দেখা যায়। হিন্দু, চীন, গ্রীক, পারসীক প্রভৃতি সমুদায় প্রাচীন ও আধুনিক সভ্য জাতিদিগের মধ্যে এই ঈশ্বরানুমত পবিত্র প্রথা প্রচলিত আছে।

এই সুকৌশল-সম্পন্ন সুন্দর নিয়ম কি মহোপকারী! স্বজাতীয় এক বস্তু হইতে অন্য বস্তুর উৎপত্তি হয়, এ নিয়ম সর্ব্বত্র বলবৎ। তৃণ, গুল্ম, লতা, বৃক্ষ, পশু, পক্ষী, কীট, পতঙ্গ প্রভৃতি অশেষ বিধ শরীরি বস্তু এই নিয়মের অধীন থাকিয়া দিন দিন স্বজাতির সংখ্যা বৃদ্ধি করিতেছে। মানবগণ এই বিবাহ রূপ বিহিত বিধানের অধীন থাকাতে, গ্রাম, নগর, দেশ, প্রদেশ অবিলম্বে লোকাকীর্ণ ও সুখপূর্ণ হইতেছে। কত শত পত্রাবৃত বন-স্থল ও সাগর-পরিবেষ্টিত জন-শূন্য দ্বীপ শতাব্দ গত না হইতে হইতেই লোকের কলরবে ও বিষয় ব্যাপারের আড়ম্বরে পরিপূর্ণ হইতেছে। যে সমস্ত মানবজাতি অধুনা পৃথিবীর এক প্রান্ত অবধি অপর প্রান্ত পর্য্যন্ত অধিকার করিয়া অবস্থিতি করিতেছে, তাহারা প্রত্যেকে এক এক দম্পতী হইতে উৎপন্ন হইয়াছে, এবং তাহারদের জনাকীর্ণ জন্ম-ভূমি এক কালে মনুষ্য-সম্পর্ক শূন্য অরণ্যবৎ ছিল, তাহার সন্দেহ নাই। পরমেশ্বর কি সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম সূত্র সঞ্চার করিয়া কি মহৎ মহৎ ব্যাপারই সম্পন্ন করেন! তাঁহার কি আশ্চর্য্য কৌশল! কি অচিন্ত্য জ্ঞান!

পরম কারুণিক পরমেশ্বর উদ্বাহ বিষয়ে যে কতক গুলি কল্যাণকর নিয়ম সংস্থাপন করিয়া রাখিয়াছেন, তৎসমুদায় সম্যক্ রূপে প্রতিপালন না করিলে মনুষ্যের উদ্বাহ-সংস্কার বিহিত বিধানে সম্পন্ন হয় না। এক এক করিয়া তৎ সমুদায়ের বিবেচনা করা যাইতেছে, পাঠক বর্গ পাঠ করিয়া দেখিলে জানিতে পারিবেন, ঐ সমস্ত ঐশ্বরিক নিয়মের বিরুদ্ধাচরণ এতদ্দেশীয় লোকের দারুণ দুরবস্থার বলবৎ কারণ।

প্রথম নিয়ম।—কন্যা পাত্রের পাণি গ্রহণ সম্পন্ন হইবার পূর্ব্বে পরস্পর সাক্ষাৎকার, সদালাপ, উভয়ের ভাব ও মনোগত অভিপ্রায় নিরূপণ, সদসৎ চরিত্র পরীক্ষা, এবং প্রণয় সঞ্চার হওয়া আবশ্যক। এতদ্দেশে এই যুক্তি-সিদ্ধ শুভজনক নীতি প্রচলিত না থাকাতে, যে প্রকার অনিষ্ট ঘটনা হইয়া থাকে, তাহা অপর সাধারণ সকলেরই বিদিত আছে। ফলতঃ যাহারদের চিরজীবন পরস্পর প্রণয়-পাশে বদ্ধ থাকা উচিত, অহরহ এক গৃহে একত্র সহবাস করা আবশ্যক, এক মত হইয়া একাভিপ্রায়ে সমুদায় গৃহ-কর্ম্ম সম্পাদন করা কর্ত্তব্য, সকল বিষয়ে একীভূত হওয়া যাহারদের পণ, তাহারদের পরস্পর প্রণয় সঞ্চার ও চরিত্রাদি নিরূপণ ব্যতিরেকে উদ্বাহ পাশে বদ্ধ হওয়া সম্পূর্ণ যুক্তি বিরুদ্ধ ও নিতান্ত অসঙ্গত তাহার সন্দেহ নাই। এ প্রকার বিষম বিরুদ্ধ ব্যবহার অত্যন্ত অপরাধজনক ও অশেষ অনর্থের মূল। যাঁহারদের বুদ্ধির লেশ মাত্র আছে, তাঁহারা আর এই অশেষ দোষাকর কুব্যবহারকে কদাপি বিহিত বলিয়া স্বীকার করিতে পারেন না। এই দারুণ দুঃখ দায়ক দুর্নীতি এতদ্দেশস্থ কত পরিবারের যে কি পর্য্যন্ত কলহ জনক ও ক্লেশ দায়ক হইয়া উঠিয়াছে, তাহা বলিবার নহে। পাণি গ্রহণ কালে কন্যা পাত্র উভয়েই পরস্পরের স্বভাব ও গুণাগুণ জানিতে পারে না; বিশেষতঃ এদেশের ভদ্র লোকদিগের যে প্রকার অল্প বয়সে বিবাহ হইয়া থাকে, তখন তাহারদের পরস্পরের চরিত্র পরীক্ষা করিবার ক্ষমতা ও জন্মে না, আর পিতা মাতাও পাত্র কন্যার কৌলীণ্য মর্য্যাদা বিষয়ে যেরূপ দৃষ্টি রাখেন, তাহারদের গুণাগুণ বিবেচনা করা তাদৃশ আবশ্যক বোধ করেন না। ইহাতে এদেশের অনেক পরিবারেই যে দম্পতির অসম্প্রীতি রূপ অগ্নি শিখায় অবিরত দগ্ধ হইতে দেখা যায়, তাহার আশ্চর্য্য কি!

"পরস্পর বিরুদ্ধ-স্বভাব, অসম-বুদ্ধি ও বিপরীত-মতাবলম্বি স্ত্রীপুরুষের পাণিগ্রহণ হইলে উভয়কেই যাবজ্জীবন বিষম যন্ত্রণা ভোগ করিতে হয়। মানসিক ভাব ও বুদ্ধি চালনা বিষয়ে কিঞ্চিৎ বৈলক্ষণ্য থাকাতে, কত কত দম্পতী মহা অসুখে কাল যাপন করিয়া থাকেন; তাঁহারা আপনারাই আপনারদের অপ্রণয়ের কারণ বুঝিতে পারেন না। ফলতঃ উভয়ের মানসিক বৈলক্ষণ্যই অনৈক্য ঘটনার এক মাত্র কারণ। যদিও প্রথম উদ্যমে তাঁহারদের প্রণয় সঞ্চার হইলেও হইতে পারে, কিন্তু তাহা অধিক কাল স্থায়ী হয় না। পরম সুন্দরী ভার্য্যার কুসুম সদৃশ মনোহর লাবণ্যও অবিলম্বে অতি মলিন বোধ হয়, এবং সেই দুর্ব্বল প্রণয়ও ক্রমে ক্রমে নির্ব্বাণ হইয়া যায়।

"যদি স্বামী অতিশয় মিথ্যাবাদী, প্রতারক ও বিশ্বাস-ঘাতক হয়, আর স্ত্রী যদি সদাচারিণী, সত্যবাদিনী, ও অতিশয় ধর্ম্ম ভীতা হন, তবে নিজ পতিকে পুনঃপুনঃ অধর্ম্মাচরণে প্রবৃত্ত দেখিয়া তিনি সর্ব্বদাই ক্লেশানুভব ও গ্লানি প্রকাশ করেন। যে স্থলে স্বামী যদৃচ্ছা লাভে সন্তুষ্ট থাকিয়া কোন ক্রমে সংসার যাত্রা নির্ব্বাহ করিতে পারিলেই আপনাকে সুখি ও চরিতার্থ বোধ করেন, আর তাঁহার চির-সহচরী ভোগাভিলাষিণী পত্নী পরিশোভাকর বেশ ভূষা ও বৈষয়িক আড়ম্বর আকাঙ্ক্ষাতেই সতত ব্যাকুলা থাকে, সে স্থলে যে রূপ অসুখের সম্ভাবনা, তাহা অনেকানেক স্বামিই প্রত্যক্ষ অনুভব করিয়া থাকেন। ফলতঃ, বিদ্যাবান্, উদার-স্বভাব, মহাশয় পুরুষের সহিত কোন বিদ্যাহীনা, কলহ প্রিয়া, ক্ষুদ্রাশয়া রমণীর পাণিগ্রহণ হওয়া অশেষ ক্লেশের বিষয়। ইহার উদাহরণ সংগ্রহার্থে আর অধিক দর্শনের প্রয়োজন নাই; এদেশীয় অনেক বিদ্যার্থি ব্যক্তিই এ বিষয়ের বিশিষ্টরূপ দৃষ্টান্ত-স্থল। বিদ্যাবান্ পতি মানব জন্মের সার্থক্য-সাধক জ্ঞান রসের রসিক হইয়া তদ্বিষয়ের প্রসঙ্গেই পরম পরিতোষ প্রাপ্ত হয়েন, ইহাতে মূর্খ স্ত্রীর সহবাসে কোন ক্রমেই তাঁহার মনস্তুষ্টি জন্মে না, এবং স্ত্রীও পতির ভিন্ন-মতি দেখিয়া কখনই সন্তোষ প্রকাশ করেন না। স্বামী যে সকল বিষয় অলীক ও অপকারি বলিয়া জানেন, তাঁহার কুসংস্কারাবিষ্টা পত্নী তাহাই অবশ্য-কর্ত্তব্যরূপে অনুষ্ঠান করিয়া থাকেন। ধর্ম্ম বিষয়ে উভয়ের অতিশয় অনৈক্য বশতঃ একের অতি শ্রদ্ধেয় পরম পূজনীয় পদার্থও অন্যের উপেক্ষা ও অনাদরের আস্পদ হইয়া উঠে। এক্ষণে এ দেশীয় বিদ্যাবান্ যুবক মণ্ডলীর মধ্যে এই রূপ শত শত ঘটনা ঘটিতেছে, এবং তাহা অনেকেরই মনস্তাপ ও দুষ্প্রবৃত্তিরও কারণ হইয়াছে। ইহাতে, এমন যে সুলভ-সুখ সংসার ধাম, তাহাও বিবাদ রূপ বিষম বিষ-দূষিত হইয়া সর্ব্বদাই দুঃখরূপ দারুণ রোগের উৎপত্তি করে।"

দ্বিতীয় নিয়ম।—যেমন বীজ পরিপক্ব না হইলে তদুৎপন্ন বৃক্ষ সতেজ হয় না, সেইরূপ অল্প বয়সে অর্থাৎ শরীরের পূর্ণাবস্থা না হইতে হইতে সন্তান উৎপাদন করিলে, সে সন্তান তাদৃশ বল-বীর্য্য-সম্পন্ন হয় না। বিশেষতঃ, যে সময়ে মনুষ্যের নিকৃষ্ট প্রবৃত্তি সকল প্রবল থাকে, এবং বুদ্ধিবৃত্তি ও ধর্ম্ম প্রবৃত্তি সমুদায় সম্যক্ রূপে পরিপক্ব ও পরিশোধিত না হয়, তাহার সে সময়ের সন্তান অপেক্ষাকৃত প্রবীণ বয়সের সন্তান অপেক্ষায় কোন কোন অংশে হীন হয়, তাহার সন্দেহ নাই। অনেকানেক ব্যক্তির কোন কোন কনিষ্ঠ সন্তানকে যে সর্ব্বজ্যেষ্ঠ সন্তান অপেক্ষায় বুদ্ধিমান্ ও বীর্য্যবান্ দেখা যায়, তাহার এই এক প্রধান কারণ। অতএব, কি স্ত্রী কি পুরুষ, অল্প বয়সে বিবাহ করা কাহারও পক্ষে কর্ত্তব্য নহে।

সন্তানের স্বভাব-দোষ এই প্রবল পাপের প্রধান প্রতিফল। যেমন এক গৃহে অগ্নি লাগিলে তাহার সংস্পর্শে অন্যান্য

নিকটবর্ত্তি গৃহ ও অগ্নি সংযোগে দগ্ধ হয়, সেইরূপ এই এক পাপ দ্বারা অন্যান্য অনেক পাপের উৎপত্তি হইয়া থাকে।

যে যে দেশে আপন আপন মনোমত বর ও কন্যা মনোনীত করিয়া গ্রহণ করিবার রীতি আছে, তথাকার অনেকানেক অপরিণামদর্শি তরুণ-বয়স্ক স্ত্রী ও পুরুষ রিপুবিশেষের বশীভূত হইয়া অযোগ্য পাত্র বা কন্যার পাণিগ্রহণ পূর্ব্বক চির জীবনের দুঃখ-সূত্র সঞ্চার করেন। তাঁহারা প্রিয় পতি বা প্রিয়তমা পত্নীর রূপ লাবণ্য ও হাস্য কৌতুক দর্শনে একেবারে বিমোহিত হইয়া যান, এবং তদীয় গুণাগুণ বিষয়ে বিশেষ অনুসন্ধান না করিয়া আপন আপন বিমুগ্ধ চিত্তকে পরস্পরের প্রণয়-পাশে বদ্ধ করিয়া ফেলেন। প্রথমে উভয়ের দোষ ভস্মাচ্ছাদিত অগ্নির ন্যায় উভয়েরই মোহাবরণে আবৃত থাকে, কালক্রমে প্রকাশিত হইয়া উভয়কেই দগ্ধ করিতে আরম্ভ করে। এতদ্দেশীয় লোকদিগের মধ্যেও ঘটনা ক্রমে কোন কোন দম্পতির যৌবন দশায় এই প্রকার প্রণয়াঙ্কুর উৎপন্ন হইয়া থাকে, পরে কলহরূপ অগ্নি-স্ফুলিঙ্গ আবির্ভূত হইয়া তাহাকে শুষ্ক করিয়া ফেলে। বয়োবৃদ্ধি, বিদ্যাশিক্ষা ও বহু দর্শন দ্বারা বুদ্ধি বৃত্তি ও ধর্ম্মপ্রবৃত্তি পরিপক্ক ও পরিশোধিত হইয়া বিবাহ হইলে, এই সমস্ত অনিষ্ট ঘটনার সম্ভাবনা অনেক হ্রাস হয় তাহার সন্দেহ নাই।

দারিদ্র্য দশা বাল্য বিবাহের আর এক বিষময় ফল। এ দেশের ভদ্রলোকেরা সচরাচর যেরূপ তরুণ বয়সে পুত্র পৌত্রাদির বিবাহ দিয়া থাকেন, তখন তাহারদের কার্য্যক্ষম ও উপায়ক্ষম হওয়া দূরে থাকুক, বিবাহ রূপ বন্ধন বিদ্যা-শিক্ষারও এক প্রবল প্রতিবন্ধক হইয়া উঠে। তাহারা বিদ্যা ও ব্যবসায় শিক্ষার কাল পায় না; অল্প কালেই পিতৃ উপাধি প্রাপ্ত হইয়া অত্যন্ত ভারগ্রস্ত হইয়া পড়ে। তখন জ্ঞানানুশীলনই বা কোথায়, ধর্ম্মালোচনাই বা কোথায়, স্বদেশের মঙ্গল চিন্তাই বা কোথায়? জীবিকা নির্ব্বাহোপযোগি ব্যবসায় শিক্ষা না করাতে পর্য্যাপ্ত অর্থ উপার্জ্জনে অসমর্থ হইয়া সর্ব্বদাই চিন্তাকুল থাকে। কি আক্ষেপের বিষয়! পরিবার প্রতিপালনের উপায় অবধারণ না করিয়া বিবাহ করা যে কোন ক্রমেই কর্ত্তব্য নহে, ইহা এ দেশের লোক এক বার ভ্রমেও স্মরণ করেন না, এবং এই পরম শুভকর ঐশ্বরিক নিয়ম প্রতিপালন না করাতে যে পরম ন্যায়বান্ পরমেশ্বর-সন্নিধানে সাপরাধ থাকিয়া যৎপরোনাস্তি ক্লেশ ভোগ করিতেছেন তাহাও বিবেচনা করেন না। কিন্তু তাঁহারা ইহা বিবেচনা করুন, আর না করুন, অখিল-ব্রহ্মাণ্ডাধিপতির অখণ্ড্য নিয়ম ভঙ্গের ফল কদাপি অন্যথা হইতে পারে না। তাঁহারা যাবৎ জগদীশ্বরের নিয়ম প্রণালীতে বিশ্বাস ও তদনুযায়ি ব্যবহার না করিবেন, তাবৎ তাঁহারদিগকে তন্নিবন্ধন নানা প্রকার দুঃখ ভোগ করিতে হইবে। বাল্য বিবাহ যে মহাপাতক, এই সমস্ত প্রতিফল তাহার প্রত্যক্ষ প্রমাণ।

স্বামী ও স্ত্রীর পরস্পর বয়স্য ভাব থাকা উচিত; অতএব তাঁহারদের বয়ঃক্রমের অধিক ন্যূনাধিক্য হওয়া বিধেয় নহে। মনুষ্যের বয়োবৃদ্ধি সহকারে শরীর ও মনের অবস্থা পরিবর্ত্তিত হইতে থাকে; এ নিমিত্ত সম বয়স্ক ব্যক্তিদিগের অন্তঃকরণের ভাব ও গতি এক রূপ হইয়া পরস্পর প্রণয় সঞ্চারের অধিক সম্ভাবনা। তাঁহারা যেমন পরস্পরের ভাব গ্রহ এবং প্রয়োজনাপ্রয়োজন আশু অনুভব করিতে পারেন, অসম বয়স্কব্যক্তিরা সেরূপ পারেন না। ভর্ত্তা ও ভার্য্যার বয়ঃক্রমের পরস্পর অধিক ন্যূনাধিক্য হইলে সুচারু বয়স্যভাব সমুৎপন্ন হইবার সম্ভাবনা থাকে না, এবং পিতা মাতার শরীরের অবস্থা ও মনের গতি বিভিন্ন প্রকার হইলে, সন্তান মধ্যে কদাপি সুলক্ষণ-সম্পন্ন নির্দ্দোষ প্রকৃতি প্রাপ্ত হয় না। এতদ্দেশীয় পুরুষদিগের মধ্যে আবাল বৃদ্ধ সকলেরই উদ্বাহ সংস্কার বিষয়ে অধিকার আছে, কিন্তু স্ত্রীগণের বিবাহের কাল নবম বর্ষ পর্য্যন্তই প্রশস্ত। কোন কোন বালিকা যে দশম বা একাদশ বৎসর পর্য্যন্ত অবিবাহিতা থাকে, সেও গৌণ কল্প। এই নিমিত্ত, ৪০। ৫০ বর্ষ বয়স্ক প্রবীণ ব্যক্তিও

নবম বা দশম বর্ষীয়া বালিকার পাণিগ্রহণ করেন, এবং তদ্দ্বারা আপনার অসুখ ঘটনার সূত্রপাত করিয়া সন্তানের বিরুদ্ধ স্বভাব উদ্ভাবিত করেন।

অতএব, বাল্যবিবাহ এক মহাপাপ। ভর্ত্তা ও ভার্য্যার দারিদ্র্য, মূর্খতা ও উৎকণ্ঠা, এবং সন্তানের দুর্ব্বলতা, নির্ব্বীর্য্যতা ও সর্ব্বাংশে নিকৃষ্ট স্বভাব প্রাপ্তি ইহার প্রত্যক্ষ প্রতিফল। কিন্তু আমারদের দেশস্থ লোকের কি বিষম ভ্রান্তি! তাঁহারা এই অশেষ দোষাকর দেশাচারকে বিধি-বিহিত বিশুদ্ধ ব্যবহার জ্ঞান করিয়া থাকেন। যে ঘৃণাকর কদাচার সর্ব্বনাশের হেতু স্বরূপ, তাঁহারা তাহা স্বর্গ সাধন বোধ করিয়া সম্পাদন করিয়া থাকেন। কিন্তু পরম ন্যায়বান্ পরমেশ্বরের শুভকর নিয়ম লঙ্ঘন করিলে তাহার সমুচিত শাস্তি অবশ্যই অবশ্য ভোগ করিতে হয়। এ নিমিত্ত আমরা বহু কালাবধি এই দুশ্ছেদ্য কুরীতি পাশে বদ্ধ থাকিয়া যথোচিত ক্লেশ প্রাপ্ত হইতেছি। এই কু প্রথারূপ বিষম পাপকে এদেশ হইতে নির্ব্বাসিত না করিলে আমারদের কোন ক্রমেই মঙ্গল নাই। এই প্রবল পাপ প্রচলিত থাকিলে, আমারদের সুখসৌভাগ্যের উন্নতি হওয়া দূরে থাকুক, আমরা পুরুষে পুরুষে হীনাবস্থা ও উচ্ছেদ দশা প্রাপ্ত হইতে থাকিব।

পূর্ব্বে ভারতবর্ষে উদ্বাহ বিষয়ে এ প্রকার কুৎসিত রীতি প্রচলিত ছিল না। যখন শ্রেষ্ঠ বর্ণোদ্ভব পুরুষেরা গুরু গৃহে কেহ বা ছত্রিশ, কেহ বা চব্বিশ, কেহ বা অষ্টাদশ, কেহ বা দ্বাদশ বর্ষ বেদাধ্যয়ন করিয়া অবশেষ দার পরিগ্রহ করিতেন, এবং যখন স্ত্রীদিগের স্বেচ্ছানুরূপ বর গ্রহণ * এবং বিধবাদিগের পুনঃ সংস্কারের প্রথা প্রচলিত ছিল, তখনকার হিন্দুরা এক্ষণকার কুসংস্কারাবিষ্ট ভ্রষ্ট-স্বভাব হিন্দুদিগের অপেক্ষায় সদাচারি ও সৎপ্রথাবলম্বি ছিলেন তাহার সন্দেহ নাই। তখন উদ্বাহ বিষয়ে এরূপ অধর্ম্মজনক অত্যুৎকট নিয়ম বলবৎ ছিল না, সুতরাং তজ্জনিত দুঃখ ও যাতনাও তখন ভারতবর্ষে ব্যাপ্ত হয় নাই। কিন্তু এক্ষণে তাহার সম্পূর্ণ বৈপরীত্য ঘটিয়াছে। ইহা ব্যক্ত করিতে লজ্জায় অধোমুখ হইতে হয়, যে স্থান বিশেষে বর্ণ বিশেষের সদ্যঃ প্রসূত শিশুর বিবাহের বিষয় প্রস্তাবিত, এবং দুই তিন মাসের বালক বালিকার উদ্বাহ সম্বন্ধ নিবদ্ধ হইয়া থাকে* ।

জর্ম্মেনি দেশে এ বিষয়ে এক পরম শুভকরী রীতি প্রচলিত আছে। তথায় পুরুষের ২৫ ও স্ত্রীলোকের ১৮ বৎসর বয়ঃক্রম না হইলে পাণিগ্রহণে অধিকার হয় না, এবং যিনি বিবাহ করিবার মানস করেন তাঁহার স্ত্রী-পরিবার প্রতিপালনে সামর্থ্য ও অবস্থোন্নতির আশা ভরসা আছে কি না, শান্তিরক্ষক ও ধর্ম্মযাজকের নিকট তাহার প্রমাণ প্রদর্শন করিতে হয়। আমারদের দেশেও তদনুরূপ কোন নিয়ম নির্দ্ধারিত থাকা আবশ্যক; নতুবা কোন কালে আমারদের শ্রীবৃদ্ধি ও সুখোন্নতি হইবার সম্ভাবনা নাই।

* স্বয়ম্বরা হইবার প্রথা।

উপাসক সম্প্রদায়।

শিবনারায়ণি।

শিবনারায়ণি সম্প্রদায়িরা সাধ ও নানকপন্থিদিগের ন্যায় একেশ্বরবাদি। তাহারা কেবল নিরাকার নির্ব্বিকার নির্গুণ পরমেশ্বরের উপাসনা করিয়া থাকে। হিন্দু ও মোসলমান দিগের শাস্ত্রে যে সকল বস্তু শ্রদ্ধেয় ও পূজনীয় বলিয়া উক্ত আছে, তাহার কোন বস্তুকে শ্রদ্ধা, ভক্তি ও পূজা করে না। হিন্দু সম্প্রদায়ের সহিত তাহারদের এই এক বিষয়ে বিভিন্নতা আছে, যে কি হিন্দু, কি মোসলমান কি খ্রীষ্টান কোন সম্প্রদায়ি কোন জাতীয় লোককে স্বীয় সম্প্রদায়ে নিবিষ্ট করিতে তাহারদের আপত্তি নাই।

তাহারদিগের দীক্ষা কর্ম্ম তাদৃশ বাহুল্য নহে। কেহ তাহারদিগের সম্প্রদায়-

*সন্তান গর্ভে থাকিতেই পিতা মাতা অন্য শিশুর পিতা মাতাকে কহিয়া থাকেন এবার আমার কন্যা হইলে তোমার পুত্রের সহিত বিবাহ দিব। কি হাস্যাস্পদ!

ভুক্ত হইবার বাসনা করিলে, কয়েক জন শিবনারায়ণি একত্র সমাগত হইয়া কিঞ্চিৎ মিষ্টান্ন ও তাম্বূল সম্বলিত একখানি সাম্প্রদায়িক গ্রন্থ মধ্যস্থলে স্থাপন করিয়া থাকে। পরে সেই পুস্তকের কিয়দংশ পাঠ করা ও সেই সকল সামগ্রী উপস্থিত শিবনারায়ণিদিগকে বিতরণ করা হয়। ইহা হইলেই দীক্ষা কর্ম্ম সম্পন্ন হয়।

ইহারা পরমেশ্বরের কোন নির্দ্দিষ্ট নাম আছে এমত স্বীকার করে না, তাঁহার গুণানুসারে সত্য, কর্ত্তা, গুরু, আপনো, অলখ পুরুখ*, নাথ, নিরঞ্জন, সন্তপতি, চার ফলদাতা প্রভৃতি নানা গুণ-বাচক শব্দ দ্বারা তাঁহাকে নির্দ্দেশ করে¶।

ইহারদিগের মতে ক্ষমা, সত্য, মিতাচার এই তিন ধর্ম্ম সর্ব্ব প্রধান এবং বহু বিবাহ অতি নিষিদ্ধ। ইহাঁরা তিলকাদি কোন সাম্প্রদায়িক চিহ্ন ধারণ করেন না, এবং কি হিন্দু কি মোসলমান কোন শাস্ত্রোক্ত কোন ক্রিয়াকলাপেরও অনুষ্ঠান করেন না। কিন্তু ধর্ম্ম-কর্ম্ম ভিন্ন ব্যাবহারিক কর্ম্ম বিষয়ে সে প্রকার নিষেধ নাই।

ইহাঁরা জাতি ভেদ স্বীকার করেন না, এবং হিন্দু মোসলমানদিগের ন্যায় খাদ্যাখদ্যও বিচার করেন না‡। একারণ ভিন্ন সম্প্রদায়ি লোকের নিকট সে বিষয় গোপন রাখিবার নিমিত্ত কতক গুলি সাঙ্কেতিক শব্দ প্রস্তুত করিয়াছেন। তাহার কয়েকটা শব্দ সংগ্রহ করিয়া পশ্চাৎ প্রকাশ করা যাইতেছে।

সনিপ	জল
ফুলারাম, ফুল, পুষ্ট	ভাত
রুকিণী	দাল
মুদ্রা	রুটি
বাতাসা	পাঁউরুটি
কাঁঠাল	ছাগমাংস
রামরস	লবণ
রামকরলা.....	পলাণ্ডু
কবুতরি	লসুন
চন্দনখোরি.....	শূকরমাংস
তিতর	মুরগি
বটের.....	হাঁস
ছুছুয়ারাম	মদ্য
জলাসেম, জলাষ্টক	মৎস্য
সুধি	ব্যঞ্জন
সনিপ দর্শন	জলপান
বাসরী,মুরলি...	হুঁকা
খৈনি	দোক্তা
পিহনি.....	গুড়াকু
আকাশকামিনী.....	তাড়ি
আনন্দরাম.....	গাঁজা
ভোলারাম	অহিফেণ
দেশ, চাল্লিশ, মহরাসি	শিবনারায়ণী
বিদেশ,উনচাল্লিশ,কাল,মক্ষি	ভিন্ন সম্প্রদায়ি লোক
টিক্‌টিকী	মালাধারী বৈরাগী

এ সম্প্রদায়ের আর এক নাম সন্ত; ইহার প্রবর্ত্তকের নাম শিবনারায়ণ বলিয়া শিবনারায়ণি সংজ্ঞা হইয়াছে। গাজিপুরের অন্তঃপাতি চন্দোয়ার গ্রামে নরওনি নামক ক্ষত্রিয়কুলে তিনি জন্ম গ্রহণ করেন। তিনি মহারাজ মহম্মদ শাহের রাজত্ব কালে ধর্ম্মপ্রযোজক বলিয়া বিখ্যাত হন, এবং ১৭৯১ সম্বতে গুরুন্যাস নামে এক গ্রন্থ প্রস্তুত করেন*। তদ্ভিন্ন লও, সন্তবিলাস, ওজন, সন্তসুন্দর, সন্তাখেরি, সন্ত উপদেশ, তিন

* অলক্ষ্য পুরুষ।

¶ সংজ্ঞা বাচক নাম নাহি জানু তাঁহি।
গুণ বাচক বহুবিধ নাম কহাহি॥
উন্‌মে রূপ না উন্‌মে রঙ্গ রেখা।
উন্‌কি নাম ভক্তন্‌ কি ভক্তি কি ভাখা॥
জ্ঞানবানী॥

‡ দেখি দেখি ঘর যাও। যো মন চাহে সো খাও। বিচার করিয়া চল, যাহা খাইতে রুচি হয় তাহাই খাও।

* সম্বৎ সতর সও একনব্বই হোই।
এগার সও সন্ পঁয়তাল্লিশ সোই॥
অগ্রহাণ মাস পক্ষ উজিয়ারা।
তিথি ত্রয়োদশী শুক্র সে বারা॥
তেই দিনে নির্ম্মল কথা পুণীতা॥
গুরু ন্যাস কথা সব হীতা॥
শাহ মহম্মদ দিল্লী সুলতানা।
কাশী ছত্র আগর ছায় থানা॥
তেই সময়মে শিবনারায়ণ বঙ্গদেশ চলিআউ।
কণ্ঠে বৈসে সরস্বতী কথান্যাস বনাউ॥

বাণী শব্দাবলি, সন্তপরোয়ানা, সন্তমহিমা, সন্তসাগর ও জ্ঞানবাণী নামে একাদশ গ্রন্থ তাঁহার প্রণীত বলিয়া প্রসিদ্ধ আছে।

শিবনারায়ণের চারি শিষ্য ছিল; রামনাথরাম, যুবরাজরাম, রঘুনন্দনরাম, ও লক্ষ্মণরাম*। লক্ষ্মণরামের শিষ্য সদাশিবরাম হুকুমনামা ও সওয়াল জবাব নামে দুই গ্রন্থ প্রকাশ করেন। এই সদাশিবরামের শিষ্য বলদিরাম কলিকাতাস্থ সন্তদিগের মহন্ত ছিলেন। লক্ষ্মণরাম এসম্প্রদায়ের এক জন গণ্য মনুষ্য, কিন্তু তিনি লোক রঞ্জনার্থে কিছু কিছু কপট ব্যবহার করিয়াছিলেন। শিবনারায়ণ-প্রণীত জ্ঞানবাণী ও তিন বাণী গ্রন্থে প্রতিমা পূজা ও হিন্দু শাস্ত্র সিদ্ধ নিত্য নৈমিত্তিক ক্রিয়ার নিষেধ আছে; একারণ লক্ষ্মণরাম তাহা গোপন করিয়া রাখিয়াছিলেন। সদাশিবরাম তিনবাণী প্রকাশ করেন এবং সংপ্রতি শ্রীযুত ভৈরব চন্দ্র দত্ত লক্ষ্মণরামের গ্রন্থ লেখক লালা মোহর রামের নিকট জ্ঞানবাণী প্রাপ্ত হইয়া প্রকাশ করিয়া দিয়াছেন। লক্ষ্মণরাম স্বীয় সম্প্রদায়ে লোক-সংগ্রহার্থে, নানক পন্থিদিগের ন্যায় মোহন ভোগের কড়া ও ভাণ্ডারা¶, উপাসনার পর আজ্ঞারি‡, কবীর পন্থিদিগের ন্যায় বন্দেগি, বসন্ত পঞ্চমীর উৎসব ইত্যাদি কতক গুলি কাল্পনিক ব্যবহার প্রচলিত করেন। আর পূর্ব্বে যে সকল সাঙ্কেতিক শব্দ সংগৃহীত হইয়াছে, তাহাও তাঁহারই সঙ্কলিত শুনা গিয়াছে। অবগত হওয়া গিয়াছে যে তিনিই স্বীয় সম্প্রদায় মধ্যে বিধবাদিগের পুনঃসংস্কার প্রচলিত করিয়া যান।

* এই প্রকার প্রবাদ আছে, যে কোন ব্যক্তি শিব নারায়ণের সমীপে আগমন করিলে, তিনি তাহাকে স্নেহ পূর্ব্বক "আইয়ে মেরা, রাম" বলিয়া সম্বোধন করিতেন, এবং যে ব্যক্তি তাঁহার মত অবলম্বন করিত, তাহার নামের অন্তে "রাম" শব্দ যোগ করিয়া দিতেন।

¶ মিষ্টান্ন ভোজন।

‡ থালার উপরে ধুনচি রাখিয়া তাহাতে ধূপ, ধূনা, লোবান, জটামাংসি, কর্পূর প্রভৃতি গন্ধ দ্রব্য দগ্ধ করিতে হয়, এবং পুস্তকের উপরে সেই ধূনচি ধারণ করিয়া ঘূর্ণিত করিতে হয়। ইহাকেই অজ্ঞারি বলে। ঐ থালার উপরে ঘৃতের দীপও দিয়া থাকে।

এ সম্প্রদায়ের সাম্প্রদায়িক গ্রন্থের নামোল্লেখ করা গিয়াছে, এক্ষণে তাহা হইতে কতিপয় বচন সংগ্রহ ও অনুবাদ করিয়া প্রকাশ করা যাইতেছে।

১—কর্ত্তা সব গুণ কারকা গুণ কারণ ভণ্ডার।
সৃষ্টি সোয়াঁরণ চার ফল চাল চলন ব্যবহার॥

২—তুঁহ দুঃখহরণ সকল সংসারা। শিবনারায়ণ দাস তোমারা॥

৩—তোহি ছোরি আওর গহো ম্যায় কাহি।
ভও সাগর যে লেতহু নিবাহি॥

৪—সন্তপতি কান্ত তুঁহি পতি পিতা পরম গুরু সমদর্শী। শান্ত তুঁহি আদি মধ্য অন্ত বানিমে গুণখানি তুঁহি॥

৫—ব্রহ্মা বিষ্ণু আদি সব দেবা। করত সত্য কি সব কোই সেবা॥

৬—সতী স্ত্রীয়াকো যস্ পতি পেয়ারা।
ত্যায়সে সন্তনকো সন্তপতি ইয়ারা॥

৭—জেঁও নেহি সতী দুজা পতি ভাবে।
ত্যায়সে সন্তজন পর দেব না সেবে॥

৮—অপর দেব পূজা সব ভ্রম হ্যায়। মিথ্যা দুঃখ ভোগ সব শ্রম হ্যায়॥

৯—অপর দেবতে শুভ কহে যোই। কাল কর্ম্মকে বস হ্যায় সোই॥

১০—সন্ত নাম ধরাইকে যো পূজে দেও পাথর। ইহে লোক দুঃখ পাইকে পড়হি নরকঘোর॥

১১—সন্ত হোকে করত জিন্ জড় মুরত পরণাম। নিশ্চয় ওহাকি বাস হোৎহ্যায় নরকধাম॥

১২—উতরহু ভওপার। ছার চাল কুচাল॥

১৩—জব চালূ সমদর্শী। তব কাহে দেখি তর্শী॥

১৪—মারহু কর্ম্ম কাল। চলহু আপনো চাল॥

১৫—ছাড় বাত কাঁচা। সত্য শব্দ সাঁচা॥

১৬—সঙ্কট পড়েতো সত্য না হারে। সম্পতি পাইকে ধরম বিচারে॥

১৭—যো দুঃখ পড়েতো সত্য ব্যবহারা। সত্য হি জানো পুরুখ অপারা॥

১৮—জব মোড় তোড় রহা। তব ব্রহ্ম জ্ঞান কাঁহা॥

১৯—বাস পাওৎ ফিরিনা আওৎ বহুরি

ইহো জগপন্থা। বহুৎ জনা সব্ ঢুঁড়ৎ ফিরে গলে ডারে কন্থা ॥ কেহু গোকা সকা ঢুঁড়ৎ-কেহু পূজ ধ্যান। কেহু তীরথ বরত দেও পাথর পূজে লেহু গতি পতি জ্ঞান ॥ এক এক সব ঢুঁড়ৎ ফিরে ভুলে পায় নাহি অন্ত। আপু আপনো জানু নাহি কহত কেহু সন্ত॥

২০—পরস্ত্রী দেখিকে নয়ন ছিপায়ে। সঙ্গ কুসঙ্গ করহু নাহি হোয়ে ॥

গীত

২১—ওহি দেশ বসন্ত গাইয়ে যাঁহা রহিনি দিবস না হোই। যাঁহা ধরতি আকাশা না পাতালা; যাঁহা চাঁদ সুরজ না তারা বিনা দীপক উজিয়ারা, হো; যাঁহা বিনুদক কমল ফুলানা, মধুবন পিয়া অরু ঝানা তাঁহা শিব নারায়ণ মন মনা; তাঁহা সন্তন কিয়া পিয়া না।

২২—জীবন হায় দিন ঘোরিরে। তুম কাহে বিসারোরে। মানুখ জন্ম বহুরি না পাইও দেখহু হৃদয় বিচারি রে। ছন ছন ছিন জাত দিন য্যায়সো দেহ ধরে পয়ারি। চুয়া চেত চালু করু চন্দন আনন্দ আটারি। আপনো নিহারত আউরি বিসারত চলত হাঁক পরচারিরে। শিবনারায়ণ খেলত খেলিয় তো কর্ম্ম ফন্দ তোরি ডারিরে।

বাঙ্গলা অর্থ

১—যিনি সর্ব্ব গুণের সৃষ্টি কর্ত্তা, সমুদায় বিশ্ব যাঁহাকে অবলম্বন করিয়া রহিয়াছে, সংসারের সমস্ত ব্যাপার যাঁহা কর্ত্তৃক সম্পাদিত হইতেছে, এবং যিনি ধর্ম্ম, অর্থ, কাম, মোক্ষ চতর্ব্বর্গ ফল প্রদান করিয়া থাকেন, তিনিই কর্ত্তা।

২—হে পরমেশ্বর! তুমি সকল সংসারের দুঃখ হারী। শিবনারায়ণ তোমার দাস।

৩—তোমাকে পরিত্যাগ করিয়া আর কাহার নাম কীর্ত্তন করিব? তুমি সংসার সাগর পার কর্ত্তা।

৪—তুমি সন্তপতি, তুমি সকলেরই কান্ত, তুমি সকলেরই পতি, পিতা ও পরম গুরু। তুমি সমদর্শী শান্তস্বরূপ। তুমি আদ্যন্ত মধ্যে বিদ্যমান রহিয়াছ। তুমি সর্ব্বগুণের আকর।

৫—ব্রহ্মা বিষ্ণু প্রভৃতি সকল দেবতা সত্যস্বরূপ পরমেশ্বরের সেবা করে।

৬—সতী স্ত্রী যেমন নিজ পতির সহিত প্রেম করে, সন্তগণ সেইরূপ সন্তপতিকে প্রীতি করে।

৭—সতী স্ত্রী যেমন পরপতিকে মনন করে না, সন্তগণ সেইরূপ অন্য দেবতার সেবা করে না

৮—পরমেশ্বর ভিন্ন অন্য দেবতার পূজা করা কেবল ভ্রান্তির কর্ম্ম। বৃথা পরিশ্রম ও দুঃখ ভোগ।

৯—যে ব্যক্তি পরমেশ্বর ভিন্ন অন্য দেবতাকে শুভকারি কহে, সে কাল কর্ম্মের বশে আইসে।

১০—যে ব্যক্তি সন্ত নাম ধারণ করিয়া দেবতা ও পাষাণ পূজা করে, সে ইহলোকে দুঃখ প্রাপ্ত ও পরলোকে নরক গামী হয়।

১১—যে ব্যক্তি সন্ত হইয়া জড়ময় প্রতিমূর্ত্তিকে প্রণাম করে, তাহার নিশ্চয়ই নরকে বাস হয়।

১২—যদি ভব সমুদ্র পার হইবে, তবে কুচরিত্র পরিত্যাগ কর।

১৩—সর্ব্বত্র সমদর্শী হইলে আর হিংসা-জনিত যাতনা থাকে না।

১৪—যে কর্ম্ম করিলে বিনাশ পাইতে হয়, তাহা পরিত্যাগ করিয়া পরমেশ্বরের পথে ভ্রমণ কর।

১৫—কাঁচা* কথা পরিত্যাগ কর। সত্য শব্দই যথার্থ।

১৬—সঙ্কটে পড়িলেও সত্যকে পরিত্যাগ করিবেক না। সম্পত্তি লাভ হইলেও ধর্ম্ম বিচার করিবেক।

১৭—বিপদ্‌গ্রস্ত হইলেও সত্য ব্যবহার করিবে। সত্যই অপার পুরুষ পরমেশ্বর।

১৮—যে পর্য্যন্ত বিবাদ বিসম্বাদ আছে সে পর্য্যন্ত ব্রহ্ম জ্ঞান কোথায়?

১৯—শিবনারায়ণ দাস নিশ্চল বাস† লাভ করিয়া আর পুনর্জ্জন্ম প্রাপ্ত হন নাই। অনেকে গল দেশে কন্থা প্রদান করিয়া অন্বেষণ করিয়া বেড়ায়। কেহবা পরিষ্কৃত

* মিথ্যা ও কুৎসিত কথা। † মুক্তি।

পর্ব্বত গুহা অনুসন্ধান করে। কেহ বা পূজা ও ধ্যান, কেহ বা তীর্থ ভ্রমণ, কেহ বা ব্রতানুষ্ঠান করে, কেহ বা দেবতা ও প্রস্তর পূজা করিয়া থাকে। ইহারা মনে করে, এই সমুদায় দ্বারা সদ্গতি লাভ হইবে; কিন্তু ভ্রমাচ্ছন্ন হইয়া কিছুরই অন্ত পায়না। আর কেহ কেহ পরমেশ্বরকে না জানিয়াও আপনাকে সন্ত বলিয়া পরিচয় দেয়।

২০—পরস্ত্রী দৃষ্টি করিলে চক্ষু মুদিত করিবেক। কদাপি কুসঙ্গ করিবেক না।

গীতের অর্থ

২১—যে দেশে দিবাও নাই রাত্রিও নাই; যে দেশে পৃথিবী নাই, আকাশ নাই, পাতাল নাই; যে দেশে সূর্য্য নাই, চন্দ্র নাই, তারাও নাই; যে দেশে বিনা দীপে জ্যোতি হয়, বিনা জলে কমল প্রফুল্ল হয় ও মধুকর গণ মধুপানে মত্ত থাকে; সেই দেশের বসন্ত গীত গাণ কর। সেই দেশে শিব নারায়ণ গমন করিবার মানস করিয়াছেন। সেই দেশে সন্ত গণ প্রয়ান করিবেন।

২২—এ জীবন অল্প দিন মাত্র থাকিবে, অতএব, তুমি পরমেশ্বরকে কেন বিস্মৃত থাক? মনোমধ্যে বিচার করিয়া দেখ, এমন দুর্লভ মানব জন্ম আর হইবেক না। ক্ষণে ক্ষণে দেহ ক্ষীণ হইতেছে এবং এইরূপে দিন গত হইতেছে। যে দেহ ধারণ করিয়াছ, তাহাও আপনার নহে। চেতন রূপ চুয়া, সদাচার রূপ চন্দন, ও আনন্দ রূপ আবির লইয়া হোলি খেলা কর। সমুদায় বিস্মৃত হইয়া কেবল পরমেশ্বরে দৃষ্টি রাখিয়া সিংহ-নাদ করিতে করিতে গমন কর। শিবনারায়ণ কর্ম্ম-পাশ ছেদন পূর্ব্বক এইরূপে হোলি খেলা করেন এবং অন্যকেও এইরূপ হোলি উপদেশ দিয়া থাকেন।

সন্তদিগের মধ্যে অনেকেই রাজপুত, এবং অনেক শিপাইও এই মতাবলম্বি। গাজিপুরে ও তাহার নিকট বর্ত্তি কোন কোন স্থানে অনেক সন্তের বাস আছে। এ প্রদেশে ইটালি, ভবানিপুর দমদমা হাবড়া ও চানকে সন্ত সম্প্রদায়ি অনেক ব্যক্তি অবস্থিতি করিয়া থাকে।

ব্রাহ্মধর্ম্মঃ

প্রথম খণ্ডং

চতুর্দ্দশোধ্যায়ঃ

যোবৈ ভূমা তৎ সুখং নাল্পে সুখমস্তি ভূমৈব সুখং ভূমা ত্বেব বিজিজ্ঞাসিতব্যঃ॥

যিনি মহান্ তিনি সুখস্বরূপ, ক্ষুদ্রপদার্থে সুখ নাই। মহান্ পদার্থই সুখস্বরূপ, অতএব তাঁহাকেই জানিতে ইচ্ছা করিবেক।

সভগবঃ কস্মিন্ প্রতিষ্ঠিতইতি স্বে মহিম্নি সএবাধস্তাৎ সউপরিষ্টাৎ সপশ্চাৎ সপুরস্তাৎ সদক্ষিণতঃ সউত্তরতঃ। ঈশানোভূতভব্যস্য সএবাদ্য সউঃশঃ॥

শিষ্য জিজ্ঞাসা করিলেন, হে ভগবন্! তিনি কোথায় প্রতিষ্ঠিত আছেন? আচার্য্য উত্তর করিলেন, তিনি আপনার মহিমাতেই প্রতিষ্ঠিত আছেন। তিনি অধোতে, তিনি উর্দ্ধেতে, তিনি পশ্চাতে, তিনি সম্মুখে, তিনি দক্ষিণে, তিনি উত্তরে। তিনি ভূত ভবিষ্যতের নিয়ন্তা; তিনি অদ্য আছেন পরেও থাকিবেন।

যএকোঽবর্ণোবহুধা শক্তিযোগাৎ বর্ণাননেকান্নিহিতার্থোদধাতি। বিচৈতি চান্তে বিশ্বমাদৌ সদেবঃ সনোবুদ্ধ্যা শুভয়া সংযুনক্তু॥

যিনি এক এবং বর্ণহীন এবং যিনি প্রজাদিগের প্রয়োজন জানিয়া বহু প্রকার শক্তিযোগে বিবিধ কাম্য বস্তু বিধান করিতেছেন, সমুদায় ব্রহ্মাণ্ড আদ্যন্তমধ্যে যাঁহাতে ব্যাপ্ত হইয়া রহিয়াছে, তিনি দীপ্যমান পরমেশ্বর। তিনি আমারদিগকে শুভ বুদ্ধি প্রদান করুন।

সবিশ্বকৃদ্বিশ্ববিদাত্মযোনির্জ্ঞঃ কালকালোগুণী সর্ব্ববিদ্যঃ। প্রধানক্ষেত্রজ্ঞপতির্গুণেশঃ সংসারমোক্ষস্থিতিবন্ধহেতুঃ॥

তিনি বিশ্বকর্ত্তা, বিশ্ববেত্তা, সকল আত্মার কারণ এবং প্রজ্ঞাবান্, কালের কর্ত্তা, গুণবান্ ও সর্ব্বজ্ঞ। তিনি জড় কি জীব তাবতের প্রতিপালক, সর্ব্ব গুণের মহেশ্বর, এবং সংসারের স্থিতি বন্ধ ও মোক্ষের হেতু।

সবৃক্ষকালাকৃতিভিঃ পরোঽন্যোযস্মাৎ প্রপঞ্চঃ পরিবর্ত্ততেঽয়ং। ধর্ম্মাবহং পাপনুদং ভগেশং জ্ঞাত্বাত্মস্থমমৃতং বিশ্বধাম। বিশ্বস্যৈকং পরিবেষ্টিতারং জ্ঞাত্বা শিবং শান্তিমত্যন্তমেতি॥

তিনি সংসার, কাল এবং সাকার বস্তু সমুদায় ইহতে শ্রেষ্ঠ এবং সুতরাং ভিন্ন, যাঁহা কর্ত্তৃক এই প্রপঞ্চ সংসার পরিবর্ত্তিত হইতেছে। তিনি ধর্ম্মের আকর, পাপের শাস্তা, ঐশ্বর্য্যের স্বামী, সেই সকলের আত্মস্থ, অমৃত,বিশ্বের আশ্রয়কে—সেই মঙ্গল স্বরূপ বিশ্বের এক মাত্র পরিবেষ্টাকে জানিয়া জীব অত্যন্ত শান্তি প্রাপ্ত হয়।

সতন্মযোহ্যমৃতঈশসꣳস্থোজ্ঞঃ সর্ব্বগোভুবনস্যাস্য গোপ্তা যঈশেঽস্য জগতোনিত্যমেব নান্যোহেতুর্ব্বিদ্যতঈশনায। তꣳ হ দেবমাত্মবুদ্ধিপ্রকাশং মুমুক্ষুর্ব্বৈ শরণমহং প্রপদ্যে॥

তিনি চৈতন্যময়, মরণধর্ম্মরহিত, এবং সর্ব্বস্বামী রূপে সম্যক্ স্থিতি করিতেছেন; তিনি প্রজ্ঞাবান্,সর্ব্বত্র গামী এবং এই জগতের প্রতিপালক। যিনি এই জগৎকে নিত্য নিয়মে রাখিয়াছেন, তদ্ব্যতীত বিশ্ব শাসনের আর অন্য হেতু নাই। আমি মুমুক্ষু হইয়া সেই আত্মবুদ্ধি প্রকাশক পরমেশ্বরের শরণাপন্ন হই।

তস্য হ বাএতস্য ব্রহ্মণোনাম সত্যং। নিষ্কলং নিষ্ক্রিয়ꣳ শান্তং নিরবদ্যং নিরঞ্জনং। অমৃতস্য পরꣳ সেতুং দগ্ধেন্ধনমিবানলং॥

সেই এই ব্রহ্মের নাম সত্য। তিনি নিরবয়ব, নিষ্ক্রিয় ও শান্ত; তিনি অনিন্দনীয়, নির্লিপ্ত ও মুক্তির পরম সেতু, এবং দগ্ধ দারু নিঃসৃত অগ্নির ন্যায় দীপ্যমান।

সসেতুর্বিধৃতিরেষাং লোকানামসম্ভেদায। নৈনং সেতুমহোরাত্রে তরতঃ। ন জরা ন মৃত্যুর্নশোকঃ॥

তিনি এই লোক-ভঙ্গ নিবারণার্থে সেতু স্বরূপ হইয়া সমুদায় ধারণ করিতেছেন, এই সেতু স্বরূপ পরব্রহ্ম অহোরাত্রের পরিচ্ছেদ্য নহেন এবং জরা মৃত্যু শোকও তাঁহাকে অধিকার করিতে পারে না।

যআত্মাপহতপাপ্মা বিজরোবিমৃত্যুর্বিশোকোবিজিঘৎসোঽপিপাসঃ সত্যকামঃ সত্যসংকল্পঃ সোঽন্বেষ্টব্যঃ সবিজিজ্ঞাসিতব্যঃ। সসর্ব্বাংশ্চ লোকানাপ্নোতি সর্ব্বাংশ্চ কামান্যস্তমাত্মানমনুবিদ্য বিজানাতি॥

যে পরমাত্মা পাপশূন্য এবং অজর, অমর, অশোক ও ক্ষুৎপিপাসা বর্জিত,এবং সত্যকাম ও সত্য সঙ্কল্প, তাঁহাকে অন্বেষণ করিবে এবং তাঁহাকেই বিশেষ রূপে জানিতে ইচ্ছা করিবে; যিনি পরমাত্মাকে অন্বেষণ করিয়া জানিতে পারেন, তাঁহার সকল লোক প্রাপ্তি হয় এবং সকল কামনা সিদ্ধ হয়।

আকাশোবৈ নাম নামরূপযোর্নির্ব্বহিতা। তে যদন্তরা তদ্ব্রহ্ম তদমৃতং॥

ব্রহ্মের নাম আকাশ; তিনি নাম রূপের নির্ব্বাহ কর্ত্তা, এবং সেই নাম রূপ যাঁহা হইতে ভিন্ন, তিনি ব্রহ্ম, তিনি অমৃত।

নৈব বাচা ন মনসা প্রাপ্তুং শক্যোন চক্ষুষা। অস্তীতি ব্রুবতোঽন্যত্র কথং তদুপলভ্যতে॥

তিনি বাক্য দ্বারা, কি মনের দ্বারা, কি চক্ষু দ্বারা কাহারও কর্ত্তৃক কদাপি প্রাপ্ত হয়েন না। যে ব্যক্তি বলে যে তিনি আছেন, তদ্ভিন্ন অন্য ব্যক্তির দ্বারা তিনি কি প্রকারে উপলব্ধ হইবেন।

যদৈতমনুপশ্যত্যাত্মানং দেবমঞ্জসা। ঈশানং ভূতভব্যস্য ন ততোবিজুগুপ্সতে॥

যিনি যখন প্রকাশবান্ ভূত ভবিষ্যতের নিয়ন্তা পরমাত্মাকে সাক্ষাৎ দেখেন, তিনি তখন আর আপনাকে তাঁহা হইতে গোপন রাখিতে ইচ্ছা করেন না।

পঞ্চদশোধ্যায়ঃ

নাবিরতোদুশ্চরিতান্নাশান্তোনাসমাহিতঃ। নাশান্তমানসোবাপি প্রজ্ঞানেনৈনমাপ্নুয়াৎ॥

যে ব্যক্তি দুষ্কর্ম্ম হইতে বিরত হয় নাই, ইন্দ্রিয় চাঞ্চল্য হইতে শান্ত হয় নাই, যাহার চিত্ত সমাহিত হয় নাই এবং কর্ম্ম ফল কামনা প্রযুক্ত যাহার মন শান্ত হয় নাই, সে ব্যক্তি কেবল জ্ঞান মাত্র দ্বারা পরমাত্মাকে প্রাপ্ত হয় না।

শ্রেয়শ্চ প্রেয়শ্চ মনুষ্যমেতস্তৌ সম্পরীত্য বিবিনক্তি ধীরঃ। তয়োঃ শ্রেয়আদদানস্য সাধু ভবতি হীয়তেঽর্থাৎ য উ প্রেয়োবৃণীতে॥

শ্রেয় ও প্রেয় মনুষ্যকে প্রাপ্ত হয়; ধীর ব্যক্তি সম্যক্ বিবেচনা করিয়া এই দুইকে পৃথক্ করেন। ইহার মধ্যে যিনি শ্রেয়কে গ্রহণ করেন, তাঁহার মঙ্গল হয়; আর যিনি প্রেয়কে গ্রহণ করেন, তিনি পরমার্থ হইতে ভ্রষ্ট হয়েন।

যথাকারী যথাচারী তথা ভবতি। সাধুকারীসাধুর্ভবতি পাপকারী পাপোভবতি। পুণ্যঃ পুণ্যেন কর্ম্মণা ভবতি পাপঃ পাপেন॥

মনুষ্য যেমন কর্ম্ম করেন, আর যেমন আচরণ করেন, তাঁহার সেইরূপ গতি হয়; যিনি সাধু কর্ম্ম করেন তিনি সাধু হয়েন আর যিনি পাপ কর্ম্ম করেন তিনি পাপী হয়েন; পুণ্য কর্ম্ম ফলে আত্মা পবিত্র হয় আর পাপ কর্ম্ম ফলে আত্মা পাপময় হয়।

যস্ত্ববিজ্ঞানবান্ ভবত্যযুক্তেন মনসা সদা। তস্যেন্দ্রিয়াণ্যবশ্যানি দুষ্টাশ্বাইব সারথেঃ॥

যে ব্যক্তি অবিবেকী ও যাহার মন অবশীভূত, তাহার ইন্দ্রিয় সকল সারথির দুষ্ট অশ্বের ন্যায় বশে থাকে না।

যস্তু বিজ্ঞানবান্ ভবতি যুক্তেন মনসা সদা। তস্যেন্দ্রিয়াণি বশ্যানি সদশ্বাইব সারথেঃ॥

যিনি জ্ঞানবান্ এবং স্ববশচিত্ত, তাঁহার ইন্দ্রিয় সকল সারথির বশীভূত অশ্বের ন্যায় বশে থাকে।

যস্ত্ববিজ্ঞানবান্ ভবত্যমনস্কঃ সদাশুচিঃ। ন সতৎ পদমাপ্নোতি সংসারঞ্চাধিগচ্ছতি॥

যিনি অজ্ঞ ও অবশচিত্ত এবং সর্ব্বদা অশুচি, তিনি সেই ব্রহ্মপদ প্রাপ্ত হয়েন না, কিন্তু সংসার গতিকেই প্রাপ্ত হয়েন।

যস্তু বিজ্ঞানবান্ ভবতি সমনস্কঃ সদা শুচিঃ। সতু তৎ পদমাপ্নোতি যস্মাৎ ভূয়োন জায়তে॥

যিনি জ্ঞানবান্, স্ববশ ও সর্ব্বদা শুদ্ধচিত্ত; তিনি সেই ব্রহ্মপদ প্রাপ্ত হয়েন, যে পদ প্রাপ্ত হইলে পুনর্ব্বার আর জন্ম হয় না।

বিজ্ঞানসারথির্যস্তু মনঃপ্রগ্রহবান্নর। সোঽধ্বনঃ পারমাপ্নোতি তদ্বিষ্ণোঃ পরমং পদং॥

বিজ্ঞান যাঁহার সারথি ও মন রূপ রজ্জু যাঁহার বশীভূত, তিনি সংসার পার সর্ব্বব্যাপি পরব্রহ্মের পরম স্থান প্রাপ্ত হয়েন!

অনন্দানাম তে লোকাঅন্ধেন তমসাবৃতাঃ। তাꣳস্তে প্রেত্যাভিগচ্ছন্তি অবিদ্বাংসোঽবধোজনাঃ॥

দুর্ব্বুদ্ধি অজ্ঞানি ব্যক্তিরা সেই সমুদায় লোক প্রাপ্ত হয়,যে সকল লোক আনন্দশূন্য এবং নিবিড় অন্ধকারে আবৃত।

ষোডশোধ্যায়ঃ

শান্তোদান্তউপরতস্তিতিক্ষুঃ সমাহিতোভূত্বা আত্মন্যেবাত্মানং পশ্যতি নৈনং পাপ্মা তরতি সর্ব্বং পাপ্মানং তরতি। নৈনং পাপ্মা তপতি সর্ব্বং পাপ্মানং তপতি। বিপাপোবিরজোঽবিচিকিৎসোব্রাহ্মণো ভবতি॥

ব্রহ্মবিৎ ব্যক্তি শান্ত দান্ত নিষ্পাপ ও সহিষ্ণু ও একাগ্রচিত্ত হইয়া আপনাতেই পরমাত্মাকে দৃষ্টি করেন। পাপ ইহাকে স্পর্শ করিতে পারে না, ইনি সমুদয় পাপকে অতিক্রম করেন; পাপ ইঁহাকে সন্তাপ দিতে পারে না, ইনি সমুদয় পাপের সন্তাপক হয়েন। তিনি নিষ্পাপ, নির্ম্মলচিত্ত ও পরব্রহ্মের সত্তাতে নিঃসংশয় হইয়া ব্রহ্মোপাসক হয়েন।

সমোদতে মোদনীয়ꣳ হি লব্ধ্বা। তরতিশোকং তরতি পাপ্মানং গুহাগ্রন্থিভ্যোবিমুক্তোঽমৃতোভবতি॥

তিনি আনন্দনীয় পরব্রহ্মকে লাভ করিয়া আনন্দিত হয়েন; তিনি শোক হইতে উত্তীর্ণ হয়েন, তিনি পাপ হইতে উত্তীর্ণ হয়েন, এবং হৃদয়গ্রন্থি সমুদয় হইতে বিমুক্ত হইয়া অমৃত হয়েন।

সত্যান্ন প্রমদিতব্যং ধর্ম্মান্ন প্রমদিতব্যং কুশলান্ন প্রমদিতব্যং॥

সত্য হইতে বিচ্ছিন্ন হইবেক না, ধর্ম্ম হইতে বিচ্ছিন্ন হইবেক না, শুভ কর্ম্ম হইতে বিচ্ছিন্ন হইবেক না।

সত্যং বদ। সমূলোবা এষপরিশুষ্যতি যোঽনৃতমভিবদতি॥

সত্যকথা কহ; যেব্যক্তি মিথ্যাকহে, সে সমূলে শুষ্ক হয়।

ধর্ম্মং চর। ধর্ম্মাৎ পরং নাস্তি। ধর্ম্মঃ সর্ব্বেষাং ভূতানাং মধু॥

ধর্ম্মাচরণ কর; ধর্ম্মের পর আর নাই, ধর্ম্ম সকলেরই পক্ষে মধু স্বরূপ।

শ্রদ্ধয়া দেয়ং। অশ্রদ্ধয়া অদেয়ং॥

শ্রদ্ধার সহিত দান করিবেক, অশ্রদ্ধার সহিত দান করিবেক না।

মাতৃদেবোভব পিতৃদেবোভব আচার্য্যদেবোভব॥ যান্যনবদ্যানি কর্ম্মাণি তানি সেবিতব্যানি নো ইতরাণি॥

মাতাকে দেবতুল্য, পিতাকে দেবতুল্য, আচার্য্যকে দেবতুল্য জান। যে সকল অনিন্দিত কর্ম্ম, তাহার অনুষ্ঠান করিবেক; নিন্দিত কর্ম্মের অনুষ্ঠান করিবেক না।

যান্যস্মাকꣳ সুচরিতানি তানি ত্বয়োপাস্যানি নো ইতরাণি॥

আমরা যে সকল সদাচার করিয়া থাকি, তুমি তৎ সমুদায়ের অনুষ্ঠান কর, তদ্ভিন্ন অন্য কর্ম্মের অনুষ্ঠান করিও না।

এতৈরুপায়ৈর্যততে যস্তু বিদ্বান্ তস্যৈষআত্মা বিশতে ব্রহ্মধাম ॥

যে ব্রহ্মবিৎ এই সমস্ত উপায় দ্বারা ব্রহ্মপ্রাপ্তির যত্ন করেন, তাঁহার আত্মা ব্রহ্মরূপ নিকেতনে প্রবিষ্ট হয়।

শৃণ্বন্তু বিশ্বেঽমৃতস্য পুত্রাআ যে ধামানি দিব্যানি তস্থুঃ ॥

হে দিব্য-ধাম-বাসি অমৃতের পুত্র সকল! তোমরা শ্রবণ কর।

বেদাহমেতং পুরুষং মহান্তমাদিত্যবর্ণং তমসঃ পরস্তাৎ। তমেব বিদিত্বাঽতিমৃত্যুমেতি নান্যঃ পন্থা বিদ্যতেঽয়নায় ॥

আমি এই তিমিরাতীত জ্যোতির্ম্ময় মহান্ পুরুষকে জানিয়াছি; সাধক কেবল তাঁহাকেই জানিয়া মৃত্যুকে অতিক্রম করে, তদ্ভিন্ন মুক্তি প্রাপ্তির আর অন্য পথ নাই।

এতজ্জ্ঞেয়ং নিত্যমেবাত্মসংস্থং নাতঃ পরং বেদিতব্যং হি কিঞ্চিৎ ॥

আপনাতেই নিত্য স্থিতি করিতেছেন যে পরমাত্মা, তিনিই জানিবার যোগ্য; তাঁহার পর জানিবার যোগ্য আর কোন পদার্থ নাই।

সংপ্রাপ্যৈনমৃষয়োজ্ঞানতৃপ্তাঃ কৃতাত্মানোবীতরাগাঃ প্রশান্তাঃ। তে সর্ব্বগং সর্ব্বতঃ প্রাপ্য ধীর যুক্তাত্মানঃ সর্ব্বমেবাবিশন্তি ॥

কৃতবুদ্ধি, আসক্তিহীন, প্রশান্তচিত্ত ঋষি সকল ইহাকে সম্যক্ প্রাপ্ত হইয়া জ্ঞান দ্বারা তৃপ্ত হয়েন; সেই সকল সমাহিতচিত্ত ধীর ব্যক্তি সর্ব্বব্যাপী পরমাত্মাকে সর্ব্বত্র প্রাপ্ত হইয়া সকলেতে প্রবিষ্ট হয়েন।

বিজ্ঞানাত্মা সহ দেবৈশ্চ সর্ব্বৈঃ প্রাণাভূতানি সংপ্রতিষ্ঠন্তি যত্র। তদক্ষরং বেদয়তে যস্তু সৌম্য স সর্ব্বজ্ঞঃ সর্ব্বমেবাবিবেশ ॥

হে প্রিয় শিষ্য! জীব, সমুদয় ইন্দ্রিয়, সমস্ত প্রাণ, ও ভূত সকল যাহাতে স্থিতি করে, সেই অবিনাশী পরমাত্মাকে যে ব্যক্তি জানিতে পারেন, তিনি সর্ব্বজ্ঞ হয়েন এবং সকলেতে প্রবেশ করেন।

যশ্চায়মস্মিন্নাকাশে তেজোময়োঽমৃতময়ঃ পুরুষঃ সর্ব্বানুভূঃ। তমেব বিদিত্বাঽতিমৃত্যুমেতি নান্যঃ পন্থাবিদ্যতেঽয়নায় ॥

যে এই আকাশে জ্ঞানময় অমৃতময় পুরুষ, যিনি সমুদয় অনুভব করিতেছেন, সাধক কেবল তাঁহাকেই জানিয়া মৃত্যুকে অতিক্রম করে, তদ্ভিন্ন মুক্তি প্রাপ্তির আর অন্য পথ নাই।

এষআদেশ এষউপদেশএতদনুশাসনং এতমুপাসিতব্যমেবমুপাসিতব্যং ॥

এই আদেশ, এই উপদেশ, এই শাস্ত্র, এই প্রকারে তাঁহার উপাসনা করিবেক, এই প্রকারে তাঁহার উপাসনা করিবেক।

ইতি প্রথমখণ্ডে ষোড়শোধ্যায়ঃ।

প্রথমখণ্ডং সমাপ্তং।

কলিকাতা ব্রাহ্ম সমাজের ১৭৭৪ শকের কার্ত্তিক মাসীয় আয় ব্যয় বিবরণ।

আয়

দানপ্রাপ্ত	৭৷৷/১০
ব্রাহ্মধর্ম্ম পুস্তক বিক্রয়	৷৷০
গত মাসের স্থিত	৩২৭ ৵৫
	৩৩৫৷১৫

ব্যয়

কর্ম্মচারিগণের বেতন	২৭ ৵ ৫
বিবিধ ব্যয়	২৪৷৷/১৫
	৫৬৷৵৫

স্থিত

নগদ	২৭৮৷৵১০
তদতিরিক্ত কম্পানির কাগজ.....	৫০০

দান প্রাপ্তির বিবরণ

শ্রীযুক্ত রাজারাম মুখোপাধ্যায়	২
শ্রীযুক্ত নীলমাধব মিত্র	২
দানাধারে প্রাপ্ত	৩৷৷/১০
	৭৷৷/১০

১ অগ্রহায়ণ শোমবার সম্বৎ ১৯০৯। কলিগতাব্দঃ ৪৯৫৩।

শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ দত্ত।
৮৯ নং মসজিদবাড়ী ষ্ট্রীট. কলিকাতা।

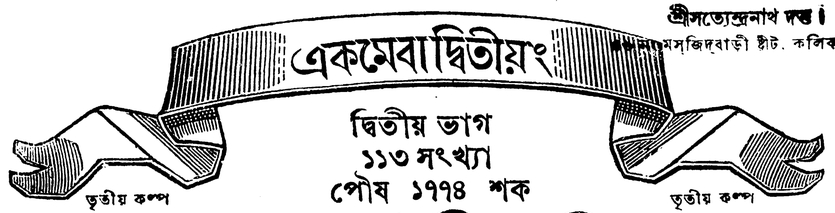

দ্বিতীয় ভাগ
১১৩ সংখ্যা
পৌষ ১৭৭৪ শক

তত্ত্ববোধিনীপত্রিকা

অপরা ঋগ্বেদোযজুর্ব্বেদঃ সামবেদোথর্ব্ববেদঃ শিক্ষা কল্পোব্যাকরণং নিরুক্তং ছন্দোজ্যোতিষমিতি। অথ পরা যযা তদক্ষরমধিগম্যতে ॥

তস্মিন্ প্রীতিস্তস্য প্রিয়কার্য্যসাধনঞ্চ তদুপাসনমেব।

ধর্ম্মনীতি

১১২ সংখ্যক পত্রিকার ৮৯ পৃষ্ঠার পর

বাল্য-বিবাহের ন্যায় বার্দ্ধক্য-বিবাহও এক বিষম পাপ। শরীর ও মনের পূর্ণাবস্থা প্রাপ্ত না হইতে হইতে সন্তান উৎপাদন করিলে, সে সন্তান যেমন বলবান্ ও বীর্য্যবান্ হয় না, সেইরূপ বৃদ্ধ কালের সন্তানও সবল ও সতেজ প্রকৃতি প্রাপ্ত হয় না। অতি পুরাতন জীর্ণ বীজ বপন করিলে, তাহা মূলেই অঙ্কুরিত হয় না, যদি অঙ্কুরিত হয়, তবে তাহা হইতে কদাপি বহু শস্যোৎপাদক সতেজ বৃক্ষ উৎপন্ন হয় না। সেইরূপ, প্রাচীনাবস্থায় উদ্বাহ বন্ধনে বদ্ধ হইলে নিঃসন্তান হইতে হয়, যদি বা সন্তান জন্মে, সেও ক্ষীণজীবি জীর্ণ দেহ প্রাপ্ত হইয়া কোনক্রমে কষ্টসৃষ্টে দিন যাপন করে, অথবা অল্প কালে কালগ্রাসে পতিত হইয়া অপরাধি পিতা মাতাকে শোকাকুল করিয়া যায়। সচরাচর এরূপ ঘটনাও ঘটিয়া থাকে, যে জরাগ্রস্ত জনক জননী সন্তানের বিদ্যা শিক্ষা, কর্ম্মদক্ষতা ও জীবিকা নির্দ্ধারণ না হইতে হইতেই মৃত্যু-মুখে প্রবেশ করিয়া তাহাকে অনাথ করিয়া যান। অতএব, যে সময়ে শরীর সবল ও মনের বৃত্তি সমুদায় তেজস্বিনী থাকে, তদ্ভিন্ন অন্য সময়ে বিবাহ করা কর্ত্তব্য নহে। স্ত্রী পুরুষ উভয়ের মধ্যে এক জন প্রাচীন হইলেও এই সমস্ত শান্তি ঘটনার সম্ভাবনা থাকে। যে সকল দেশে স্ত্রী জাতির পুনঃ সংস্কারের প্রথা প্রচলিত আছে, তথায় সচরাচর এ প্রকার ঘটে, যে যে যুবতী স্ত্রী বৃদ্ধ পতির সহবাসে অবস্থিতি করিয়া বন্ধ্যা হইয়া থাকে, সেই স্ত্রীই পরে অন্য অল্প-বয়স্ক ব্যক্তির পাণি গ্রহণ করিয়া সন্তান উৎপাদন করে।

ভর্ত্তা ও ভার্য্যা উভয়ের মধ্যে এক জন জরাগ্রস্ত ও অন্য জন যৌবনাবস্থ হইলে, যে তাহারদের পরস্পর সম্প্রীতি সঞ্চারের তাদৃশ সম্ভাবনা থাকে না, এবিষয় পূর্ব্বেই উল্লিখিত হইয়াছে। তরুণ-বয়স্ক পতি প্রাচীনা ভার্য্যাতে, অথবা তরুণী ভার্য্যা বৃদ্ধ পতিতে পরিতৃপ্ত না হইয়া অসন্তোষ প্রকাশ ও ব্যভিচার দোষ অবলম্বন করে, এবং তদ্দ্বারা দ্বেষ ও ঈর্ষানল প্রজ্বলিত হইয়া উভয়কে জ্বালাতন করিতে থাকে।

কন্যা পাত্রের বয়ঃক্রমের বিষয় বিবেচনা করা যে কর্ত্তব্য, নানা দেশীয় প্রাচীন পণ্ডিতেরা এ নিয়ম সম্পূর্ণ বা অসম্পূর্ণ রূপে অবগত ছিলেন, এবং তদনুযায়ি ব্যবস্থাও দিয়াছিলেন। লাইকর্গস্ নামক গ্রীশ দেশীয় ব্যবস্থাপক এইরূপ নিয়ম করেন, যে পুরুষের ৩৭ বৎসর বয়ঃক্রমের, এবং স্ত্রী

লোকের ১৭ বৎসর বয়ঃক্রমের পূর্ব্বে বিবাহ করা বিধেয় নহে। এরিষ্টটল্ নামক প্রসিদ্ধ পণ্ডিত এই বিধান করেন, যে স্ত্রীলোকের অষ্টাদশ বর্ষ বয়ঃক্রম না হইলে বিবাহ হওয়া উচিত নহে। প্লেটো এই প্রকার ব্যবস্থা দেন, যে পুরুষের পক্ষে ৩০ অবধি ৫৫ বৎসর পর্য্যন্ত, এবং স্ত্রীলোকের পক্ষে ২০ অবধি ৪০ বৎসর পর্য্যন্ত সন্তানোৎপাদনের নিরূপিত কাল *। আগষ্টস্ নামক রোমীয় সম্রাটের রাজত্ব কালে রোমীয় জাতির মধ্যে পুরুষেরা ৬০ বৎসর ও স্ত্রীরা ৫০ বৎসর অপেক্ষায় অধিক বয়স্ক হইলে বিবাহ করিতে পারিত না। ভারতবর্ষ-প্রচলিত মনুসংহিতার মতে পরমায়ুর প্রথম ভাগ বিদ্যা শিক্ষায় ক্ষেপণ করিবেক, দ্বিতীয় ভাগে দার পরিগ্রহ পূর্ব্বক গার্হস্থ্য ধর্ম্ম পালন করিবেক, পরে জরাগ্রস্ত হইলে গৃহ কর্ম্ম পরিত্যাগ পূর্ব্বক নির্জ্জন বন-বাস অবলম্বন করিবেক ¶। অধুনাতন পণ্ডিতদিগের মধ্যে ডাক্তর হিউফ্‌লণ্ড কহেন, স্ত্রীলোকের পক্ষে অষ্টাদশ বৎসর এবং পুরুষের পক্ষে চতুর্বিংশ অথবা পঞ্চবিংশ বৎসর বিবাহের মুখ্য কাল। তদপেক্ষা অল্প বয়স্ক ব্যক্তিদিগের গার্হস্থ্য ধর্ম্ম পালনে সক্ষম হওয়া সুকঠিন তাহার সন্দেহ নাই।

সকল দেশ ও সকল ব্যক্তির পক্ষেই যে ঠিক এক রূপ নিয়ম নিরূপিত থাকে, ইহা আমারদের উদ্দেশ্য নহে। সকল দেশীয় সকল ব্যক্তির শরীরের পূর্ণাবস্থা এক সময়ে সম্পন্ন হয় না এবং সকলের সন্তানোৎপাদিকা শক্তিও এক সময়ে উৎপন্ন ও এক সময়ে নষ্ট হয় না। আমারদের দেশের ন্যায় উষ্ণ দেশীয় অবলাদিগের ১০। ১১ বৎসর বয়সেই সন্তানোৎপাদিকা শক্তি সঞ্চারিত হইতে পারে। রুষ, নারোয়ে, আইস্‌লণ্ড প্রভৃতি শীতপ্রধান দেশীয় অনেকানেক স্ত্রীলোকের ১৮, ১৯ এবং ২০ বৎসর বয়ঃক্রম না হইলে সন্তানোৎপাদিকা শক্তি উৎপন্ন হয় না। সচরাচর পুরুষের বয়ঃক্রম ৬০। ৬৫ বৎসরের অধিক হইলে আর তাহার সন্তানোৎপাদিকা শক্তি থাকে না, কিন্তু টামস্‌পার ১২০ বৎসর বয়ঃক্রমে বিবাহ এবং ১৪০ বৎসর বয়ঃক্রমেও স্ত্রী-সহযোগ করিয়াছিলেন। লঙ্গ্‌বিল্ নামে এক ফরাশিশ ৯৯ বৎসর বয়সে দার পরিগ্রহ করিয়া ১০২ বৎসরের সময়ে সন্তান উৎপাদন করিয়াছিলেন। প্রায় পঞ্চাশৎ বৎসরের মধ্যে স্ত্রীলোকের স্ত্রীধর্ম্ম রহিত হইয়া থাকে, কিন্তু প্লিনি লিখিয়াছেন, কর্নিলিয়া নামে এক স্ত্রীর ৬২ বৎসর বয়সে সন্তান জন্মিয়াছিল। বেলেস্কস্ নামে এক জন চিকিৎসক ৬৭ বর্ষ বয়স্কা এক স্ত্রীর প্রসব বেদনার সময়ে চিকিৎসা করিয়াছিলেন। ডাক্তর হেলর্ দুই স্ত্রীর বৃত্তান্ত লেখেন; একজন ৬৩ আর এক জন ৭০ বৎসরের সময়ে সন্তান প্রসব করিয়াছিল *। অতএব সকল দেশীয় সকল ব্যক্তির শারীরিক প্রকৃতি এক রূপ নহে, সুতরাং সকল দেশীয় সকল ব্যক্তির পক্ষে ঠিক একরূপ ব্যবস্থা নির্দ্ধারণ করা সঙ্গত হয় না। কিন্তু সকলেরই এই অশেষ শুভ দায়ক অখণ্ড নিয়ম প্রতিপালন করা কর্ত্তব্য, যে শারীরিক প্রকৃতির পূর্ণাবস্থা না হইলে, এবং জরাবস্থা অথবা জরাবস্থার কাল নিকটবর্ত্তী হইলে, উদ্বাহ-সূত্রে সংযুক্ত হওয়া কোন রূপেই শ্রেয়স্কর নহে।

পিতৃকুল, মাতৃকুল অথবা তত্তৎ কুলের কোন শাখা প্রশাখা হইতে কন্যা ও পাত্র গ্রহণ করা কর্ত্তব্য নহে। এই নিয়ম সর্ব্বত্রব্যাপী। এই প্রকার কুলসম্বন্ধ পশুদিগের পরস্পর সহযোগে

* প্লেটো যে সময় নিরূপণ করিয়াছেন, তাহা সন্তানোৎপাদনের উত্তম কাল বটে, কিন্তু স্ত্রীলোকের বয়ঃক্রম ৪০ বৎসর অতীত হইলেও সুলক্ষণ সম্পন্ন বলিষ্ঠ সন্তান উৎপন্ন হইতে পারে তাহার সন্দেহ নাই।

¶ চতুর্থমায়ুষোভাগমুষিত্বাদ্যং গুরৌ দ্বিজঃ।
দ্বিতীয়মায়ুষোভাগং কৃতদারোগৃহে বসেৎ ॥
চতুর্থাধ্যায় ১ শ্লোক॥
গৃহস্থস্তু যদা পশ্যেদ্বলী পলিতমাত্মনঃ।
অপত্যস্যৈব চাপত্যং তদারণ্যং সমাশ্রয়েৎ ॥
ষষ্ঠাধ্যায় ২ শ্লোক।

* The Philosophy of Marriage by Michael Ryan Chap. II.

শাবক উৎপন্ন হইতে থাকিলে, যে, বংশে বংশে তাহারদের হীনতা প্রাপ্তি হইতে থাকে, এক্ষণে প্রায় সকলেই তাহা স্বীকার করেন। এক ভূমিতে উপর্য্যুপরি এক প্রকার শস্য বপন করিলে, তদুৎপন্ন শস্য ক্রমে ক্রমে অপকৃষ্ট হইয়া আইসে। মনুষ্যের বিষয়েও এ নিয়মের কিছুমাত্র অন্যথা নাই। পরস্পর কুলসম্বন্ধ ব্যক্তিরা বিবাহ-সূত্রে সংযুক্ত হইয়া যে সমস্ত সন্তান উৎপাদন করেন, তাহারা সর্ব্বাংশে অশক্ত ও নির্বীর্য্য হইতে থাকে, এবং ক্রমে ক্রমে তাহারদের বংশ লোপ হইবার উপক্রম হয়। "স্পেন রাজ্যের রাজবংশীয় অনেকানেক ব্যক্তি ভাগিনেয়ী ও ভ্রাতুষ্কন্যাকে বিবাহ করিয়া অতি হীন হইয়াছেন, এবং এই গুরুতর দোষে অত্রত্য ও পোর্তুগিশ ধনাঢ্য লোকদিগের বংশে অনেক জড়েরও উৎপত্তি হইয়াছে।" তাঁহারা আপনারদের পরম গুরু পোপের নিকট এ বিষয়ের অনুমতি গ্রহণ করিয়া আপনারদিগকে নির্দ্দোষ বোধ করেন, কিন্তু যে কর্ম্ম পরম ন্যায়বান্ পরমেশ্বরের নিয়মানুসারে অবৈধ, মনুষ্যের মনঃকল্পিত ব্যবস্থা তাহার বৈধতা সম্পাদন করিতে পারে না। তাহার অনুষ্ঠান করিলে অবশ্যই সমুচিত প্রতিফল প্রাপ্ত হইতে হয়।

কেহ কেহ কহেন, স্কটলণ্ড দেশে পরস্পর কুলসম্বন্ধ স্ত্রীপুরুষের সহযোগে সুস্থ ও বলিষ্ঠ সন্তানও উৎপন্ন হইতে দেখা গিয়াছে। কিন্তু অনুসন্ধান করিয়া দেখিলে জানা যায়, যে যে স্থলে পিতা মাতা উভয়ের অত্যুৎকৃষ্ট বলিষ্ঠ শরীর থাকে, সেই স্থলেই এই প্রকার ঘটনা ঘটে। যদি পুত্র পৌত্র দৌহিত্রাদি ক্রমে বংশে বংশে এইরূপ অত্যাচার হইতে থাকে, তবে এ প্রকার বলিষ্ঠ ব্যক্তিদিগের বংশও ক্রমে ক্রমে হীন হইয়া যায় তাহার সন্দেহ নাই।

ভূমণ্ডলস্থ নানা জাতীয় পণ্ডিতেরা এ নিয়ম কিছু কিছু অবগত হইয়া তদনুযায়ি ব্যবস্থা করিয়া গিয়াছেন। রোমীয় লোকের মধ্যে ভগিনী বা ভ্রাতার বংশে বিবাহ করিবার নিষেধ ছিল। এথেন্‌স নগরে এইরূপ নিয়ম নিরূপিত ছিল, যে বৈমাত্র ভ্রাতা ও ভগিনীর পাণিগ্রহণ করা বিধেয় নহে। কালডিয়া দেশেও এই রীতি প্রচলিত ছিল বোধ হয়। কিন্তু এ বিষয়ে ভারতবর্ষীয় শাস্ত্রকারেরা ও ব্যবস্থাদায়কেরা যে প্রকার ব্যবস্থা করিয়া রাখিয়াছেন, তাহা সর্ব্বাপেক্ষা উৎকৃষ্ট। তাঁহারা এইরূপ মীমাংসা করিয়া গিয়াছেন, যে উদ্বাহ বিষয়ে পিতৃ পিতামহাদি ঊর্দ্ধতন সপ্ত পুরুষের প্রত্যেকের পরম্পরাগত সপ্তম সন্ততি পর্য্যন্ত, মাতামহ প্রমাতামহ প্রভৃতি ঊর্দ্ধতন পঞ্চপুরুষের প্রত্যেকের পরম্পরাগত পঞ্চমসন্ততি পর্য্যন্ত, পিতৃবন্ধু* প্রভৃতির পরম্পরাগত সপ্তম সন্ততি ও মাতৃবন্ধু¶ প্রভৃতির পরম্পরাগত পঞ্চম সন্ততি পর্য্যন্ত পরিত্যাগ করিবেক।

আমারদিগের দেশে উদ্বাহ বিষয়ে যত গুলি নিয়ম প্রচলিত আছে, তন্মধ্যে কেবল এই নিয়মটি যথার্থ প্রামাণিক ও মঙ্গলদায়ক। এক্ষণে এতদ্দেশীয় প্রচলিত ধর্ম্মে লোকের অশ্রদ্ধা জন্মিয়া হিন্দু শাস্ত্র-সিদ্ধ রীতি নীতি সমুদায় পরিবর্ত্ত হইবার উপক্রম হইতেছে। অতএব যাহাতে সুরীতির পরিবর্ত্তে কুরীতি সংস্থাপিত না হয়, সে বিষয়ে সকলেরই সম্পূর্ণ দৃষ্টি রাখা উচিত। আমারদের মধ্যে অনেকের কেমন কুসংস্কার জন্মিয়াছে, যে আমরা সদসৎ বিবেচনা না করিয়া অন্য জাতির ব্যবহার অনুকরণ করিতে প্রবৃত্ত হই। পূর্ব্বোক্ত উদ্বাহ বিষয়ের ব্যবস্থা প্রশংসনীয় ও শুভদায়ক, অতএব তাহা বলবৎ রাখিতে যত্নবান্ থাকা উচিত। পরন্তু তাহার প্রকৃত মূল অন্বেষণ ও ফলাফল পরিজ্ঞান পূর্ব্বক আরও পরিশোধন করা কর্ত্তব্য। পরম মঙ্গলালয় পরমেশ্বর আমারদের শারীরিক ও মানসিক প্রকৃতিতে যে নিয়ম মুদ্রিত করিয়া দিয়াছেন, উহা তাহার অনুবাদ স্বরূপ। তিনি এই অমোঘ আজ্ঞা প্রচার করিয়া রাখিয়াছেন, যে পরস্পর-কুল-সম্বন্ধ ব্যক্তিদিগের উদ্বাহ-সূত্রে সংযুক্ত হওয়া উচিত নহে। তন্মধ্যে যে

* পিতামহের ভাগিনেয়, পিতামহীর ভাগিনেয়, পিতার মাতুল পুত্র এই তিন জনকে পিতৃবন্ধু বলে।

¶ মাতামহীর ভাগিনেয়, মাতার পিতৃষ্বসার পুত্র, মাতার মাতুল পুত্র এই তিন জনকে মাতৃবন্ধু বলে।

ব্যক্তি যত নিকট-সম্পর্কীয় কন্যার পাণি গ্রহণ করে, তাহার সন্তানদিগকে তত গুরুতর শাস্তি ভোগ করিতে হয়, এবং যে ব্যক্তি যত দুর-সম্পর্কীয় কন্যাকে বিবাহ করে, তাহার সন্তানেরা তত লঘুতর দণ্ড প্রাপ্ত হয়।

উপাসক-সম্প্রদায়

জৈন

জৈন সম্প্রদায় অতি বৃহৎ এবং তাহারদের সাম্প্রদায়িক গ্রন্থও বিস্তর। জৈন ধর্ম্মের সবিশেষ বিবরণ করিতে হইলে, এক খানি স্বতন্ত্র পুস্তক লিখিতে হয়। এস্থলে তাহার স্থূল স্থূল তাৎপর্য্য প্রকাশ করিতে আরম্ভ করা যাইতেছে।

হিন্দুদিগের সহিত জৈনদিগের বিশেষ বিভিন্নতা এই যে, তাহারা বেদকে শাস্ত্র স্বরূপ স্বীকার করে না, সুতরাং তদুক্ত ক্রিয়া কলাপেরও অনুষ্ঠান করে না। তাহারা অহিংসাকে সর্ব্বাপেক্ষা প্রধান ধর্ম্ম বলিয়া নির্দ্দেশ করে। বেদোক্ত যজ্ঞ বিশেষে পশু হিংসার বিধি আছে, এবং কত কত কীট পতঙ্গ হোমাগ্নিতে পতিত হইয়া দগ্ধ হয়, এ নিমিত্ত তাহারা বেদের প্রতি অত্যন্ত অশ্রদ্ধা প্রকাশ করিয়া থাকে। কিন্তু জৈন শাস্ত্রের সহিত বেদের যে যে অংশে ঐক্য আছে, তাহা গ্রাহ্য করে, এবং তদন্তর্গত বচন সমুদায়ও প্রমাণ স্বরূপে উদ্ধৃত করে। তাহারা জগতের সৃজন পালন সংহার কারণ কোন স্বতন্ত্র নিত্য পদার্থ স্বীকার করে না। এই জগৎকেই অনাদি নিত্য বস্তু এবং হিন্দু শাস্ত্রোক্ত ইন্দ্রাদি দেবগণকে উৎকৃষ্ট জীব বলিয়া অঙ্গীকার করে। কিন্তু তাহারদের এইরূপ বিশ্বাস আছে, যে কতিপয় মনুষ্য তপঃকাষ্ঠা ও ইন্দ্রিয় সংযমাদি দ্বারা দেবতাদিগের অপেক্ষায় শ্রেষ্ঠ পদ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন; তাঁহারাই উপাস্য ও শ্রদ্ধাস্পদ। তাঁহারদের নাম তীর্থঙ্কর ও জিন। প্রতি যুগে চব্বিশ জন করিয়া তীর্থঙ্কর হইয়া থাকে। হিন্দুস্থানের জৈনেরা বর্ত্তমান যুগের এয়োবিংশ ও চতুর্ব্বিংশ তীর্থঙ্কর পার্শ্বনাথ ও মহাবীরকে বিশিষ্টরূপ মান্য করিয়া থাকে। বর্ত্তমান যুগের তীর্থঙ্করদিগের নাম পশ্চাৎ উদ্ধৃত হইতেছে।

১ .....ঋষভ*	১৩ ....বিমল
২ .....অজিত	১৪.....অনন্তজিৎ†
৩ .....সম্ভব	১৫.....ধর্ম্ম
৪ .....অভিনন্দন	১৬.....শান্তি
৫ .....সুমতি	১৭.....কুন্থু
৬ .....পদ্মপ্রভ	১৮.....অর
৭ .....সুপার্শ্ব	১৯.....মল্লি
৮ .....চন্দ্রপ্রভ	২০.....মুনিসুব্রত‡
৯ .....পুষ্পদন্ত¶	২১.....নমি
১০.....শীতল	২২ ....নেমি
১১.....শ্রেয়ান্	২৩.....পার্শ্বনাথ††
১২.....বাসুপূজ্য	২৪ ....বর্দ্ধমান**

যেরূপ অন্যান্য সম্প্রদায়ি লোকেরা আপন আপন উপাস্য দেবতা ও গুরুদিগের অদ্ভুত কীর্ত্তি কল্পনা করিয়া থাকে, সেই রূপ জৈনদিগের শাস্ত্রে এই সমস্ত তীর্থঙ্করের অলৌকিক মহিমা ও আশ্চর্য্য আশ্চর্য্য গুণ বর্ণিত আছে। তাঁহারা জরা-মরণ-বিহীন ও সুখোপপাদন-বিবর্জ্জিত; তাহারদের শরীর অপূর্ব্ব শোভাযুক্ত ও আশ্চর্য্য সৌরভান্বিত; তাঁহারদের মস্তকের পশ্চাদ্ভাগ সূর্য্যবিম্ব অপেক্ষায় উজ্জ্বল ছটায় পরিবেষ্টিত; তাঁহারদের বাক্য বহু দুর হইতে শ্রবণ করা যায় এবং দেব, মনুষ্য, পশু সকলেই বুঝিতে পারে; তাঁহারা আপনার চতুঃপার্শ্বে অপেক্ষাকৃত অল্প স্থানে কোটি কোটি দেব, মনুষ্য, পশু সংগ্রহ করিতে পারেন; যে স্থানে তাঁহারা গমন করেন, তথা হইতে রোগ, মরক, যুদ্ধ, শত্রুতা, অতিবৃষ্টি ও অনাবৃষ্টি অন্তর্হিত হইয়া যায়; তাঁহারদের নিমিত্তে স্বর্গ হইতে পুষ্প ও সুগন্ধ বর্ষণ হয়, দুন্দুভি ধ্বনি হইতে থাকে এবং ইন্দ্রাদি দেবগণ তাঁহারদের পরিচারণা করিয়া থাকেন। এই

* কোন কোন স্থানে ইহাঁর নাম বৃষভ বলিয়া লিখিত আছে।

¶ ইহাঁর আর এক নাম সুবিধি।

† ইহাঁকে কেবল "অনন্ত"ও বলে।

‡ কোন কোন স্থানে ইহাঁর নাম কেবল "সুব্রত" বা কেবল "মুনি" বলিয়া লিখিত আছে।

†† ইহাঁকে কেবল "পার্শ্ব"ও বলে।

** ইহাঁরই আর এক নাম মহাবীর।

সমস্ত গুণকে "অতিশয়" বলে; কারণ তাহা মানব স্বভাবের অতীত। জৈন শাস্ত্রকারেরা তীর্থঙ্করদিগের এইরূপ ছত্রিশ অতিশয়ের বৃত্তান্ত লিখিয়াছেন।

এই সমস্ত তীর্থঙ্করের চরিত্রাদি বিষয়ে পরস্পর সম্পূর্ণ সাদৃশ্য আছে। তাঁহারা সকলেই পুনঃ পুনঃ জন্ম গ্রহণ করিয়াছেন, নানা প্রকার স্বভাব ধারণ করিয়া অশেষ বিধ অদ্ভুত কার্য্য সাধন করিয়াছেন এবং ইন্দ্রিয় সংযম ও তপঃকাষ্ঠাদি কষ্টসাধ্য সাধন দ্বারা তীর্থঙ্কর পদ প্রাপ্ত হইয়াছেন। কিন্তু তাঁহারদের শরীরের দৈর্ঘ্য, বর্ণ, ও পরমায়ু বিষয়ে বিস্তর বিভিন্নতা আছে। দুই জন রক্তবর্ণ; দুই জন শ্বেতবর্ণ; দুই জন নীলবর্ণ, দুই জন কৃষ্ণবর্ণ, কেহ কেহ পীতবর্ণ, কেহ কেহ পিঙ্গল বর্ণ। অবশিষ্ট দুই বিষয় অর্থাৎ দেহের দীর্ঘতা ও পরমায়ুর সংখ্যা ঋষভ নামক প্রথম জিন হইতে মহাবীর নামক শেষ জিন পর্য্যন্ত ক্রমে ক্রমে হ্রাস হইয়া আসিয়াছে। ঋষভ ৫০০ ধনু দীর্ঘ এবং ৮৪০০০০০ বৎসর জীবিত ছিলেন। তৎপরে অন্যান্য জিনের শরীরের পরিমাণ ও আয়ুর সংখ্যা ক্রমে ক্রমে হ্রাস হইয়া, মহাবীর অন্যান্য সামান্য মনুষ্যের ন্যায় খর্ব্ব দেহ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন এবং চল্লিশ বৎসরের অনধিক কাল ভূমণ্ডলে আবির্ভূত ছিলেন। কলিকাতা নগরস্থ জৈনেরা যে পার্শ্বনাথ দেবের পূজা ও সময় বিশেষে উৎসবাদি করিয়া থাকে, তাহা অপর সাধারণ সকলেরই বিদিত আছে। পার্শ্বনাথ বর্ত্তমান যুগের এয়োবিংশ তীর্থঙ্কর। তাঁহার জীবন-চরিত যে রূপ লিখিত আছে, তাহা সংক্ষেপ করিয়া পশ্চাৎ প্রকাশ করা যাইতেছে। তাহা পাঠ করিয়া দেখিলে জৈনদিগের পরমারাধ্য তীর্থঙ্করদিগের প্রকৃতি, চরিত্র ও ভাব ভক্তির বিষয় অনেক জানা যাইতে পারে।

পার্শ্বনাথ চরিত

পোতন্পুর নগরে অরিবিন্দ নামে এক ভূপতি বাস করিতেন। কমিত ও মরভূতি নামে তাঁহার দুই পুরোহিত ছিলেন। তাঁহারা দুই সহোদর; কমিত জ্যেষ্ঠ এবং মরভূতি কনিষ্ঠ। কমিত ভ্রাতৃভার্য্যা বসুন্ধরার অসামান্য রূপ লাবণ্য দর্শনে বিমুগ্ধ হওয়াতে, মরভূতি দুঃখিত ও ক্রোধান্বিত অন্তঃকরণে নৃপতি সমীপে আবেদন করিলেন। নৃপতি আদ্যোপান্ত সমস্ত শ্রবণ করিয়া কমিতকে নগরের বহির্ভূত করিয়া দিলেন। তাহাতে, কমিত ক্রোধভরে বৈর সাধন সঙ্কল্প করিয়া নগরের বহির্দ্দিকে এক প্রকাণ্ড প্রস্তর হস্তে দণ্ডায়মান থাকিল। ভ্রাতা তপস্যায় নিরত আছেন এই বিবেচনা করিয়া, মরভূতি এক দিবস তাঁহার সাক্ষাৎকার লাভার্থে গমন করিলেন, এবং যেমন তাঁহার চরণ চুম্বন করণার্থে নিকটবর্ত্তী হইবেন এই অবসরে, কমিত হস্ত-স্থিত প্রস্তর প্রক্ষেপ করিয়া তাঁহার প্রাণ সংহার করিলেক।

এইরূপে কমিত জন্মে জন্মে মরভূতির উপর অত্যাচার করিতে লাগিল। মরভূতি যখন যে স্থানে গিয়া জন্ম গ্রহণ করেন, কমিতও পশ্বাদি যোনি গ্রহণ পূর্ব্বক সেই স্থানে তাঁহাকে নষ্ট করে।

এইরূপে বহু জন্ম অতীত হইলে পর, কমিত ব্রাহ্মণবালক নাম ধারণ করিলেন। এ অবস্থায় তিনি "তপস্যা ব্যতিরেকে খ্যাতি লাভের উপায় নাই" ইহা বিবেচনা করিয়া পঞ্চাগ্নি তপস্যা আরম্ভ করিলেন। মরভূতিও তৎকালে স্বর্গ পরিত্যাগ করিয়া জম্বুদ্বীপে সূর্য্যবংশোদ্ভব আশুসেন নামক ভূপতির ঔরসে বামারাণীর গর্ভে জন্ম গ্রহণ করেন। এক দিবস রাজমহিষী নিদ্রাবস্থায় থাকিয়া এক অদ্ভুত স্বপ্ন দেখিতে দেখিতে নিদ্রা ভঙ্গ হইয়া দেখিলেন, এক্‌টা সর্প তাঁহার পার্শ্বদেশ বেষ্টন করিয়া রহিয়াছে। সেই কালে তাঁহার গর্ভ সঞ্চার হইয়া দশম মাস পূর্ণ হইলে, সর্প চিহ্ন-বিশিষ্ট এক পরম সুন্দর নবকুমার ভূমিষ্ঠ হইল। সর্প রাজপত্নীর পার্শ্বদেশ পরিবেষ্টন করিয়াছিল, এই নিমিত্ত সেই কুমারের নাম পার্শ্বনাথ হইল। দেবগণ ও নরগণ পার্শ্বনাথের জন্ম-বৃত্তান্ত অবগত হইয়া অপরিসীম আনন্দ প্রকাশ করিতে লাগিলেন, এবং সকলেই তাঁহাকে কোন দেবাবতার বলিয়া অঙ্গীকার করিলেন।

যখন পার্শ্বনাথ অতিবালক, তখন এক দিবস বামারাণী তাঁহাকে সমভিব্যাহারে

লইয়া পূর্ব্বোক্ত কমিতানুষ্ঠিত পঞ্চাগ্নি দর্শন করিতে গিয়াছিলেন। পার্শ্বনাথ মাতাকে কহিয়াছিলেন, এ ক্রিয়ায় কোন ফল নাই, তথাপি মাতৃ-বাক্য অবহেলন করিতে না পারিয়া তাঁহার সঙ্গে তপস্যাক্ষেত্রে গমন করিলেন। তথায় উপনীত হইয়া দেখিলেন, দুটি সর্প পঞ্চাগ্নির অগ্নিতে পতিত হইয়া প্রাণত্যাগ করিতেছে। ভূতবৎসল ভগবান্ অদ্ভুত ঐশী শক্তি প্রভাবে তাহারদিগকে রক্ষা করিলেন এবং কমিতকে তিরস্কার করিয়া কহিলেন; দয়া-বিরুদ্ধ যত ধর্ম্ম, সমুদায়ই মিথ্যা; মেরু পর্ব্বত ও বালুকা কণায় যত বিশেষ, দয়া ধর্ম্মে ও অদয়াধর্ম্মে তত বিশেষ। পার্শ্বনাথ কমিতকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, "তোমার পঞ্চাগ্নির কাষ্ঠ মধ্যে দুটি সর্প প্রচ্ছন্ন আছে, বাহির করিয়া দাও"। তপস্বী তাঁহার বাক্যে বিশ্বাস না গিয়া ক্রোধভরে কহিলেন, "এসকল বিষয় অবগত হওয়া রাজপুত্রের কর্ম্ম নহে।" পরম কৃপালু পার্শ্বনাথ তাঁহার কথা শ্রবণ মাত্র এক কাষ্ঠ [illegible] ভগ্ন করিয়া ফেলিলেন, এবং তাহা হইতে সর্প দ্বয় বহির্গত হইয়া তাঁহার সমীপে আগমন পূর্ব্বক তাঁহাকে পূজা করিলেক। যাবতীয় লোকে জৈন ধর্ম্মের প্রশংসা করিতে লাগিল, এবং কমিত লজ্জিত হইয়া সেস্থান হইতে প্রস্থান করিল।

গৃহ প্রত্যাগমন কালে জাহ্নবী-গর্ভে পার্শ্বনাথের পাদস্পর্শ হইল, এবং তৎক্ষণাৎ জাহ্নবীর সমস্ত সঞ্চিত পাপ নষ্ট হইল।

তিনি কুশস্থলপুর-নিবাসী বাসেনজিৎ নামক ভূপতির পরম সুন্দরী কন্যা প্রভাবত কে বিবাহ করিয়াছিলেন। কিন্তু অবিলম্বেই গার্হস্থ্যাশ্রম পরিত্যাগ পূর্ব্বক তপস্যারম্ভ করিবার সঙ্কল্প করিলেন, এবং অলঙ্কার সমুদায় পরিত্যাগ ও দীন দুঃখিদিগকে সমস্ত সম্পত্তি বিতরণ পূর্ব্বক বন প্রস্থান করিয়া এক অশোক বৃক্ষতলে উপবিষ্ট হইলেন, ও মস্তকের কেশ সমুদায় আলুলায়িত করিয়া পাঁচ মুষ্টি ছিন্ন করিয়া ফেলিলেন। অনন্তর তিন দিবস নিরম্বু উপবাসী থাকিয়া বাহ্য-জ্ঞান-শূন্য হইয়া তপস্যা করিতে লাগিলেন। ত্রিদিবাধিপতি ইন্দ্র তাঁহার বস্ত্র হরণ করিয়াছিলেন; তাহাও তিনি জানিতে পারেন নাই। তিনি ৮৩ দিবস এ রূপ জ্ঞান-রহিত ছিলেন, যে সকলে অনুমান করিয়াছিল, তিনি আর বাঁচিবেন না। দেবতা, মনুষ্য ও পশুপক্ষ্যাদি ইতর জন্তু সমুদায় তদর্থে শোকাকুল হইয়া তাঁহার চতুঃপার্শ্বে সমাগত হইল। কিন্তু কি আশ্চর্য্য! তাঁহার সন্নিধান গুণেই তাহারা জাতিস্মর হইয়া পূর্ব্ব জন্মের সমস্ত বৃত্তান্ত স্মরণ করিতে সমর্থ হইল।

ইত্যবসরে পার্শ্বনাথের পূর্ব্ব বৈরী কমিত তপস্যা বলে দেবত্ব প্রাপ্ত হইয়া মেঘকুমার নাম ধারণ করিয়াছিলেন। তিনি পার্শ্বনাথকে তপস্যারূঢ় দেখিয়া প্রকাণ্ড-কায় রাক্ষস রূপ ধারণ পূর্ব্বক তাঁহাকে নানা প্রকার বিভীষিকা প্রদর্শন করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। পার্শ্বনাথ তাহাতেও ভীত হইলেন না দেখিয়া, মেঘকুমার তাঁহার উপর বৃষ্টি ও বজ্র নিক্ষেপ করিলেন। পার্শ্বনাথের চিবুক পর্য্যন্ত সর্ব্বাঙ্গ জলমগ্ন হইল, এবং ধরণীধর-ধাম রসাতলও কম্পিত হইয়া উঠিল। পূর্ব্বে পার্শ্বনাথ যে দুই সর্পের প্রাণ রক্ষা করিয়াছিলেন, তাহারা ধরণীধর ও পদ্মাবতী নামে পাতালে বাস করিতেছিল। তাহারা কুটিল-স্বভাব মেঘকুমারের বৈরাচরণ জানিতে পারিয়া পৃথিবীতে উপনীত হইয়া পার্শ্বনাথের মস্তক আচ্ছাদিত করিয়া রহিল। বিশেষতঃ, তদীয় পাদপদ্মাভিলাষিণী পদ্মাবতী তাঁহার পদ দ্বয় উত্তোলিত করিয়া ধরাতে, বৃষ্টিজল তাঁহার মধ্যদেশের ঊর্দ্ধে আর উত্থিত হইতে পারিল না। তখন মেঘকুমার আপনাকে পরাস্ত মানিয়া পতিতপাবন পার্শ্বনাথের সম্মুখে পতিত হইয়া উচ্চৈঃস্বরে জয়ধ্বনি করিতে লাগিলেন। তৎপরেও তিন দিন পর্য্যন্ত পূর্ব্বোক্ত ধরণীধর সর্প, সেব নামক নগরীতে অবস্থিতি করিয়া পার্শ্বনাথের মস্তক আচ্ছাদিত করিয়া থাকিল। এই কারণে সে স্থানকে অহিচ্ছত্র বলে।

পার্শ্বনাথ এই প্রকার বিস্তর ক্লেশ ও নিগ্রহ স্বীকার পূর্ব্বক অনশন ও তপস্যা দ্বারা পরম পদ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। তিনি বহু বৎসর শিখর পর্ব্বতে অবস্থিতি পূর্ব্বক

আট জন শিষ্য রাখিয়া স্বর্গধামে গমন করিলেন। তাঁহার প্রসাদে ১৬০০০ পুরুষ ও স্ত্রী উদাসীন হইয়া তপস্যা অবলম্বন করিয়াছিল, এবং তাঁহার প্রসাদে ১৬৩০০০ পুরুষ ও ৩২৭০০০ স্ত্রী শ্রাবক* হইয়াছিল, এবং কত সহস্র সহস্র ব্যক্তি লৌকিক ও অলৌকিক নানা প্রকার শক্তি প্রাপ্ত হইয়া কৃতার্থ হইয়াছিল।

পার্শ্বনাথ ৩০ বৎসর আপন পরিজনের সহিত একত্র বাস করেন, ৮৩ দিন বাহ্য-জ্ঞান-শূন্য হইয়া তপস্যায় রত ছিলেন, এবং ৬৩ বৎসর ৯ মাস ৭ দিন "কেবল জ্ঞান" ¶ বিশিষ্ট থাকিয়া তন্মধ্যে এক মাস নিরাহার ছিলেন। অবশেষ শত বর্ষ বয়সে শ্রাবণ সুদী অষ্টমীতে সমেত শিখর পর্ব্বতে চিরঞ্জীব বৃক্ষ তলে মুক্তি লাভ করিয়াছিলেন।

---

* জৈনধর্ম্মাবলম্বি গৃহস্থদিগকে শ্রাবক বলে।

¶ জ্ঞানাবস্থা বিশেষ।

পুরাণ

ভারতবর্ষে যে সকল ধর্ম্মশাস্ত্র প্রচলিত আছে, তন্মধ্যে বেদ ও তদাদি-স্মৃতি সর্ব্বাপেক্ষায় প্রাচীন; কিন্তু এক্ষণে, এতদ্দেশে পুরাণ ও তন্ত্র সর্ব্বাপেক্ষা প্রধান হইয়া উঠিয়াছে। লোকে প্রায় এই দুই শাস্ত্রানুসারেই নিত্য নৈমিত্তিক ক্রিয়া কলাপ ও আচার ব্যবহার সম্পাদন করিয়া থাকে। অতএব, তাহার মূল ও তাৎপর্য্যাদি বিবেচনা করিয়া দেখা উপকারজনক, তাহার সন্দেহ নাই। তন্মধ্যে এক্ষণে কেবল পুরাণের বৃত্তান্ত আরম্ভ করা যাইতেছে।

এবিষয়ের সবিশেষ বিবরণ করিতে হইলে আদিপুরাণ কি? এক্ষণে যে সকল গ্রন্থ পুরাণ বলিয়া প্রসিদ্ধ আছে, তাহাই প্রথমকার পুরাণ কি না? যদি প্রথমকার পুরাণ না হয়, তবে তাহার সহিত প্রথমকার পুরাণের বিশেষ বিভিন্নতাই বা কি? বেদব্যাস যথার্থ সমুদায় পুরাণ রচনা করিয়াছেন, অথবা অন্য কোন প্রকারে তাহা রচিত ও সঙ্কলিত হইয়াছে? এই সমস্ত প্রস্তাব বিশিষ্টরূপ বিচার করিয়া দেখা উচিত। এ সকল বিষয়ের সিদ্ধান্ত করা প্রগাঢ় পরিশ্রম, অত্যন্ত ধৈর্য্য ও অনেক সময়ের কর্ম্ম। কিন্তু ইহা সৌভাগ্যের বিষয়, যে সংস্কৃত-শাস্ত্র-বিশারদ সুবিখ্যাত উইল্‌সন্ ও বর্ণুফ্ সাহেব এবিষয়ের পথ পরিষ্কৃত করিয়া রাখিয়াছেন। তাঁহারা পুরাণের তাৎপর্য্যার্থ প্রকাশ বিষয়ে যে প্রকার পরিশ্রম ও ক্ষমতা প্রকাশ করিয়াছেন, তাহাতে তাঁহারদিগের শত শত বার সাধুবাদ করা কর্ত্তব্য।

পুরাণ শব্দের অর্থ পূর্ব্বতন, তদনুসারে পূর্ব্বতন ঘটনাদির বিবরণ করা পুরাণের উদ্দেশ্য হইতে পারে। এক্ষণে যত সংস্কৃত গ্রন্থ প্রচলিত আছে, তন্মধ্যে বেদ সর্ব্বাপেক্ষা প্রাচীন, তাহার সন্দেহ নাই। যদিও বেদের উপনিষদ্-ভাগ অন্যান্য ভাগের অপেক্ষা নব্য, কিন্তু ভারতবর্ষীয় পণ্ডিতদিগের মতে তৎসমুদায়ও পুরাণের অপেক্ষায় প্রাচীন। বাস্তবিকও, এক্ষণে যে সকল পুরাণ ও উপপুরাণ প্রচলিত আছে, তাহার রচনা-প্রণালী ও অন্যান্য অনেক বিষয় বিবেচনায় নিশ্চিত প্রতীতি হইতেছে, যে তাহা প্রামাণিক উপনিষৎ সমুদায়ের পরে সঙ্কলিত হইয়াছে। তাহার কোন কোন উপনিষদের মধ্যে পুরাণের এইরূপ উল্লেখ আছে; যথা

সহোবাচ ঋগ্বেদং ভগবোঽধ্যেমি যজুর্ব্বেদং সামবেদমাথর্ব্বণং চতুর্থমিতিহাসপুরাণং পঞ্চমং।
ছান্দোগ্যোপনিষৎ সপ্তম প্রপাঠক।

তিনি কহিলেন, ভগবন্! আমি ঋগ্বেদ, যজুর্ব্বেদ, সামবেদ, আথর্ব্বণ নামক চতুর্থ বেদ এবং পঞ্চম বেদ স্বরূপ ইতিহাস পুরাণ জ্ঞাত আছি।

অস্য মহতোভূতস্য নিশ্বসিতমেতদ্যদৃগ্বেদোযজুর্ব্বেদঃ সামবেদোঽথর্ব্বাঙ্গিরসইতিহাসঃ পুরাণং।
বৃহদারণ্যকোপনিষৎ॥

এই পরমাত্মা হইতে ঋগ্বেদ, যজুর্ব্বেদ, সাম বেদ, অথর্ব্ব বেদ, ইতিহাস ও পুরাণ উৎপন্ন হইয়াছে।

রামায়ণ ও মনুসংহিতার রচনা-প্রণালী ও তৎপ্রতিপাদ্য আচার, ব্যবহার, ধর্ম্মের বিষয় পর্য্যালোচনা করিয়া দেখিলে স্পষ্ট প্রতীতি হয়, যে তাহা এক্ষণকার পুরাণ সমুদায়ের অপেক্ষায় অনেক প্রাচীন। এ প্রকার লোক প্রবাদও আছে, যে রামায়ণ ও মনুসংহিতা পুরাণ অপেক্ষায় পুরাতন গ্রন্থ। রামা-

য়ণের স্থানে স্থানে সুমন্ত্র পুরাণবিৎ* বলিয়া লিখিত আছে, এবং মনুসংহিতায়ও পুরাণ ইতিহাসের উল্লেখ আছে ¶। অতএব, প্রচলিত পুরাণ সমুদায়ের অপেক্ষায় প্রাচীন যে উপনিষৎ, রামায়ণ ও বেদ, তাহাতে যখন পুরাণের প্রসঙ্গ আছে, তখন অধুনাতন অষ্টাদশ মহাপুরাণ ও অষ্টাদশ উপপুরাণ রচিত হইবার পূর্ব্বে যে অন্য প্রকার পুরাণ প্রচলিত ছিল, ইহা সম্পূর্ণ যুক্তিসিদ্ধ†। মহাভারতের কতিপয় শ্লোক দ্বারাও তাহাই প্রতিপন্ন হইতেছে। ইতি পূর্ব্বে যে সমস্ত শ্লোক উদ্ধৃত করা গেল, তাহাতে পুরাণের সহিত ইতিহাস শব্দেরও উল্লেখ আছে। প্রচলিত সংস্কৃত গ্রন্থ সমুদায়ের মধ্যে কেবল মহাভারত ইতিহাস বলিয়া প্রসিদ্ধ আছে, এবং পশ্চাল্লিখিত প্রমাণ দ্বারা জানা যাইতেছে, যে ভারতকর্ত্তারা তাহার নাম পুরাণও রাখিয়াছেন।

দ্বৈপায়নেন যৎ প্রোক্তং পুরাণং পরমর্ষিণা।
সর্ব্বৈরুক্তং ঋর্ষিভিশ্চৈব শ্রুত্বা, যদভিপূজিতং॥
আদিপর্ব্ব ১ অধ্যায় ১৭ শ্লোক॥

পরম ঋষি ব্যাস দেব যে পুরাণ কীর্ত্তন করিয়াছেন এবং দেবগণ ও ব্রহ্মর্ষি মণ্ডল যাহা শ্রবণ করিয়া প্রশংসা করিয়াছেন।

ইদং হি বেদৈঃ সম্মিতং পবিত্রমপি চোত্তমং।
শ্রব্যাণামুত্তমঞ্চেদং পুরাণমৃষিসংস্তুতং॥
আদিপর্ব্ব ৬২ অধ্যায় ২২৯৮ শ্লোক॥

এই বেদার্থসংযুক্ত পুরাণ পবিত্র, উৎকৃষ্ট এবং সর্ব্বাপেক্ষায় সুশ্রাব্য। ঋষিরা ইহার বিস্তর প্রশংসা করিয়াছেন।

* ইত্যুক্ত্বান্তঃপুরদ্বারমাজগাম পুরাণবিৎ।
সদাসক্তঞ্চ তদ্বেশ্ম সুমন্ত্রঃ প্রবিবেশ হ॥
অযোধ্যাকাণ্ড ১৫ সর্গ ২৯ শ্লোক॥
সতদন্তঃপুরদ্বারং সমতীত্য জনাকুলং।
প্রবিবিক্ষুস্ততঃ কক্ষ্যামাসসাদ পুরাণবিৎ॥
অযোধ্যাকাণ্ড ১৬ সর্গ ১ শ্লোক॥

¶ স্বাধ্যায়ং শ্রাবয়েৎ পিত্র্যে ধর্ম্মশাস্ত্রাণি চৈব হি।
আখ্যানানীতিহাসাংশ্চ পুরাণানি খিলানিচ॥
মনু। ৩ অ। ২৩২ শ্লোক॥

শ্রাদ্ধ ক্রিয়াতে ব্রাহ্মণদিগকে বেদ, ধর্ম্মশাস্ত্র, আখ্যান, ইতিহাস, পুরাণ ও খিল‡ নামক শাস্ত্র শ্রবণ করাইবেক।

† ফলতঃ এক্ষণকার প্রচলিত পুরাণ সকল যে অত্যন্ত আধুনিক, তাহা পশ্চাৎ ক্রমে ক্রমে প্রদর্শিত হইবেক।

‡ কুল্লুকভট্ট লিখিয়াছেন, শ্রীসূক্ত, শিবসঙ্কল্প প্রভৃতি শাস্ত্রের নাম খিল।

এরূপ উক্তি আছে, যে এই মহাভারতে ইতিহাস ও পুরাণের অর্থ সমর্থন করা গিয়াছে* এবং তাহার অনেকানেক নির্দ্দিষ্ট উপাখ্যানও পৌরাণিক কথা বলিয়া লিখিত হইয়াছে।

এই সমস্ত পর্য্যালোচনা করিয়া দেখিলে স্পষ্ট প্রতীতি হয়, যে এক্ষণকার প্রচলিত পুরাণ ও মহাভারত রচিত ও সঙ্কলিত হইবার পূর্ব্বে পুরাতন কথা বিষয়ক গ্রন্থ বিশেষ পুরাণ ও ইতিহাস নামে প্রসিদ্ধ ছিল। ফলতঃ পূর্ব্বে যে অন্য পুরাণ ছিল, এক্ষণকার প্রচলিত পুরাণের মধ্যেও তাহা স্পষ্ট রূপে লিখিত আছে। বিষ্ণুপুরাণের তৃতীয় অংশের ষষ্ঠ অধ্যায়ে এই প্রকার আখ্যান আছে, যে প্রথমে বেদব্যাস একখানি পুরাণসংহিতা প্রস্তুত করিয়া সূত-কুলোদ্ভব লোমহর্ষণকে প্রদান করেন; লোমহর্ষণ তদনুসারে এক সংহিতা এবং তাঁহার তিন শিষ্য তিন সংহিতা প্রস্তুত করেন; এই চারি সংহিতার সার সঙ্কলন-পূর্ব্বক বিষ্ণু পুরাণ রচিত হয়।

পুরাণ ও ইতিহাস বিষয়ক যে সকল শ্লোক উদ্ধৃত হইল, তাহার কোন বচনে পুরাণ ও ইতিহাসের সংখ্যা নিরূপিত নাই। ইহাতে বোধ হইতে পারে, পূর্ব্বে ঐ উভয়েরই সংখ্যা নির্দ্দিষ্ট ছিল না; নানা প্রকার পুরাতন কথা সামান্যতঃ ঐ নামে প্রচলিত ছিল। এরূপও বোধ হইতেছে, যে কোন কোন উপাখ্যানের পুরাণ ও ইতিহাস উভয় নাম ছিল।

প্রচলিত অষ্টাদশ মহাপুরাণ ও অষ্টাদশ উপপুরাণ রচিত হইবার পূর্ব্বে যে গ্রন্থ বিশেষ বা আখ্যান বিশেষ পুরাণ নামে খ্যাত ছিল, তাহা উপনিষদ্, মনু, রামায়ণ, মহাভারত ও বিষ্ণুপুরাণের প্রমাণ দ্বারা স্পষ্ট রূপে প্রদর্শিত হইল। এক্ষণে সেই সমুদায় আদি পুরাণের বিষয় কিছু অবগত হইতে

*উবাচ সমহাতেজাব্রহ্মাণং পরমেষ্ঠিনং।
কৃতং ময়েদং ভগবন্ কাব্যং পরমপূজিতং॥
ব্রহ্মন্ বেদরহস্যঞ্চ যচ্চান্যৎ স্থাপিতং ময়া।
সাঙ্গোপনিষদাঞ্চৈব বেদানাং বিস্তরক্রিয়াঃ॥
ইতিহাসপুরাণানামুন্মেষং নির্ম্মিতঞ্চ যৎ।
ভূতং ভব্যং ভবিষ্যঞ্চ ত্রিবিধং কালসংজ্ঞিতং॥
মহাভারত আদিপর্ব্ব ৬৩ শ্লোক॥

পারা যায় কি না, অনুসন্ধান করিয়া দেখা উচিত। উপনিষদের মধ্যে যে পুরাণ ইতিহাসের প্রসঙ্গ আছে, তদ্বিষয়ে সায়নাচার্য্য প্রাচীন পণ্ডিত বিশেষের অভিপ্রায়ানুসারে লিখিয়াছেন যে বেদের অন্তর্গত দেবাসুরের যুদ্ধ বর্ণনা প্রভৃতির নাম ইতিহাস, আর তদন্তর্গত সৃষ্টি-প্রক্রিয়া বিবরণের নাম পুরাণ।

দেবাসুরাঃ সংযত্তা আসন্নিত্যাদয ইতিহাসাঃ।
ইদং বা অগ্রে নৈব কিঞ্চিদাসীদিত্যাদিকং জগতঃ
প্রাগবস্থামুপক্রম্য সর্গপ্রতিপাদকং বাক্যজাতং
পুরাণং। ঋগ্বেদোপোদ্ঘাতঃ॥

শঙ্করাচার্য্যও পুরাণের এই প্রকার সংজ্ঞা করিয়াছেন। তিনি এইরূপ সংজ্ঞা করেন, যে উর্ব্বশী পুরূরবার সংবাদ প্রভৃতি ব্রাহ্মণ-ভাগের নাম ইতিহাস, আর সৃষ্টি-প্রক্রিয়া ঘটিত বৃত্তান্তের নাম পুরাণ।

ইতিহাসইত্যুর্ব্বশীপুরূরবসোঃ সংবাদাদিরুর্ব্বশী
হাপ্সরাইত্যাদি ব্রাহ্মণমেব পুরাণমসদ্বা ইদমগ্র-
আসীদিত্যাদি॥
বৃহদারণ্যকোপনিষদের চতুর্থ ব্রাহ্মণের ভাষ্য।

অতএব, শঙ্করাচার্য্য ও সায়নাচার্য্যের অভিপ্রায়ানুসারে, বেদের মধ্যে সৃষ্টি-প্রক্রিয়া ঘটিত যে সকল কথা আছে, তাহাই পূর্ব্বে পুরাণ বলিয়া প্রসিদ্ধ ছিল, এবং তাহাতে দেব, অপ্সর, গন্ধর্ব্ব, মনুষ্যাদির কার্য্য সম্বন্ধীয় যে সকল পরম্পরাগত পুরাবৃত্ত আছে, তাহাই এক কালে ইতিহাস বলিয়া প্রসিদ্ধ ছিল। রামায়ণের বাল কাণ্ডে অষ্টম ও নবম সর্গে ঋষ্যশৃঙ্গের চরিত্র, লোমপাদ রাজার রাজ্যে অনাবৃষ্টি, তাঁহার কন্যা শান্তার সহিত ঋষ্যশৃঙ্গ ঋষির বিবাহ ইত্যাদি পুরাতন ব্যাপার সকল পুরাণ বলিয়া বর্ণিত আছে। যে প্রকার স্থলে যে প্রকারে এই সকল ব্যাপার পুরাণোক্ত বলিয়া লিখিত আছে, তাহাতে রামায়ণ রচনার সময়ে পুরাবৃত্ত বিষয়ক গ্রন্থ ও উপাখ্যান বিশেষ যে পুরাণ নামে প্রসিদ্ধ ছিল, ইহা এক প্রকার অবধারিত বলিতে হয়। এবিষয়ে শঙ্করাচার্য্য ও সায়নাচার্য্যের সিদ্ধান্ত অবিসংবাদিত কি না তাহা নিরূপণ করা সুকঠিন। বরং উপনিষদুক্ত পূর্ব্বোক্ত দুই শ্রুতিতে যখন বেদ ও পুরাণ ইতিহাসের পৃথক্ পৃথক্ নির্দ্দেশ আছে, তখন বেদের ভাগ বিশেষ মাত্রকে আদি পুরাণ আদি ইতিহাস বলিয়া স্বীকার করা যায় কি না সন্দেহ। তবে প্রথমে যে সকল কথা পুরাণ বলিয়া প্রচলিত ছিল, তাহার অনেক ভাগ বেদের, বিশেষতঃ ব্রাহ্মণের মধ্যে নিবিষ্ট আছে বোধ হয়, কিন্তু রামায়ণানুসারে পুরাতন কথা বিষয়ক গ্রন্থ বা আখ্যান বিশেষ যে পুরাণ বলিয়া প্রচলিত ছিল, ইহার প্রতি কিছুমাত্র আপত্তি দেখা যায় না। পুরাণ শব্দের অর্থ, নির্দ্দিষ্ট অষ্টাদশ পুরাণ অপেক্ষায় পুরাতন যে উপনিষদ্ ও মনু তাহাতে পুরাণের প্রসঙ্গ, মহাভারতে পুরাণের অর্থ সমর্থন ও তদন্তর্গত পুরাতন উপাখ্যান বিশেষের পৌরাণিক কথা বলিয়া উল্লেখ ইত্যাদি পুরাণ সংক্রান্ত সমুদায় বিষয়ের সহিত এ অভিপ্রায়ের সম্পূর্ণ সঙ্গতি আছে। এস্থলে, ইহা বিশেষ রূপে স্মরণ রাখা কর্ত্তব্য, যে পূর্ব্বোক্ত প্রাচীন গ্রন্থ সমুদায়ের মধ্যে যে যে স্থানে পুরাণের উল্লেখ আছে, তাহাতে নির্দ্দিষ্ট অষ্টাদশ পুরাণের কোন কথাই নাই। রামায়ণে যেরূপ পুরাতন ব্যাপার বিশেষের বৃত্তান্ত পুরাণ বলিয়া লিখিত আছে, উপনিষদ ও মনুসংহিতা প্রোক্ত পুরাণেরও সেই রূপ তাৎপর্য্য হইতে পারে।

যদিও রামায়ণ ও মহাভারতাদির প্রমাণ দ্বারা অবগত হওয়া যাইতেছে, যে এক্ষণকার পুরাণ সকল রচিত ও সঙ্কলিত হইবার বহুকাল পূর্ব্বে পুরাতন কথা বিষয়ক গ্রন্থ বিশেষ পুরাণ বলিয়া প্রচলিত ছিল, কিন্তু সে সকল পুরাণ কি প্রকার, এবং প্রথমে কাহা হইতে কি রূপে তাহার উৎপত্তি হইয়াছিল, তাহা নিরূপণ করা দুঃসাধ্য। তবে অনুমান দ্বারা কত দূর জ্ঞাত হওয়া যাইতে পারে, তাহার অনুসন্ধান করা কর্ত্তব্য।

রামায়ণে সূত সুমন্ত্র পুনঃপুনঃ পুরাণবিৎ বলিয়া লিখিত আছে*, এবং তাহার টীকাকারেরা সূতদিগকে পৌরাণিক বলিয়া নির্দ্ধারণ করিয়াছেন ¶। অধুনাতন পুরাণ স-

* অযোধ্যাকাণ্ডের পঞ্চদশ ও ষোড়শ সর্গে।

¶ যথা বালকাণ্ডের ১৮ সর্গের ২০ শ্লোকের, এবং অযোধ্যাকাণ্ডের ৬ সর্গের ৬ শ্লোকের টীকাতে "সূতাঃ পৌরাণিকাঃ" "সূতাঃ পৌরাণিকাঃ মাগধাঃ বংশাবলিকীর্ত্তকাঃ বন্দিনঃ স্তুতিপাঠকাঃ"॥

মুদায়ে এই প্রকার বর্ণনা আছে, যে বেদব্যাস পুরাণ প্রস্তুত করিয়া সূত লোমহর্ষণকে সমর্পণ করিয়াছিলেন ; একারণ তিনি পুরাণবক্তা হইয়াছিলেন। তদনুসারে অনেকের এরূপ ভ্রম আছে, যে কেবল ব্যাসশিষ্য লোমহর্ষণই পুরাণবক্তা, সূত তাঁহার এক যথার্থ নাম, তাঁহার পূর্ব্ব পুরুষদিগের সে ব্যবসায় ছিল না, তাঁহার পুত্র উগ্রশ্রবাঃ যে পুরাণবক্তা ছিলেন, তাহার কারণ বলদেব ঋষিদিগের অনুরোধে তাঁহাকে তদ্বিষয়ে অধিকারি করিয়াছিলেন। কিন্তু এসমুদায় অভিপ্রায় যুক্তিসিদ্ধ বোধ হয় না। এই সকল কথা কত দূর প্রামাণিক তাহা নিশ্চয় করা দুষ্কর, কিন্তু সূত-কুলোদ্ভব লোমহর্ষণ ও উগ্রশ্রবার পুরাণ ব্যবসায় বিষয়ক বৃত্তান্তের সহিত সূত সুমন্তোক্ত পুরাণ বিষয়ক উপাখ্যানের ঐক্য করিয়া দেখিলে প্রতীতি হয়, যে পুরাণ কথন সূত জাতির ব্যবসায় ছিল। আর যদি ব্যাসদেব যথার্থই পুরাণ সঙ্কলন পূর্ব্বক তাহা ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয়কে শিক্ষা না দিয়া লোমহর্ষণকে সমর্পণ করিয়া থাকেন, তাহারও কারণ, লোমহর্ষণ পুরাণব্যবসায়ি সূতের সন্তান। সূত যে জাতি বিশেষের নাম, স্মৃতি ও পুরাণে তাহার যথেষ্ট প্রমাণ আছে, এবং তাহা যে লোমহর্ষণের কুলানুযায়ী নাম, প্রকৃত নাম নহে, তাহারও বিস্তর উদাহরণ প্রাপ্ত হওয়া যায়।

তথা ক্ষেত্রে সূতপুত্রোনিহতোলোমহর্ষণঃ।
বলরামাস্ত্রযুক্তাত্মা নৈমিষেঽভূৎ স্ববাঙ্ময়া॥
কল্কিপুরাণ ২৭ অধ্যায়॥

সেই প্রকার,সূত-পুত্র লোমহর্ষণ স্বেচ্ছানুসারে নৈমিষ-ক্ষেত্রে বলরামের অস্ত্র দ্বারা হত হইয়াছিলেন।

আজগাম মহাতেজাঃ সূতপুত্রোমহামতিঃ*।
ব্যাসশিষ্যঃ পুরাণজ্ঞোরোমহর্ষণসংজ্ঞকঃ॥
নারসিংহপুরাণে।

সূত-পুত্র, ব্যাস-শিষ্য, মহামতি, মহাতেজস্বী, পৌরাণিক রোমহর্ষণ আগমন করিলেন।

* ইহার নাম কোন কোন স্থানে লোমহর্ষণ এবং কোন কোন স্থানে রোমহর্ষণ বলিয়া লিখিত আছে।

এতদ্ভিন্ন বচনে লোমহর্ষণ সূতের পুত্র বলিয়া লিখিত আছে। তিনি স্বয়ং যে সূত তাহা এক প্রকার প্রসিদ্ধ আছে, এবং তাহার যথেষ্ট প্রমাণও প্রাপ্ত হওয়া যায়।

সর্ব্বান্তে সূতমনঘং নৈমিষীয়ামহর্ষয়ঃ।
পুরাণসংহিতাং পুণ্যাং পপ্রচ্ছু র্লোমহর্ষণং॥
ত্বয়া সূত মহাবুদ্ধে ভগবান্ ব্রহ্মবিত্তমঃ।
ইতিহাসপুরাণার্থং ব্যাসঃ সম্যগুপাসিতঃ॥
কূর্ম্মপুরাণ ১ অধ্যায়॥

যজ্ঞ সাঙ্গ হইলে পর, নৈমিষারণ্যবাসি মহর্ষি সকলে নিষ্পাপ শরীর সূত লোমহর্ষণকে পবিত্র পুরাণ সংহিতা জিজ্ঞাসা করিলেন। হে মহামতি সূত! তুমি ইতিহাস পুরাণ শিক্ষার্থে পরম ব্রহ্মজ্ঞ ভগবান্ ব্যাসদেবের উপাসনা করিয়াছিলে।

লোমহর্ষণের ন্যায় তাঁহার পুত্র উগ্রশ্রবারও সূত সংজ্ঞা প্রাপ্ত হওয়া যায়*।

শৌনক উবাচ
সূত সূত মহাভাগ বদ নোবদতাং বর।
কথাং ভাগবতীং পুণ্যাং যদাহ ভগবান্ শুকঃ॥
ভাগবতে ১ স্কন্ধ ৪ অধ্যায়॥

শৌনক উগ্রশ্রবাকে কহিলেন, হে সূত! তুমি অতি ভাগ্যবান্, এবং সদ্বক্তাদিগের মধ্যে অগ্রগণ্য। ভগবান্ শুকদেব যে পবিত্র ভাগবত-কথা কীর্ত্তন করিয়াছিলেন,তুমি আমারদিগের সমীপে তাহা বর্ণন কর।

শৌনক উবাচ
উক্তং নাম যথা পূর্ব্বং সর্ব্বং তচ্ছ্রুতবানহং॥
যথা তু জাতোহাস্তীকএতদিচ্ছামি বেদিতুং॥
তচ্ছ্রুত্বা বচনং তস্য সূতঃ প্রোবাচ শাস্ত্রতঃ॥
মহাভারত আদিপর্ব্ব ৪৩ অধ্যায়॥

শৌনক কহিলেন, তুমি যাহা যাহা কহিলে, সমুদায় শ্রবণ করিলাম। এক্ষণে আস্তীকের জন্ম বৃত্তান্ত জানিতে অভিলাষ হইয়াছে। সূত উগ্রশ্রবা এই বাক্য শ্রবণ করিয়া শাস্ত্রানুসারে কহিতে লাগিলেন।

কূর্ম্মপুরাণে সূত বংশোদ্ভব লোমহর্ষণ কহিতেছেন,

* যথা মহাভারতের আদিপর্ব্ব ১ অধ্যায় ৯৩ শ্লোক, ৫ অধ্যায় ৮৬৬ শ্লোক, ৮ অধ্যায় ৯৩৯, ১৬ অধ্যায় ১০৯৪, ১৮ অধ্যায় ১১৪৪, ২৩ অধ্যায় ১২৩৫, ৩৬ অধ্যায় ১৫৬৬, ৪০ অধ্যায় ১৬৬০, ৪২ অধ্যায় ১৭৪৭, ৪৪ অধ্যায় ১৮০২, ৪৫ অধ্যায় ১৮১৩, ৪৬ অধ্যায় ১৮৫৬, ৫০ অধ্যায় ২০০৪, ৫৮ অধ্যায় ২১৯২, আর ভাগবতের ৩ স্কন্ধে ২০ অধ্যায় ৭ ও ৮ শ্লোক, ১ স্কন্ধ ৪ অধ্যায় ১ ও ২ শ্লোক, ১ স্কন্ধ ১ অধ্যায় ৫ শ্লোক, ১ স্কন্ধ ২ অধ্যায় ১ শ্লোক ইত্যাদি॥

মদন্বয়ে চ যে সূতাঃ সম্ভূতাবেদবর্জ্জিতাঃ॥
তেষাং পুরাণবক্তৃত্বং বৃত্তিরাসীদজাজ্ঞয়া॥
কূর্ম্মপুরাণে ১২ অধ্যায়॥

আমার বংশে যে সকল সূতের উৎপত্তি হইয়াছিল, তাঁহারদের বেদে অধিকার ছিলনা, তাঁহারা ভগবানের আজ্ঞানুসারে পুরাণ ব্যবসায় করিতেন।

অতএব, কেবল সূত নামক ব্যক্তি বিশেষ যে পুরাণবক্তা ছিলেন, এ কথা কোন ক্রমে প্রামাণিক নহে। প্রত্যুত, পুরাণ কথন যে সূত নামক জাতির ব্যবসায় ছিল, ইহাই সর্ব্বতোভাবে যুক্তিসিদ্ধ। সুমন্ত্র, লোমহর্ষণ, উগ্রশ্রবা ইহাঁরা সূত জাতীয়, অতএব পৌরাণিক ছিলেন। ইহাঁরা কি প্রকার পুরাণ ব্যবসায় করিতেন, তাহা অনুসন্ধান করা কর্ত্তব্য। এইক্ষণে যে সকল পুরাণ প্রচলিত আছে, তাহা যে প্রথমকার পুরাণ নহে, তাহা এক প্রকার প্রতিপন্ন হইয়াছে, এবং পরেও তাহার বিস্তর প্রমাণ প্রদর্শিত হইবেক। পুরাণে সূতের যেরূপ বৃত্তি নির্ণয় আছে, তাহার সহিত এই সকল কথার ঐক্য করিয়া দেখিলে প্রথমকার পুরাণের স্বরূপ বিষয়ে অবশ্যই কিছু না কিছু জ্ঞাত হওয়া যাইতে পারে।

তস্য বৈ জাতমাত্রস্য যজ্ঞে পৈতামহে স্তুতে॥
সূতঃ সূত্যাং সমুৎপন্নঃ সৌত্যেঽহনি মহামতে॥
তস্মিন্নেব মহাযজ্ঞে জজ্ঞে প্রাজ্ঞোথ মাগধঃ॥
প্রোক্তৌ তদা মুনিবরৈস্তাবুভৌ সূতমাগধৌ॥
স্তুয়তামেষনৃপতিঃ পৃথুর্বৈণ্যঃ প্রতাপবান্॥
কর্ম্মৈতদনুরূপং বাং পাত্রং স্তোত্রস্য চাপ্যয়ং॥
বিষ্ণুপুরাণে ১ অংশ ১৩ অধ্যায়॥

সদ্যোজাত পৃথুরাজার শুভ যজ্ঞে সোমাভিষব-ভূমিতে ভূপতির জন্ম দিবসেই সূতের উৎপত্তি হইল, এবং জ্ঞানবান্ মাগধও সেই মহাযজ্ঞে উৎপন্ন হইলেন। পিতামহ ব্রহ্মা এই যজ্ঞের দেবতা। তখন মুনি সকলে তাহাদের উভয়কে কহিলেন, তোমরা এই বেণতনয় পৃথু রাজাকে স্তুতি কর, ইহাই তোমাদের যথার্থ কার্য্য, এবং ইনি তোমারদের স্তুতির উপযুক্ত পাত্র।

তে উচুর্ঋষয়ঃ সর্ব্বে স্তূয়তামেষপার্থিবঃ॥
তৈর্নিযুক্তৌ সুকর্ম্মাণি পৃথোর্যানি মহাত্মনঃ॥
তুষ্টুবুস্তানি সর্ব্বাণি আশীর্ব্বাদাংস্ততঃ পরান্॥
বহ্নিপুরাণে পৃথোরুপাখ্যাননামাধ্যায়ঃ॥

সেই সকল ঋষি সূত ও মাগধকে কহিলেন, তোমরা এই ভূপতিকে স্তুতি কর। সূত ও মাগধ তাঁহারদের কর্ত্তৃক নিযুক্ত হইয়া মহাত্মা পৃথুর সমস্ত সৎকীর্ত্তি কীর্ত্তন করিয়া তাঁহার কল্যাণ প্রার্থনা করিলেন।

বায়ু ও পদ্ম পুরাণেও সূতের এই প্রকার বৃত্তান্ত আছে। এই দুই পুরাণে লিখিত আছে, যে সূতের দুই প্রকার বৃত্তি নিরূপিত ছিল, পুরাণ কীর্ত্তনও ক্ষত্রিয়ের কর্ম্ম*।

এস্থলে সূত বর্ণের উৎপত্তির বিষয় যে প্রকারে লিখিত হইয়াছে, তাহা যদিওকল্পিত,কিন্তু রাজাদিগের স্তুতি ও কীর্ত্তি বর্ণনা করা সূতদিগের বৃত্তি ছিল, তাহার সন্দেহ নাই। তাহারা ভূপতিদিগের বংশাবলি, কীর্ত্তি ও তৎ সংক্রান্ত ব্যাপার সকল অভ্যাস ও কীর্ত্তন করিত। যেরূপ, বায়ু ও পদ্মপুরাণানুসারে বোধ হয়, তাহারদের রাজকীর্ত্তি কথন এবং ক্ষত্রিয় সম্পর্কীয় বৃত্তি অর্থাৎ যুদ্ধ-সংক্রান্ত উপজীবিকা,এই উভয় প্রকার ব্যবসায় নিরূপিত ছিল, সেইরূপ রামায়ণ ও মহাভারতেও তাহারদের সারথ্য কর্ম্ম ও রাজ-বংশের যশো-বর্ণন এই উভয় বৃত্তি থাকিবার প্রচুর প্রমাণ প্রাপ্ত হওয়া যায়¶। এইরূপে, রাজ-বংশাবলি ও তৎ সংক্রান্ত কিছু কিছু পুরাবৃত্ত রক্ষিত হইয়া পুরাণ নামে প্রসিদ্ধ হইয়াছিল। তবে অত্যুক্তি কথনে এতদ্দেশীয় কবিদিগের যেরূপ উৎসাহ, এবং অসম্ভব বিষয়ে পূর্ব্বতন লো-

* যত্র ক্ষত্রাৎ সমভবৎ ব্রাহ্মণ্যাং সচ যোনিতঃ।
পূর্ব্বেষৈব তু সাধর্ম্ম্যাদ্বিধর্ম্মাস্তে প্রকীর্ত্তিতাঃ॥
মধ্যমোহেষসূতস্য ধর্ম্মঃ ক্ষত্রোপজীবিনঃ।
পুরাণেষ্বধিকারোমে বৃৎহিতোব্রাহ্মণৈরিহ॥
সৃষ্টিখণ্ডে প্রথমাধ্যায়॥

¶ পঠন্তি পাণিস্বনিকামাগধামধুপর্ককাঃ।
বৈতালিকাশ্চ সূতাশ্চ তুষ্টুবুঃ পুরুষর্ষভং॥
মহাভারতে দ্রোণপর্ব্ব ৮২ অধ্যায় ২৯১২ শ্লোক॥

তৎ শব্দং তুমুলং শ্রুত্বা দ্রোণোঽস্তারমব্রবীৎ॥
এষসূত রণে ক্রুদ্ধঃ সাত্বতানাং মহারথঃ॥
দারয়ন্ বহুধা সৈন্যং রণে চরতি কালবৎ॥
যত্রৈষশব্দস্তুমুলস্তত্র সূত রথং নয়॥
দ্রোণ পর্ব্ব ১২১ অধ্যায়॥

উপস্থিতৈর্মাগধসূতবন্দিভিস্তথৈব বৈতালিকসৌখশায়িকৈঃ॥ অভিষ্টুবদ্ভির্গুণতোনৃপাত্মজং সমাবৃতং দ্বারপথং দদর্শ সঃ॥
অযোধ্যাকাণ্ডে ১২ সর্গ॥

কদিগের যেরূপ বিশ্বাস জন্মিত, তাহাতে সূতদিগের প্রণীত বংশ বর্ণনাতে অনেকানেক অত্যুক্তি ও কল্পিত কথা ছিল বোধ হয়, এবং আনুষঙ্গিক দেবতাদির প্রসঙ্গ থাকাও সম্ভব। কিন্তু এক্ষণকার পুরাণ সমুদায়ে কৃষ্ণ, কালী, কার্ত্তিকেয়, জগদ্ধাত্রী প্রভৃতির যেরূপ বর্ণনা আছে, প্রথমকার পুরাণে তাহা কখনই ছিল না, কারণ বেদসংহিতা পাঠ করিয়া নিশ্চিত প্রতীতি হইতেছে, যে প্রথমে এসকল দেবতা হিন্দুদিগের পূজনীয় ছিলেন না; তখন ইহাঁরদের নাম, রূপ ও গুণ কল্পিতও হয় নাই। তখন ইন্দ্র, বরুণাদি বেদোক্ত দেবতাদিগের উপাসনাই প্রচলিত ছিল। অতএব এ বিষয়ে যাহা কিছু অবগত হওয়া যায়, তদ্দ্বারা বোধ হয়, এইরূপ সত্যাসত্য-মিশ্রিত রাজবংশের বর্ণনা প্রথমকার পুরাণ অথবা তাহার প্রধান অঙ্গ ছিল, রামায়ণের অন্তর্গত সুমন্ত্রোক্ত পৌরাণিক কথা তাহার দৃষ্টান্ত-স্থল, আর মহাভারতের অনেক স্থানে বংশ বিশেষের কীর্ত্তনই যে পুরাণ বলিয়া লিখিত আছে তাহারও এই কারণ।

মহর্ষিশৌনক কহিলেন

পুরাণে হি কথাদিব্যাআদিবংশাশ্চ ধীমতাং ॥
কথ্যন্তে যে পুরাস্মাভিঃ শ্রুতপূর্ব্বাঃ পিতুস্তব ॥
মহাভা রত আদিপর্ব্ব পঞ্চমাধ্যায়॥

পুরাণে সমুদায় মনোহর কথা ও বুদ্ধিমান্ ব্যক্তিদিগের আদিবংশের বৃত্তান্ত আছে। পূর্ব্বে আমরা তোমার পিতার সন্নিধানে সে সকল বংশের কথা শ্রবণ করিয়াছি।

ভারতবক্তা উগ্রশ্রবা কহিলেন

ইমং বংশমহং পূর্ব্বং ভার্গবন্তে মহামুনে॥
নিগদামি যথা যুক্তং পুরাণাশ্রয়সংযুতং ॥
আদিপর্ব্ব পঞ্চমাধ্যায়॥

হে মহামুনি! পুরাণে এই পুরাতন ভৃগু-বংশের যেরূপ বৃত্তান্ত আছে, আমি তাহা যথোপযুক্ত বর্ণন করি।

আর মহাভারতের আদিপর্ব্বের প্রথমাধ্যায়ে স্পষ্ট লিখিত আছে; যে পুরু, কুরু, যদু, শূর, বিশ্ব, অণুহ, যুবনাশ্ব, ককুৎস্থ, রঘু, বিজয়, বীতিহোত্র, অঙ্গ, ভব, শ্বেত, বৃহদ্গুরু, উশীনর, শতরথ, কঙ্ক, দলিদুহ, দ্রুম, দম্ভোদ্ভব, বেণ, সগর, সঙ্কৃতি, নিমি, অজেয়, পরশু, পুণ্ড্র, শম্ভু, দেবাবৃধ, দেবাহ্বয়, সুপ্রতিম, সুপ্রতীক, বৃহদ্রথ, সুক্রতু, নিষধাধিপতি নল, সত্যব্রত, শান্তভয়, সুমিত্র, সুবল, জানুজঙ্ঘ, অনরণ্য, অর্ক, বলবন্ধু, নিরামর্দ্দ, কেতুশৃঙ্গ, বৃহদ্বল, ধৃষ্টকেতু, বৃহৎকেতু, দীপ্তকেতু, অবিক্ষিৎ, চপল, ধূর্ত্ত, কৃতবন্ধু, দৃঢ়েষুধি, মহাপুরাণসম্ভাব্য, প্রত্যঙ্গ, পরহা, শ্রুতি ইত্যাদি সহস্র সহস্র নরপতির কর্ম্ম, বিক্রম, দান, মাহাত্ম্য, আস্তিক্য, সত্য, শৌচ, দয়া ও আর্জব, বিদ্যাবান্ সৎ কবিগণ কর্ত্তৃক পুরাণে বর্ণিত হইয়াছে।

অতএব সূত জাতির যেরূপ ব্যবসায় ছিল, এবং রামায়ণে ও মহাভারতের স্থানে স্থানে যে প্রকার উপাখ্যান পৌরাণিক কথা বলিয়া লিখিত আছে, তাহা সবিশেষ পর্য্যালোচনা করিয়া প্রতীতি হইতেছে, যে প্রথমে বংশ বিশেষের যশোবর্ণনা এবং তাহার আনুষঙ্গিক কোন কোন পুরাতন কথা পুরাণ বলিয়া প্রচলিত ছিল, এবং সেই সকল পুরাণ কীর্ত্তন করা সূত জাতির এক প্রকার ব্যবসায় ছিল।

বিজ্ঞাপন

অধ্যক্ষদিগের অনুমত্যনুসারে বিজ্ঞাপন করিতেছি, যে ব্রাহ্মসমাজের গত বর্ষের কার্য্য বিবরণ ব্রাহ্মদিগকে অবগত করিবার নিমিত্তে আগামী ১৩ পৌষ রবিবার দিবা দুই প্রহর তিন ঘণ্টার সময় স্থির হইয়াছে, অতএব ব্রাহ্মদিগের প্রতি নিবেদন, যে তাঁহারা উক্ত সময়ে ব্রাহ্মসমাজের দ্বিতীয় তল গৃহে, আগমন পূর্ব্বক তৎসমুদায় জ্ঞাত হইয়া যথা কর্ত্তব্য বিধান করিবেন, এবং আগামী বৎসরের জন্য ধন সংস্থান ও অধ্যক্ষ নিযুক্ত করিবেন ইতি।

শ্রীআনন্দচন্দ্র শর্ম্মা
শ্রীবাণেশ্বর শর্ম্মা
উপাচার্য্যঃ।

এই তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা কলিকাতা মহানগরে যোড়াসাঁকোস্থিত তত্ত্ববোধিনী সভার কার্য্যালয় হইতে প্রতিমাসে প্রকাশিত হয়।—ইহার মূল্য এক টাকা। ১ পৌষ মঙ্গলবার সম্বৎ ১৯০৯। কলিগতাব্দঃ ৪৯৫৩।

শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ দত্ত।
৮৮ নং মসজিদ্‌বাড়ী ষ্ট্রীট কলিকাতা।



দ্বিতীয় ভাগ
১১৪ সংখ্যা
মাঘ ১৭৭৪ শক

তত্ত্ববোধিনীপত্রিকা

অপরা ঋগ্বেদোযজুর্ব্বেদঃ সামবেদোথর্ব্ববেদঃ শিক্ষা কল্পোব্যাকরণং নিরুক্তং ছন্দোজ্যোতিষমিতি।
অথ পরা যযা তদক্ষরমধিগম্যতে ॥

তস্মিন্ প্রীতিস্তস্য প্রিয়কার্য্যসাধনঞ্চ তদুপাসনমেব।

বিজ্ঞাপন

ব্রাহ্মসমাজ

ব্রাহ্ম মহাশয়দিগের প্রতি নিবেদন, যে তাঁহারা ১৭৭৪ শকের স্বীয় স্বীয় সাম্বৎসরিক দান আগামি ১১ মাঘের মধ্যে ব্রাহ্ম সমাজে প্রেরণ করেন।

শ্রীবাণেশ্বর শর্ম্মা।
সম্পাদক।

ধর্ম্মনীতি

১১৩ সংখ্যক পত্রিকার ১০০ পৃষ্ঠার পর

পূর্ব্বে ক্রমে ক্রমে উদ্বাহ সম্বন্ধীয় পাঁচ নিয়মের বিষয় লিখিত হইয়াছে। স্ত্রী ও পুরুষকে সর্ব্বাঙ্গ-সম্পন্ন, সুস্থকায়, সুবোধ ও শান্ত দেখিয়া বিবাহ করা উদ্বাহ বিষয়ক ষষ্ঠ নিয়ম। এ নিয়মের অন্যথাচরণ করিলে প্রত্যক্ষ প্রতিফল প্রাপ্ত হইতে হয়। যদি স্ত্রী পুরুষ উভয়েরই শরীর স্বভাবতঃ অসুস্থ হয়, তাহা হইলে, তাঁহারা নানা প্রকার শারীরিক ক্লেশ ভোগ করত সর্ব্বদা অসুখি থাকেন, গৃহ-ধর্ম্ম সমুদায় যথা নিয়মে পালন করিতে অসমর্থ হন, রোগের যাতনায় সতত ব্যাকুল থাকাতে পরস্পর প্রণয় বৃদ্ধির ব্যতিক্রম ঘটে ও পরস্পর সহবাসেও বৈরক্তি জন্মে, এবং তাঁহারদের সন্তানেরা রোগার্হ দুর্ব্বল প্রকৃতি প্রাপ্ত হইয়া পিতা মাতার অশেষ ক্লেশ উৎপাদন করে। পিতা মাতার স্বভাব-সিদ্ধ গুণ দোষ যে সন্তানে বর্ত্তে, বাহ্য বস্তুর সহিত মানব প্রকৃতির সম্বন্ধ বিচার বিষয়ক প্রস্তাবে তাহার সবিস্তর বৃত্তান্ত প্রকাশিত হইয়াছে। শ্বাস, যক্ষ্মা, কুষ্ঠ, উন্মাদ, বাত, উদরি, ক্ষয় প্রভৃতি অনেকানেক রোগ কোন বংশে একবার প্রবিষ্ট হইলে পুরুষানুক্রমে চলিয়া আইসে। পিতা মাতা সবল ও সুস্থকায় হইলে, তাঁহারদের সন্তানেরাও তদনুরূপ উৎকৃষ্ট প্রকৃতি প্রাপ্ত হয়, আর তাঁহারা দুর্ব্বল ও অসুস্থ হইলে, তাঁহারদের সন্তানেরাও তদনুরূপ অপটু শরীর অধিকার করিয়া ভূমিষ্ঠ হয়। ডাক্তর ম্যাক্ নিশ লিখিয়াছেন, "আমি স্বয়ং চিকিৎসা করিয়া প্রত্যক্ষ দেখিয়াছি, লোকে এই সমস্ত ব্যবস্থা পরিপালনে অবহেলা করিয়া অত্যন্ত শোচনীয় ব্যাপার সমুদায় উৎপাদন করে। যে সকল বালক বালিকার পিতা মাতা উভয়েই অসুস্থকায়, তাহারদের কোন সামান্য পীড়া উপস্থিত হইলেও তাহার শান্তি করা দুঃসাধ্য হইয়া উঠে। আর যাহারদের পিতা মাতা উভয়েই সুস্থ ও বলিষ্ঠ, তাহারা পীড়িত হইলে আশু প্রতীকার প্রাপ্ত হয়।"

জনক জননী উভয়ের মধ্যে এক জনেরও শ্বাস, যক্ষ্মা, উন্মাদাদি কোন উৎকট পীড়া থাকিলে, সন্তানদিগকেও সেই পীড়ায় পীড়িত হইতে সচরাচর দৃষ্টি করা যায়। তাহারা

অল্প কালে কাল-গ্রাসে পতিত হইয়া পিতা মাতাকে শোকাকুল করিতে পারে,এবং সচরাচর এরূপ ঘটনাও ঘটিয়া থাকে, যে তাঁহারা আপনারাও অল্প বয়সে প্রাণ ত্যাগ করিয়া স্বকীয় শিশু সন্তানদিগকে নিরাশ্রয় ও অনাথ করিয়া যান। অতএব উৎকট রোগগ্রস্ত ভগ্ন-শরীর-বিশিষ্ট ব্যক্তিদিগের উদ্বাহ সূত্রে সংযুক্ত হওয়া কোন মতেই উচিত নয়,এবং অসুস্থ-কায় ক্ষীণ জীবি ব্যক্তির সহিত পুত্র বা কন্যার বিবাহ দেওয়া কোন ক্রমেই বিধেয় নহে।

শারীরিক প্রকৃতির ন্যায় মানসিক গুণাগুণও সন্তানে বর্ত্তে। শরীরের অঙ্গ সৌষ্ঠব, অঙ্গ-বৈলক্ষণ্য,বলাধিক্য,দুর্ব্বলতা প্রভৃতির ন্যায় মনেরও কাম,ক্রোধ,দয়া,ভক্তি,বুদ্ধি প্রভৃতি পুরুষানুক্রমে এক রূপ হইতে দৃষ্টি করা যায়। বাহ্য বস্তুর সহিত মানব প্রকৃতির সম্বন্ধ বিচারে এ বিষয়ের প্রচুর প্রমাণ প্রদর্শিত হইয়াছে। এক্ষণে কেবল এই মাত্র উল্লেখ করা আবশ্যক, যে কন্যা বা পাত্রকে সদ্বুদ্ধিশালি ধর্ম্মপরায়ণ দেখিয়া বিবাহ করা কর্ত্তব্য। রিপুপরায়ণ বুদ্ধিহীন ব্যক্তিদিগের সহিত উদ্বাহ-সূত্রে সংযুক্ত হওয়া কোন ক্রমেই শ্রেয়ঃকল্প নহে। এই শুভদায়ক নিয়মের অন্যথাচরণ করিলে নানা প্রকার কঠিন দণ্ড ভোগ করিতে হয়।

যে ব্যক্তি রিপু-পরতন্ত্র হইয়া পরাৎপর পরমেশ্বরের আজ্ঞায় অশ্রদ্ধা ও অবজ্ঞা করে, তাহার হস্তে পতিত হইলে স্ত্রীদিগকে অবশ্যই যন্ত্রণা ভোগ করিতে হয়। সে ব্যক্তি ক্রোধান্ধ হইয়া প্রেমাস্পদ পত্নীর সহিত কুব্যবহার করিতে পারে, কামান্ধ হইয়া তাহার ঈর্ষ্যানল প্রজ্বলিত করত দুঃসহ যাতনা উদ্ভাবিত করিতে পারে,অপরের প্রতি অত্যাচার করিয়া আপনাকে ও আপনার পরিবারকে কলঙ্কিত করিতে পারে, ইন্দ্রিয়-সুখ সাধন অথবা সম্ভবাতিরিক্ত মান মর্য্যাদা বর্দ্ধনার্থে ঋণ-গ্রস্ত হইয়া ধন-কষ্ট দ্বারা স্ত্রী পুত্রাদিকে ক্লেশ প্রদান করিতে পারে, এবং চৌর্য্য ও প্রতারণা করাতে কারারুদ্ধ বা দেশান্তরিত হইয়া তাহারদিগকে অনাথ করিতে পারে। আর মূর্খ পতির হস্তে পতিত হইলে যে পদে পদে বিপদ, তাহা প্রসিদ্ধই আছে, তাহার আর প্রমাণ প্রদর্শন করিবার প্রয়োজন নাই। সেইরূপ, স্ত্রী লোক যদি ক্রুদ্ধ, লোভী, কলহ-প্রিয়, ভোগাসক্ত ও সম্ভবাতীত-মান-প্রিয় হয়, তাহাতেও যন্ত্রণা ও লাঞ্ছনার পরিসীমা থাকে না। যেমন অগ্নি সংযোগে যাবতীয় বস্তু দগ্ধ হয়, সেইরূপ পরিবারস্থ সমস্ত ব্যক্তি তাহার জ্বালায় জ্বালাতন হইতে থাকে। এরূপ স্ত্রীর স্বামী হওয়া অশেষ ক্লেশের বিষয়।

এরূপ অবৈধ বিবাহের ফল কেবল দম্পতীর যন্ত্রণা ভোগ মাত্রে পর্য্যাপ্ত হয় না, তাহারদের সন্তানেরাও অপকৃষ্ট স্বভাব প্রাপ্ত হইয়া আপনার, আপন পরিবারের, ও জনসমাজের ক্লেশ উৎপাদন করে। এরূপ অশান্ত-স্বভাব কন্যা বা পাত্রের পাণিগ্রহণ করা যে শ্রেয়স্কর নহে, এই সমস্ত প্রত্যক্ষ প্রতিফলই তাহার প্রমাণ। আমারদিগকে বাচনিক উপদেশ প্রদান করা পরাৎপর পরমেশ্বরের পক্ষে সম্ভাবিত নহে। অশুভোৎপত্তিই তাঁহার অসম্মতির চিহ্ন। যে কর্ম্মের অনুষ্ঠান করিলে অকল্যাণ উপস্থিত হয়, তাহা তাঁহার অভিমত কার্য্য নহে। তিনি সকল কল্যাণের আকর স্বরূপ, কেবল কল্যাণই তাঁহার সমস্ত নিয়মের উদ্দেশ্য, যে কার্য্য দ্বারা অকল্যাণ ঘটনা হয়, তাহা তাঁহার কল্যাণকর নিয়মের বিরুদ্ধ।

স্ত্রী ও স্বামী উভয়ের ধর্ম্ম, মনের গতি ও কার্য্যের রীতি এক রূপ হওয়া উচিত। এই বিধান উদ্বাহ সম্বন্ধীয় সপ্তম নিয়ম। এই পরম মঙ্গলাকর নিয়ম পরিপালিত হইলে, গৃহস্থের আলয় সুখের আলয় রূপে প্রতীয়মান হয়,নতুবা কেবল কলহ-ভূমি হইয়া উঠে। দম্পতীর কলহ অন্যান্য সর্ব্ব প্রকার বিবাদ বিসম্বাদ অপেক্ষায় ক্লেশকর। তাহারদের বিবাদ ভঞ্জনের উপায় নাই,এবং মৃত্যু অথবা চিরন্তন বিচ্ছেদ ব্যতিরেকে তাহার শেষ হইবার সম্ভাবনা নাই। তাঁহারদিগকে নিয়ত এক গৃহে একত্র অবস্থিতি করিয়া এক বিষয়ের ব্যবস্থা করিতে হয়, এ নিমিত্তে পুনঃ পুনঃ অনৈক্য-স্থল উপস্থিত হইয়া বিবাদ রূপ বিষম অগ্নি সর্ব্বদা প্রজ্বলিত হইতে থাকে।

দম্পতীর মনের ভাব ও গতি ভিন্নরূপ হইয়া সতত কলহ ঘটনা হইলে, কেবল তাঁহারাই অসুখি থাকেন এমত নহে, তাঁহারদের সন্তানেরাও দূষিত প্রকৃতি প্রাপ্ত হইয়া অশেষ প্রকার ক্লেশ ভোগ করে। অপত্যোৎপাদন কালে জনক জননীর যে রূপ মনের অবস্থা থাকে, সন্তানেরা তদনুরূপ গুণ দোষ অধিকার করিয়া জন্ম গ্রহণ করে। মদমত্ত হইয়া সন্তান উৎপাদন করিলে, সে সন্তান স্বভাবতঃ সুরাপানে অনুরক্ত হয়। ক্রোধোন্মত্ত হইয়া গর্ভাধান করিলে, সে গর্ভের সন্তান ক্রুদ্ধ স্বভাব প্রাপ্ত হয়। যৎকালে পিতা মাতা বিপৎপাত অথবা ধন কষ্ট দ্বারা অবসন্ন ও ম্রিয়মাণ থাকেন, তাঁহারদের তৎকালোৎপন্ন সন্তান সকল তদনুরূপ দুর্ঘটনা ঘটিলে আশু অবসন্ন ও ক্লিষ্ট হইয়া পড়ে। সেইরূপ, যখন জ্ঞানাপন্ন পুণ্যবান্ জনক জননীর বুদ্ধিবৃত্তি ও ধর্ম্মপ্রবৃত্তি সমুদায় প্রবল ও উত্তেজিত থাকে, তাঁহারদের তৎকালোৎপাদিত পুত্র ও কন্যাদিগের জ্ঞানানুশীলনে ও ধর্ম্মানুষ্ঠানে সহজেই প্রবৃত্তি জন্মে। এই অখণ্ডনীয় নিয়মের কার্য্য সর্ব্বত্র দৃষ্ট হইয়া থাকে। পিতা মাতার স্বভাব-সিদ্ধ বৃত্তি দ্বারা এ নিয়মের কিছু কিছু অন্যথাভাব হইতে পারে, কিন্তু ইহার অস্তিত্ব বিষয়ে কিছু মাত্র সংশয় নাই।

এক এক পুরুষের এক এক স্ত্রীর পাণিগ্রহণ করা কর্ত্তব্য, অধিবেদন অর্থাৎ বহু বিবাহ কোন রূপেই কর্ত্তব্য নহে। এই অষ্টম নিয়ম এরূপ সহজ ও সুসঙ্গত, যে ইহা সপ্রমাণ করিবার নিমিত্ত অধিক আয়াস করা আবশ্যক বোধ হয় না। কিন্তু কি আশ্চর্য্য! অতি পূর্ব্বাবধি নানা দেশে এই কুৎসিত রীতি প্রচলিত হইয়া আসিয়াছে। রুষিয়ার অন্তঃপাতি অনেক প্রদেশীয় লোকে যত স্ত্রীর ভরণ পোষণে সমর্থ, তত স্ত্রীকেই বিবাহ করিতে পারে। পারসীক ও তুরস্ক দেশীয় ভূপতি ও ধনাঢ্য ব্যক্তিদিগের শত শত ও সহস্র সহস্র পত্নী ও উপপত্নী থাকে। শুনা গিয়াছে, মরক্কোর রাজা পত্নী ও উপপত্নীতে অষ্ট সহস্র স্ত্রী রক্ষা করেন। কামস্কাট্‌কা দেশীয় কোন কোন শ্রেণীস্থ লোক তিন স্ত্রীর পাণিগ্রহণ করে। আর ভারতবর্ষে এই অধিবেদন রূপ বিষম পাতক যে বহু কালাবধি প্রচলিত আছে, রামায়ণ, মহাভারত ও সমুদায় পুরাণ ইহরা সাক্ষী স্বরূপ। অযোধ্যাধিপতি দশরথ রাজার সার্দ্ধ সপ্তশত মহিষী ছিল এবং রামায়ণে এক ব্যক্তিকে শত কন্যা সম্প্রদান করিবার কথা উল্লিখিত আছে। মনুষ্যের যে প্রবৃত্তি হইতে যত প্রকার পাপ উদ্ভাবিত হইতে পারে, তিনি তাহার কিছুই অবশিষ্ট রাখেন নাই। যেমন নানা দেশে এক এক পুরুষের বহুদার পরিগ্রহ করিবার প্রথা প্রচলিত আছে, সেই রূপ স্থান বিশেষে এক এক স্ত্রীর বহু স্বামি বরণ করিবার রীতিও প্রতিষ্ঠিত আছে। তিব্বত দেশে অনেক ভ্রাতা এক ভার্য্যার পাণি গ্রহণ করিয়া একত্র কাল যাপন করেন, এবং যে স্ত্রী এইরূপ বহু স্বামিকে বরণ করেন, তিনি বিশিষ্ট রূপে মান্য ও গণ্য হন। মহাভারতে দ্রৌপদ্যুপাখ্যানে স্বামি সংঘটন বিষয়ে যে উপাখ্যান আছে, তাহাও এইরূপ কোন দেশাচার হইতে উৎপন্ন হইয়াছে বোধ হয়। এক্ষণে আমারদের দেশ অধিবেদন রূপ অগ্নি-শিখায় দগ্ধ হইয়া যে প্রকার ক্লেশ উৎপাদন করিতেছে, তাহা কাহারও অবিদিত নাই। অতএব অধিবেদনের দোষাদোষ বিবেচনা করা অবশ্য কর্ত্তব্য।

অনেকানেক পণ্ডিত গণনা করিয়া দেখিয়াছেন, স্ত্রী পুরুষের সংখ্যা প্রায় সমান। দেশ বিশেষে কিছু কিছু ইতর বিশেষ দৃষ্ট হয় বটে, কিন্তু তাহা নিয়ম লঙ্ঘনের ফল। শ্রীযুক্ত জর্জ কুম্ব্ সাহেব স্ব প্রণীত ধর্ম্ম-নীতি বিষয়ক পুস্তকে লিখিয়াছেন, "পিতা মাতার বল ও বয়ঃক্রমের ন্যূনাধিক্য কন্যা অথবা পুত্রোৎপত্তির হেতু। স্কট্‌লণ্ড ও ইংলণ্ড দেশীয় প্রাচীন পুরুষেরা তরুণী ভার্য্যার পাণি গ্রহণ করিয়া যত সন্তান উৎপাদন করেন, তাহার অধিকাংশ কন্যা। ভূমণ্ডলের পূর্ব্ব খণ্ডে কোন কোন প্রদেশে যে অধিক কন্যা-সন্তান জন্মে, তত্রত্য স্ত্রীলোকদিগের অপেক্ষাকৃত তেজস্বিতা ও তরুণ

বয়সই তাহার কারণ। তথাকার ধনশালি সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিরা পরম ন্যায়বান্ পরমেশ্বরের সকল প্রকার নিয়ম লঙ্ঘন করিয়া স্ত্রীদিগের অপেক্ষায় দুর্ব্বল ও নির্বীর্য্য হইয়া পড়েন।"

অতএব যখন পরমেশ্বর-প্রতিষ্ঠিত প্রাকৃতিক নিয়ম পালন করিলে স্ত্রী পুরুষ উভয় জাতির সংখ্যা সমান হয়, তখন বহু দার পরিগ্রহ করা কদাপি তাঁহার অভিপ্রেত নহে। তিনি এই অভিপ্রায়ে আমারদিগকে কাম, অপত্যস্নেহ ও আসঙ্গলিপ্সা বৃত্তি প্রদান করিয়াছেন, যে আমরা তাহারদিগকে বুদ্ধিবৃত্তিও ধর্ম্মপ্রবৃত্তির বশবর্ত্তি রাখিয়া পরিবার প্রতিপালন পূর্ব্বক পরম সুখ সম্ভোগ করিব। এই সমস্ত শুভবৃত্তি প্রেমাস্পদ পত্নী ও স্নেহাস্পদ সন্তানদিগকে প্রাপ্ত হইলে চরিতার্থ হইয়া অশেষ আনন্দ বিতরণ করে। কিন্তু বহু স্ত্রীর পাণি গ্রহণ করিলে, তাহারা চরিতার্থ হওয়া দূরে থাকুক, সর্ব্বদা ক্ষুভিত ও ক্লিষ্ট হইয়া যৎপরোনাস্তি যন্ত্রণা প্রদান করে। এক স্ত্রীর সহিত সঙ্গমন করিলে অন্য স্ত্রীর ঈর্ষ্যানল প্রজ্বলিত হয়, এবং এক স্ত্রীর সন্তানদিগকে স্নেহ করিতে দেখিলে, অন্য স্ত্রী ক্ষোভ ও ক্রোধ প্রকাশ করে। এক পত্নীর সহিত যেরূপ প্রগাঢ় প্রণয় উৎপন্ন হইতে পারে, বহু স্ত্রীর পাণিগ্রহণ করিলে, সকলের সহিত সেরূপ সুনির্ম্মল প্রীতি সঞ্চারিত হইবার সম্ভাবনা নাই। যে প্রণয় রত্ন এক পত্নীকে প্রদান করা উচিত, তাহা অনেক ভার্য্যাকে বিভাগ করিয়া দিলে, কেহই সম্পূর্ণ প্রীতির অধিকারী হইতে পারে না। পত্নীও সপত্নীবিহীন হইলে, স্বীয় পতিকে মনের সহিত প্রীতি করিয়া, যেরূপ প্রীত ও পরিতুষ্ট থাকিতে পারে, অন্যের সপত্নী হইলে, সেরূপ সন্তুষ্ট থাকা দূরে থাকুক, দিবানিশ ঈর্ষ্যা রূপ দীপ্ত চিতায় আরোহণ করিয়া দগ্ধ হইতে থাকে। ইহাতে, যে গৃহ কেবল প্রীতি, ভক্তি, স্নেহ, বাৎসল্য, সারল্য ও সন্তোষের আবাস হওয়া উচিত, তাহা অনৈক্য, অপ্রীতি, অনাদর, অসন্তোষ, কৌটিল্য ও কলহের আলয় হইয়া উঠে। যে স্থানে স্নেহ-বাক্য, প্রণয় সম্ভাষণ, সহাস্য বদন, এবং প্রফুল্ল ও প্রসন্ন আনন প্রত্যক্ষ হওয়া সম্ভব, সে স্থানে সর্ব্বদাই কলহ নাদ নাদিত এবং বিষণ্ণ বদন দৃষ্ট হইয়া থাকে। এ সকল ব্যাপার আমারদের ধর্ম্মপ্রবৃত্তির অভিমত নহে। যে কার্য্য করিলে, পরমেশ্বরপ্রদত্ত প্রধান প্রধান প্রবৃত্তির বিরুদ্ধাচরণ করিয়া যন্ত্রণা সৃজন ও ক্লেশ বর্দ্ধন করিতে হয়, তাহা কদাপি তাঁহার অনুমোদিত নয়, অতএব কোন রূপেই কর্ত্তব্য নহে। এ কাল পর্য্যন্ত অধিবেদনের অনিবার্য্য ফল স্বরূপ ব্যভিচার, ভ্রূণ হত্যা, প্রবঞ্চনা, সপত্নী-সন্তান বিনাশ প্রভৃতি গুরুতর দোষ দ্বারা যে কত শত সাধুবংশ দূষিত হইয়াছে, তাহাকে গণনা করিতে পারে? আমারদের স্বদেশীয় পুরাবৃত্ত যে অনাদৃত ও লুপ্ত প্রায় হইয়াছে, এ অংশে তাহা সুখের বিষয় বলিতে হয়; নতুবা তাহা এই সমস্ত পাপ-কলঙ্কে কলঙ্কিত দেখিতে হইত। এক এক দিবসে এতদ্দেশীয় কৌলীন্যাচার-জনিত যত ঘৃণাকর ভয়ঙ্কর পাপ উৎপন্ন হইয়া থাকে, তাহা আলোচনা করিয়া কোন্ ব্যক্তি অবিচলিতচিত্ত ও নিরশ্রু-লোচন থাকিতে পারে? এই ঘৃণিত রীতি প্রচলিত থাকাতে, অতি বিশুদ্ধ উদ্বাহ-সংস্কার যৎকুৎসিত ব্যভিচার-বেশ ধারণ করিয়াছে, নিষ্কলঙ্ক দম্পতী-প্রীতি অপবিত্র পরকীয় ভাব গ্রহণ করিয়াছে, পরম পবিত্র পুণ্য-ক্রিয়া অর্থকরী উপজীবিকা রূপে পরিণত হইয়াছে। কি লজ্জার বিষয়! কি ঘৃণার বিষয়! আমরা অধর্ম্মকে ধর্ম্মভূষণে বিভূষিত করিয়া পূজা করিতেছি! আর কত দিন আমরা এই বিষম দোষাকর দেশাচারের দাস হইয়া সদাচারে বিরত থাকিব? আর কত দিন আমরা মোহান্ধ ভ্রান্ত-স্বভাব মনুষ্যদিগের মনঃকল্পিত বিধানের অনুরোধে পরম মঙ্গলাস্পদ অসীমজ্ঞান পরমেশ্বরের সাক্ষাৎ আজ্ঞায় অবহেলা ও অশ্রদ্ধা করিয়া যন্ত্রণা ভোগ করিব? স্বদেশের এই সমুদায় কদাচারের বৃত্তান্ত লিখিতে লজ্জায় অধোমুখ হইতে হয়। এ প্রকার দোষাকর ব্যবহার প্রচলিত থাকা কেবল অজ্ঞান ও অধর্ম্মের লক্ষণ। বিশেষতঃ

ইহা ঐশ্বরিক নিয়মের বিরুদ্ধ জানিয়াও বলবৎ রাখিলে, পরাৎপর পরমেশ্বরে এবং তাঁহার প্রতিষ্ঠিত পরম ধর্ম্মে অবজ্ঞা ও অশ্রদ্ধা প্রকাশ পায়। কুৎসিত কৌলীন্য প্রথা যুক্তি-সিদ্ধও নহে, শাস্ত্র-মূলকও নহে। অতএব এ রীতি রহিত করণার্থে এতদ্দেশীয় প্রভুত্বশালি সুপণ্ডিত মহাশয়দিগের প্রাণপণে যত্ন করা কর্ত্তব্য। তাহা হইলে তাঁহারদের ধর্ম্মে মতি, পরমেশ্বরে শ্রদ্ধা ও স্বদেশের শুভানুরাগ প্রকাশ পাইবে।

উদ্বাহ সংস্কার সম্পাদনার্থে যে কতিপয় নিয়ম পালন করা কর্ত্তব্য, তাহা এক প্রকার প্রতিপন্ন হইল। যে যে স্থলে বিবাহ-বন্ধন বিহিত নহে, এবং যে যে স্থলে সর্ব্বতোভাবে বিধেয়, উভয়ই লিখিত হইল। কিন্তু এই সমস্ত বৃত্তান্ত আদ্যোপান্ত পাঠ করিয়া দেখিলে নিশ্চিত প্রতীত হইবে, পরম কারুণিক পরমেশ্বর মনুষ্যের মঙ্গলার্থে উদ্বাহ নিবন্ধন বিষয়ে যত গুলি নিয়ম সংস্থাপন করিয়াছেন, বিধবাদিগের পুনঃ সংস্কার নিবারণ তাহার কোন নিয়মের উদ্দেশ্য নহে। ফলতঃ, যখন মৃত-দার পুরুষেরা পুনর্ব্বার দার পরিগ্রহ করিয়া পাপ গ্রস্ত হয় না, তখন পতি-বিহীনা বিধবারা পুনর্ব্বার বিবাহ করিলে কেন দূষিত হইবে? যদি সন্তান উৎপাদন ও তৎসংক্রান্ত অন্যান্য কর্ত্তব্য কর্ম্ম সম্পাদন উদ্বাহ বন্ধনের প্রয়োজন হয়, তবে অবীরা অবলারা এই সমস্ত সৎকার্য্য সাধনার্থে পুনর্ব্বার স্বামি গ্রহণ করিতে কেন অধিকারী নহে? যখন ইন্দ্রিয় সংযম করা এমন কঠিন, যে সহস্রে এক ব্যক্তিকেও শান্ত-স্বভাব সচ্চরিত্র দেখা যায় না, তখন বালবিধবা অবলারা যাবজ্জীবন ইন্দ্রিয় নিরোধ করিয়া রাখিবে, ইহা কি
বিত বোধ হয়? ফলতঃ, অ
বৃত্তির একেবারে রোধ করা
অভিপ্রেত নহে। তিনি কোন
র্থক সৃষ্টি করেন নাই। তিনি
মনোবৃত্তিকে অশেষ সুখের উৎস
করিয়াছেন। তিনি আমারদিগকে যদর্থে য
বৃত্তি প্রদান করিয়াছেন, তৎসমুদায় বিহিত
বিষয়ে নিযোজিত না হইলে সুতরাং অবি
হিত বিষয়ে প্রবৃত্ত হইবে। অতএব বিধবাদিগের বিবাহ প্রতিষেধ জগদীশ্বরের নিয়মানুগত নহে, ভ্রান্ত-স্বভাব মনুষ্যদিগের মনঃকল্পিত। যাহা পরম কারুণিক পরমেশ্বরের মঙ্গলাকর নিয়মের বিরুদ্ধ, তাহা হইতে অবশ্যই বিষময় ফল উৎপন্ন হয়, তাহার সংশয় নাই। অতএব, বিধবাদিগের মনঃ পীড়া ও ব্যভিচার দোষ, পরিবারের কলঙ্ক ও যন্ত্রণা, স্বদেশে ভ্রূণহত্যাদি গুরুতর পাপের প্রাদুর্ভাব, পাপ-জনিত যাতনা বৃদ্ধি ও বিপত্তি ঘটনা এই সমুদায় এই পাপময় প্রথার প্রত্যক্ষ প্রতি ফল।

উদ্বাহ বিষয়ে যে কয়েক টি নিয়মের বিবরণ করা গেল, তাহার অধিকাংশ আমারদিগের দেশাচার-বিরুদ্ধ একথা যথার্থ বটে। কিন্তু দেশাচার কদাপি অখণ্ডনীয় নহে। মনুষ্যের যত বোধোদয় হয়, আচার, ব্যবহার, রীতি, নীতি তত পরিবর্ত্তিত হইতে থাকে। যে নিয়ম বিশ্ব-নিয়ন্তা বিশ্বপতির নিয়মানুগত, তাহাই সর্ব্বথা প্রতিপালন করা বিধেয়। আর যে প্রথা তাঁহার মঙ্গলময় নিয়মের বিরুদ্ধ, তাহা অনাদি-পরম্পরা-প্রচলিত হইলেও, বিষবৎ পরিত্যাগ করা কর্ত্তব্য। যখন পূর্ব্বোক্ত উদ্বাহ বিষয়ক নিয়ম সমুদায় পরম ন্যায়বান্ পরমেশ্বরের সাক্ষাৎ আজ্ঞা স্বরূপ প্রতীয়মান হইতেছে, তখন কি তদ্বিরুদ্ধ রীতি নীতিকে মনোমধ্যে ক্ষণমাত্র স্থান দেওয়া উচিত? নিশার অন্ধকার কি দিবাকরের উজ্জ্বল জ্যোতিঃ নিবারণ করিতে পারে? জ্ঞানের সিংহাসন হরণ করিয়া কি অজ্ঞানকে প্রদান করা যায়? এই সমস্ত যথার্থ তত্ত্ব কেবল কর্ণকুহরে প্রবিষ্ট হইলেই বা কি হইবে? কেবল বুদ্ধিগোচর হইয়া স্মৃতি-পথে আরূঢ় থাকিলেই বা কি ফলোদয় হইবে? জ্ঞান-নেত্র উন্মীলন করিয়া যে সমস্ত ঐশ্বরিক বিধান প্রতীতি করা যায়, তাহাতে একান্ত শ্রদ্ধা করা ও নির্ভয় হৃদয়ে তদনুযায়ি আচার ব্যবহার সংস্থাপনে যত্ন করা সর্ব্বতোভাবে কর্ত্তব্য।

ক্রুবুল পুষ্প

এই আশ্চর্য্য পুষ্প সুমাত্র দ্বীপে জন্মে। বোধ হয়, ভূমণ্ডলে এমন প্রকাণ্ড পুষ্প আর নাই। ইহা আড়ে দুই হাত এবং ইহার বেড় ছয় হাত। পাপড়ি সকল এক ফুট উচ্চ ও পরস্পর এক ফুট অন্তর। স্থূলতা সকল স্থানে সমান নহে; কোন স্থলে এক বুরুলের চারি ভাগের তিন ভাগ ও কোন স্থলে বা এক ভাগ অপেক্ষাও ন্যূন। ইহার কর্ণিকাতে /৭।। সের জল ধরে। এবং এক এক টা পুষ্প তৌল করিলেও প্রায় /৭।। সের হইতে পারে।

বর্ষাকালের শেষে এই পুষ্প উৎপন্ন হয়, এবং মুকুল হইবার তিন মাস পরে উত্তম রূপ প্রস্ফুটিত হয়। ইহার গন্ধ উত্তম নয়; ঠিক পচা মাংসের মত; মক্ষিকা সকল ঝাঁকে ঝাঁকে গিয়া ইহাতে অবস্থিতি করে।

যদিও এরূপ বৃহৎ পুষ্প আর কুত্রাপি দৃষ্ট হয় নাই, কিন্তু যব দ্বীপের নিকটবর্ত্তি এক ক্ষুদ্র দ্বীপে* যে এইরূপ আর এক পুষ্প জন্মে, সেও সামান্য নহে; তথাকার লোকেরা তাহাকে পদ্ম বলিয়া থাকে। তাহারও আড় দুই ফুট এবং বেড় ছয় ফুট হইবেক। এই স্থলে তাহার প্রতিরূপ প্রকাশ করা যাইতেছে।

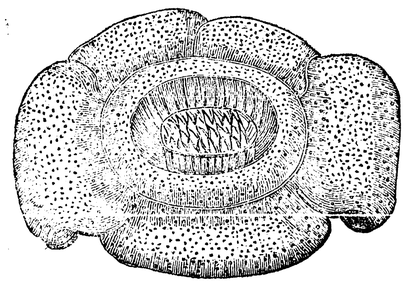

পদ্ম

এই উভয় পুষ্পই এক প্রকার। উভয়েরই স্কন্দ নাই, বৃন্ত নাই, পত্র নাই ও মূল নাই। উভয়ই অন্য বৃক্ষের উপরে জন্মে এবং অন্য বৃক্ষের রস পাইয়া জীবিত থাকে। এই উভয় পুষ্প এমত বৃহৎ, অথচ ইহারদের প্রকৃত বীজ হয় না। এক প্রকার অঙ্কুরবৎ অতি সূক্ষ্ম পদার্থ দ্বারা উভয়েরই উৎপত্তি হইয়া থাকে।

* এই ক্ষুদ্র দ্বীপের নাম সুসা কয়ঙ্গন।

পদার্থবিদ্যা

হ্রসমান গতি

কোন বস্তু উচ্চ হইতে পতিত হইবার সময়ে যেমন তাহার বেগ বৃদ্ধি হয়, সেইরূপ নিম্নদেশ হইতে ঊর্দ্ধ দেশে উত্থিত হইবার সময়ে তাহার বেগ ক্রমে ক্রমে হ্রাস হইয়া যায়। কারণ, পতিত হইবার সময়ে নিম্ন দিকে [illegible] করে, এবং পৃথিবীও তাহাকে নিম্ন দিকেই ক্রমাগত আকর্ষণ করে, ইহাতে পৃথিবীর আকর্ষণ তাহার পতনের অনুকূল হয়, কদাপি প্রতিকূল হয় না, সুতরাং তাহার বেগ বৃদ্ধি হইতে থাকে। কিন্তু কোন বস্তু উত্থিত হইবার সময়ে নিয়ত ঊর্দ্ধ দিকে গমন করে, অথচ পৃথিবী তাহাকে নিম্ন দিকে আকর্ষণ করিতে থাকে। এ-কারণ, পৃথিবীর আকর্ষণ তাহার ঊর্দ্ধ গতির প্রতিকূল হওয়াতে, বেগ হ্রাস হইয়া আইসে। যে আকর্ষণ অধোগামি বস্তুর বেগ বৃদ্ধির কারণ, সেই আকর্ষণই ঊর্দ্ধ গামি [illegible] বেগ হ্রাস হইবার কারণ। এই শে- [illegible] গতিকে হ্রসমান গতি বলে।

[illegible] উত্থিত হইবার সময়ে প্রতি [illegible] তাহার বেগ হ্রাস হয়, ক্রমে সমুদায় [illegible] হইলে এক স্থানে গিয়া স্থির হয়, [illegible] হইতে পতিত হইয়া ভূতলে আ- [illegible] উপনীত হয়। ইহার একটি সুন্দর [illegible] য়ম আছে; কোন দ্রব্য ঊর্দ্ধে উৎক্ষেপ করিলে, উত্থিত হইতে যতক্ষণ লাগে, তথা হইতে পৃথিবীতে পতিত হইতেও ঠিক তত ক্ষণ হয়। পতন ও উত্থান উভয়েরই এক রূপ নিয়ম। যদি একটা লোষ্ট ক চিহ্নিত স্থান হইতে উৎক্ষেপ করা যায়, আর তাহা প্রথম সেকণ্ডে খ চিহ্নিত স্থানে, দ্বিতীয় সেকণ্ডে গ চিহ্নিত স্থানে, এবং তৃতীয় সেকণ্ডে ঘ চিহ্নিত স্থানে উত্থিত হয়, তবে পতনের সময়েও এই নিয়ম ক্রমে পতিত হইবে। প্রথম সেকণ্ডে ঘ হইতে গ চিহ্নিত স্থানে, দ্বিতীয় সেকণ্ডে গ হইতে খ চিহ্নিত স্থানে, তৃতীয় সেকণ্ডে খ হইতে ক চিহ্নিত স্থানে পতিত হইবে। উঠিবার সময়ে এক এক সেকণ্ডে যত দূর উত্থিত হয়, পড়িবার সময়েও তত দূর পতিত হয়; কেবল ক্রমের বিপর্য্যয় মাত্র।

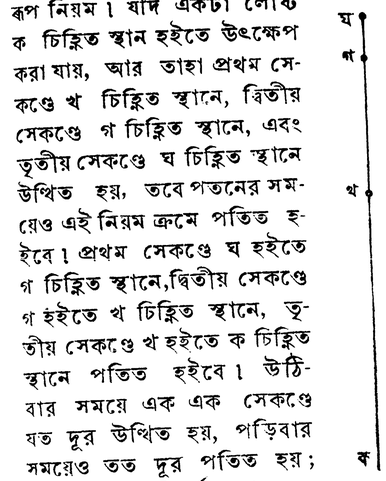

নিরপেক্ষ গতি ও আপেক্ষ গতি

যদি কোন বস্তু এক স্থান হইতে অন্য স্থানে গমন করে, আর অন্য কোন বস্তুর গতির সহিত তাহার গতির তুলনা না করা যায়, তবে তাহার সেই গতিকে নিরপেক্ষ গতি বলা যায়। যে নৌকা প্রতি পলে ২০০ হাত চলে, তাহার নিরপেক্ষ গতি প্রতি পলে ২০০ হাত বলিতে হয়।

যে সময়ে সেই নৌকা গমন করে, সেই সময়ে যদি কোন ব্যক্তি তাহাতে স্থির হইয়া বসিয়া থাকে, তবে তাহারও সুতরাং প্রতি পলে ২০০ হাত গমন করা হয়। কিন্তু যদি সে ব্যক্তি স্থির না থাকিয়া গলুয়ের দিকে প্রতি পলে ১০ হাত করিয়া চলিতে থাকে, তবে তাহার প্রতি পলে ২১০ হাত গমন করা হয়, সুতরাং তাহার নিরপেক্ষ বেগ নৌকার নিরপেক্ষ বেগ অপেক্ষায় ১০ হাত অধিক হয়। এই দশ হাতকে নৌকারূঢ় ব্যক্তির আপেক্ষ গতি বলা যায়। তাহার আপেক্ষ গতি ১০ হাত এবং নিরপেক্ষ গতি ২১০ হাত।

যদি এক টা অশ্ব প্রতি ঘণ্টায় ৪ ক্রোশ চলে, আর এক টা ৫ ক্রোশ চলে, তবে তাহারদের আপেক্ষ গতি প্রতি ঘণ্টায় ১ ক্রোশ।

ভূমণ্ডল পশ্চিম দিক হইতে ক্রমাগত পূর্ব্ব দিকে চলিতেছে, তৎসহকারে আমারদেরও গমন সিদ্ধ হইতেছে। কিন্তু যখন কোন ব্যক্তি সমুদ্রযান আরোহণ করিয়া পূর্ব্বাভিমুখে প্রতি ঘণ্টায় ১০ ক্রোশ গমন করেন, তখন তাঁহার নিরপেক্ষ গতি ভূমণ্ডলের নিরপেক্ষ গতি অপেক্ষায় ১০ ক্রোশ অধিক বলিতে হয়। এই দশ ক্রোশ তাঁহার আপেক্ষ গতি।

কিন্তু যদি দুই বস্তু পরস্পর বিপরীত দিকে গমন করে, তবে তাহারদের বেগের অঙ্ক যোগ করিয়া যত হয়, তাহারদের আপেক্ষ গতি তত বলিতে হয়। যদি এক অশ্ব উত্তর দিকে, আর এক অশ্ব দক্ষিণ দিকে, প্রতি ঘণ্টায় এক যোজন গমন করে, তাহা হইলে তাহারদের আপেক্ষ গতি প্রতি ঘণ্টায় দুই যোজন বলিতে হইবে।

সামান্য গতি

যদি দুই অথবা বহু বস্তু এক শক্তি দ্বারা আহত হইয়া একত্র গমন করে, তাহা হইলে তাহারদের গতিকে সামান্য গতি কহে। নৌকাও প্রতি ঘণ্টায় যত দূর গমন করে, নৌকারূঢ় ব্যক্তিদিগেরও প্রতি ঘণ্টায় তত দূর গমন করা হয়। শকট প্রতি ঘণ্টায় যত দূর গমন করে, শকটস্থ বস্তু সমুদায়েরও প্রতি ঘণ্টায় তত দূর গমন করা হয়। এই দুই স্থলে নৌকা ও নৌকারূঢ় ব্যক্তিদিগের গতিকে, এবং শকট ও শকটস্থ বস্তু সমুদায়ের গতিকে সামান্য গতি বলা যায়।

কোন বৃহৎ বস্তু চলিত হইলে, তত্রস্থ সমুদায় বস্তু তাহার সঙ্গে সঙ্গে চলিতে থাকে। পৃথিবী প্রতি ঘণ্টায় ৭৪৮০ যোজন গমন করিতেছে, তাহার সঙ্গে সঙ্গে পৃথিবীস্থ বৃক্ষ; লতা, পশু পক্ষী, কীট, পতঙ্গ, মনুষ্যাদি সমুদায়ই চলিতেছে। এস্থলে পৃথিবীর গতিকে ও বৃক্ষাদির গতিকে সামান্য গতি বলা যায়।

আমরা প্রতি ঘণ্টায় ৭৪৮০ [illegible] ক্রমাগত লিতেছি, কিন্তু তাহা কিছুই অনুভব [illegible] ক সংখ্যা পারি না। বোধ হয়, যেন এক স্থা- সেই সেই

হইয়া আছি। নৌকার মধ্যে শয়ন করিয়া যদি তীরের দিকে দৃষ্টি পাত না করা যায় এবং বায়ু স্থির থাকাতে তরঙ্গাদি উৎপন্ন না হয়, তাহা হইলে নৌকা যে চলিতেছে এমন অনুভব হয় না। নৌকা ও নৌকারূঢ় ব্যক্তিদিগের গতি যেমন সামান্য গতি, সেইরূপ পৃথিবী ও আমারদিগের গতিও সামান্য গতি; এই নিমিত্ত আমরা পৃথিবীর গতিকে অনুভব করিতে পারি না। যদি কোন কারণে পৃথিবী আমারদের অপেক্ষায় অধিক বেগে গমন করিত, তবে তাহার গতি আমারদিগের অবশ্যই অনুভূত হইত, তাহার সন্দেহ নাই। আমারদের বোধ হয়, যেন সূর্য্য চলিতেছে, নক্ষত্র চলিতেছে, চন্দ্রও প্রতি দিন পৃথিবী পরিবেষ্টন করিতেছে; কিন্তু ইহা ভ্রান্তি মাত্র। যে সময়ে নৌকা চলে, সে সময়ে নৌকায় থাকিয়া নদী-তটে দৃষ্টি ক্ষেপ করিলে, যেমন তীরস্থ বৃক্ষাদি বিপরীত দিকে গমন করিতেছে বোধ হয়, সেইরূপ, পৃথিবী প্রতিদিন পূর্ব্বাভিমুখে আবর্ত্তন করিতে করিতে যায় এ নিমিত্ত বোধ হয়, চন্দ্র, সূর্য্য, নক্ষত্র প্রতি দিন পশ্চিমাভিমুখে গমন করিয়া পৃথিবী পরিবেষ্টন করিতেছে।

রথারূঢ় হইয়া গমন করিতে করিতে যদি কোন বস্তু ভূতলে নিক্ষেপ করা যায়, তাহা হইলে সেই বস্তু যতক্ষণ পৃথিবীতে পতিত না হয়, ততক্ষণ রথের সঙ্গে সঙ্গে চলিতে থাকে। কারণ যখন সেই বস্তু রথের উপরে স্থাপিত ছিল, তখন রথের ও তাহার বেগ সমান ছিল, রথ হইতে নির্গত হইলেও সেই বেগ থাকে, সুতরাং যতক্ষণ ভূতলে পতিত না হয়, তত ক্ষণ রথের সঙ্গে সঙ্গে গমন করে।

যাঁহারা অশ্বচর্য্যা অর্থাৎ ঘোড়ার নাচ দৃষ্টি করিয়াছেন, তাঁহারা দেখিয়া থাকিবেন, কোন কোন অশ্বারূঢ় ব্যক্তি ধাবমান ঘোটকের উপর দণ্ডায়মান হইয়া কমলালেবু অথবা অন্য কোন বস্তু উৎক্ষেপ করিয়া পুনরায় হস্তে গ্রহণ করিতে করিতে যায়। _____ত দ্রুত গমন করে, তথাপি সে সঙ্গেই যায়। ইহার কারণ, অশ্ব যত বেগে ধাবমান হয়, অশ্বারূঢ় ব্যক্তি এবং তাহার হস্ত-স্থিত বস্তুও সুতরাং তত বেগে গমন করে। সে বস্তু তাহার হস্ত হইতে উৎক্ষিপ্ত হইবার পরেও সেইরূপ গমন করে। সুতরাং যত ক্ষণ ভূতলে পতিত না হয়, তত ক্ষণ অশ্ব ও অশ্বারূঢ় ব্যক্তির সঙ্গে সঙ্গে অগ্রসর হইতে থাকে। ইহাতেই অশ্বারূঢ় ব্যক্তি এক স্থানে সেই বস্তু পরিত্যাগ করিয়া অন্য স্থানে পুনর্ব্বার গ্রহণ করিতে পারে।

* এই ফুটে পড়িয়া যায় না, তাহার সঙ্গে

পুরাণ

১১৩ সংখ্যক পত্রিকার ১০৮ পৃষ্ঠার পর

বেদব্যাস কি নিমিত্তে পুরাণকর্ত্তা বলিয়া বিখ্যাত আছেন, এবং প্রথমকার পুরাণের পরে এক্ষণকার প্রচলিত পুরাণ সমুদায়ের পূর্ব্বে পুরাণ শাস্ত্রের অন্য কোন প্রকার অবস্থা থাকিবার প্রমাণ প্রাপ্ত হওয়া যায় কি না, তাহা অনুসন্ধান করিয়া দেখা উচিত। বিষ্ণু, বায়ু, ও কৌর্ম্ম পুরাণে এই প্রকার লিখিত আছে, যে যিনি যিনি সময় বিশেষে বেদ বিভক্ত ও শৃঙ্খলাবদ্ধ করিয়া আসিয়াছেন, তাঁহারাই ব্যাস নামে বিখ্যাত হইয়াছেন, এবং ক্রমে ক্রমে এইরূপ অষ্টাদশ ব্যাস ভূমণ্ডলে জন্ম গ্রহণ করিয়া লোকের উপকার করিয়া গিয়াছেন। এই তিন পুরাণে তাঁহারদের প্রত্যেকের নাম নির্দ্দিষ্ট আছে; বেদ-বিভাগক ঋষিদিগের নামের মধ্যে কোন কোন নাম প্রাপ্ত হওয়া যায়। এক্ষণে বেদ-শাস্ত্রের যেরূপ বিভাগ ও শৃঙ্খলা প্রচলিত আছে, তাহা যে ব্যাসের কৃত, তাঁহার নাম কৃষ্ণদ্বৈপায়ন। সমুদায় অষ্টাদশ পুরাণ ও সমগ্র মহাভারত তাঁহারই কৃত বলিয়া প্রসিদ্ধ আছে। কিন্তু পুরাণ সকলের রচনা-প্রণালী পরস্পর এত বিভিন্ন, এবং ধর্ম্ম সম্বন্ধীয় মতামত প্রভৃতি নানা বিষয়ে তাহারদের এত অনৈক্য, যে তাহাদিগকে এক জনের রচিত বলিয়া কোনমতেই স্বীকার করা যায় না। ফলতঃ, এক্ষণকার অষ্টাদশ পুরাণের এক পুরাণও

যে বেদব্যাস কর্ত্তৃক প্রণীত নহে, তাহা পশ্চাৎ বিশিষ্টরূপে প্রতিপন্ন হইবে। যিনি মনোযোগ পূর্ব্বক মহাভারতের ১০।১৫ অধ্যায় আনুপূর্ব্বিক পাঠ করিয়াছেন, তিনি আর কখনই তাহাকে এক গ্রন্থকর্ত্তার প্রণীত বোধ করিতে পারেন না। তাহাতে এক এক বিষয় পুনঃ পুনঃ লিখিত হইয়াছে*, এক উপাখ্যান কথিত হইতে হইতে বিশিষ্ট কারণ ব্যতিরেকে অন্য উপাখ্যান উত্থাপিত হইয়াছে†, এক বক্তার উক্তি মধ্যে সহসা অন্য বক্তার বাক্য সমাবিষ্ট হইয়াছে‡, এবং পরস্পর অসম্বদ্ধ উপাখ্যান সমুদায় একত্র স্থাপিত হইয়াছে§। এক্ষণকার প্রচলিত সমগ্র মহাভারত এক ব্যক্তি কর্ত্তৃক প্রণীত হইলে এরূপ অব্যবস্থা কখনই হইতে পারে না। ফলতঃ মহাভারতের কিয়দংশ পাঠ করিয়া দেখিলে সহজে জানা যায়, যে ইহার অনেক ভাগ পূর্ব্ব প্রচলিত পুরাতন ইতিহাসাদির সংগ্রহ মাত্র। তাহার সমুদায় ভাগ যে এক সময়ে সঙ্কলিত হইয়াছে, এমনও বোধ হয় না। প্রত্যুত, সমুদায় মহাভারত যে এক সময়ের সংগ্রহ নহে, তাহা পূর্ব্ব পূর্ব্ব ভারতবর্ষীয় পণ্ডিতেরাও স্বীকার করিয়া গিয়াছেন, এবং মহাভারতের মধ্যেই তাহা স্পষ্টরূপে লিখিত রহিয়াছে। যথা

মন্বাদি ভারতং কেচিদাস্তীকাদি তথাপরে।
তথোপরিচরাদ্যন্যে বিপ্রাঃ সম্যগধীযতে॥
বিবিধমহিতাজ্ঞানং দীপয়ন্তি মনীষিণঃ।
ব্যাখ্যাতুং কুশলাঃ কেচিদ্গ্রন্থান্ ধারয়িতুং পরে॥
আদিপর্ব্ব ১ অধ্যায় ৫২ ও ৫৩ শ্লোক॥

কোন কোন ব্রাহ্মণেরা প্রথম মন্ত্র অবধি, কেহ কেহ আস্তীক পর্ব্ব অবধি, কেহ বা উপরিচর রাজার উপাখ্যান অবধি এই ভারতের আরম্ভ বিবেচনা করিয়া অধ্যয়ন করেন। পণ্ডিত ব্যক্তিরা অশেষ প্রকারে সংহিতার ভাবার্থ প্রকাশ করেন। কেহ কেহ গ্রন্থ ব্যাখ্যা বিষয়ে পটু, কেহ বা গ্রন্থার্থ ধারণা বিষয়ে নিপুণ॥

তদ্ভিন্ন, মহাভারতের প্রথমাধ্যায়ে এ প্রকার উল্লেখ আছে, যে প্রথমে ভারতসংহিতা চতুর্ব্বিংশতি সহস্র শ্লোকময়ী ছিল। অতএব ইহা অনুমানসিদ্ধ বোধ হয়, যে কোন সময়ের পণ্ডিতেরা মহাভারত চতুর্ব্বিংশতি সহস্র শ্লোক বিশিষ্ট বলিয়া বিশ্বাস করিতেন। যথা

চতুর্ব্বিংশতিসাহস্রীং চক্রে ভারতসংহিতাং।
উপাখ্যানৈর্ব্বিনা তাবদ্ভারতং প্রোচ্যতে বুধৈঃ॥
ততোঽধ্যর্দ্ধশতং ভূয়ঃ সংক্ষেপং কৃতবানৃষিঃ।
অনুক্রমণিকাধ্যায়ং বৃত্তান্তানাং সপর্ব্বণাং॥
আদিপর্ব্ব প্রথমাধ্যায়॥

প্রথমতঃ ব্যাসদেব ভারতসংহিতাকে চতুর্ব্বিংশতি সহস্র শ্লোকময়ী রচনা করিয়াছিলেন। পণ্ডিতেরা কহেন, উপাখ্যান ভাগ পরিত্যাগ করিলে ভারতের সংখ্যা এইরূপ হয়। অনন্তর সংক্ষেপে সর্ব্বার্থ সংকলন পূর্ব্বক সার্দ্ধশত শ্লোক দ্বারা অনুক্রমণিকা রচনা করিলেন*।

আর মহাভারতের পর্ব্ব সংগ্রহ সমাপ্ত হইবার পরেও যে অনেক স্থান পরিবর্ত্তিত ও অনেক বচন প্রক্ষিপ্ত হইয়াছে তাহার সন্দেহ নাই, কারণ পর্ব্ব সংগ্রহের প্রতি পর্ব্বে যেরূপ শ্লোক সংখ্যা নির্দ্দিষ্ট আছে, তাহার সহিত এক্ষণকার মহাভারতের ঐক্য হয় না¶। তবে মহাভারতের কোন্ ভাগ কোন্ সময়ের রচিত ও সঙ্কলিত, তাহা নিরূপণ করা সুকঠিন এবং সে বিষয় বিবেচনা করা এ প্রস্তাবের উদ্দেশ্যও নহে। এক্ষণে যে সমস্ত পুরাণ ও ইতিহাস বেদব্যাস-প্রণীত বলিয়া প্রসিদ্ধ আছে, তাহা যে তাঁহার কৃত নহে,

---

* যেমন আদিপর্ব্বের ত্রয়োদশ এবং পঞ্চচত্বারিংশ ও ষট্চত্বারিংশ অধ্যায়ে জরৎকারুর উপাখ্যান।

¶ যেমন পৌষ্য পর্ব্বে আরুণি ও উপমন্যুর উপাখ্যান॥

† যেমন আদিপর্ব্বে চতুর্ব্বিংশতি অধ্যায়ে রুরু ও প্রমতির কথোপকথন। দ্বাদশ অধ্যায়ের শেষে এ রূপ উক্তি আছে বটে, যে রুরু স্বীয় পিতা প্রমতির নিকট আস্তীকোপাখ্যান শ্রবণ করিয়াছিলেন, কিন্তু তৎপরে তাহার আর কোন প্রসঙ্গ নাই। প্রত্যুত, ত্রয়োদশ অধ্যায়ে উগ্রশ্রবা কহিতেছেন, আমি পিতা লোমহর্ষণের নিকট আস্তীকোপাখ্যান যেরূপ শ্রবণ করিয়াছি, অবিকল সেই রূপ বর্ণন করিতেছি।

‡ যেমন পৌষ্য পর্ব্বে সর্পসত্রানুষ্ঠান সূচনার পরেই পৌলোমপর্ব্বে ভৃগুবংশের বর্ণনা॥

* কিন্তু এইক্ষণকার মহাভারতের অনুক্রমণিকাধ্যায়ে ন্যূনাধিক ২৬৮ টা শ্লোক প্রাপ্ত হওয়া যায়। অতএব বোধ হয়, পূর্ব্ব পূর্ব্ব পণ্ডিতেরা ভারতের পূর্ব্বাপর ঐক্য রাখিবার নিমিত্তে মধ্যে মধ্যে অনুক্রমণিকারও পরিবর্ত্তন করিয়াছেন।

¶ পর্ব্ব সংগ্রহে প্রতি পর্ব্বে যেরূপ শ্লোক সংখ্যা নির্দ্দিষ্ট আছে, আর এক্ষণে গণনা করিয়া সেই সেই

ইহাই এস্থলে প্রদর্শিত হইতেছে। তবে তাঁহার রচিত কতক শ্লোক এই সমস্ত গ্রন্থের অন্তর্ভূত আছে কি না তাহা অবধারণ করা দুঃসাধ্য। ফলতঃ, বেদব্যাস অষ্টাদশ পুরাণের রচণাকর্ত্তা এ প্রবাদও যে অপেক্ষাকৃত আধুনিক, পুরাণের মধ্যেই তাহার প্রমাণ প্রাপ্ত হওয়া যায়। তাহাতে এইরূপ লিখিত আছে, যে বেদব্যাস এক খানি পুরাণসংহিতা প্রস্তুত করিয়া সূতকুলোদ্ভব লোমহর্ষণকে প্রদান করেন, এবং লোমহর্ষণ তাহা স্বীয় শিষ্যদিগকে শিক্ষা দেন। বিষ্ণু, ভাগবত ও আগ্নেয় পুরাণে এই উপাখ্যান আছে, তন্মধ্যে বিষ্ণুপুরাণ হইতে এস্থলে উদ্ধৃত করা যাইতেছে। যথা

আখ্যানৈশ্চাপ্যুপাখ্যানৈর্গাথাভিঃ কল্পশুদ্ধিভিঃ।
পুরাণসংহিতাং চক্রে পুরাণার্থবিশারদঃ॥
প্রখ্যাতোব্যাসশিষ্যোভূৎ সূতোবৈ লোমহর্ষণঃ॥
পুরাণসংহিতাং তস্মৈ দদৌ ব্যাসোমহামুনিঃ॥
সুমতিশ্চাগ্নিবর্চ্চাশ্চ মিত্রায়ুঃ শাংশপায়নঃ।
অকৃতব্রণোথ সাবর্ণিঃ ষট্ শিষ্যাস্তস্য চাভবন্॥
কাশ্যপঃ সংহিতাকর্ত্তা সাবর্ণিঃ শাংশপায়নঃ।
লৌমহর্ষণিকা চান্যা তিসৃণাং মূলসংহিতা॥
বিষ্ণুপুরাণ ৩ অংশে ৬ অধ্যায়॥

পুরাণার্থবিৎ বেদব্যাস আখ্যান, উপাখ্যান, গাথা ও কল্পশুদ্ধি লইয়া এক পুরাণ সংহিতা প্রস্তুত করিলেন, এবং তাঁহার বিখ্যাত শিষ্য সূত-কুলোদ্ভব লোমহর্ষণকে তাহা প্রদান করিলেন। তাঁহার সুমতি, অগ্নি বর্চ্চস্, মিত্রায়ু, শাংশপায়ন, অকৃতব্রণ ও সাবর্ণি নামে ছয় শিষ্য ছিল। তন্মধ্যে কাশ্যপ, সাবর্ণি ও শাংশপায়ন ইহাঁরা এক এক পুরাণ সংহিতা করিয়াছিলেন। লোমহর্ষণ লৌমহর্ষণিকা নামে যে সংহিতা প্রস্তুত করিয়াছিলেন, তাহাই এ তিনের মূল।

ভাগবতোক্ত পুরাণ সঙ্কলন বিষয়ক উপাখ্যানও প্রায় এই রূপ। শ্রীধর স্বামী তাহার টীকায় এই প্রকার লিখিয়াছেন, যে বেদব্যাস ছয় খানি পুরাণ সংহিতা প্রস্তুত করিয়া রোমহর্ষণকে প্রদান করেন, রোমহর্ষণ তাহা ত্রয্যারুণি প্রভৃতি ছয় শিষ্যকে অধ্যয়ন করান, এবং উগ্রশ্রবাঃ তাহারদিগের নিকট সমস্ত ষট্ সংহিতাই শিক্ষা করেন*। বেদব্যাস এক, কি চারি, কি ছয় সংহিতা সঙ্কলন করিয়াছিলেন, পরে সে বিষয়ে আমারদের অভিপ্রায় প্রকাশ করিব। কিন্তু প্রচলিত পুরাণ সমুদায়ের রচনা-প্রণালী প্রভৃতি বিষয় বিবেচনা করিয়া তাহারদিগকে যেরূপ আধুনিক বোধ হয়, পুরাণের মধ্যেই যে তাহার প্রমাণ প্রাপ্ত হওয়া যাইতেছে, এবং অধুনাতন টীকাকারেরা যে তাহা অস্বীকার করিতে পারেন নাই, এই বিস্তর।

পুরাণ সকল যে প্রকার কল্পিত কথায় পরিপূর্ণ, এবং তাহার অনেক ভাগ যে রূপ আধুনিক, ইহাতে তাহা হইতে পুরাতন ও অকাল্পনিক কথা সকল উদ্ধার করা অত্যন্ত দুষ্কর। অতএব পূর্ব্বোক্ত পুরাণ সঙ্কলন বিষয়ক উপাখ্যানের সমুদায় কথা যথার্থ কি না তাহা নিঃসংশয়ে নিরূপণ করা সুকঠিন

পর্ব্বে যত শ্লোক প্রাপ্ত হওয়া যায়, উভয়ই লিখিত ইহল।

পর্ব্ব সংগ্রহোক্ত শ্লোক সংখ্যা		গণনা করিয়া মুদ্রিত মহাভারতের প্রতি পর্ব্বে যত শ্লোক প্রাপ্ত হওয়া যায় তাহার সংখ্যা	
১ আদিপর্ব্ব	৮৮৮৪		৮৪৭৯
২ সভা ”	২৫১১		২৭০৯
৩ বন ”	১১৬৬৪		১৭৪৭৮
৪ বিরাট ”	২০৫০		২৩৭৬
৫ উদ্যোগ ”	৬৬৯৮		৭৬৫৬॥
৬ ভীষ্ম ”	৫৮৮৪		৫৮৫৬
৭ দ্রোণ ”	৮৯০৯		৯৬৪৯
৮ কর্ণ ”	৪৯৬৪		৫০৪৬
৯ শৈল্য ”	৩২২০		৩৬৯১
১০ সৌপ্তিক ”	৮৭০		৮১১
১১ স্ত্রী ”	৭৭৫		৮২৭॥
১২ শান্তি ”	১৪৭৩২		১৩৯৪৩
১৩ অনুশাসন ”	৮০০০		৭৭৯৬
১৪ আশ্বমেধিক ”	৩৩২০		২৯০০
১৫ আশ্রমবাসিক”	১৫০৬		১১০৫
১৬ মৌষল ”	৩২০		২৯২
১৭ মহাপ্রস্থানিক ”	৩২০		১০৯
১৮ স্বর্গারোহণ ”	২০৯		৩১২
১৯ খিল হরিবংশ ”	১২০০০		১৬৩৭৪
	৯৬৮৩৬		১০৭৩৯০

* প্রথমং ব্যাসঃ ষট সংহিতাঃ কৃত্বা মৎপিত্রে রোমহর্ষণায় প্রাদাৎ তস্য চ মুখাদেতে এষ্যারুণ্যাদয়ঃ একৈকাৎসহিতামধীযন্ত এতেষাং যস্মাৎ শিষ্যোহং তাঃ সর্ব্বাঃ সমধীতবান্॥
১২ স্কন্ধের ৭ অধ্যায়ের ৫ ও ৬ শ্লোকের টীকা॥

বটে; কিন্তু কোন সময়ের পণ্ডিতেরা যে বেদব্যাসকে কেবল এক খানি পুরাণসংহিতার কর্ত্তা বলিয়া বিশ্বাস করিতেন, এবং তাঁহার অষ্টাদশ পুরাণ রচনা বিষয়ক উপাখ্যান যে তাহার বহু কাল পরে কল্পিত হয়, ইহা পূর্ব্বোক্ত বচন দর্শনে স্পষ্ট প্রতীত হইতেছে। তিনি যে ষট্ সংহিতা করিয়াছিলেন, ইহা কোন পুরাণে লিখিত নাই*। বরং বিষ্ণুপুরাণান্তর্গত পূর্ব্বোক্ত বচনে স্পষ্ট লিখিত আছে, বেদব্যাস এক খানি পুরাণসংহিতা করিয়া লোমহর্ষণকে প্রদান করেন। লোমহর্ষণ তদনুযায়ি এক সংহিতা এবং কাশ্যপ, সাবর্ণি ও শাংশপায়ন তদ্দৃষ্টে এক এক সংহিতা প্রস্তুত করেন।

অধুনাতন পণ্ডিতেরা সকলেই সমুদায় অষ্টাদশ পুরাণ বেদব্যাস-প্রণীত বলিয়া থাকেন, অতএব, ব্যাসকর্ত্তৃক একমাত্র পুরাণ সঙ্কলন বিষয়ক পূর্ব্বোক্ত প্রমাণ তাঁহারদের মতের বিরোধি বিনা কখনও পোষক হইতে পারে না, সুতরাং উহা তাঁহারদের দ্বারা কল্পিত হওয়া কোন ক্রমে সম্ভাবিত নহে। যাঁহারা ভাগবত, আগ্নেয় ও বিষ্ণু পুরাণ সঙ্কলন ও রচনা করিয়া বেদব্যাস-প্রণীত বলিয়া প্রচার করিয়াছেন, তাঁহারদের দ্বারাও এ বিষয় কল্পিত হইবার নহে। একারণ, এ উপাখ্যানকে কোন ক্রমেই আধুনিক বোধ হয় না, এবং তাহা যেস্থলে যে প্রকারে বর্ণিত আছে, তাহাতে নিতান্ত অমূলক জ্ঞানও হয় না। বোধ হয়, পুরাতন গ্রন্থ বিশেষে লিখিত ছিল, পরে অধুনাতন পুরাণকর্ত্তারা স্ব স্ব গ্রন্থে উদ্ধৃত করিয়া লইয়াছেন। যিনি বেদ সমুদায় সংগ্রহ ও বিভাগ করিয়াছিলেন, তাঁহার পুরাণ ও ইতিহাস সকল সঙ্কলন করিতেও প্রবৃত্তি হইলে হইতে পারে। বোধ হয়, সে সময়ে সূতেরা যে সমস্ত পরম্পরাগত পুরাতন ব্যাপার কীর্ত্তন করিত, তিনি তাহা সঙ্কলিত ও শৃঙ্খলাবদ্ধ করিয়া তাহার অধ্যয়ন অধ্যাপনা বিষয়ে উৎসাহ প্রদান করিয়া থাকিবেন। তাঁহার কর্ত্তৃক এ প্রকার এক পুরাণ-সংহিতা সঙ্কলিত হওয়া অসম্ভব নহে, কিন্তু তিনি যথার্থ সংগ্রহ করিয়াছিলেন কি না নিশ্চয় বলা যায় না।

পূর্ব্বোক্ত পুরাণ-সংহিতা কি প্রকার ছিল, তাহা এত দিন পরে নিরূপণ করা এক প্রকার অসাধ্য বলিতে হয়, তবে একবার বিবেচনা করিয়া দেখিলে হানি নাই। বিষ্ণুপুরাণকর্ত্তা লিখিয়াছেন, বেদব্যাস আখ্যান, উপাখ্যান, গাথা, কল্পশুদ্ধি এই চারি বিষয় লইয়া পুরাণ সংহিতা প্রস্তুত করিয়াছিলেন। বিষ্ণু পুরাণের টীকাকার লেখেন, স্বয়ং দৃষ্টি করিয়া যে সকল বিষয় কথিত হইয়াছে তাহার নাম আখ্যান। পরম্পরা শ্রুত কথার নাম উপাখ্যান। পিতৃ বিষয়ক ও পৃথ্বী বিষয়ক গীত ও অন্যান্য কোন কোন গীতের নাম গাথা। শ্রাদ্ধ কল্পাদি নিরূপণের নাম কল্পশুদ্ধি*। বেদব্যাস পুরাণসংহিতা প্রস্তুত করুন আর না করুন, কিন্তু যে সময়ে পূর্ব্বোক্ত পুরাণ-সঙ্কলন বিষয়ক আখ্যান রচিত হইয়াছিল, তখনকার পুরাণ এই প্রকার ছিল বোধ হয়।

বহু কাল পূর্ব্বে পুরাণের এইরূপ অবস্থা থাকা সম্যক্ সম্ভব, কিন্তু তাহার পরেই যে এক্ষণকার পুরাণ সকল সঙ্কলিত হইয়াছে, এমত নহে। পুরাণ সমুদায় ক্রমাগত পরিবর্ত্ত হইয়া আসিয়াছে, এবং তাহাতে নূতন নূতন বিষয় নিবেশিত হইয়াছে। অমরসিং-

* বিষ্ণুপুরাণের বচন পূর্ব্বে উদ্ধৃত হইয়াছে, এবং ভাগবত ও অগ্নি পুরাণের তদ্বিষয়ক বচন পশ্চাৎ লিখিত হইতেছে, তাহা পাঠ করিয়া দেখিলেই বোধ হইবে॥
এষ্যারুণিঃ কশ্যপশ্চ সাবর্ণিরকৃতব্রণঃ।
শিংশপায়নহারীতৌ ষড়্বৈ পৌরাণিকাইমে॥
অধীয়ন্ত ব্যাসশিষ্যাৎ সংহিতাং মৎ পিতুর্মুখাৎ।
একৈকামহমেতেষাং শিষ্যঃ সর্ব্বাঃ সমধ্যগাং॥
কাশ্যপোহঞ্চ সাবর্ণী রামশিষ্যোঽকৃতব্রণঃ।
অধীমহি ব্যাসশিষ্যাচ্চত্বারোমূলসংহিতাঃ॥
ভাগবত ১২ স্কন্ধে ৭ অধ্যায়।
প্রাপ্য ব্যাসাৎ পুরাণাদি সূতোবৈ লোমহর্ষণঃ।
সুমতিশ্চাগ্নিবর্চ্চাশ্চ মিত্রায়ুঃ শাংশপায়নঃ॥
কৃতব্রতোঽথ সাবর্ণিঃ শিষ্যাস্তস্য চাভবন্।
শাংশপায়নাদয়শ্চক্রুঃ পুরাণানান্ত সংহিতাঃ॥
অগ্নিপুরাণ॥

* স্বয়ং দৃষ্টার্থকথনং প্রাহুরাখ্যানকং বুধাঃ॥
শ্রুতস্যার্থস্য কথনমুপাখ্যানং প্রচক্ষতে॥
গাথাস্তু পিতৃপৃথ্বীপ্রভৃতিগীতয়ঃ।
কল্পশুদ্ধিঃ শ্রাদ্ধকল্পাদিনির্ণয়ঃ॥

হ স্বকৃত অমরকোষে লিখিয়াছেন, পুরাণের পাঁচ লক্ষণ, "পুরাণং পঞ্চলক্ষণং।" সেই পাঁচ লক্ষণ কি কি তাহা অমরকোষের টীকাকারেরা সকলেই বিশেষ করিয়া লিখিয়াছেন। যথা

সর্গশ্চ প্রতিসর্গশ্চ বংশোমন্বন্তরাণি চ।
বংশানুচরিতঞ্চৈব পুরাণং পঞ্চলক্ষণং॥

এই বচন দ্বারা প্রতীতি হইতেছে, যে অমর সিংহের সময়ে যে সকল পুরাণ প্রচলিত ছিল, তাহাতে সৃষ্টি, বিশেষ সৃষ্টি, বংশ বিবরণ, মন্বন্তর বর্ণনা, এবং প্রধান প্রধান বংশোদ্ভব ব্যক্তিদিগের চরিত্র বিষয়ের বিবরণ ছিল। ধর্ম্ম-সংক্রান্ত ক্রিয়া কলাপাদি উপদেশ করা ইহার একটি বিষয়েরও উদ্দেশ্য নহে। কিন্তু এক্ষণকার প্রচলিত পুরাণ সমুদায় দেবদেবীর মাহাত্ম্য কথন, দেবার্চ্চনা, দেবোৎসব ও ব্রত নিয়মাদির বিবরণেতেই পরিপূর্ণ। তাহাতে পূর্ব্বোক্ত পঞ্চ লক্ষণের অন্তর্গত যে যে বিষয় প্রাপ্ত হওয়া যায়, তাহা আনুষঙ্গিক মাত্র *। অতএব অমরসিংহের সময়ে, অর্থাৎ ন্যূনাধিক ১৯০০ বৎসর পূর্ব্বে যে সকল পুরাণ প্রচলিত ছিল, তাহার সহিত এক্ষণকার পুরাণ সমুদায়ের বিস্তর বিভিন্নতা দৃষ্টি করা যাইতেছে। তৎ সমুদায় পূর্ব্বোক্ত পঞ্চলক্ষণাক্রান্ত পুরাণ কি না তাহা পশ্চাৎ প্রদর্শিত হইবে। এক্ষণে এই পর্য্যন্ত বলিতে পারা যায়, ঐ সকল পুরাণ অমরসিংহের পরে সঙ্কলিত হইয়াছে, অথবা তাঁহার উল্লিখিত পঞ্চ লক্ষণাক্রান্ত পুরাণ সমুদায় এত পরিবর্ত্তিত হইয়া আসিয়াছে, এবং এত নূতন নূতন প্রস্তাব তাহাতে প্রক্ষিপ্ত হইয়াছে, যে সে সকলকে এক প্রকার নূতন সঙ্কলিত বলা যাইতে পারে।

ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণে মহাপুরাণ দশাধিক লক্ষণাক্রান্ত বলিয়া লিখিত আছে, তন্মধ্যে শ্রীহরির গুণ কীর্ত্তন ও অন্যান্য দেবতাদিগের বর্ণনা তাহার দুই লক্ষণ†। কিন্তু ইহা অমর সিংহের বহু কাল পরে কল্পিত হইয়াছে, তাহার সন্দেহ নাই। শ্রীকৃষ্ণের গুণ কীর্ত্তন ও মাহাত্ম্য বর্ণনা করা ব্রহ্মবৈবর্ত্ত পুরাণ কর্ত্তার উদ্দেশ্য; অতএব তিনি পূর্ব্বোক্ত পঞ্চ লক্ষণের সহিত স্বপ্রণীত পুরাণের ঐক্য হয় না দেখিয়া নূতন লক্ষণ করিয়াছেন¶। যে ব্যক্তি যে গ্রন্থ রচনা করে, সে ব্যক্তি অবশ্যই তদনুযায়ি লক্ষণ করে। অতএব তাঁহার কৃত লক্ষণ দ্বারা সে গ্রন্থের প্রামাণ্য ও প্রাচীনত্ব অবধারণ করা যায় না। অমরসিংহ এক জন অভিধান্ কর্ত্তা, পুরাণের লক্ষণ কল্পনা করা তাঁহার পক্ষে আবশ্যক ও সম্ভাবিত নহে, তাহাতে তাঁহার পক্ষে অপকার ভিন্ন কিছু মাত্র উপকার নাই। তাঁহার সময়ে যে প্রকার পুরাণ প্রচলিত ছিল, তিনি তাহার তদনুযায়ি লক্ষণ করিয়াছেন। বিশেষতঃ, যদি পূর্ব্বে পুরাণের ঐ পঞ্চ লক্ষণ সর্ব্ববাদি-সম্মত না হইত, তবে অধুনাতন পুরাণকর্ত্তারা তাহার প্রতিবাদ করিতে ত্রুটি করিতেন না। প্রত্যুত, ভাগবত, ব্রহ্মবৈবর্ত্ত প্রভৃতি কয়েক পুরাণে ঐ পঞ্চ লক্ষণ উদ্ধৃত বা উল্লিখিত হইয়াছে†। অতএব অধুনাতন পুরাণ সকল সঙ্কলিত ও রচিত হইবার পূর্ব্বকার পুরাণ সমুদায় যে পূর্ব্বোক্ত পঞ্চ লক্ষণাক্রান্ত অন্য প্রকার পুরাণ ছিল, এরূপ মীমাংসা করা কোন মতেই যুক্তি-বিরুদ্ধ নহে।

ব্রহ্মবৈবর্ত্ত পুরাণকর্ত্তা স্বপ্রণীত পুরাণানুযায়ি লক্ষণ কল্পনা করিলেন, এবং পূর্ব্ব পরম্পরা ক্রমে পুরাণের যে পঞ্চ লক্ষণ প্রসিদ্ধ আছে, তাহার কোন প্রকার মীমাংসা করা আবশ্যক বিবেচনা করিয়া এই প্রকার কল্পিত কথা লিখিলেন, যে উপপুরাণ সকল পঞ্চ লক্ষণাক্রান্ত, আর মহাপুরাণ সকল দশাধিক-লক্ষণ-যুক্ত। কিন্তু এক্ষণে যে সকল গ্রন্থ উপপুরাণ বলিয়া প্রসিদ্ধ আছে, তাহা অমরকোষোক্ত-পঞ্চ-লক্ষণাক্রান্ত হওয়া দূরে থাকুক, অমরসিংহের সময়ে যে সে সকল রচিত হইয়াছিল এমন বোধ হয় না। উপপুরাণ সমুদায় যে অধুনাতন গ্রন্থ, পূর্ব্বোক্ত পঞ্চ লক্ষণাক্রান্ত নহে, তাহা পশ্চাৎ প্রদর্শিত হইবে। এক্ষণে এই পর্য্যন্ত জানা যাইতেছে, যে পুরাণের পৃথক্ পৃথক্ দুই লক্ষণ দ্বারা তাহার দুই সময়ের অবস্থা প্রকাশ পাইতেছে। সৃষ্টি প্রকরণ ও বংশ বর্ণনা পূর্ব্বকার পঞ্চ লক্ষণাক্রান্ত পুরাণের উদ্দেশ্য ছিল, আর এক্ষণকার দশ লক্ষণাক্রান্ত পুরাণ সমুদায় দেবদেবীর মাহাত্ম্য প্রভৃতি ধর্ম্ম-সংক্রান্ত ব্যাপারে পরিপূর্ণ।

পূর্ব্বকার পুরাণ কি প্রকার ছিল, এবং কি রূপেই বা তাহা পরিবর্ত্তিত হইয়া আসিয়াছে, তদ্বিষয়ে যাহা কিছু অবগত হওয়া গিয়াছে, তাহার বিবরণ করা গেল। এক্ষণে যে সকল গ্রন্থ পুরাণ বলিয়া প্রচলিত আছে, তাঁহার বিষয় পশ্চাৎ লিখিত হইবে।

* তবে সকল পুরাণ সমান নহে। যথা বিষ্ণু ও বায়ু পুরাণে ঐ পঞ্চ লক্ষণের প্রায় সমুদায় বা অধিক ভাগ আছে, কিন্তু তদ্ভিন্ন অনেকানেক নূতন বিষয়ও তাহাতে নিবেশিত হইয়াছে।

† সর্গশ্চ প্রতিসর্গশ্চ বংশোমন্বন্তরাণি চ।
বংশানুচরিতং বিপ্র পুরাণং পঞ্চ লক্ষণং॥
এতদুপপুরাণানাং লক্ষণঞ্চ বিদুর্ব্বুধাঃ।
মহতাঞ্চ পুরাণানাং লক্ষণং কথয়ামি তে॥
সৃষ্টিশ্চাপি বিসৃষ্টিশ্চ স্থিতিস্তেষাঞ্চ পালনং।
কর্ম্মণাং বাসনাবার্ত্তামনূনাঞ্চ ক্রমেণ চ॥
বর্ণনং প্রলয়ানাঞ্চ মোক্ষস্য চ নিরূপণং।
উৎকীর্ত্তনং হরেরেব দেবানাঞ্চ পৃথক্ পৃথক্॥
দশাধিকং লক্ষণঞ্চ মহতাং পরিকীর্ত্তিতং।
সংখ্যানঞ্চ পুরাণানাং নিবোধ কথয়ামি তে॥
ব্রহ্মবৈবর্ত্ত পুরাণে শ্রীকৃষ্ণ জন্ম খণ্ডে ১৩২ অধ্যায়॥

¶ ভাগবতের দ্বাদশ স্কন্ধে সপ্তমাধ্যায়ে পুরাণের যে দশ লক্ষণ লিখিত আছে, বিশেষতঃ শ্রীধর স্বামী তাহার যেরূপ ব্যাখ্যা করিয়াছেন, তাহা প্রায় ব্রহ্মবৈবর্ত্ত পুরাণোক্ত দশাধিক লক্ষণের তুল্য, কিন্তু তত স্পষ্ট নহে।

† দশভির্লক্ষণৈর্যুক্তং পুরাণং তদ্বিদোবিদঃ।
কেচিৎ পঞ্চবিধং ব্রহ্মন্ মহদল্পব্যবস্থয়া॥
ভাগবতে ১২ স্কন্ধে ৭ অধ্যায়॥

মেদিনীপুর ব্রাহ্মসমাজের বক্তৃতা

১৯ পৌষ ১৭৭৪ শক

যোবৈ ভূমা তৎ সুখং নাল্পে সুখমস্তি।

মর্ত্যলোকে কি তৃপ্তির অভাব! কেহই আপনার বর্ত্তমান অবস্থাতে সুতৃপ্ত নহে। যুবক বৃদ্ধের মান্যতা প্রাপ্ত হইতে ইচ্ছা করেন; বৃদ্ধ যুবকের অভিনব উদ্যম ও স্ফূর্ত্তি পুনর্ব্বার প্রাপ্ত হইতে আকাঙ্ক্ষা করেন। পরিব্রাজক বিষয় কর্ম্মে প্রবৃত্ত হইয়া সংসারাভিজ্ঞ লোক রূপে গণ্য হইতে অভিলাষ করেন; বিষয় কর্ম্মে নিমগ্ন ব্যক্তি পরিব্রাজকের নিরুদ্বিগ্ন অবস্থা প্রাপ্ত হইতে বাঞ্ছা করেন। যিনি বিষয় কর্ম্মে অতিশয় ব্যস্ত, তিনি মনে করেন যে ধনোপার্জ্জন হইলে কর্ম্মভূমি হইতে অবসর হইয়া অতি সুস্থির চিত্তে অবশিষ্ট জীবন যাপন করিবেন; যিনি ধনোপার্জ্জন পূর্ব্বক বিষয় কর্ম্ম হইতে অবসৃত হইয়াছেন, তিনি নিষ্কর্ম্ম অবস্থাতে উত্ত্যক্ত হইয়া পুনর্ব্বার বিষয় কর্ম্মে প্রবৃত্তি হইতে মানস করেন। যাঁহারা গৃহস্থ, তাঁহারা ভ্রমণকারীর অবস্থাকে কি অপূর্ব্ব সুখজনক বোধ করেন! আপনার স্বদেশ দেখিবার জন্য ভ্রমণকারির মন কখন কখন কি পর্য্যন্ত না ব্যাকুল হয়! মধ্যমাবস্থ ব্যক্তি ধনি লোকের অবস্থাকে কি সুখের আকর বোধ করেন! ধনিব্যক্তি কখন কখন নানা বিধ দুর্ভাবনায় আক্রান্ত হইয়া মধ্যমাবস্থ ব্যক্তির স্বচ্ছন্দাবস্থায় স্থাপিত হইতে বাঞ্ছা করেন। যিনি ধন প্রাপ্ত হইয়াছেন, তিনি আরো অধিক ধন প্রাপ্ত হইতে ইচ্ছা করেন; যিনি যশপ্রাপ্ত হইয়াছেন তিনি আরো অধিক যশঃ অভিলাষ করেন; যিনি মান প্রাপ্ত হইয়াছেন তাঁহার আরো অধিক মান পাইবার আকাঙ্ক্ষা। বিদ্যা অনন্ত সমুদ্র, পৃথিবীতে কত উত্তম উত্তম ভাষা আছে, প্রত্যেক ভাষাতে কত উত্তম উত্তম গ্রন্থ আছে। বিদ্বান্ ব্যক্তি আপনার বর্ত্তমান বিদ্যাতে পরিতৃপ্ত নহেন; বিজ্ঞান-শাস্ত্রজ্ঞ ব্যক্তি স্বোপার্জ্জিত বিজ্ঞানে সন্তুষ্ট নহেন; তিনি বিশেষ জানিতেছেন, যে এমত কত তত্ত্ব মনুষ্যের বুদ্ধি হইতে প্রচ্ছন্ন রহিয়াছে, যাহার কিছুই মীমাংসা করিয়া উঠিতে পারেন না। পৃথিবীতে বন্ধুতাতেও তৃপ্তি নাই; সম্পূর্ণ নির্দ্দোষ ব্যক্তি পাওয়া দুঃসাধ্য। বন্ধুরও এক এক সময়ে এমত দোষ দৃষ্ট হয়, যে মনেতে অসুখ জন্মে; যদ্যপি বন্ধুতার নিয়মানুসারে তাহা পরে ক্ষমা করা যায়, তথাপি আপাতত দুঃখিত হইতে হয়। যিনি যথার্থ ধার্ম্মিক ও বর্ত্তমান ধনেতে সুতৃপ্ত, তিনি আপন চরিত্র বিশিষ্টরূপ পরিদর্শন করিলে কি তাহাতে সুতৃপ্ত হইতে পারেন? ব্রহ্মজ্ঞ

ব্যক্তির জ্ঞানতৃষ্ণা কি এই অবস্থাতে শান্তি হইতে পারে? পৃথিবীতে তৃপ্তি পাওয়া—নিরবচ্ছিন্ন সুখ পাওয়া সুকঠিন। যাঁহাকে পূতচরিত্র, বিদ্বান্ ও সুস্থ-শরীর ও সংসার নির্ব্বাহোপযোগি-ধন-শালী দেখা যায়, তাঁহারও হৃদয়-গত এমন এক কণ্টক থাকিতে পারে, যাহা কোন অস্ত্র চিকিৎসক দ্বারা নিষ্কাশিত হইতে পারে না, যাহা তাঁহাকে সতত অসুখী রাখিয়াছে। যখন সাবধানতা বৃত্তি মনুষ্যের স্বভাবগত, তখন এমত বোধ হয় না, যে পৃথিবীতে দুঃখের অভাব হইয়া তাহা কখন কেবল নিরবচ্ছিন্ন সুখের আলয় হইবে, কারণ তাহা হইলে "মনুষ্যের সাবধানতা গুণ থাকিবার নিতান্ত বৈয়র্থ্য হয় ও মানসিক প্রকৃতি ও বাহ্যবস্তুর পরস্পর উপযোগিতা থাকে না।" কোন ব্যক্তি সর্ব্ব-গুণ-সম্পন্ন নহে; প্রত্যেক ব্যক্তির কোন না কোন গুণের স্বাভাবিক অভাব আছে, যাহা পূরণ করা তাঁহার পক্ষে দুঃসাধ্য; সে অভাব জনিত দুঃখ তাঁহাকে ভোগ করিতেই হয়। মর্ত্যলোকে সকলই সুচারু হওয়া, সকলই পরিপাটী হওয়া, সকলই মনের মত হওয়া দুষ্কর; অতএব মর্ত্যলোকে কি প্রকারে তৃপ্তি হইতে পারে? আহা! পিপাসু মনুষ্যের সুখাশা কি কখন সম্পূর্ণ হইবে না? আমারদিগের স্রষ্টা কি এমত নির্দ্দয়, যে যে নিরবচ্ছিন্ন পূর্ণ সুখের নিমিত্তে আমরা সর্ব্বদা যত্ন করিতেছি, কিন্তু যাহা পাইয়া উঠিতেছি না, তাহা কি তিনি কখনই প্রদান করিবেন না? পূর্ণজ্ঞান ও পূর্ণ সুখের অবস্থা, যাহার আভাস মাত্র আমরা এই অবস্থাতে প্রাপ্ত হইতেছি, সে কি সেই আভাস পাওয়া পর্য্যন্ত? আমরা কখন এমত বোধ করিতে পারি না। ভূতত্ত্ব বিদ্যা দ্বারা জ্ঞাত হওয়া যাইতেছে, যে অনেক পরিবর্ত্তন ও অনেক অপকৃষ্ট জীব-জাতি নাশের পর উৎকৃষ্ট মনুষ্য জাতি উৎপন্ন হইয়াছে। যখন কেবল সেই অপকৃষ্ট জীব সকল পৃথিবীতে বিরাজমান ছিল, তখন কে মনে করিতে পারিত, যে তাহারদিগের অপেক্ষা এমন এক শ্রেষ্ঠ জীব উৎপন্ন হইবেক? স্বভাবের সকল কার্য্য ক্রমশঃ হয়। মনুষ্যের ভাবি অবস্থা বর্ত্তমান অপেক্ষা যে ক্রমশঃ কত উৎকৃষ্ট হইবে তাহা কে বলিতে পারে? যে কখন বট বীজ কণিকা হইতে বট বৃক্ষ উৎপন্ন হইতে দেখে নাই, সে সেই বীজ দেখিলে কি মনে করিতে পারে, যে তাহা হইতে এমত এক প্রকাণ্ড বৃক্ষ উৎপন্ন হইবে যাহার ছায়াতে সহস্র সৈন্য শয়ান থাকিতে পারে? এক দিবসের শিশু দেখিলে আপাততঃ কি মনে হইতে পারে, যে সে ভবিষ্যতে মাতঙ্গ তুল্য বল ধারণ করিবে? যে ব্যক্তি পদ্ম পুষ্প কখন দেখে নাই, তাহাকে তাহা আনিয়া দিলে, সে কি মনে করিতে পারে, যে এমত সুশোভন মনোহর পুষ্প কদর্য্য পঙ্ক হইতে উৎপন্ন হইয়াছে? পৃথিবীর দেশ বিশেষে খনিখননকারি ব্যক্তিদিগের চিরকাল ভূমির নিম্নে থাকিতে হয়; যে খনি খননকারি জন্মাবধি আপনার জীবন ভূমির নিম্নে যাপন করিতেছে, তাহাকে অসংখ্য নক্ষত্র খচিত অনন্ত আকাশ, শ্যামল শোভা বিভূষিত বিস্তীর্ণ ক্ষেত্র, সুকোমল-আলোক-পূর্ণ-চন্দ্র, এবং প্রখর-জ্যোতিঃ-সমুদ্র-বর্ষণকারী মহিমান্বিত সূর্য্য দর্শনের সুখের বিষয় বলিলে সে তাহা কি বুঝিতে পারিবে? যিনি সমস্ত জীবন কেবল তড়াগই দেখিয়াছেন, তিনি প্রসারিত মহা সমুদ্রের বিস্তীর্ণতা ও নীলোজ্জ্বল শোভা কি মনেতেও কল্পনা করিতে পারেন? সাবকাবস্থাবধি পিঞ্জর-রুদ্ধ পক্ষী মহা দ্রুম বিশিষ্ট অশেষ অরণ্যে স্বাধীন বিহারের সুখ কি জানিবে? বর্ত্তমান রুদ্ধাবস্থাতে জীবাত্মা রূপ পক্ষির পক্ষ অতি বিচ্ছিন্ন ও তাহার বর্ণ অতিম্লান, কিন্তু যখন ক্রমশ মুক্তির অবস্থা প্রাপ্ত হইবে, তখন তাহা যে কি অলৌকিক শোভা দ্বারা ভূষিত হইবে, কি অপূর্ব্ব সুখাকাশে বিচরণ করিবে, তাহা আমরা এ ক্ষণে কি বলিতে পারি? প্রিয়তম বন্ধুর সহিত সহবাসের আনন্দ ব্যতীত—সেই ভূমানন্দ ব্যতীত, মন আর কোন আনন্দেই সুতৃপ্ত হইতে পারে না। সেই আনন্দের অবস্থার নিমিত্ত আপনাকে উপযুক্ত করা উচিত। যখন বিদেশীয় কারাগার হইতে

মুক্ত হইয়া স্বদেশে প্রত্যাগমন, পরে প্রিয়তম বন্ধুর সহিত সাক্ষাৎ ও সম্মীলন হইবে, তখন বাক্য মনের অতীত কি অপার সুখ সম্ভোগ হইবে! হে বন্ধো! সেই দিবসের নিমিত্ত—তোমাকে সন্দর্শনের নিমিত্ত মন অত্যন্ত পিপাসাতুর হইতেছে।

ব্রাহ্মধর্ম্মঃ

দ্বিতীয়খণ্ডং

প্রথমোঽধ্যায়ঃ

ওমাচার্য্যোঽন্তেবাসিনমনুশাস্তি॥

আচার্য্য শিষ্যকে ধর্ম্মোপদেশ করিতেছেন।

ব্রহ্মনিষ্ঠোগৃহস্থঃ স্যাৎ তত্ত্বজ্ঞানপরায়ণঃ। যদ্ যৎ কর্ম্ম প্রকুর্ব্বীত তদ্ব্রহ্মণি সমর্পয়েৎ॥

গৃহস্থ ব্যক্তি ব্রহ্মনিষ্ঠ ও তত্ত্বজ্ঞান পরায়ণ হইবেন; যে কোন কর্ম্ম করুন তাহা পরব্রহ্মেতে সমর্পণ করিবেন।

মাতরং পিতরঞ্চৈব সাক্ষাৎ প্রত্যক্ষদেবতাং। মনসাপি ন তৌ হিংস্যাৎ গৃহী নিষেবেত সদা সর্ব্বপ্রযত্নতঃ॥

গৃহী ব্যক্তি পিতামাতাকে সাক্ষাৎ প্রত্যক্ষ দেবতা স্বরূপ জানিয়া সর্ব্বপ্রযত্নে সর্ব্বদা তাঁহারদের সেবা করিবেন।

শ্রাবয়েন্মধুলাং বাণীং সর্ব্বদা প্রিয়মাচরেৎ। পিতোরাজ্ঞানুসারী স্যাৎ সৎপুত্রঃ কুলপাবনঃ॥

কুলপাবন সৎপুত্র পিতামাতাকে মৃদু বাক্য কহিবেক, সর্ব্বদা তাঁহারদের প্রিয় কার্য্য করিবেক এবং আজ্ঞাবহ থাকিবেক।

গুরূণামপ্যহং সর্ব্বেষাং মাতা পরমকো গুরুঃ। মাতা গুরুতরা ভূমেঃ খাৎ পিতোচ্চতরস্তথা॥

সকল গুরুর মধ্যে মাতা পরম গুরু হয়েন। মাতা পৃথিবী অপেক্ষাও গুরু, আর পিতা আকাশ অপেক্ষাও উচ্চতর।

যৎ মাতাপিতরৌ ক্লেশং সহেতে সম্ভবে নৃণাং। ন তস্য নিষ্কৃতিঃ শক্যা কর্ত্তুং বর্ষশতৈরপি।

সন্তান হইলে পিতা মাতা যেরূপ ক্লেশ সহ্য করেন, শত বৎসরেও তাহার পরিশোধ করিতে কেহ শক্ত হয় না।

ভ্রাতা জ্যেষ্ঠঃ সমঃ পিত্রা ভার্য্যা পুত্রঃ স্বকা তনুঃ। ছায়া স্বদাসবর্গশ্চ দুহিতা কৃপণং পরং। তস্মাদেতৈরধিক্ষিপ্তঃ সহেতাসংজ্বরঃ সদা॥

জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা পিতৃ তুল্য, ভার্য্যা ও পুত্র স্বীয় শরীরের ন্যায়, দাসবর্গ আপনার ছায়া স্বরূপ, আর দুহিতা অতি কৃপাপাত্রী; এই হেতু এ সকলের দ্বারা উত্ত্যক্ত হইলেও সন্তপ্ত না হইয়া সর্ব্বদা সহিষ্ণুতা অবলম্বন করিবেক।

অতিবাদাংস্তিতিক্ষেত নাবমন্যেত কঞ্চন। ন চেমং দেহমাশ্রিত্য বৈরং কুর্ব্বীত কেনচিৎ॥

পরের অত্যুক্তি সকল সহ্য করিবেক, কাহাকেও অপমান করিবেক না; এই মানব দেহ ধারণ করিয়া কাহারও সহিত শত্রুতা করিবেক না।

ইতি দ্বিতীয়খণ্ডে প্রথমোধ্যায়ঃ।

বিজ্ঞাপন

আত্মতত্ত্ব বিদ্যা, যাহা ক্রমাগত পত্রিকাতে পাচ অধ্যায়ে মদ্রিত হইয়াছে, তাহা পুনর্ব্বার এক খানি ক্ষুদ্র পুস্তকাকারে মুদ্রিত করিয়া প্রস্তুত করা গিয়াছে, তাহার মূল্য ৵০ তিন আনা মাত্র। যাঁহার প্রয়োজন হয়, মূল্য প্রেরণ করিলে প্রাপ্ত হইতে পারিবেন।

শ্রীনৃপেন্দ্রনাথ ঠাকুর।
সম্পাদক।

বিজ্ঞাপন

কৃতজ্ঞতার সহিত স্বীকার করিতেছি, যে রঙ্গপুর নিবাসি শ্রীযুক্ত কালীচন্দ্র রায় চৌধুরি মহাশয় স্বপ্রণীত স্বভাবদর্পন পুস্তকের ২৫ খণ্ড এই সভায় প্রদান করিয়াছেন।

শ্রীনৃপেন্দ্র উহারদিগের